পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
২৫শে আশ্বিন, ১৩৮৭ সাল
প্রকাশক
সুকুমার দত্ত
৪, ভবানন্দ রোড,
কলকাতা-২৬
অলঙ্করণ
সত্যজিত রায়
মুদ্রক
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৮২, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

জুল ভার্ন

আশ্চর্য দ্বীপ

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

আশ্চর্য দ্বীপ

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল ভার্ন প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখেছেন শতাধিক বৎসর পূর্বে, কিন্তু আজও সেই অপূর্ব এ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলি কিশোর-চিত্তে রোমাঞ্চ জাগায়।

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি যাঁরা বাংলা ভাষায় সার্থক অনুবাদ করে দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কুলদারঞ্জন রায় একজন পথিকৃৎ।

কুলদারঞ্জন অনূদিত জুল ভার্নের প্রসিদ্ধ রোমাঞ্চকর উপন্যাসত্রয়ী 'Abandoned', 'The Mysterious Island', 'The Mystery of the Island' আশ্চর্য দ্বীপ নামে প্রকাশিত হলো।

মূলানুগ এবং অসংক্ষেপিত এই অনবদ্য অনুবাদের মধ্যে পাঠকেরা মূল রচনার পূর্ণস্বাদ এবং রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারবেন।

প্রকাশক

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাদেশে, অধিবাসিগণের মধ্যেই দুই দলে একটি সাংঘাতিক যুদ্ধ হইয়াছিল—যাহা 'ওয়ার অব্ সেসেসন্' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ঐ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, এক দলের সেনাপতি, জেনারেল গ্রাণ্ট্ রিচ্‌মণ্ড সহর অবরোধ করিলেন। রিচ্‌মণ্ড ভার্জিনিয়ার রাজধানী—শত্রুর রাজ্য ; জেনারেল গ্রাণ্ট্ সহরটিকে অবরোধ করিলেন বটে, কিন্তু উহা দখল করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু, তাঁহার কয়েকজন নামজাদা সৈনিক কর্মচারী শত্রুর হস্তে বন্দী হইলেন। ইহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন ক্যাপ্‌টেন্ সাইরাস্ হার্ডিং। তিনি খুব বড় এনজিনিয়ার ছিলেন, তাঁহার বাড়ী ছিল মাসাচুসেটস্ সহরে। যুদ্ধের সময় রেলওয়ের তত্ত্বাবধান-কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হার্ডিংএর বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। চেহারা হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও শরীরের গঠন ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, মাথাটি বড়—দেখিলেই মনে হইত উহা বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ঠোঁটের উপরে বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ—মুখখানি দেখিলেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈনিক পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাইরাস্ হার্ডিংএর মনের জোর ছিল অদ্ভুত, তিনি যেমন বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ সাহসী ছিলেন, কার্যক্ষমও ছিলেন তেমনি। সাইরাস হার্ডিং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া শত্রু কর্তৃক রিচমণ্ড শহরে বন্দী হইলেন। ঠিক সেই সময়ে, 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামক পত্রিকার সংবাদদাতা গিডিয়ন্ স্পিলেটও রিচ্‌মণ্ড সহরে বন্দী হন। এই যুদ্ধে সংবাদদাতারূপে তিনি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় গোলাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কাগজ পেনসিল হাতে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধের সংবাদ লিখিতেন—বিপদের প্রতি

ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। সাইরাস্ হার্ডিং এবং গিডিয়ন স্পিলেট পরস্পরের নাম মাত্র জানিতেন, কিন্তু উভয়ে পরিচিত ছিলেন না। হার্ডিংএর ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হইল, এই সময়ে গিডিয়ন্ স্পিলেটের সঙ্গে পরিচয় হয়, অল্পকালের মধ্যে উভয়ের মধ্যেই বন্ধুতা হইল। তখন হইতে উভয়ের মনে একই চিন্তা—কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহারা সাধারণ কয়েদীর মত আবদ্ধ ছিলেন না, স্বাধীনভাবে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সহরের চারিদিকে সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী থাকিত, ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না।

এই সময়ে একদিন ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর পুরাতন ভৃত্যটি আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইল। ভৃত্যটি ছিল নিগ্রো, হার্ডিংএর জমিদারিতেই তাহার মাতা পিতা বাস করিত। সাইরাস্ হার্ডিং পূর্বেই তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু চাকর তাঁহাকে এমনই ভালবাসিত, যে মুক্তির পরেও সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। চাকরের নাম ছিল 'নেবুক্যাড্ নেজার ; কিন্তু তাহাকে ডাকা হইত নেব্ বলিয়া। নেবের বয়স ছিল প্রায় ৩০ বৎসর—এমন বলিষ্ঠ, কার্যক্ষম, চতুর ও শান্তশিষ্ট লোক কম দেখা যায়—আবশ্যক হইলে, সাইরাস্ হার্ডিংএর জন্য সে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

সাইরাস্ হার্ডিং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া রিচমণ্ড সহরে আবদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়াই, নেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই নানা রকম চালাকি খেলিয়া, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া সে সহরের ভিতর ঢুকিতে পারিয়াছে। প্রভু-ভৃত্যে সাক্ষাৎ হইলে পর, উভয়ের মনে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। তখন হইতেই সাইরাস্ হার্ডিং, গিডিয়ন্ স্পিলেট্ ও নেব্ তিনজনে মিলিয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবরুদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সহর হইতে বাহির হইয়া গিয়া, তাহাদিগের সেনাপতি জেনারেল 'লির' দলের সঙ্গে মিলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন

'জোনাথন্ ফরস্টার'। তিনি একদিন সহরের শাসনকর্তার নিকট প্রস্তাব করিলেন, যে, একটা বেলুনে চড়িয়া গিয়া জেনারেল লি কে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া আসিবেন। অবরুদ্ধ হওয়া অবধি, শাসন-কর্তা জেনারেল লি-র কোন সংবাদ পান নাই। রিচমণ্ডের বিপদে সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইতে পারেন নাই। এদিকে, বাহিরের সাহায্য বিনা সহরটিকে আর বেশী দিন রাখিতে পারা যাইবে না—বাধ্য হইয়া শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায়, জোনাথনের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি তখনই সম্মতি দিলেন।

বেলুন প্রস্তুত হইল। ফরস্টার পাঁচ জন সঙ্গী লইয়া বেলুনে যাত্রা করিবেন। বেলুনে খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সমস্তই রাখা হইল। স্থির হইল ১৮ই মার্চ যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রে, উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে যখন বাতাস বহিবে তখনই যাত্রার সময়। ১৮ই মার্চ প্রাতঃকালে দেখা গেল—উত্তর-পশ্চিমে হাওয়ার গতি ভাল নয়, ক্রমেই যেন হাওয়ার বেগ বাড়িয়াই চলিল। দেখিতে দেখিতে দারুণ ঝড়ই আরম্ভ হইল—এরূপ ঝড়ে বেলুনে যাত্রা করা সাক্ষাৎ মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নয়। রিচমণ্ড সহরের প্রকাণ্ড মাঠে বেলুন বিশাল দেহ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে—ঝড়ের বেগ কমিলেই সে আরোহীসহ যাত্রা করিবে। কিন্তু ১৮ই গেল, ১৯ তারিখও পার হইল—ঝড়ের বেগ একটুও কমিল না। বেলুনটাকে মাটিতে খোঁটা পুঁতিয়া, খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ভয় হইতে লাগিল—দারুণ ঝড়ের ঝাপ্টায় পাছে বা বেলুনের বাঁধন-দড়ি ছিড়িয়া যায়। ১৯এ মার্চ রাত্রিটাও পার হইল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল ঝড়ের বেগ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় বেলুনের যাত্রা স্থগিত না রাখিয়া আর উপায় কি!

সেই দিন এনজিনিয়ার হার্ডিং সহরের পথে বাহির হইয়াছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁহাকে ডাকিল। লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি সেলার (নাবিক), তাহার নাম পেন্‌ক্রফ্‌ট্।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স, বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, রোদ্রে পোড়া মুখের রং—চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, যেন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট্‌ও আমেরিকান—সমুদ্র-পথে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। পেন্‌-ক্রফ্‌ট্‌ অসমসাহসী, বিপদকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয়—এমন কিছু অদ্ভুত বিষয় হইতে পারে না যাহা দেখিলে সে বিস্মিত হয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট কার্য উপলক্ষ্যে রিচমণ্ড সহরে আসিয়াছিল। সহরটি অবরুদ্ধ হইলে, সেও আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছিল। বিপদে পড়িয়া ঘাব্‌ড়াইবার পাত্র পেন্‌ক্রফ্‌ট নয়, সে স্থির করিয়াছিল—যেরূপে হউক সহর হইতে পলায়ন করিতেই হইবে। এন্‌জিনিয়ার হার্ডিং এর সুনাম পেন্‌ক্রফ্‌টও শুনিয়াছিল, আর এটাও বুঝিয়াছিল, যে, হার্ডিংএর মত একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোক অবরুদ্ধ অবস্থায় কিছুতেই বেশী দিন থাকিতে পারে না। এই সব ভাবিয়া, পেনক্রফ্‌ট আজ হার্ডিংকে পথে দেখিবামাত্র ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'ক্যাপ্‌টেন! রিচমণ্ড সহরে আর কতকাল পড়ে থাক্‌বেন?'

হার্ডিং নিবিষ্টমনে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাইলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট আবার গলার স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ক্যাপটেন্‌ হার্ডিং। পলায়নের চেষ্টা করবেন কি?'

হার্ডিং শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? তোমাকে ত আমি চিনি না।'

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট নিজের পরিচয় দিল।

হার্ডিং বলিলেন—'বেশ, কিন্তু পালাবে কি করে?'

'মাঠে ঐ যে বেলুনটা আছে সেই বেলুনটায় চ'ড়ে। আমার মনে হয়, যেন, ওটা আমাদের জন্যই অপেক্ষা'—

নাবিকের কথা শেষ করিবার আবশ্যক হইল না, হার্ডিং তৎক্ষণাৎ সব বুঝিতে পারিলেন। সজোরে পেন্‌ক্রফ্‌টের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার সমস্ত মতলব খুলিয়া বলিল—হার্ডিং সে বিষয়ে আরও

পরামর্শ করিলেন। ব্যাপারটা নিতান্তই সহজ, ইহাতে শুধু তাঁহাদিগের প্রাণ যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা ভিন্ন আর ভাবনা কি? প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে, সত্য, কিন্তু হার্ডিংএর মত চতুর কর্ণধার এই দারুণ ঝড়েও বেলুনটাকে অনায়াসে চালাইতে পারিবেন —সে বিষয়ে পেন্‌ক্রেফ্‌টের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

হার্ডিং নীরবে নাবিকের কথাগুলি শুনিলেন, আনন্দে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন মাহেন্দ্র সুযোগ ছাড়িবার পাত্র হার্ডিং নহেন। বিষয়টা তেমন কিছু গুরুতর নহে, তবে অবশ্য সাংঘাতিক যতদূর হইতে হয়। রাত্রির গভীর অন্ধকারে, প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বেলুনের কাছে যাওয়া মুস্কিল হইবে না। তারপর বেলুনের গাড়ীতে চড়া আর দড়ি কাটিয়া দেওয়া ত মুহূর্তের কাজ।

আমাদেব মৃত্যু হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের কৃপায় বাঁচিতেও ত পারি? আর এই ঝড় না থাকিলে বেলুনই বা পাওয়া যাইত কোথায়—ইতিপূর্বেই ত বেলুনটা যাত্রা করিত।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্ডিং বলিলেন, 'পেন্‌ক্রেফ্‌ট, আমি কিন্তু একা নই।'

পেন্‌ক্রেফ্‌ট বলিল, 'কয়জন লোক সঙ্গে নিতে চান?'

'দুজন। আমার বন্ধু গিডিয়ন্ স্পিলেট্ আর আমার চাকর নেব।'

'তাহলে আপনারা হলেন তিনজন; আর হারবার্ট এবং আমি —মোট হলাম পাঁচজন। বেলুনে ছয়জনের জায়গা খুবই আছে।'

হার্ডিং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—'বাস্, তাহলে আজ রাত্রে আমরা রওনা হব।'

স্পিলেটের নিকট এই প্রস্তাব করা মাত্র তিনি রাজি হইলেন। এমন সহজ উপায়টা তাঁহার মাথায় পূর্বে খেয়াল হয় নাই ভাবিয়া, তাঁহার বিস্ময়ও হইল। নেবের সম্বন্ধে আর কথা কি—তাহার প্রভু যেখানে সে-ও সেইখানে।

তখন পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে আজই রাত্রে আমরা বেলুনের কাছে মিলব।'

সাইরাস্ হার্ডিং বলিলেলেন—'হাঁ, রাত ঠিক দশটার সময়। ভগবান্ করুন, আমাদের যাত্রার পূর্বে যেন ঝড়ের বেগ না কমে।'

পেনক্রফ্‌ট তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল—সেখানে হারবার্ট তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। বালক হারবার্ট পেনক্রফ্‌টের ভূতপূর্ব মনিব এক জাহাজের ক্যাপটেনের পুত্র। বেচারা মাতৃ পিতৃহীন। পেনক্রফ্‌টের পলায়নের ব্যবস্থার কথা সে জানিত। পেনক্রফ্‌ট যে তাহার প্রস্তাব সাইরাস্ হার্ডিংকে বলিতে গিয়াছিল, তাহাও সে জানিত এবং তাহার অপেক্ষায় উৎসুকচিত্তে বসিয়াছিল। এইরূপে পাঁচজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঝড়ের বেগ কমিল না। এইরূপ দারুণ দুর্যোগে বেলুনে যাত্রা ভীষণ মারাত্মক—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাইরাস্ হার্ডিং সে বিষয়টা গ্রাহ্যই করিলেন না। তাঁহার শুধু ভয় হইল যাত্রার পূর্বে দারুণ ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পাছে বেলুনটা চুরমার হইয়া যায়। মনে এই ভয় লইয়া হার্ডিং বিকেলের দিকে বেলুনের কাছে গিয়া পায়চারি করিতেছিলেন। ঝড়ের জন্য চারিদিক জনমানবশূন্য। ক্রমে সেখানে পেনক্রফ্‌টও আসিয়া উপস্থিত, নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্য সে হার্ডিংএর সঙ্গে পায়চারিতে যোগ দিল।

তাহারও মনে ভয় হইল, পাছে বেলুন চুরমার হইয়া গিয়া সব পণ্ড করিয়া দেয়। ক্রমে রাত্রি হইল। দারুণ অন্ধকার, চারিদিক, নীরব নিস্তব্ধ—এরূপ দুর্যোগে শাসনকর্তা বেলুনের কাছে প্রহরী রাখাও আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন না। বৃষ্টি পড়িতেছিল, বরফও পড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাড় চুরমার হইতে চায়। সমস্ত রিচ্‌মণ্ড সহরটার উপর যেন কুয়াশার একখানা চাদর বিছান। ভাগবান যেন দয়া করিয়া পলায়নের ব্যবস্থাগুলি সমস্তই অনুকূল করিয়াছিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সকলেই যথাস্থানে

আসিয়া মিলিত হইলেন। মাঠের আলোগুলি সবই ঝড়ে নিবিয়া গিয়াছে, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। -এত ঝড় যে বেলুনটা, ঝড়ের দাপটে মাটির উপরে প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে—সেটাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হার্ডিং, স্পিলেট, নেব্ ও হারবার্ট সকলেই বেলুনের গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন—কাহারও মুখে কথা নাই। বেলুনের চারিদিকের দড়িগুলি বালিপূর্ণ ব্যাগের সঙ্গে বাঁধা। হার্ডিংএর আদেশে পেনক্রফ্‌ট একে একে সব বাঁধন খুলিয়া, নিজেও বেলুনে চড়িল। তখন শুধ্ একটি তারের সঙ্গে বেলুনটি বাধা আছে —হার্ডিং হুকুম দিলেই হয়।

ওই সময় গভীর অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ একটি কুকুর লাফাইয়া বেলুনে চড়িল। হার্ডিংএর প্রিয় কুকুর 'টপ্'—বেচারি শিকল ছিঁড়িয়া প্রভুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বোঝা চাপান উচিত হইবে না ভাবিয়া হার্ডিং টপকে তাড়াইতে-ছিলেন, এমন সময় পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—'ভারি ত এটুকু বোঝা। থাক্ বেচারি আমাদের সঙ্গে।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বালিপূর্ণ বস্তা মাটিতে ফেলিয়া দিল, দিবামাত্র বেলুনটা একটু হেলানভাবে কামানের গোলার মত উপরের দিকে ছুটিল।

এইবার যাত্রীর দল সত্যই বুঝিতে পারিল, ঝড়ের তেজ কতখানি। সমস্ত রাত্রির মধ্যে হার্ডিং নামিবার চিন্তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে নীচের দিকে চাহিয়া কিছুই দেখা গেল না—কুয়াশায় সমস্ত ঢাকিয়া রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত চারি দিন চলিয়া, পঞ্চম দিনে একটু পরিষ্কার হইলে দেখা গেল—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই সমুদ্র, কেবলই সমুদ্র। ঝড়ের দাপটে পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়া, উন্মত্তের মত গর্জন করিতেছে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

'আমরা কি উপরের দিকে উঠ্‌ছি ?'

'না বরং তার উল্টো।'

'নীচে নাম্‌ছি।'

'তার চেয়েও সাংঘাতিক ক্যাপ্‌টেন্‌। আমরা পড়ে যাচ্ছি।'

'কি সর্বনাশ, তাহলে শীগ্‌গির বালির বস্তাগুলি ফেলে দাও।'

'এই নিন, শেষ বস্তাটিও ফেলে দিলাম।'

'এখন কি বেলুন উপরের দিকে উঠছে ?'

'না, এখনও উঠ্‌ছে না।'

'ঢেউ ভাঙ্গার মত শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে ?'

'বেলুনের গাড়ীর নীচেই সমুদ্র পাঁচশ ফুটের বেশী নীচে হবে না।'

'ভারি ভারি জিনিস সমস্ত ফেলে দাও —একেবারে সব।'

১৮৬৫ সালের ২৩এ মার্চ সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশির উপরে, শূন্যে উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছিল। বেলুনটি ক্রমাগত নীচের দিকেই নামিতেছিল ; আরোহিগণ বুঝিতে পারিয়াছিল, যে সমুদ্রের জলে পড়িলে ঢেউএর আঘাতে বেলুনের অস্তিত্ব লোপ পাইবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বিনাশ অনিবার্য। যাহা হউক, বালির বস্তা, গুলিবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য-সামগ্রী পর্যন্ত ফেলিয়া দেওয়ায়, বেলুন হাল্‌কা হইল এবং মুহূর্ত মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উপরে উঠিয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রিটা দারুণ ভয়ের মধ্যে দিয়াই কাটিয়া গেল। ২৭এ মার্চ প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল—বেলুন আবার নীচের দিকে নামিতেছে, আর ঠিক মাতালের মত হেলিয়া দুলিয়া নামিতেছে। আগে ছিল বেলুনের আকৃতি গোল, ক্রমে সেটা লম্বাটে হইতে লাগিল—যেন ভিতরের গ্যাস্‌ একটু একটু কারয়া

বাহির হইয়া যাইতেছে, এবং সে জন্যই তাহার নিম্ন-গতি। এখন উপায়! দৃষ্টি যতদূর যায়, অসীম জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, মাটির চিহ্ন মাত্রও নাই; বেলুনের নোঙর আট্‌কাইবে কিসে? সুতরাং, যেরূপেই হউক, বেলুনের নিম্নগতি বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু হায়! শত চেষ্টার পরেও বেলুন নীচের দিকে নামিতে লাগিল। অধিকন্তু, বেলুন কাৎ হইয়া পড়িয়া বাতাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিল।

হতভাগা আরোহীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। বেলুন এখন তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিয়াছে, আর ক্রমেই সেটা চুপ্‌সিয়া যাইতে লাগিল—গ্যাস্ ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে। বেলা দুই প্রহরের কিছু পরেই দেখা গেল, বেলুন জল হইতে মাত্র ছয়শত ফুট উপরে রহিয়াছে।

বেলুনের আবরণে বেশ বড় একটি ছিদ্র হইয়াছে, সেই পথেই গ্যাস্ বাহির হয়—তাহা বন্ধ করা অসম্ভব। জিনিষপত্র ফেলিয়া দিয়া গাড়ী হাল্কা করিয়া, আরোহীর দল কয়েক ঘণ্টা শূন্যে থাকিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু রাত্রির পূর্বে কোন আশ্রয়স্থল দেখিতে না পাইলে তাহাদিগের মৃত্যু যে নিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। পাঁচজন যাত্রী, প্রত্যেকেই অসমসাহসী—মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল—যেরূপেই হউক বেলুনটা শূন্যে রাখিতেই হইবে। বেলুনের গাড়ীটা উইলো গাছের শক্ত ডাল দিয়া তৈরি একটি বাস্কেট, সেটা জলে কিছুতেই ভাসিবে না।

এই ভাবে আরও দুটো ঘণ্টা কাটিল, বেলুন তখন জলের উপরে মাত্র চার শত ফুট। এমন সময় পুনরায় নির্ভীক উচ্চকণ্ঠে কথোপকথন আরম্ভ হইল:

'সমস্ত জিনিস ফেলে দেওয়া হয়েছে কি?'

'না, চার হাজার ডলার পূর্ণ একটি থলে আছে।'—

সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি থলি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল।

'এখন কি বেলুন উঠ্‌ছে ?'

'সামান্য উঠেছে, কিন্তু এখনি আবার নামতে আরম্ভ করবে।'

'ফেলে দেবার মত কিছু আছে কি ?'

'কিছুই নাই।'

'আছে বৈকি, বেলুনের গাড়ীটার দড়ি কেটে ওটাকে জলে ফেলে দাও—আমরা জালের আবরণ ধরে ঝুলে থাকব।'

দড়ি কাটিয়া গাড়ী জলে ফেলিবামাত্র, বেলুনটা এক লাফে প্রায় দুই হাজার ফুট উপরে উঠিয়া পড়িল। পাঁচটি যাত্রী জালের দড়ি আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। বেলুন ক্ষণকাল উপরে ভাসিয়া, আবার নামিতে আরম্ভ করিল।

মানুষের যাহা সাধ্য যাত্রীদল সকলই করিয়াছে। এখন ভগবানের কৃপা ভিন্ন তাহাদিগের আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় দেখা গেল, বেলুন জল হইতে পাঁচশত ফুট উপরে।

সাইরাস হার্ডিং তাঁহার প্রিয় কুকুর টপকে চাপিয়া ধরিয়া জালের দড়িতে ঝুলিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় টপ্ হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

একজন আরোহী বলিল—'টপ নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচাইয়া উঠিল—'ডাঙ্গা, ডাঙ্গা ডাঙ্গা! দেখতে পাচ্ছি—ডাঙ্গা!' বেলুনটা প্রাতঃকাল হইতে বাতাসে শতশত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছিল—সেই দিকে সত্য সত্যই ডাঙ্গা দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সেই ডাঙ্গা তখনও ত্রিশ মাইল দূরে ঘণ্টাখানেকের কমে সেখানে পৌঁছান যাইবে না, এবং তাহাও বাতাস অনুকূল থাকিলে। এ—এক ঘণ্টা! ততক্ষণে বেলুনের সমস্ত গ্যাসই যে বাহির হইয়া যাইবে।

এটা একটা দারুণ ভাবনার কথা! যাত্রীদল পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে—ঐ দূরে সত্য সত্যই জমাট ভূমি রহিয়াছে, যেরূপে হউক

সেখানে যাইতেই হইবে। দ্বীপ কি দেশ কিছুই জানা নাই, ঝড়ে তাহাদিগকে পৃথিবীর কোনখানে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাও জানে না। কিন্তু ঐস্থানে যাইতে হইবে—জনশূন্য হউক কিংবা বাসের অনুপযুক্ত হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু বেলুন যে আর শূন্যে থাকিতে পারিতেছে না? ইহারই মধ্যে কতবার জালের তলাটা ঢেউয়ের বাড়ি খাইয়া ভিজিয়া গিয়াছে। আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল, সেই ডাঙ্গাটা প্রায় মাইলখানেক দূরে আছে! এদিকে গ্যাস বাহির হইয়া বেলুনটা প্রায় চুপসিয়া গিয়াছে, এখন আর সেটা যাত্রীদের ভারই বহিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে জালের নীচটা অনেকখানি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়া, যাত্রীরাও ঢেউএর মধ্যে ডুব খাইয়া উঠিতেছে। এই সময়ে হঠাৎ বাতাসের ভর পাইয়া বেলুনটা বেগে ছুটিয়া চলিল। এইবারে যদি ডাঙ্গায় গিয়া পৌঁছায়। যখন বেলুনটা ডাঙ্গা হইতে প্রায় আধমাইল দূরে, তখন ঢেউয়ের আঘাত খাইয়া হঠাৎ ভীষন একটা লাফ দিল। সেই মুহূর্তে, যেন হঠাৎ তাহার ওজনটা অনেকটা কমিয়া যাওয়ায়, সেটা আবার হাজার দেড়েক ফুট উপরে উঠিয়া, মিনিট দুই পরেই ঘুরপাক খাইতে খাইতে, একেবারে বালির ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

যাত্রীদল পরস্পরের সাহায্যে জালের দড়ি ছাড়াইয়া মুক্ত হইল। এদিকে আরোহীশূন্য বেলুন বাতাসের ভরে কোথায় যে উড়িয়া গেল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

বেলুনে যাত্রী ছিল পাঁচজন এবং একটি কুকুর, কিন্তু ডাঙ্গায় নামিল শুধু চার জন।

নিরুদ্দেশ যাত্রীটি খুব সম্ভব ঢেউয়ের আঘাতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাই হঠাৎ হালকা হওয়ার দরুণ বেলুনটা ডাঙ্গায় পড়িবার পূর্বে একবার উপরে উঠিয়াছিল। যাত্রী চারিজন, হারান যাত্রীটির ভাবনায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—'হয়ত তিনি সাঁতার কেটে তীরে উঠবার চেষ্টা করবেন—চল, তাঁকে গিয়ে বাঁচাই।'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ঢেউয়ের দারুণ আঘাতে সাইরাস্ হার্ডিং জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। টপ প্রভুর সাহায্যের জন্য নিজেই জলে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল। গিডিয়ন স্পিলেট, পেনক্রফ্ট, হারবার্ট ও নেব শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তখনই নিরুদ্দেশ যাত্রীর সন্ধানে বাহির হইলেন।

বেচারি নেব-এর যা দুঃখ। প্রাণপ্রিয় প্রভুকে বুঝিবা হারায় সেই ভাবনায় তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাইরাস হার্ডিং যখন ভাসিয়া গেলেন, তাহার মিনিট দুই পরেই তাঁহার সঙ্গীগণ ডাঙ্গায় পৌছিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার আশা খুবই আছে। নেব্ বলিল—'চলুন, শীগগির তাঁর সন্ধান করি।'

স্পিলেট বলিলেন—'হাঁ নেব। তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবই করব।'

'জীবন্ত পাব নিশ্চয়ই।' 'হাঁ নিশ্চয়ই,' পেনক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'তিনি সাঁতার জানেন ত?' নেব বলিল—'হাঁ, জানেন। তা ছাড়া, টপ তাঁর সঙ্গে আছে।' পেনক্রফ্‌ট কিন্তু ঢেউএর অবস্থা দেখিয়া এ কথায় বড় ভরসা পাইল না। বিশেষতঃ, হার্ডিং যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ডাঙ্গা প্রায় আধ মাইল দূর।

তখন বেলা প্রায় ছয়টা, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে ঘন কুয়াশা ছড়াইয়া রাত্রির অন্ধকার দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। পরিত্যক্ত যাত্রীর দল উত্তর দিকে চলিল। সকলে বালির উপর দিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বালির সঙ্গে পাথরও মিশান, ঘাসটাসের চিহ্নমাত্র নাই। বড়ই অসমান এবড়ো খেবড়ো জমি, আবার মধ্যে মধ্যে গর্ত আছে—সেই গর্ত হইতে প্রতি মুহূর্তে বড় বড় পাখী উড়িয়া পলায়ন করিতেছে। মাঝে মাঝে দলবদ্ধ পাখীও কর্কশ চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। নাবিক পেনক্রফট বুঝিতে পারিল পাখীগুলি গাল করমোরেন্ট প্রভৃতি সমুদ্রের পাখী।

চলিতে চলিতে যাত্রীদল চীৎকার করিয়া হার্ডিংএর নাম ধরিয়া ডাকে। আর কান পাতিয়া শোনে—কোন উত্তর পাওয়া যায় কিনা। হার্ডিং তীরে উঠিয়া থাকিলে এবং সেই স্থানের নিকট তাহারা আসিয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই অন্ততঃ টপের ডাক শুনা যাইবে। কিন্তু ডাকের উত্তরে তাহারা ঢেউয়ের গর্জন ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

এইরূপে প্রায় কুড়ি মিনিট হাঁটিয়া, যাত্রীদল ডাঙ্গার শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত। এখানে ডাঙ্গা চোঁথা হইয়া জলের সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। পেনক্রফট বলিল—'এটা দেখছি একটা অন্তরীপ, সুতরাং চল ডান দিকে ফিরে চলি।' তখন সমুদ্রের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া নেব বলিল—'ফিরে যাব যে, তিনি যদি ওখানে থাকেন?'

'তাহলে চল, সকলে মিলে আবার ডাকি।' সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কত ডাকিল 'ক্যাপটেন হার্ডিং আপনি কোথায়?' কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

অন্তরীপের অন্তদিক ধরিয়া যাত্রীদল চলিল। প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া একটা উঁচু পিছলা-পাথর পূর্ণ স্থানে গিয়া উপস্থিত। উহার পরেই আবার সমুদ্র। পেন্‌ক্রফট বলিল—'এটা যে দেখছি ছোট একটা দ্বীপ। আমরা ত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলাম।' বাস্তবিকই তাই, মাইল দুই লম্বা আর প্রায় ততখানি চওড়া, একটা ছোট্ট দ্বীপে যাত্রীর দল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল।

এই জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপটি কি অন্য কোন বড় দ্বীপের সঙ্গে সংলগ্ন। ইহার উত্তর কে দিবে? বেলুন হইতে যাত্রীদল শুধু ডাঙ্গাই দেখিতে পাইয়াছিল—তাহাও আবার কুয়াশার মধ্যে দিয়া ঝাপসার মত। তখন কি আর ডাঙ্গার ভেদ বিচার করিবার মত অবস্থা ছিল? এমন অন্ধকারে সে বিষয়ের মীমংসা হইবে না তবে যাত্রীদল বুঝিতে পারিল, যে, এই স্থানটি সমুদ্রে ঘেরা ছড়িয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এখন অনুসন্ধান স্থগিত রাখিয়া, পরদিন আবার আরম্ভ করা যাইবে।

গিডিয়ন্ স্পিলেট বলিলেন—'আমরা ডেকে উত্তর পেলাম না বটে, কিন্তু তাতে পরিষ্কার কিছু বুঝা গেল না। হয়ত সাইরাসের গুরুতর আঘাত লেগেছে, কিংবা তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন—তাই আমাদের ডাকের উত্তর দিতে পারছেন না। সুতরাং আমাদের নিরাশ হবার কারণ নাই। এখন, তাহলে, চল এক কাজ করি—একটা আগুনের ধুনি জ্বেলে রাখা যাক, হার্ডিং দেখে বুঝতে পারবেন আমরা কোথায় আছি।' কিন্তু বহু সন্ধান করিয়া কাঠ কিংবা শুক্‌না ঘাস কিছুই পাওয়া গেল না—চারিদিকে কেবলই বালি আর পাথর।

সাইরাস্ হার্ডিংকে সকলেই খুব ভাল বাসিত। তাঁহাকে হারাইয়া সকলের কিরূপ দুঃখ হইল তাহা বলিবার সাধ্য নাই! তাঁহার এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবারও উপাই নাই। সুতরাং রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। হার্ডিং

হয়ত বা উদ্ধার পাইয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন, আর না হয় চিরতরে বিদায় লইয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি যাত্রীদল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দারুণ ঠাণ্ডা কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্ষণকাল বিশ্রামের চিন্তা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ক্রমে বাতাস বন্ধ হইয়া সমুদ্রের গর্জন থামিয়া গেল। সেই সময়ে নেবের একটা ডাকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। হারবার্ট পেন্‌ক্রফটকে বলিল—'প্রতিধ্বনি যখন শোনা গেল, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিমদিকে কাছে কোন উঁচু জায়গা আছে, সেটা সমুদ্রের তীর কিংবা পাহাড় একটা কিছু হবে।' একটু একটু করিয়া আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাত্রীদল চহিয়া দেখিল, আকাশে তারা দেখা গিয়াছে। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে (২৫শে মার্চ) আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। পেন্‌ক্রফট ও হারবার্ট পশ্চিম দিকে উৎসুকচিত্তে তাকাইয়া রহিল—যদি বা জলের পরে তীর দেখা যায়। কিন্তু জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না, তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা যাক্‌, চোখে নাই বা দেখা গেল কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি—এই জলের ওপারে নিশ্চয়ই ডাঙ্গা আছে।' ক্রমে কুয়াশা কাটিয়া গেল দেখা গেল, পূর্বদিকে বিস্তৃত সমুদ্র যেন দ্বীপটিকে ঘিরিয়া আছে, পশ্চিমে জলের পরে খুব খাড়া এবং উঁচু পাড়। দ্বীপ এবং ঐ তীরের মধ্যখানে প্রায় আধমাইল চওড়া একটা প্রণালী তাহাতে ভীষণ বেগে স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

এই সময় নেব্‌ করিল কি—কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মনের আবেগে প্রণালীর জলে লাফাইয়া পড়িল, সাঁতরাইয়া ওপারে যাইবে। পেন্‌ক্রফট তাহাকে কত ডাকিল কিন্তু কিছুতেই সে ফিরিল না। তখন স্পিলেটও নেবের পিছনে যাইতে প্রস্তুত হইলে, পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—'প্রণালী পার হয়ে যদি ওপারে যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। এখন জলে নামলে স্রোতের টানে সমুদ্রে গিয়া পড়বার ভয় আছে। আমার

মনে হয় এখন ভাঁটা আরম্ভ হয়েছে—খানিক বাদেই জল ও স্রোত অনেক কমে যাবে আর সে সময় পার হতে মুস্কিল হবে না।'

তখন স্পিলেট্ বুঝিতে পারিলেন পেন্‌ক্রফ্‌ট ঠিক কথাই বলিয়াছে। এদিকে নেব্ স্রোতের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সাঁতারে নেব্ খুবই নিপুণ, স্রোতে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেও, প্রায় আধঘণ্টা পরে সে অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইল। ওপারে মার্বেল পাথরের উঁচু দেওয়ালের নিচে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া, তারপর ছুটিয়া পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল, প্রণালীর ওপারেই প্রিয় প্রভুর সন্ধান পাইবে।

নেবের সঙ্গীরা তাহার জন্য চিন্তিত হইয়াছিল। নেব্ তীরে পৌঁছিয়া অদৃশ্য হইবার পর, তাহারাও সেইদিকে তাকাইয়া রহিল যেন ওপারে গেলেই সকলে নিরাপদ হইতে পারিবে। ক্ষুধায় সকলের পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। বালির মধ্যে রাশি রাশি ঝিনুক ছিল, তাহা খাইয়াই সকলে ক্ষুধা দূর করিল। ওপারের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, ওটা একটা প্রকাণ্ড উপসাগর, ধনুকের মত বাঁকা। দক্ষিণ দিকে ক্রমে সরু হইয়া সূচের মত ছুঁচলো হইয়াছে এবং সেই ছুঁচলো তীরের পর হইতেই মার্বেল পাথরের খাড়া পাহাড়। উত্তরের প্রান্ত আবার ঠিক তাহার উল্টো। সে দিকে উপসাগরটি ক্রমে চওড়া হইয়া গিয়াছে—তাহার তীর বেশ গোল। এই দুইটি প্রান্তের মধ্যে প্রায় আট মাইল ব্যবধান। উপসাগরের তীর হইতে আধ মাইল দূরে ছোট্ট দ্বীপটিকে দেখায় যেন একটা তিমি মাছের মৃতদেহ ভাসিয়া আছে। ক্রমে ভাটার জল কমিলে দেখা গেল, ওপারের তীরেও বালি আর মধ্যে মধ্যে কাল পাথর। তীরের পরেই প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের পাহাড় চলিয়াছে প্রায় তিন মাইল অবধি। তারপর ডানদিকে যেন হঠাৎ সেটা খাড়াভাবে শেষ হইয়া গিয়াছে। ডানদিকের এই উঁচু পাড়ের পরে বড় বড় গাছপালা দেখা যায়—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উর্বর-

পশ্চিম দিকে প্রায় সাত মাইল দূরে কতগুলি পাহাড় দেখা যায়। তাহার চূড়া বরফে ঢাকা, তাহাতে সূর্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

এই স্থানটি দ্বীপ, না কোন মহাদেশের অংশ তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কিন্তু বাঁ দিকের এইরূপ এলোমেলো উঁচু নীচু পাহাড়গুলি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—এই সকল পাহাড়-পর্বত অগ্ন্যুৎপাত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গিডিয়ন স্পিলেট্, পেন্ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট খুব মনোযোগের সহিত ঐ সকল স্থান দেখিতে লাগিলেন। কে জানে—হয়ত বা এইস্থানেই তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে। মৃত্যুও যে এখানেই হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। কারণ স্থানটি দেখিলেই মনে হয়, এ পথে সম্ভবতঃ জাহাজের চলাচল নাই। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, পূর্ণ ভাটার সময় প্রণালীটি প্রায় শুকাইয়া গেল। জল অতি অল্প স্থান জুড়িয়াই আছে, সহজেই ওপারে যাওয়া যাইবে। বেলা দশটার সময় সকলে পোষাক-পরিচ্ছদের পুঁটুলি করিয়া মাথায় বাঁধিল।

তারপর সাঁতরাইয়া গিয়া সকলে ওপারে উপস্থিত। রৌদ্রে গা শুকাইয়া আবার সকলে কাপড়-চোপড় পরিল, এবং বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—কিং কর্তব্যং অতঃপরম্।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

স্পিলেট্ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য সকলকে সেস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নেব্ যেদিকে গিয়াছিল সেইদিকে তিনিও চলিলেন। সাইরাস হার্ডিংএর সংবাদের জন্য তাঁহারও মন অস্থির—দেখিতে দেখিতে তিনি উঁচু পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। হারবার্টও তাঁহার পিছনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। পেন্ক্রফ্‌ট বলিল—'হারবার্ট, থাম। সকলের গেলে

চলবে না। বন্ধুরা ফিরে এলে, তাদের একটা থাকবার জায়গা চাই। শুধু ঝিনুক শামুক খাওয়ায় ত চলবে না—তার একটু ভাল খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে।'

হারবার্ট তখনই যাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল—'বেশ, আমি প্রস্তুত আছি, আমাকে কি করতে হবে বল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছি, ঠাণ্ডাও লেগেছে খুব, ক্ষুধাও পেয়েছে। সুতরাং একটা আশ্রয় চাই, আর আগুন এবং খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে। বনে গাছ আছে যথেষ্ট, গাছে পাখীর বাসা আছে—ডিমেরও অভাব হবে না। এখন একটা ঘর তৈরী করতে পারলেই হয়।'

হারবার্ট বলিল—'তবে চল ঐ পাহাড়ে গিয়ে খুঁজি—দেখি কোন গহ্বর পাওয়া যায় কিনা।' পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট সমুদ্রতীরে উঁচু দেওয়ালের মত পাহাড়টার নীচে গেল, তখন জল অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। তাহারা দক্ষিণ দিকে চলিল। প্রায় দুইশত গজ গিয়া দেখিল, পাহাড়ের ভিতর হইতে একটা ঝরণা বাহির হইয়া আসিয়াছে। ঝরণার জল পরিষ্কার টলটলে, ঝরণাটা প্রায় একশত গজ চওড়া। দুইধারে গ্র্যানিট পাথরের দেওয়ালের মত পাড়—প্রায় আধমাইল সোজাসুজি গিয়াই ঝরণাটা হঠাৎ বাঁকিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বুঝিতে পারিল, ভাটার সময় সমুদ্রের অতিরিক্ত জল নামিয়া গেলে এই ঝরণার জলের আস্বাদন মিষ্টি হয়। হারবার্ট গহ্বরের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দেওয়ালটা সর্বত্র উঁচু খাড়া এবং মোলায়েম। যাহা হউক, দেখা গেল যে, মুখের কাছে এবং জোয়ারের জল যতদূর পৌঁছায় না ততদূরে, বড় বড় পাথরের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ রহিয়াছে। গ্র্যানিট পাথরের দেশে এরূপ স্তূপ প্রায়ই দেখা যায়—এইরূপ পাথরের স্তূপকে 'চিমনী' বলে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট এই স্তূপের মধ্য দিয়া অনেক ভিতরে ঢুকিয়া গেল। বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়া বেশ

আলো আসিতেছে, ঠাণ্ডা বাতাসের ত কথাই নাই। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল যে, পাথর-বালি মিলাইয়া কতকগুলি ফাঁক বন্ধ করিয়া লইলে, এই চিম্‌নীটি বাস করিবার পক্ষে বেশ উপযোগী হইবে। হারবার্ট বলিল—'পেন্‌ক্রফ্‌ট! ক্যাপটেন হার্ডিংকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, না? তাহলে, এই জায়গাটাকে এমন ক'রে নিতে হবে যে, হার্ডিং ফিরে এলে যাঁতে এটা তাঁর পছন্দ হয়। চিম্‌নীটার বাঁ দিকের পথটায় যদি একটা উনুন করে নেওয়া যায়, এবং ধোঁয়া বেরুবার পথ রাখা যায়, তাহলে এটা বেশ ভাল বাড়ীই হবে, না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ঠিকই বলেছ হারবার্ট। এখন আগুন জ্বালাবার কাঠ রাশি রাশি সংগ্রহ করতে হবে, আর পাথরের ফাঁকগুলো বন্ধ করবার জন্য ডালপালাও জোগাড় করা চাই।'

হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট চিম্‌নীর গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, নদীর বাঁ পাড় বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। এখানে নদীর স্রোত প্রবল, শুক্‌না কাঠ সব ভাসিয়া যাইতেছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল—এই স্রোতের সাহায্যে ভারি ভারি কাঠ চিম্‌নীতে লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে।

প্রায় সোয়া ঘন্টা চলিবার পর দেখা গেল, নদীটা হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁকিয়া বনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। বনে নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর এবং বড় বড় গাছ, গাছের নীচে লম্বা ঘাস—তাহার মধ্যে দিয়া চলিবার সময়, শুক্‌না ডালপালা পায়ের নীচে পড়িয়া মট্‌মট্‌ শব্দে ভাঙিতেছিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এসব গাছের নাম জানি না, তবে আমরা এগুলিকে জ্বালানি কাঠ বলব—এখন এই জ্বালানি কাঠেরই আমাদের বেশী দরকার। সুতরাং যত পারা যায় সংগ্রহ করে নেওয়া যাক।'

কাঠ সহজেই সংগ্রহ হইল। গাছ কাটিবার দরকার নাই; রাশি রাশি শুক্‌না কাঠ মাটিতেই পড়িয়া আছে। অত্যন্ত শুক্‌না

কাঠ, অতি সহজেই জ্বলিবে। কিন্তু শুধু দুইজনের মত বোঝা নিলে চলিবে না, চিম্‌নী ভরিয়া যায় এত কাঠ নেওয়া চাই। এত কাঠ লইয়া যাইবার উপায় কি ?

হারবার্ট বলিল—'স্রোতের সাহায্যে কাঠ চিম্‌নীতে নেওয়া যায় না ?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হাঁ, একটা ভেলা বানাতে পারলে সহজেই নেওয়া যাবে।'

হারবার্ট বলিল—'কিন্তু এখন যে স্রোত উল্টোদিকে যাচ্ছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তাতে কি, এখন ভেলা না ভাসালেই হলো। ভাটার সময় জলের টান হবে চিম্‌নীর দিকে—তখন ভেলা ভাসান যাবে।'

তখন দুইজনে, যে যতটা বহিতে পারে, শুক্‌না কাঠের আঁটি কাঁধে করিয়া নদীর পারে চলিল। নদীর পারে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যেও শুক্‌না কাঠ যথেষ্ট ছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভেলা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নিকটেই নদীতে ছোট্ট একটা উপসাগরের মত ছিল। সেখানে জল অনেকটা স্থির—সেই জায়গায় কতকগুলি বড় কাঠ মজবুত লতা দিয়া বাঁধিয়া ভেলা তৈরি করিল। ভেলার উপরে সমস্ত কাঠ বোঝাই করিয়া দুইজনে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কখন ভাটা আরম্ভ হয়।

ভাটা আরম্ভ হইতে তখনও ঘণ্টা কয়েক বাকি। হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট স্থির করিল, নদীর তীরের উপরকার উঁচু সমতলভূমিতে উঠিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিবে। নদীটা যেখানে বাঁকিয়া কোণার মত হইয়াছে, সেখান হইতে প্রায় দুইশত ফুট পিছনে দেওয়ালের মত পাড়টা ক্রমে ধাপের মত করিয়া নীচু হইতে একেবারে বনের কিনারা অবধি গিয়াছে—যেন দেওয়ালে চড়িবার এটা একটা স্বাভাবিক সিঁড়ি। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ঢালু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া উঠিল। নদীর মুখের উপরেই যে উঁচু জায়গাটা ছিল; সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই উঁচু

জায়গায় গিয়া তাহারা সমস্ত স্থানগুলিই দেখিতে পাইল—যেখানে তাহারা বেলুন হইতে নামিয়াছিল এবং যেখানে সাইরাস হার্ডিং অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বেলুনের কোন অংশ যদি তীরে পড়িয়া থাকে, এবং তাহাতে যদি তখনও মানুষ ঝুলিয়া আছে দেখা যায়।

কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না—চারিদিকেই বিশাল সমুদ্র, আর তাহার তীর জনপ্রাণীহীন। স্পিলেট কিংবা নেব্ কেও দেখিতে পাওয়া গেল না, হয়ত তাহারা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল।

হারবার্ট বলিল—'আমার মন বলছে যে, ক্যাপটেন হার্ডিংএর মত তেজস্বী লোক কি অন্য সাধারণ লোকের মত ডুবে মারা যাবেন? কখনই না, তিনি হয়ত তীরের কোনস্থানে উঠতে পেরেছেন—তুমি কি মনে কর পেন্ক্রফ্ট?'

পেন্ক্রফ্ট ভারি দুঃখের সহিত মাথা নাড়িল। সাইরাস্ হার্ডিংকে সে আবার দেখিতে পাইবে, সে আশা তাহার ছিল না। তবু হারবার্টকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—'নিশ্চয়ই হারবার্ট। যেরূপ বিপদে পড়লে অন্য যে কেউ হোক একেবারে হাল ছেড়ে দেবে, সে বিপদ থেকে যে হার্ডিং মুক্ত হয়ে আসবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

সেই উঁচুস্থান হইতে চারিদিকে দেখিয়া পেন্ক্রফ্ট বলিল—'আমরা কি বাস্তবিকই একটা দ্বীপে পড়েছি?'

হারবার্ট বলিল—'দ্বীপ যদি হয়, তবে এটা বিশাল দ্বীপ।'

আরো তন্নতন্ন করিয়া না দেখিলে এ বিষয়ে মীমাংসা হইবে না। দ্বীপ হউক আর মহাদেশ হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এ স্থানটা খুবই উর্বর, দেখিতেও সুন্দর এবং এখানে নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়।

পেন্ক্রফ্ট বলিল—'আমাদের এই দুর্ভাগ্যের সময় আমরা যে এমন একটা মূল্যবান দ্বীপে পড়েছি, সেজন্য ভগবানকে শতশত ধন্যবাদ।'

হারবার্ট ও পেন্ক্রফ্ট এই গ্র্যানিট্ পাথরের মঞ্চটির দক্ষিণ

দুজনা ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। দুপাড়ির কিনারায় করাতের দাঁতের মত উঁচু নীচু পাথরের থাক দেওয়া। শতসহস্র পাখী এই সকল পাথরের কাটলে থাকে। হারবার্ট এক পাথর হইতে অন্য পাথরে লাফাইতে গিয়া হাজার হাজার পাখীকে চমকাইয়া দিল।

পাখীগুলিকে দেখিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এগুলি যে দেখছি পাহাড়ের কবুতর। এখনই দেখা যাবে, এদের বাসায় কত ডিম পাওয়া যায়, তারপর ডিমের ওম্‌লেট খাওয়া যাবে।'

হারবার্ট বলিল—'ডিমের ওমলেট ত খাবে বুঝলাম, কিন্তু ওম্‌লেট বানাবে কি তোমার টুপিতে? বানাবার পাত্র কোথায়?'

গ্র্যানিটের কাটলে সন্ধান করিয়া সত্যসত্যই অনেক ডিম পাওয়া গেল। ডজন কয়েক সংগ্রহ করিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার টুপিতে বাঁধিয়া লইল। ক্রমে ভাটার সময় হইয়া আসিবে, দুইজনে আবার নদীর ধারে সেই ভেলার কাছে নামিয়া আসিল। তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর। ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। ভেলাটাকে ত চালাইয়া লইতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট চতুর নাবিক—দড়ি-দড়ার বিষয়ে তাহার ভাল রকম জানা আছে। সে কতকগুলি শুক্‌না লতা সংগ্রহ করিয়া লম্বা দড়ি পাকাইল। দড়ি ভেলার মাথায় বাঁধিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট সেই দড়ি ধরিয়া ভেলা টানিয়া চলিল। হারবার্ট লম্বা একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়া ভেলাটাকে ঠেলিয়া রাখিল, যাহাতে সেটা কিনারায় না ভিড়িয়া পড়ে। এইরূপে সেই শুক্‌না কাঠের বিশাল বোঝা লইয়া ভেলা নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। নদীর পাড় খুব সমান, চলিতে কোন মুস্কিল হইল না।

বেলা দুইটার পূর্বেই তাহারা ভেলা লইয়া চিম্‌নী হইতে খানিক দূরে, নদীর মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

বোঝার বোঝা নামাইয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রথমেই সেই গহ্বরের ফুটাগুলি বন্ধ করিয়া, সেটাকে বাসের উপযুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। বালি, পাথর, মোচড়ান ডালপালা, কাদামাটি প্রভৃতি দিয়া দক্ষিণে বাতাসের মুখের ফুটাগুলি সব বন্ধ করিল। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য একটা পথ রাখিয়া দিল। ক্রমে গহ্বরটিকে ৩।৪টি ঘরে পরিণত করা হইল। ঘর হইল বটে, কিন্তু উহা হইল গাধা থাকিবার উপযুক্ত ঘর। তাহা হইলেও ঘরগুলি শুক্‌না খট্‌খটে, আর তাহার মধ্যে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়ান যায়। মেঝেতে বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। মোটের উপর, অভাব পক্ষে ঘরগুলি হইল বেশ ভালই।

এইসব কাজ করিতে করিতে হারবার্ট বলিল—'আমাদের সঙ্গীরা বোধ হয় এর চাইতে ভাল জায়গার সন্ধান পেয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা খুবই সম্ভব। তবু যখন কিছুই জানি না তখন আমাদের কাজটা করে রাখাই ভাল।'

হারবার্ট ভারি উৎসাহ করিয়া বলিল—'তারা যদি ক্যাপটেন্‌ হার্ডিংকে পেয়ে থাকে, আর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাজির হয়, তাহলে কি মজাটাই না হবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হঁা নিশ্চয়ই। হার্ডিং চমৎকার লোক ছিলেন।'

হারবার্ট বলিল—'ছিলেন বলছ কেন? তবে কি তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছ?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ভগবান না করুন, আশা ছেড়ে দেব কেন?'

ততক্ষণে বাসস্থান তৈরির কাজ শেষ হইয়াছে, এখন একটা উনানের ব্যবস্থা করিয়া খাবারের জোগাড় করিলেই হয়। সে কাজটাও বিশেষ কঠিন কিছু নয়। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য যে পথ রাখা হইয়াছিল, সেই পথের মুখে মাটিতে বড় চ্যাটাল

একটা পাথর রাখা হইল—এটাই উনানের কাজ দিবে। শুক্‌না কাঠগুলি একটা ঘরে রাখিয়া দিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট সেই উনানের উপর কতকগুলি শুক্‌না কাঠ আর ছোট ছোট ডালপালা রাখিল। তখন হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল পেন্‌ক্রফ্‌টের কাছে দিয়াশলাই আছে কিনা।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'নিশ্চয়ই আছে, আর নেহাৎ সৌভাগ্য বলেই আছে, তা না হলে ভারি মুস্কিল হত!'

হারবার্ট বলিল—'আচ্ছা, অসভ্য বুনো লোকদের মত কাঠে-কাঠে ঘসে আগুন জ্বালান যায় না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা যায় বৈকি, কিন্তু বুনো লোকেরা জানে কি ক'রে তা করতে হয়, আর বোধ করি, সেরূপভাবে আগুন জ্বালাতে হলে বিশেষ কোন রকম কাঠের দরকার। আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই কাঠে-কাঠে ঘসে আগুন জ্বালাতে পারি নাই। তাই বলি, আমার কাছে দিয়াশলাইটা বেশি কাজের ব'লে মনে হয়। ভাল কথা, আমার দিয়াশলাইটা কি হলো?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার কোট, ওয়েস্ট কোটের পকেট, প্যান্টালুনের পকেট সমস্তই খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কি সর্বনাশ! দিয়াশলাইএর বাক্স ত কোথাও নাই। হারবার্টের দিকে চাহিয়া বলিল—'সেরেছে, বাক্সটা নিশ্চয়ই পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছে।'

হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ছুটিয়া বাহির হইল। দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা ছিল তামার তৈরি, উজ্জ্বল চক্‌চকে—সহজেই চোখে পড়িবে। তাহারা নদীর ধারে বালির উপরে, পাথরের আড়ালে কত খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।

তখন হারবার্ট বলিল—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, ভাটা শেষ হয়ে আসছে, এইবেলা চল শীগ্‌গির, যেখানে বেলুন থেকে নেমেছিলাম, সেই জায়গাটা গিয়ে খুঁজে দেখি—যদি বাক্সটা বালির উপর প'ড়ে গিয়ে থাকে?'

তাহার সম্ভাবনা মোটেই নাই, বালির উপর পড়িয়া গিয়া থাকিলেও জোয়ারের সময় নিশ্চয়ই সেটাকে ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এই বিপদের অবস্থায় ওটা একটা দারুণ ক্ষতি। পেন্‌ক্রফ্‌ট বড়ই ভাবনায় পড়িল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

হারবার্ট বলিল—'বাক্সটা যদিও পাওয়া যায়, সেটাতে কোন কাজ হবে কি? জলে ভিজে সেটা ত বোধ করি অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'না বাবা, বাক্সটা খুব আঁট হয়ে বন্ধ হতো, তাতে জল ঢুকবার সাধ্য নাই। তাহলে এখন কি করা যায়?'

হারবার্ট বলিল—'আগুন জ্বাল্‌বার একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। সাইরাস হার্ডিং কিংবা স্পিলেটের কাছে হয়ত বা দিয়াশলাই থাকতে পারে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হাঁ, তা থাকতে পারে বটে, কিন্তু উপস্থিত আমাদের কাছে ত আগুন নাই—সঙ্গীরা এসে খাবে কি? আর আমার মনে হয়, ওদের কাছে দিয়াশলাই নাই, কারণ সাইরাস হার্ডিং কিংবা নেব্‌ ছুজনের মধ্যে কেউ তামাক খায় না। আর স্পিলেট যদিও তামাক খান, তবু তিনি ম্যাচবাক্সটি ফেলে দিয়ে নোট-বুকটিই বাঁচাবেন।'

হারবার্ট কোন উত্তর দিল না। ম্যাচবাক্সটি হারাইয়া গিয়া দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে বটে, কিন্তু হারবার্ট দমিল না। তাহার বিশ্বাস, কোন উপায়ে আগুন জ্বালান হবেই।

গহ্বরে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট অনেকগুলি ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া লইল। কোন রকমেই যদি আগুনের যোগাড় না হয়, তবে ঝিনুক খাইয়াই ক্ষুধা দূর করিতে হইবে।

হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট যখন গহ্বরে ফিরিল, তখন বিকাল পাঁচটা। গহ্বরের ঘুটঘুটে অন্ধকার কোণাগুলিতে খুঁজিয়া দেখা হইল, কিন্তু দিয়াশলাই পাওয়া গেল না। প্রায় ছয়টার সময় সূর্য যখন

উঁচু জমির আড়ালে ডুবিতেছিল তখন হারবার্ট গহ্বরের বাহিরে পায়চারি করিতে করিতে দেখিতে পাইল—ঐ স্পিলেট্ ও নেব্ আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে আর কেহই নাই। ইহা দেখিয়া বালক হারবার্টের মন দমিয়া গেল—সাইরাস হার্ডিং এর সন্ধান তাহারা পায় নাই।

স্পিলেট্ আসিয়াই ধপ করিয়া একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার মুখে কথাটিও নাই। আর বেচারি নেব্। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষুদুটি লাল হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জল বাধা না মানিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মুখখানি দেখিলেই মনে হয়, প্রভুকে ফিরিয়া পাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন আশা নাই।

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর একটু সুস্থ হইয়া স্পিলেট্ বলিতে লাগিলেন—কি রকমে তিনি আর নেব্ হার্ডিংএর সন্ধান করিয়াছেন। সমুদ্রতীর ধরিয়া প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত গিয়াছেন। যেখানে হার্ডিং ও টপ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে স্থানও তাঁহারা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমস্ত তীরটা নির্জন নিস্তব্ধ, কোন কিছুর চিহ্ন-টিহ্ন নাই। বালিতে কোন রকমের দাগ পর্যন্ত নাই। মানুষ যে কোনও দিন সেখান দিয়া গিয়াছে, তাহারও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ এইস্থানেই তীর হইতে প্রায় একশত ফুট দূরে সাইরাস হার্ডিংএর সমাধি হইয়াছে।

স্পিলেট্ তাঁহার বর্ণনা শেষ করিবামাত্র নেব্ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'কখনই না, আমার প্রভুর মৃত্যু কখনই হয়নি। ওরূপ অবস্থায় অন্য যে কোন লোকের মৃত্যু হইতে পারে—বাদে আমার প্রভুর। যে কোন রকম বিপদে পড়ুন না কেন, তিনি তা থেকে উদ্ধার পাবেনই পাবেন।'

বলিতে বলিতে নেব্ কাহিল হইয়া পড়িল। বেচারি তখন বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—'হায়রে হায়। আর বুঝি প্রভুর সন্ধান পাওয়া যাবে না।'

হারবার্ট তখন নেবের নিকট গিয়া বলিল—'নেব্ কেঁদো না, হতাশ হয়ো না, আমরা তাঁকে খুঁজে পাব, ভগবান দয়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন আর দুঃখ করবার সময় নয়, তোমার খুবই খিদে পেয়েছে, এখন কিছু খাও।'

এই বলিয়া হারবার্ট নেব্‌কে কতকগুলি ঝিনুক খাইতে দিল।

অনেক ঘণ্টা যাবৎ নেব্ কিছুই খায় নাই, তবু সে তখন ঝিনুক খাইতে অস্বীকার করিল! প্রভুকে না পাইলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না।

গিডিয়ন স্পিলেট্ কতকগুলি ঝিনুক কোনমতে গিলিলেন, তারপর মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। হারবার্ট তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—'আমরা একটা থাকবার জায়গা পেয়েছি। ক্রমেই রাত হচ্ছে, চলুন সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।'

স্পিলেট্ উঠিয়া দাঁড়াইলে হারবার্ট তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। পথে পেন্‌ক্রফ্‌ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার নিকট ম্যাচবাক্স আছে কিনা। স্পিলেট্ পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন—'ছিল ত, বোধহয় ফেলে দিয়েছি।' এই বলিয়া তিনি পেন্‌ক্রফ্‌টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহার কাছে আছে কিনা?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—না, আগুন জ্বালাবার অন্য কোন উপায়ও নাই।'

নেব্ বলিল—'হায়রে! আমার প্রভু উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই আগুনের একটা কিছু ব্যবস্থা করতেন।'

চারিজন নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে হারবার্ট বলিল—'মিষ্টার স্পিলেট, আপনি বোধকরি ভাল ক'রে খোঁজেননি। আবার দেখুন ত, অন্ততঃ দিয়াশলাই-এর একটা কাঠি পেলেও কাজ হবে।'

স্পিলেট তন্ন তন্ন করিয়া প্যান্টালুন, ওয়েস্ট কোট, ওভারকোট, সমস্ত খুঁজিতে লাগিলেন। মনে হইল, যেন ওয়েস্ট কোটের লাইনিং-

এর ভিতর একটা কাঠির মত কি জড়াইয়া আছে। তিনি কাপড়ের উপর দিয়া সেটাকে ধরিলেন, কিন্তু বাহির করিতে পারিলেন না।

হারবার্ট বলিল—'দিন ত, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

বলিয়াই অতি যত্নের সহিত ধীরে ধীরে কাঠিটি লাইনিংএর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। কাঠিটি ঠিকই আছে, নষ্ট হয় নাই। পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দ দেখে কে। সে কাঠিটি লইয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল—তাহার পিছনে অন্য সকলেও গেল।

এই ছোট কাঠের কাঠিটুকুর আর মূল্য কি? কত সময় কত দিয়াশলাইএর কাঠি লোকে মিছামিছি নষ্ট করে, কিন্তু এখন এই কাঠিটুকুই ভাবিয়া চিন্তিয়া পরম যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কাঠিটা খুব শুক্‌না। তখন বলিল- 'একটু কাগজের দরকার।'

স্পিলেট তাঁহার নোটবুক হইতে একখানি পাতা ছিঁড়িয়া পেন্‌ক্রফ্‌টের হাতে দিলেন। সে কাগজ উনানের পাশে রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তারপর কয়েকখানা শুক্‌না কাঠের নীচে পরম যত্নের সহিত কিছু শুক্‌না ঘাস পাতা আর মস্ (শেওলা) রাখিয়া কাঠিটি পাথরে ঘসিল। বেশী জোরে ঘসিল না, পাছে কাঠিটির মুখের গন্ধক, যাহার জন্য কাঠি জ্বলে, সেটা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল, কাঠি জ্বলিল না।

তখন সে বলিল—'না, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমার হাত কাঁপছে হারবার্ট। তুমি চেষ্টা করে দেখ।'

হারবার্ট তাহার জীবনে কখনও এত ভীত এবং ব্যস্ত হয় নাই। তবু সে পেন্‌ক্রফ্‌টের হাত হইতে কাঠিটি লইয়া ঘসিল। ঘসিবামাত্র খানিকটা পট্‌ পট্‌ শব্দ করিয়া কাঠিটি জ্বলিয়া উঠিল। তখন কাগজখানা ধরাইয়া মসের উপর ফেলিবামাত্র দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

তখন আর কথা কি, আগুনটুকু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেই রান্নার জন্য আর ভাবনা থাকিবে না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই ডজন বুনো কবুতরের ডিম আগুনে পোড়াইয়া সুন্দর খাত্ত প্রস্তুত করিল। কয়েকদিন শুধু ঝিনুক খাইয়া যাহারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে, তাহাদের নিকট এই পোড়ান ডিম কিরূপ উপাদেয় হইল, তাহা বুঝিতেই পারা যায়। আহারের পর নেব্‌ ভিন্ন সকলেই ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল। বেচারি নেব্‌ সারারাত্রি চীৎকার করিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিতে ডাকিতে সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দ্বীপে পরিত্যক্ত যাত্রীদের নিকট জিনিসপত্র কি কি ছিল? কিছুই না—পরিধানের পোষাক ভিন্ন কোন অস্ত্র বা কোন রকম যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। এমন কি একটা ছুরি পর্যন্ত কাহারও নিকট ছিল না। বেলুনটাকে হালকা করিবার জন্য, যাহা কিছু জিনিসপত্র সমস্তই জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জিনিসের মধ্যে গিডিয়ন স্পিলেটের নিকট ছিল দুটি জিনিস—তাঁহার নোটবুক এবং তাঁহার ঘড়িটি। এই দুই জিনিস যে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে—কেমন করিয়া জানি না রহিয়া গিয়াছে। এখন এই শূন্যতার মধ্য হইতেই তাঁহাদিগকে সমস্ত দরকারী জিনিস করিয়া লইতে হইবে।

এই সময় সাইরাস্‌ হার্ডিং উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার যেমন আশ্চর্য বুদ্ধি এবং আবিষ্কারের মাথা, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে সমস্ত দরকারী জিনিসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। কিন্তু হায়! হার্ডিংকে পুনরায় দেখিতে পাইবার আশা খুবই কম। এখন ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা ভিন্ন পরিত্যক্ত যাত্রীদলের আর গতি নাই।

এখন কথা হইল এই যে, দ্বীপের এই অংশেই কি পরিত্যক্তদল

স্থায়ীভাবে বাস করিবে? এই স্থান কোন মহাদেশের অংশ, এখানে মানুষের বসতি আছে কিনা, এসব বিষয়ের কোন সন্ধান লইবে না কি? ইহা অতিশয় কঠিন সমস্যা। যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দরকার। যাহা হউক, পেন্‌ক্রফ্‌টের পরামর্শে স্থির হইল যে, সম্প্রতি তাহারা আরও কিছুদিন চিমনীতে বাস করিয়া পরে সন্ধানের কাজে লাগিবে। এই সন্ধানকার্যে শরীরে বল থাকা নিতান্তই দরকার, সুতরাং পাখীর ডিম এবং শামুক ঝিনুক খাদ্যে চলিবে না—অন্য কিছু বলাধান খাদ্যের প্রয়োজন।

বাস করিবার পক্ষে চিম্‌নী আশ্রয়টি বেশ ভালই হইয়াছে। আগুন জ্বলিয়াছে, সে আগুন সজীব রাখা মুস্কিল হইবে না। সমুদ্রের ধারে এবং পাহাড় পর্ব্বতে ঝিনুক ও পাখীর ডিম যথেষ্ট। শত সহস্র পাখী পাহাড়ের উপর উড়িয়া বেড়ায়, লাঠির আঘাতে কিংবা পাথর ছুঁড়িয়া সহজেই উহাদিগকে মারিতে পারা যাইবে। নিকটেই বনে অনেক গাছ আছে, তাহাদের ফল সুখাদ্য হইতে পারে, আর জলের ত অভাবই নাই, চিমনীর নিকটেই মিষ্ট পানীয় জল বর্ত্তমান। সুতরাং স্থির হইল যে, কিছুদিন চিমনীতে বাস করিয়া পরে তাহারা দ্বীপের তথ্য সংগ্রহ করিবে। এই ব্যবস্থায় নেব্ খুব সন্তুষ্ট হইল। তাহার প্রভু দ্বীপের যে স্থানে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সে স্থানটি সহসা ছাড়িয়া যাইতে নেবের মন মানিবে কেন? সাইরাস হার্ডিং জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, একথা নেব্ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। প্রভুর মৃতদেহ শুধু চক্ষে দেখা নয়, হাত দিয়া স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত নেব্ কিছুতেই মানিবে না যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন ২৬শে মার্চ। প্রাতঃকালেই নেব্ আবার সমুদ্রতীর দিয়া উত্তরদিকে চলিল। যেখানে সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য হার্ডিং-এর সমাধি হইয়াছে—সেই স্থানটিতে গিয়াই উপস্থিত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রভৃতি অন্য সকলে পায়রার ডিম এবং ঝিনুক দ্বারাই সকালবেলার আহার শেষ করিল। পাথরের ফাটলে সমুদ্রের

জল শুকাইয়া নুন হইয়াছিল, সেই নুন হারবার্ট সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া সকালের খাওয়াটা বেশ তৃপ্তির সহিত হইল।

আহারের পর হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট বনে চলিল শিকারের সন্ধানে। গিডিয়ন স্পিলেট চিমনীতেই রহিলেন। আগুনটাকে উস্‌কাইয়া রক্ষা করিতে হইবে। আর সম্ভাবনা না থাকিলেও যদি বা নেব্‌ হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া কোন রকম সাহায্য চায়।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট রওনা হইল, পথে তাহারা গাছের মোটা ডাল ভাঙিয়া লইল—সেটাই হইল তাহাদের শিকারের অস্ত্র। চলিতে চলিতে তাহারা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল—চিমনীর ভিতর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ক্রমে নদীর বাঁ দিক দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তারপর নদীর পাড় ধরিয়া ঘন এবং উঁচু ঘাস-বনের মধ্যে দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিল। ক্রমে নদী সরু হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই ধারের বড় বড় গাছগুলির ডালপালা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া পড়িয়া যেন দুটি খিলান করা তোরণের মত দেখা যাইতেছিল।

বনের মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়, সেজন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট নদীর গমনপথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল—পথ হারাইলেও পুনরায় যাত্রার স্থানে ফিরিয়া আসা সহজ হইবে। নদীর তীর ধরিয়া চলাও বড় সহজ নয়। গাছের ডালপালা জলের উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার লতা-পাতা, ঝোপ-কাঁটাও আছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট হাতের লাঠি দিয়া সেগুলিকে ভাঙিয়া পথ করিয়া চলিল। নদীর বাঁ পাশের তীর অনেকটা সমতল ও জলাভূমির মত—এদিক সেদিক দিয়া অনেক ঝরণা বহিয়া চলিয়াছে। নদীর ডান পাড় অসমান—হঠাৎ উঁচু, হঠাৎ নীচু, সে পাড় দিয়া চলা কঠিন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট প্রায় এক ঘন্টা চলিয়া মাত্র মাইল খানেক পথ অগ্রসর হইল। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে

মাটিতে বন্য-জন্তুর পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল না কোন্ জন্তু।

এই সময়ে ছোট ছোট পাখী উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। উড়িবার সময় কতকগুলি পালক পড়িয়াছিল। হারবার্ট উদ্ভিদতত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব বেশ জানিত। একটি পালক পরীক্ষা করিয়া বলিল—'এগুলি কুরকাস্ পাখী। বেশ চমৎকার খেতে, মাংস খুব নরম, আর সহজেই কাছে গিয়ে লাঠির ঘায়ে মারতে পারা যাবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়া গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইল। একটা গাছের গোড়ায় গিয়া দেখিল, নীচের ডালগুলি ছোট ছোট পাখীতে ভর্তি। কুরকাসগুলিও গাছের ডালে বসিয়া পোকা-মাকড় খুঁজিতেছে।

শিকারী দুইটি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়াই হাতের লম্বা লাঠি দিয়া - যেমন কাস্তে দিয়া ঘাস কাটে—তেমনিভাবে এক ঘায় একদল কুরকাস্ ধরাশায়ী করিল। বোকা পাখীগুলি উড়িয়া পালাইবার পূর্বেই প্রায় একশতটা মারা গেল। একটা ডালে কুরকাস্‌গুলি ঝুলাইয়া লইয়া শিকারীদ্বয় চলিল। এই সামান্য কয়টি পাখীতে কি হইবে? আরও অনেক শিকার সংগ্রহ করা চাই। ঘাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কত জন্তু ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। লম্বা লম্বা ঘাস, কিছু দেখিবার জো নাই, চিনিবারও উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল—'হায়রে, এ সময়ে যদি টপ সঙ্গে থাকৃত? কিন্তু টপ কোথায়? সে হয়ত তার প্রভুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

বিকালের দিকে প্রায় তিনটার সময় নূতন নূতন পাখীর দল দেখা গেল, জুনিপার গাছের ডালে বসিয়া ফল খুঁটিয়া খাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ বিগলের আওয়াজের মত শব্দে বন কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? এক রকমের বন-মোরগ, যাহাকে আমেরিকায় 'টেট্রা' বলে—এ তাহারই গলায় কর্কশ স্বর। একটু পরেই দেখা গেল, দলে দলে জোড়া বাঁধা টেট্রা গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখীগুলি খুব

বড় মোরগের মত, তাহার মাংস চমৎকার সুস্বাদু। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল —যেরূপে হউক অন্ততঃ একটাকে ধরিতেই হইবে। কিন্তু কাছে যাওয়াই মুস্কিল, ধরা ত দূরের কথা। বারকয়েক চেষ্টা করিয়াও ফল হইল না, শুধু পাখীগুলিকে চমকাইয়া দেওয়া হইল।

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'না, এরূপভাবে হবে না। সুতোর সাহায্যে ঠিক মাছের মত ক'রে এগুলোকে ধরতে হবে।'

এই বলিয়া সে ৬।৭ টা টেট্রার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিল। প্রত্যেক বাসায় ৩।৪ টা করিয়া ডিম ছিল, সেগুলিকে ঘাঁটিল না। এই বাসায় ধাড়ী পাখীগুলো নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। বাসার চারিদিকে টোপশুদ্ধ বড়শি খাটাইয়া রাখিলে পাখীগুলি ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট সরু এবং মজবুত লতা দিয়া ১৫।২০ ফুট লম্বা কতক-গুলি সুতা বানাইল। সেই সুতার এক মাথায় মুখ বাঁকান কাঁটা বাঁধিয়া তাহাতে একরকম লাল পোকা গাঁথিয়া সুতার বড়শি-বাঁধা মুখগুলি বাসার কাছে রাখিয়া দিল। তারপর সুতার অন্য মাথাগুলি ধরিয়া হারবার্টের সহিত বড় একটা গাছের আড়ালে বসিয়া রহিল। হারবার্টের মনে কিন্তু একটুও ভরসা ছিল না যে ইহাতে কোন ফল হইবে।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, টেট্রাগুলি সত্যসত্যই বাসার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই মাটি খুঁটিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। শিকারী যে তাহাদের অপেক্ষায় লুকাইয়া আছে, সেটা বুঝিতেই পারিল না। ক্রমে পাখীগুলি টোপ-গাঁথা বড়শির কাছে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট আস্তে আস্তে সুতোতে হেঁচকা টান দিতে লাগিল। সেই টানে পোকাগুলি নড়িয়া উঠিবে, আর পাখীরা ভাবিবে সেগুলি জীবন্ত। বাস্তবিক তাহাই হইল। পোকাগুলি নড়িবামাত্র, ৩।৪টা টেট্রা সেগুলোকে আক্রমণ করিয়াই একেবারে পেটের মধ্যে গিলিয়া ফেলিল। আর যায় কোথায়। সেই মুহূর্তে পেন্‌ক্রফ্‌ট এক হেঁচকা টান, আর পাখীর বাছারা ঠিক মাছের মত

বড়শিতে গাঁথিয়া গেল। হারবার্ট পূর্বে এরূপভাবে শিকার করা কখনও দেখে নাই, কাজেই হাততালি দিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নিতান্ত শুধু হাতে তাহারা ফিরিবে না—এই ভাবিয়া উভয়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন বেলা প্রায় ছয়টা। শরীরও শ্রান্ত, ক্লান্ত। সুতরাং পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট কাঁধে শিকার ঝুলাইয়া, নদীর পাড় দিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া চিমনীতে উপস্থিত হইল।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

গিডিয়ন স্পিলেট সমুদ্রতীরে নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। চারিদিকের আকাশে দারুণ ঝড়ের আয়োজন হইয়াছে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিই নাই। হারবার্ট আসিয়া চিমনীতে ঢুকিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট গেল স্পিলেটের কাছে। চিন্তামগ্ন স্পিলেট পেন্‌ক্রফ্‌টকে দেখিতে পাইলেন না। নিকটে গিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আকাশ দেখে মনে হচ্ছে, রাত্রে ভীষণ ঝড় হবে, না?'

স্পিলেট্ ফিরিয়া দেখিলেন পেন্‌ক্রফ্‌ট। তাহার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, বল দেখি পেন্‌ক্রফ্‌ট, হার্ডিংকে যখন জলের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন বেলুনটা তীর থেকে কতদূরে ছিল?'

স্পিলেটের হঠাৎ এরূপ প্রশ্নে পেন্‌ক্রফ্‌ট ভারি বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তবু বলিল—'প্রায় বারশত ফুট দূরে ছিল।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'টপও তাহলে ততখানি দূরেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হ্যাঁ, তত দূরেই।'

স্পিলেট বলিলেন—'আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এই যে, হার্ডিং ত ডুবেছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে টপও কি ডুবে মারা গেল? আর দু-দুটো মৃতদেহের একটাও কি ভেসে এসে সমুদ্রতীরে কোথাও লাগল না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তখন সমুদ্রের যেরূপ ভীষণ অবস্থা ছিল—সেটা আর বিচিত্র কি ? তা ছাড়া হয়ত বা প্রবল স্রোত মৃতদেহ অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'এ সম্বন্ধে তোমার মত যাই হোক না কেন, আমার মত তা নয়। তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার মতে হার্ডিং এবং টপ, দুজনেরই একসঙ্গে এরূপভাবে নিরুদ্দেশ হওয়াটা বড়ই অসম্ভব বলে মনে হয়, এবং এটার কোন কারণ বোঝা যায় না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলে আমি বাস্তবিকই সুখী হতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও বিষয়ে আমার একটা স্থির ধারণা জন্মে গিয়েছে।'

এই কথা বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। নূতন কাঠ দিয়া হারবার্ট ইতিপূর্বেই বেশ আগুন জ্বালাইয়াছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল।

সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নেব্‌ ফিরিল না। তাহার এত বিলম্ব দেখিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু ব্যস্ত হইল। তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ? এই দেরীর কারণ হারবার্ট অন্যভাবে নিল। সে ভাবিল, হয়ত বা এমন কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার দরুণ নেব্‌কে বেশী করিয়া হার্ডিংএর সন্ধান করিতে হইতেছে এবং সে-জন্যই তাহার ফিরিতে এত বিলম্ব। সে হয়ত বা কোনরকম চিহ্ন বা পায়ের দাগ দেখিতে পাইয়া প্রভুর সন্ধানে ব্যস্ত—এই মুহূর্তে সে হয়ত প্রভুর খুব নিকটে গিয়াছে। এইরূপে হারবার্ট তাহার অনুমানের কথা বলিল। কেহই তাহার কথায় বাধা দিল না—স্পিলেট্‌ বরং সে কথারই সায় দিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট অনুমান করিল অন্যরকম—নেব্‌ হয়ত প্রভুর সন্ধানে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে এবং সেটাই তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইবার কারণ। হারবার্ট ত তখনই প্রস্তুত ছিল যে, নেবের সন্ধানে যাইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—'এই অন্ধকারে আর এমন বিশ্রী রাতে গিয়ে কোন ফল নাই, বরং অপেক্ষা করা ভাল।'

স্পিলেটও পেন্‌ক্রফ্‌টের কথায় সায় দিলেন। ক্রমে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। দক্ষিণ-পূর্বদিক্‌ হইতে দারুণ ঝড়ো বাতাস বহিতে লাগিল। সমুদ্রের অবস্থা হইল সাংঘাতিক। পর্বত প্রমাণ ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া গভীর গর্জন করিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি। রাত্রি আটটার সময়ও নেব্‌ ফিরিল না। এইরূপ বিশ্রী দিনে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? হয়ত বা কোন গহ্বরে সে আশ্রয় লইয়াছে। ঝড়-বৃষ্টি কমিলে আসিবে। আহারাদি করিয়া সকলে শয়ন করিল। বাহিরে ঝড়ের বেগ ক্রমে বাড়িয়া বেলুন-যাত্রার ঝড়ের মত অবস্থা দাঁড়াইল। সৌভাগ্যবশতঃ খুব মজবুত এবং বড় বড় গ্র্যানিট পাথরের চাপ দ্বারা চিমনীটি প্রস্তুত ছিল। ঝড়ের দাপটে চিমনী এক একবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোন অনিষ্ট হইল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই-তিনবার উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঝড়ের অবস্থা দেখিয়া আসিল। এইরূপ প্রলয়কাণ্ডের সময় হারবার্ট গভীর নিদ্রায় অচেতন। ক্রমে পেন্‌ক্রফ্‌টও ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু মনের আবেগে স্পিলেট্‌ কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল, কেন তিনি নেবের সঙ্গে গেলেন না। রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

যখন ভোর হইবার কয়েক ঘণ্টা বাকী আছে, পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনও ঘুমে অচেতন, এমন সময় দারুণ ঝাঁকুনি খাইয়া সে উঠিয়া বসিয়াছে। ব্যাপার কি?

গিডিয়ন স্পিলেট্‌ উপুড় হইয়া বলিলেন—'শোন পেন্‌ক্রফ্‌ট, কান পেতে শোন।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল—'বাইরে ঝড়ের গর্জন ছাড়া কৈ, আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না।'

স্পিলেট বলিলেন—'আরে না, ঝড়ের শব্দ হবে কেন? আমার স্পষ্ট মনে হোল, যেন—'

'যেন কি?'

'কুকুরের ডাকের মত শুনছি।'

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কি, কুকুরের ডাক! অসম্ভব। এই দারুণ ঝড়ে কি করে বুঝলেন যে,—'

'থাম, আবার ভাল ক'রে কান পেতে শোন।'

এবারে খুব মন দিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট শুনিল। তখন তাহারও মনে হইল যেন, ঝড়ের একটু বিরামের সময় দূরে কুকুরের ডাক-ই স্পষ্ট শোনা গেল।

তখন সে মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল—'হাঁ, হাঁ, ঠিকই বলেছেন, কুকুরের ডাকই বটে!'

তখন হারবার্টও জাগিয়াছিল। সে চেঁচাইয়া উঠিল—'টপের ডাক, এ টপের ডাক ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।'

তখন তিনজনেই বাহিরের দিকে ছুটিল। কিন্তু বাতাসের জোর ভীষণ, বাহিরে যাইতে তাহাদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। বাহিরে গিয়া দেখিল, পাথরে হেলান দেওয়া ছাড়া সটান দাঁড়ান অসম্ভব। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ভীষণ অন্ধকার—সমুদ্র, আকাশ, মাটি সব যেন মিশিয়া একটা শুধু বিশাল কালোমত দেখা যাইতেছে, আলোর নামগন্ধও নাই। ঝড়ের আঘাতে সকলে স্তব্ধপ্রায়, জলে ভিজিয়া একাকার, বালিতে চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম। এইভাবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর হঠাৎ আবার কুকুরের ডাক। মনে হইল, যেন খানিক দূরেই ডাকিতেছে। এটা নিশ্চয়ই টপের ডাক। কিন্তু টপ কি একা, না সঙ্গে অন্য কেহ আছে? খুব সম্ভব টপ একা—নেব্ তাহার সঙ্গে থাকিলে এতক্ষণে সে চিমনীর কাছে আসিয়া পড়িত।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ছুটিয়া চিম্‌নীতে গিয়া ঢুকিল। খানিক পরেই একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। তখন সেই জ্বলন্ত কাঠখানি আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে শিষ্ দিল। তখন মনে হইল, যেন কুকুরটি এই সঙ্কেতেরই অপেক্ষায় ছিল। কারণ, সেই মুহূর্তে ডাক ক্রমে নিকটবর্তী হইল। দেখিতে দেখিতে একটা

কুকুর অন্ধকারের মধ্যে হইতে লাফাইয়া চিম্‌নীর পথে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট, স্পিলেট ও হারবার্ট কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিলেন। জলন্ত আগুনে শুক্‌না কাঠ ফেলিয়া দেওয়া হইল—চিম্‌নীর পথ আলোকে উজ্জল।

হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'এ যে সত্যিসত্যিই টপ।'

কুকুরটা সাইরাস হার্ডিংএর প্রিয় টপই বটে। এই জাতীয় কুকুর খুব দ্রুতগামী এবং ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। টপ একা কেন? তাহার প্রভু কিংবা নেব্‌ কোথায়? টপ চিম্‌নীর অস্তিত্বও জানে না, তবে কেমন করিয়া এখানে আসিল—বিশেষতঃ এইরূপ অন্ধকারে এবং এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে? আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, টপ একটুও ক্লান্ত হয় নাই। কাদা কিংবা বালির দাগটি পর্যন্ত গায়ে নাই।

স্পিলেট্ বলিলেন—'কুকুর যখন পাওয়া গেছে, তখন তার প্রভুকেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট দেখিল যে, তাহার অনুমান সবই মিথ্যা হইয়াছে, সুতরাং সে তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যত্নের সহিত উনানের আগুনটি ঢাকিয়া, তাহার উপর কয়েকটা শুক্‌না কাঠ রাখিল। তারপর রুমালে কিছু খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া একেবারে প্রস্তুত।

টপ চলিয়াছে সকলের আগে। মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া সকলকে যেন তাহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছে, তাহার পিছনে স্পিলেট্, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট। তখন ঝড় উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। অজানা পথে চলা মুস্কিল, তাহার চাইতে টপের বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই ভাল। সকলে তাহাই করিল। বাতাসের জোর এতই প্রবল যে পরস্পরে কথাবার্তা বলাই অসম্ভব। যাহা হউক, একটা বিষয় যাত্রীদের পক্ষে অনুকূল ছিল—ঝড় বহিতেছিল তখন পিছন দিক হইতে। নতুবা চক্ষে বালির আঘাত লাগিয়া অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হইত। পিছন দিক

হইতে বাতাস যেন তাহাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। নেব্ তাহার প্রভুকে পাইয়াছে এবং সেই যে টপকে চিমনীতে পাঠাইয়াছে—সে বিষয়ে কাহারও মনে তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ক্রমে উঁচু পাহাড়ের পথ পার হইয়া যখন তাহারা বাঁকিয়া চলিল, তখন পাহাড়ের আড়াল পাইয়া ঝড়ো বাতাসের হাত হইতে সকলে রক্ষা পাইল। সোয়া ঘন্টাকাল তাহারা একরকম ছুটিয়াই চালিয়াছিল। ক্লান্তও হইয়াছিল খুবই, এখন যেন হাঁপ ছাড়িয়া সকলের প্রাণ বাঁচিল। এখন পরস্পরে কথাবার্তা বলিতে আর মুস্কিল নাই। কথায় কথায় হারবার্ট সাইরাস্ হার্ডিংএর নাম করা মাত্র, টপ দুই তিনবার ডাকিয়া উত্তর দিল—যেন বলিল, তাহার প্রভু বাঁচিয়াই আছেন।

হারবার্ট বলিল—'টপ, তিনি বেঁচে আছেন—না······'

টপ আবার ডাকিয়া উত্তর জানাইল—'হুঁ।'

আবার সকলে চলিলেন। পাহাড়ের আড়াল ছাড়াইয়া যাওয়া মাত্র মনে হইল যেন ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে। নীচু হইয়া সকলে চলিয়াছেন, তবু গতি দ্রুত। টপ সকলের আগে; গন্তব্য পথ চিনিয়া চলিতে তাহার কিছুই মুস্কিল হইতেছে না।

এবারে বাঁ পাশে উন্মত্ত সমুদ্র ফেলিয়া সকলে উত্তর মুখে চলিয়াছেন। মনে হইল, যেন জমি আর তেমন উঁচু-নীচু নয়, অনেকটা সমতল। বাতাস তাহাদিগকে তেমন বেগে আঘাত না করিয়া মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ভোরের দিকে ৪টার সময় তাঁহারা হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রায় পাঁচ মাইল পথ আসিয়াছেন। হাওয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা। পোষাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট না থাকায়, সকলেরই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে অভিযোগ নাই—টপ যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই সকলে যাইবেন।

ছয়টার সময় রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তাঁহারা চিমনী হইতে প্রায় ছয় মাইল আসিয়াছেন। এখানে সমুদ্রের তীর খুব সমতল।

ডান পাশে জলে পর্বতের ডগাগুলি ভাসিয়া আছে। বাঁ পাশে যতদূর দেখা যায় খালি বালির ঢিপি আর কাঁটা গাছ।

এই সময় টপ হঠাৎ ভারি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে—যেন সকলকে মিনতি করিতেছে দ্রুত চলিবার জন্য। এইখানে টপ সমুদ্রতীর ছাড়িয়া বালির ঢিপিপূর্ণ সমতলজমির দিকে চলিল। আশ্চর্য বুদ্ধিবলে সোজা চলিতে লাগিল, একটুও ইতস্ততঃ করিল না। তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীদলও চলিয়াছেন। চারিদিক একেবারে মরুভূমির মত, কোন প্রাণীর চিহ্নটি পর্যন্ত নাই। কেবলই বালির ঢিপি আর মধ্যে মধ্যে ছোট বড় পর্বতও আছে। সমুদ্রতীর ছাড়িয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চলিলে পর, সকলে একটা গহ্বরের মত জায়গায় আসিয়া উপস্থিত—যেন উঁচু একটি ঢিপির পিছনে একটি গর্ত খুঁড়িয়া রাখা হইয়াছে। এখানে আসিয়া টপ থামিয়া জোরে একটা ডাক দিল। স্পিলেট, হারবার্ট ও পেনক্রফ্‌ট সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মাটিতে ঘাসের বিছানার উপর লম্বমান্ একটি দেহের পাশে নেব্ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। লম্বমান দেহটি ক্যাপ্‌টেন হার্ডিংএর।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

পেনক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও গিডিয়ন স্পিলেট্ গহ্বরে ঢুকিল। নেব্ তাঁহাদিগকে দেখিয়া নড়িল চড়িল না।

পেনক্রফ্‌ট শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'বেঁচে আছেন কি?'

নেব্ এ কথারও কোন উত্তর দিল না। স্পিলেট্ ও পেনক্রফ্‌টের মুখ মলিন হইয়া গেল, হারবার্ট হাত দুখানি জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারুণ দুঃখে নেব্ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে সঙ্গীদিগকে দেখিতেও পায় নাই, পেনক্রফ্‌টের প্রশ্ন শুনিতেও পাইল না। গিডিয়ন

স্পিলেট্ অসাড় দেহটির পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। সাইরাস হার্ডিংএর কোট খুলিয়া তাঁহার বুকে কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিলেন—হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি আছে কিনা।

অনেকক্ষণ এরূপভাবে চেষ্টা করিবার পর বলিলেন—'হার্ডিং এখনও বেঁচে আছেন।'

এ কথা শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌টও হার্ডিংএর পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। সেও ধুকধুকানি শুনিতে পাইল। অধিকন্তু তাহার মনে হইল, যেন হার্ডিংএর মৃদু নিশ্বাস তাহার গালে লাগিয়াছে।

স্পিলেটের আদেশে হারবার্ট তখনি ছুটিল জলের সন্ধানে। খানিক দূরে গিয়াই জল পাইল বটে, কিন্তু জল লইয়া যাইবার পাত্র কোথায়? তখন সে তাহার রুমালটি ভিজাইয়া লইয়া ছুটিল।

স্পিলেট্ ভাবিয়াছিলেন, জল দিয়া হার্ডিংএর শুধু ঠোঁট দুখানি ভিজাইবেন, সুতরাং রুমালের জলে সে কাজ হইল। ঠাণ্ডা জল ঠোঁটে লাগিবামাত্র আশ্চর্য ফল দেখা গেল—হার্ডিং দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিলেন এবং মনে হইল, যেন তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তখন স্পিলেট্ বলিলেন—'হার্ডিংকে আমরা নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারব।'

একথা শুনিয়া বেচারি নেবের মনে আশা জাগিয়া উঠিল। সে তাহার প্রভুর শরীরের কাপড় খুলিয়া দেখিতে লাগিল, কোনখানে আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু মাথা হইতে পা পর্যন্ত কোন স্থানে একটি আঁচড়ের দাগও দেখা গেল না। বড়ই অদ্ভুত কথা। কারণ, ঢেউএর আঘাতে নিশ্চয়ই তিনি পাহাড়ের গায়ে গিয়া পড়িয়াছিলেন। হাত দুখানিতেও কোন আঘাতের চিহ্ন নাই—ব্যাপার কি? ঢেউএর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তবু শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন নাই কেন? এই আশ্চর্য ব্যাপারের মীমাংসা কে করিবে?

মীমাংসা পরে হইবে। হার্ডিং সুস্থ হইয়া যখন কথা বলিতে পারিবেন, তখন তিনিই এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। এখন তাঁহাকে সুস্থ করাই প্রধান কর্তব্য। শরীর ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া দিলে, এরূপ অবস্থায় জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসে। তখন পেন্‌ক্রফ্‌টের গায়ের মোটা গেঞ্জিটা লইয়া সকলে হার্ডিংকে ঘষিতে মাজিতে লাগিলেন।

এই ঘষা-মাজার ফলে, ক্ষণকালের মধ্যেই হার্ডিং হাত দুখানি নাড়িলেন, নিশ্বাসও অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই পড়িতে লাগিল। শরীরের অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃই হার্ডিং ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়িতেছিলেন। স্পিলেট্ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত না হইলে হার্ডিং নিশ্চয়ই মারা যাইতেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট নেব্‌কে বলিল—'নেব্, তুমি হয়ত ভেবেছিলে, তোমার প্রভু মরেই গিয়েছেন, না?'

নেব্ বলিল—'হুঁ, সত্যিই তাই ভেবেছিলাম। টপ আপনাদের সন্ধান পেয়ে এখানে যদি না নিয়ে আসত, তাহলে আমি এতক্ষণে

তাঁর দেহটি কবর দিয়ে নিজের মৃত্যুর অপেক্ষায় এখানেই পড়ে থাকতাম।'

ইহার পর নেব্‌ সকল ঘটনা বলিল। আগের দিন চিমনী হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে ও বালির মধ্যে অনেক সন্ধান করিয়াছে—কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পায় কিনা।

অনেক সন্ধানেও কোন ফল হইল না। মরুভূমির মত সমুদ্রতীর। কোন দিন সেখানে কোন মানুষ আসে নাই। তারপর তীর ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেল—যদি বা প্রভুর শরীর ঢেউএর আঘাতে বহু দূরে লইয়া গিয়া থাকে।

নেব্‌ বলিল—'আমি তীর ধ'রে আরো দুই মাইল খুব ভাল ক'রে সন্ধান করতে করতে গেলাম। কাল বিকালেপ্রায় পাঁচটার সময় হঠাৎ দেখলাম বালিতে পায়ের দাগ।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'পায়ের দাগ!'

নেব্‌বলিল—'হাঁ, পায়েরই দাগ।'

স্পিলেট্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই দাগগুলো কি জলের ধার থেকেই আরম্ভ হয়েছিল?'

নেব্‌ বলিল—'না, জোয়ারের জল যতদূর ওঠে, তারপর থেকে দাগ দেখলাম। নীচের দাগগুলো বোধ করি জলে ধুয়ে গিয়েছিলো।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—তারপর কি হলো?'

নেব্‌ বলিল—'দাগগুলি দেখে'ত আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে গেলাম। দাগগুলি স্পষ্ট, আর ক্রমে ভিতরের দিকে গিয়েছে। এই দাগ ধ'রে ধ'রে প্রায় পোয়া মাইল গেলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। এই সময় হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। খানিক পরেই দেখি, টপ এসে উপস্থিত। টপই আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে এল। প্রভু মরার মত পড়ে রয়েছেন দেখে তাঁকে বাঁচাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফল কিছুই হলো না। শেষে হঠাৎ মনে হলো টপের কথা। ও যেমন বুদ্ধিমান কুকুর, ও গিয়ে যদি আপনাদের ডেকে আনতে পারে। টপ মিষ্টার স্পিলেটকেই বেশী চিনত, তাই

বারকয়েক তাঁর নাম করে আঙুল দিয়ে দক্ষিণের দিকে দেখালাম। আশ্চর্যের বিষয়, তখনি টপ এক লাফ দিয়ে ছুটে চলে গেল, তারপর খানিক পরেই আপনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন।'

নেবের বিবরণ সকলে খুব মন দিয়া শুনিলেন। সাইরাস্ হার্ডিং কি করিয়া যে ঐরূপ গুরুতর অবস্থায় প্রায় মাইল খানেক দূরে এই গহ্বরে আসিয়াছিলেন, এটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!

স্পিলেট্ বলিলেন—'নেব্, তাহলে তুমি তোমার প্রভুকে গহ্বরে আন নাই?'

'না, আমি আনি নাই।'

অতি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু হার্ডিং সুস্থ না হইলে কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। মাজাঘষায় হার্ডিংএর শরীরে ক্রমে রক্তের স্বাভাবিক চলাচল আরম্ভ হইল। তিনি আবার হাত নাড়িলেন, তারপর মাথা নাড়িলেন—মুখ দিয়া অস্পষ্ট কয়েকটি কথাও বাহির হইল। নেব্ প্রভুর শরীরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন কথা বলিল, কিন্তু মনে হইল, যেন তিনি কিছু শুনিলেন না। তাহার চক্ষু দুটি বুজিয়া রহিল। পেন্‌ক্রফ্‌টের বড়ই দুঃখ হইল—আগুন নাই; আগুন জালিবার কোন উপায়ও নাই। হার্ডিংএর পকেটে কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু তাঁহার ওয়েস্ট কোটের পকেটে তাঁহার ঘড়িটা ছিল। এখন হার্ডিংকে চিম্‌নীতে লইয়া যাওয়া নিতান্ত দরকার। ক্রমেই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট কিছু টেট্রার মাংস সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। হারবার্ট সমুদ্রতীর সন্ধান করিয়া দুইটা বড় বড় ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিল। সেই ঝিনুকে জল লইয়া তাহাতে টেট্রার মাংসের রস মিশাইয়া হার্ডিংকে খাওয়ান হইলে পর তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন।

নেব্ ত উপুড় হইয়াইছিল, প্রভুকে চাহিতে দেখিয়া 'আমার প্রভু', আমার প্রভু', বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। এবার হার্ডিং তাহার কথা শুনিলেন। নেব্, স্পিলেট্ এবং অন্যদেরও শুধু যে চিনিতে পারিলেন তাহা নহে, সকলেরই হাত আস্তে-আস্তে চাপিয়া আনন্দ জানাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন কি কথাও বলিলেন। এবারে কথাগুলি অনেক স্পষ্ট, বেশ বুঝা গেল। বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—'দ্বীপ না মহাদেশ ?' পেন্‌ক্রফ্‌ট ত একেবারে অবাক। যে লোক মৃত্যুর মুখে, সে জ্ঞানলাভ করিয়াই জিজ্ঞাসা করে দ্বীপ না মহাদেশ, একি অদ্ভুত লোক! তখন স্থির হইল, সাইরাস্ হার্ডিংকে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য ডাল ও লতাপাতা দিয়া একটা খাটিয়ার মত (স্ট্রেচার) প্রস্তুত করিতে হইবে। স্পিলেট্ হার্ডিংএর নিকট রহিলেন। অন্য সকলে গেল, এবং স্ট্রেচার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হার্ডিং তখন ঘুমের ভাবে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে ফেকাসে চামড়া লাল হইয়াছে। একটু পরেই ঘুমের ভাব দূর হইল, কনুইএর উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

স্পিলেট্ বলিলেন—'এখন আমার কথা শুনতে পারবে হার্ডিং, কোন কষ্ট হবে না ত ?'

মৃদুস্বরে হার্ডিং বলিলেন—'না, তা হবে না। কি বলবে বল ?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমার মনে হয়, সাইরাস্ হার্ডিং আর খানিকটা টেট্রার স্যুপ খেয়ে নিয়ে যখন গায়ে আরও জোর পাবেন— তখন কথা শুনতে পাবেন খুব ভাল করেই।'

এই বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট হার্ডিংকে এবারে শুধু টেট্রার রস না দিয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা মাংসও মিলাইয়া দিল। হার্ডিং খানিকটা খাইলেন, বাকিটা অন্য সকলে মিলিয়া খাইয়া যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল।

গিডিয়ন স্পিলেট্ তখন হার্ডিংকে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলুন হইতে পতন, হার্ডিংএর সন্ধান, তাঁহার প্রতি নেবের অদ্ভুত ভক্তি-ভালবাসা, টপের আশ্চর্য বুদ্ধি প্রভৃতি কোন কথাই বলিতে বাকি রাখিলেন না।

তখন হার্ডিং ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তা হলে তোমরা আমাকে সমুদ্রতীরে পেয়ে এখানে বয়ে আন নি ?'

স্পিলেট্ বলিলেন—'না।'

'সমুদ্র থেকে এই গহ্বর কতটা দূরে ?'

'পেনক্রফ্‌ট বলিল—'প্রায় এক মাইল দূরে। আপনি যেমন আশ্চর্যবোধ করছেন, আমরাও তেমনি আপনাকে এই গহ্বরে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি।'

হার্ডিং বলিলেন—'বাস্তবিকই বিষয়টা বড় অদ্ভুত।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'আচ্ছা, আপনাকে যখন ঢেউ এসে বেলুন থেকে ধুয়ে নিয়ে গেল, তারপর থেকে কি কি ঘটনা হয়েছে আপনি বলতে পারেন কি ?'

সাইরাস্‌ হার্ডিং চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'তিনি বিশেষ কিছু জানেন না, প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে বেলুনের জাল হইতে ছিঁড়িয়া নিয়াছিল। প্রথমে ত জলে পড়িয়াই একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে জলের উপর ভাসিয়া ঝাপ্‌সা আলোতে বুঝিতে পারিলেন, একটা কোন জন্তু তাঁহার পাশে হাবুডুবু খাইতেছে। জন্তুটা টপ—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সে নিজেও জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর বেলুনটাকে আর দেখিতে পান নাই। দুটি প্রাণীর ওজন হইতে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া বেলুন বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গিয়াছিল।'

'উন্মত্ত সমুদ্রের উপর, তীর হইতে আধ মাইল দূরে হার্ডিং ভাসিতেছেন, জোরে সাঁতরাইয়া ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে চেষ্টা করিলেন। টপ তাঁহার কাপড় কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রবল স্রোত তাঁহাকে উত্তর দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর তিনি আর পারিলেন না, জলে ডুবিয়া গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে টপকেও টানিয়া নিলেন। তারপর হইতে এ পর্যন্ত আর কোন ঘটনা তাঁহার মনে নাই।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'নেব, যখন সমুদ্রতীরে আপনার পায়ের দাগ দেখেছে, তখন নিশ্চয় আপনি নিজেই এই গহ্বরে এসেছিলেন।'

মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে হার্ডিং বলিলেন—'তাই হবে নিশ্চয়। তোমরা সমুদ্রতীরে মানুষের কোন চিহ্ন পাও নাই ?'

স্পিলেট্ বলিলেন—'বিন্দুমাত্রও না। তা ছাড়া, ঘটনাক্রমে যদি কারো সঙ্গে তোমার দেখা হতো, তাহলে সে তোমাকে ঢেউ থেকে বাঁচিয়ে এরূপ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাবে কেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'স্পিলেট্, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আচ্ছা নেব্, তুমি ত আমাকে···হয়ত তোমার জ্ঞান ছিল না···তখন···না, তা ও একেবারে অসম্ভব। আচ্ছা, পায়ের চিহ্নগুলি এখনও আছে কি?'

নেব্ বলিল—'হাঁ, আছে বৈকি! এই গহ্বরে আসবার মুখেই ঢিপিটার পিছন দিকে একটু আড়াল জায়গায় চিহ্ন আছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট। আমার জুতোটা নিয়ে গিয়ে দেখ, পায়ের ছাপের সঙ্গে তলাটা মেলে কিনা।'

নেব্ পথ দেখাইয়া চলিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট দুইজনেই জুতো হাতে তাহার পিছনে গেল।

তখন হার্ডিং স্পিলেট্‌কে বলিলেন—'এটা তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি করে আমি এই গহ্বরে এলাম?'

স্পিলেট্ও মহাবিস্ময়ের সহিত বলিলেন—'তা আর বলতে। ব্যাপারটা একেবারে বুদ্ধির অগম্য।'

হার্ডিং বলিলেন—'থাক, এখন আর ওকথা ভেবে লাভ নাই, পরে এ সম্বন্ধে আলাপ করা যাবে।'

এই সময়ে সকলে ফিরিয়া আসিল। হার্ডিংএর জুতোর তলা পায়ের দাগের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। এটা যে সাইরাস্ হার্ডিংএর-ই পায়ের দাগ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হার্ডিং বলিলেন—'দূর ছাই, আমি মিছামিছি নেব্‌কে বলছিলাম, সে অজ্ঞান অবস্থায় কিছু করেছিল কিনা। কিন্তু এটা বোধ করি আমারই কাজ—ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেই এই গহ্বরে এসেছিলাম। টপই আমাকে ঢেউয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল।'

এই বলিয়া হার্ডিং টপকে কত না আদর করিলেন। বাস্তবিক তখন মনে হইল যে, সাইরাস্ হার্ডিংএর উদ্ধারের জন্য টপেরই সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য। বেলা বারটার সময় সকলে যাত্রার জন্য

প্রস্তুত হইল। সাইরাস্ হার্ডিং তখন যথেষ্ট দুর্বল। মনের জোরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌টের কাঁধে ভর দিতে হইল, নতুবা পড়িয়া যাইতেন।

স্ট্রেচার আনিয়া হার্ডিংকে তাহাতে শোয়ান হইল। স্ট্রেচারের দুই পাশে দুইটা লম্বা কাঠ বাঁধা ছিল। একদিকে পেন্‌ক্রফ্‌ট অন্য-দিকে নেব্—এইভাবে স্ট্রেচার তুলিয়া লইয়া সকলে চলিল চিমনীর দিকে। প্রায় আট মাইল পথ গেলে পর তবে চিম্‌নীতে পৌছান যাইবে। তাড়াতাড়ি যাইবার উপায় নাই, আবার মধ্যে মধ্যে থামিতেও হইবে—সুতরাং ছয় ঘণ্টার কমে চিম্‌নীতে পৌছান যাইবে না। বাতাসের জোর তখনও বেশ, কিন্তু বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। হার্ডিং কনুইএ ভর দিয়া মাথা তুলিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে দেখিলেন দ্বীপের ভিতর দিকে। স্থানটার উঁচু নীচু চেহারা, বনজঙ্গল এবং তদুৎপন্ন জিনিসপত্র দেখিয়া তাঁহার মনে ভরসা হইল। একটু পরেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিকালে প্রায় ছয়টার সময় সকলে চিম্‌নীতে পৌছিল। স্ট্রেচার মাটিতে নামান হইল—হার্ডিং তখনও ঘুমাইতে ছিলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দেখিলেন, কি আশ্চর্য! ঝড়ে চারিদিকের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পরিবর্তন অনেকই হইয়াছে—সমুদ্রতীর বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে একেবারে ভর্তি। বুঝিতে পারা গেল, ঝড়ের সময় সমুদ্র ফুলিয়া গ্র্যানিট পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত আসিয়াছিল। হঠাৎ পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে একটা দারুণ দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত। উর্দ্ধশ্বাসে সে চিম্‌নীর পথে গেল, মুহূর্ত পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া নীরব নিস্তব্ধভাবে সঙ্গীদের পানে চক্ষু বড় করিয়া তাকাইয়া রহিল—চিম্‌নীর আগুন নিবিয়া গিয়াছে। আগুন ধরাইবার জন্য পোড়া নেকড়া প্রভৃতি সরঞ্জাম যাহা কিছু সব জলে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের জল চিম্‌নীতে ঢুকিয়া অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। চিম্‌নীর ভিতরের জিনিসপত্র ওলট পালট—ভাঙিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া একাকার।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

চিমনীর আগুন নিবিয়া গিয়াছে—পেন্‌ক্রফ্‌টের মুখে এ কথা শুনিয়া অন্য কেহ তাহার মত ঘাবড়াইলেন না। নেব্‌ তাহার প্রভুকে পাইয়াছে, মনের আনন্দে সে পেন্‌ক্রফ্‌টের কথায় কান দিল না।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'সত্যি পেন্‌ক্রফ্‌ট। আগুন থাক বা নিবে যাক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আগুন যে একেবারে নিবে গিয়েছে।'

'তাতে আমার বয়ে গিয়েছে।'

'জ্বালাবার যে কোন উপায় নাই।'

'তুমি একটি মূর্খ পেন্‌ক্রফ্‌ট।'

'কিন্তু মিষ্টার স্পিলেট, আমি আবারও—'

'সাইরাস্‌ উপস্থিত আছেন দেখছ না? তিনি আগুন জ্বালাবার একটা উপায় করে নেবেন।'

'কি দিয়ে উপায় করবেন?'

'ঘোড়ার ডিম দিয়ে।'

এ কথার উত্তরে পেন্‌ক্রফ্‌ট আর কি বলিবে। তাহার মনের মধ্যেও যে অন্যদের মতই হার্ডিংএর উপর অগাধ ভরসা। তাহাদিগের নিকট হার্ডিং যেন সর্বজ্ঞ—বৈজ্ঞানিক যাহা কিছু আছে সবই হার্ডিং-এর পেটে; মানুষের যতরকম বুদ্ধি থাকা সম্ভব হার্ডিংএর মাথায় তাহার কোনটিরই অভাব নাই। হার্ডিং সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগের অভাব কিসের? নিরাশাই বা আসিবে কেন?

স্ট্রেচারের ঝাঁকানির ফলে সাইরাস্‌ হার্ডিং আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন, আগুনের ব্যবস্থার কথা তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করা গেল না। যাহা হউক, কিছু পুষ্টিকর খাদ্য এখন হার্ডিংকে খাওয়ান দরকার। টেট্রার মাংস সবই শেষ হইয়াছে, চিম্‌নীতে কুরকাসের

মাংস যাহা ছিল, জলঝড়ের কল্যাণে তাহাও শেষ হইয়াছে। শিকার করিয়া কোন জন্তু বা পাখী আনা যায় বটে, কিন্তু আগুন থাকিলে তবে ত রাঁন্না হইবে? চিমনীর মধ্যে বড় ঘরটিতে হার্ডিংকে রাখা হইল। সমুদ্রের আগাছা, শেওলা প্রভৃতি দিয়া তাঁহার জন্ত বেশ নরম বিছানা করা হইয়াছে। কিন্তু ঝড়ে চিমনীর ফাটলগুলির ছিপি খুলিয়া যাওয়ায় ঘরের মধ্যে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া। হার্ডিংএর পক্ষে এটা অনিষ্টকর, সেজন্ত সকলের গায়ের কোট প্রভৃতি খুলিয়া হার্ডিংকে চাপা দেওয়া হইল। সেইরাত্রে সকলের খাদ্য হইল শুধু শামুক, আর ঝিনুক। কিন্তু আগুনের কি উপায় হইবে? পেনক্রফ্‌ট ত ভাবিয়াই অস্থির। উপায় যত রকমের ছিল, কোনটাই সে বাদ দেয় নাই, কিন্তু আগুন জ্বলিল কৈ? বুনো লোকেরা যে কাঠে-কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালায়, সে উপায়েও কোন ফল হইল না। ঘষাঘষিতে কাঠ গরম হইল বটে, কিন্তু যাহারা ঘষিল, তাহারা গরম হইল কাঠের ডবল। পেনক্রফ্‌টের পরে হারবার্ট কাঠে কাঠে ঘষিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পেনক্রফ্‌ট ত হাসিয়াই খুন। সে নিজে যাহা পারিল না তাহা পারিবে কি-না বালক হারবার্ট! তাই সে বলিল—'ঘষ বাবা ঘষ, খুব ভাল করে ঘষতে থাক।'

হারবার্ট বলিল—'ঘষছিই ত। আগুন জ্বালাতে পারব বলছি না, কিন্তু গা-টা গরম করে নি—নইলে যে শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

ইহাদিগের নিষ্ফল চেষ্টা দেখিয়া স্পিলেট্ বলিলেন—'আমি ত বার বার বল্‌ছি, হার্ডিং কখনই এই সামান্ত বিষয় নিয়ে তোমাদের মত ঘাবড়াতেন না।' এই বলিয়া তিনি চিমনীর পথে বালির উপর শুইলেন। হারবার্ট, নেব্‌ ও পেনক্রফ্‌ট সকলেই শয়ন করিল টপ্‌ ঘুমাইল তাহার প্রভুর পায়ের নীচে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ২৮এ মার্চ প্রাতঃকালে হার্ডিং জাগিলেন। জাগিয়াই আবার সেই প্রশ্ন—'এটা দ্বীপ না দেশ ?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন। সেটা এখনও আমরা কিছু জানতে পারি নাই। আপনি সুস্থ সবল হয়ে যখন আমাদের নিয়ে বেরুতে পারবেন, তখনই জানা যাবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'আমার বোধ হয়, আমি এখন বেশ যেতে পারব।'

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া সটান দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বড় দুর্বল বোধ করছি, আমাকে কিছু খেতে দাও। তোমাদের আগুনের ব্যবস্থা আছে না ?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'বড়ই দুঃখের বিষয়, আগুন নাই। ছিল বটে, কিন্তু এখন নিবে গিয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'এ বিষয়ে পরে ভেবে দেখা যাবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা না হয়, দিয়াশলাই বানিয়ে নেব।'

'তাহলে দিয়াশলাই, কাঠি, মশলা প্রভৃতি সরঞ্জাম—সবই বানাবেন ?'

'সবই বানিয়ে নেব পেনক্রফ্‌ট।'

বিষয়টা পেনক্রফ্‌টের নিকট তত সহজ বোধ না হইলেও সে হার্ডিংএর কথায় বাধা দিল না।

ইহার পর সকলেই চিমনী হইতে বাহির হইলেন। আকাশ বেশ পরিষ্কার, সূর্য সবেমাত্র সমুদ্রের প্রান্ত হইতে উঁকি মারিতেছে। হার্ডিং একটি পাথরের উপর বসিলেন। হারবার্ট তাঁহাকে কতকগুলি শামুক ঝিনুক খাইতে দিল। এই বিশ্রী খাদ্যই হার্ডিং খানিকটা পরিষ্কার জলের সাহায্যে তৃপ্তির সহিত গিলিলেন।

আহারের পর হার্ডিং বলিলেন—'কালই আমরা জানতে চেষ্টা করব, এটা দ্বীপ না দেশ। এখন আর কিছু করবার নাই।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'করবার আছে বৈকি, আগুন।'

হার্ডিং বলিলেন—'ব্যস্ত হয়ো না পেনক্রফ্‌ট, আগুন আমরা তৈরি করে নেব। আচ্ছা, কাল যখন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে আস, তখন পশ্চিমের দিকে যেন একটা উঁচু পাহাড় দেখেছিলাম সেটার উপরে উঠলে সমস্ত দ্বীপটি বেশ দেখা যাবে। কাল এই পাহাড়ে চড়ে সব দেখব। এখন তাহলে আর কিছু করবার নেই।'

নাছোড়বান্দা পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আছেই ত—আগুন।'

স্পিলেট বলিলেন—'আগুন আগুন করে এত ব্যস্ত হলে কেন পেন্‌ক্রফ্‌ট? বলছি, আগুন হার্ডিং করে নেবেন।'

খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া হার্ডিং বলিলেন—'আমাদের অবস্থা দেখছি শোচনীয়। কিন্তু এটা নিশ্চয়, যদি কোন দেশে এসেপড়ে থাকি, তবে দুঃখ-কষ্ট পেয়েও শেষে হয়ত উদ্ধার পাব। যদি এটা দ্বীপ হয় এবং এখানে লোকের বসবাস থাকে, তবে তাদের সাহায্যে উদ্ধারের চেষ্টা হতে পারে। আর যদি এটা মরুভূমি হয়, তাহলে আমরা নিজেরাই উদ্ধারের পথ দেখে নেব।'

স্পিলেট বলিলেন—'এটা দ্বীপই হোক আর দেশই হোক—এটা কোন্ জায়গায় মনে হয় হার্ডিং?'

হার্ডিং বলিলেন—'এ বিষয়ে ঠিক করে বলা কঠিন। আমার মনে হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে জায়গাটা হবে। আমরা যখন রিচমণ্ড সহর ছেড়ে আসি তখন উত্তর-পূর্ব থেকে ঝড় আসছিল। যদি ঝড়ের গতিটা আগাগোড়া ঠিকভাবে থেকে থাকে, তবে আমরা নর্থ কেরোলিনা, সাউথ কেরোলিনা, জর্জিয়া, মেক্সিকো এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কতক অংশ পার হয়ে এসেছি। বেলুনটা তাহলে ছয় হাজার মাইলের কম পথ আসেনি। আমরা হয় ম্যানডেভা দ্বীপপুঞ্জে কিংবা নিউজিল্যাণ্ডে এসে পড়েছি। এটা যদি ঠিক হয়, তবে দেশে ফিরে যাওয়া কঠিন হবে না। আর যদি এই জায়গাটা পরিত্যক্ত

এবং চলতি পথের বাইরে কোন স্থান হয়ে থাকে, তবে ঐ উঁচু পাহাড়ের উপর উঠলেই সব বুঝতে পারা যাবে। তখন ভাবা যাবে, এখানে চিরকাল থাকবার ব্যবস্থা কিরূপ করা যেতে পারে।'

হারবার্ট বলিল—'কাল যে পাহাড়ে চড়বেন বলছেন, আপনি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবেন কি?'

হার্ডিং বলিলেন—'আমার ত মনে হয় পারব। তবে তুমি আর পেন্ক্রফ্ট যদি চতুর শিকারী হও, তবেই সেটা সম্ভব।'

পেন্ক্রফ্ট বলিল—'শিকারের জন্য ভাবনা কি! শিকার নিয়ে ফিরে এলে রোস্ট করার ব্যবস্থা হলে নিশ্চয়ই শিকার নিয়ে আসব।'

হার্ডিং বলিলেন—'তুমি আগে শিকার আন ত, তখন দেখা যাবে রোস্ট করার ব্যবস্থা হয় কিনা।'

নেব, হারবার্ট ও পেন্ক্রফ্ট তখনই বাহির হইল শিকারের সন্ধানে। তাহাদের অস্ত্র হইল গাছের মোটা ডাল, আর টপ ত সঙ্গেই আছে।

পথে যাইতে যাইতে পেন্ক্রফ্ট বলিল—'ফিরে গিয়ে যদি দেখি চিমনীতে আগুন জ্বলছে তাহলে বুঝব, স্বয়ং অগ্নিদেব এসে আগুন জ্বেলে দিয়ে গিয়েছেন।'

শিকারী তিনজন বনে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, টেট্রা কুরকাস্ও যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। নেব্ ঠাট্টা করিয়া বলিল—'পেন্ক্রফ্ট, এই যদি তোমার শিকারের নমুনা হয় তবে ত দেখছি রোস্ট করবার জন্য আগুনের দরকার হবে না।'

পেন্ক্রফ্ট বলিল— ব্যস্ত হয়ো না। শিকারের অভাব হবে না, ফিরে গিয়ে আগুন পেলেই হল।'

নেব্ বলিল—'আমার প্রভু আগুন করে নেবে, একথা বিশ্বাস কর না তুমি?'

পেন্ক্রফ্ট বলিল—'যখন দেখব গিয়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, তখনই বিশ্বাস করব।'

ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইল, শিকারের সন্ধান তবুও চলিয়াছে। হারবার্ট এক রকমের গাছ দেখিতে পাইল, তাহার ফল খাইতে বেশ, অনেকটা বাদামের মত। তিনজনে পেট ভরিয়া কতক খাইল, আর সঙ্গে করিয়া লইলও বিস্তর। এমন সময়, 'টপ নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে' বলিয়া নেব্ ছুটিয়া একটা ঝোপের দিকে গেল। ঝোপের মধ্যে টপ চীৎকার করিতেছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে। সকলে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, টপ একটা জন্তুর কান কামড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। জন্তুটা দেখিতে শূয়োরের মত—প্রায় দুই ফুট লম্বা আর ব্রাউন রংএর। মনে হইল যেন, জন্তুটার পায়ের তলা হাঁসের পায়ের তলার মত জোড়া। হারবার্ট দেখিয়াই বলিল—'এটা ক্যাপিবারা।' নেব্ লাঠির আঘাতে জন্তুটাকে মারিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ টপের মুখ হইতে কান ছাড়াইয়া সেটা একেবারে হারবার্টের উপরে গিয়া ছুটিয়া পড়িয়াছে, এবং হারবার্টকে প্রায় চিৎপাত করিয়া বনে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হারবার্ট, নেব্, পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলেই তাহার পিছনে ছুটিল। টপ আগেই ছুটিয়াছিল। জন্তুটা পাইন্ বনের ভিতরে গিয়া একটা ডোবার জলে ডুবিয়া গেল। শিকারী তিনজন একেবারে অবাক। টপ তখনই জলে লাফাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ক্যাপিবারা একেবারে তলাইয়া গিয়াছে। হারবার্ট বলিল—'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নিশ্বাস নিতে জন্তুটাকে জলের উপর উঠতেই হবে।' বাস্তবিকই তাহাই হইল। কয়েক মিনিট পরে জন্তুটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত মধ্যেই টপ লাফাইয়া একেবারে সেটার ঘাড়ে, এবং টানিতে টানিতে সেটাকে ডাঙ্গায় আনিয়া উপস্থিত। তখন নেব্ লাঠির এক ঘায়েই জন্তুটাকে শেষ করিয়া দিল। জন্তুটাকে কাঁধে লইয়া সকলে আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে চিম্নীর দিকে ফিরিয়া চলিল। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে, টপের কল্যাণে পথ চিনিতে মুস্কিল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহারা নদীর পারে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট পূর্বের

মত ভেলা বানাইয়া জলে ভাসাইয়া দিল—ভেলা শিকারীদের লইয়া চলিল চিম্‌নীর দিকে। নদীতীরে ভেলা হইতে নামিয়া গজ পঞ্চাশেক পথ যাইতেই পেন্‌ক্রফ্‌ট হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই চিম্‌নীর দিকে চাহিয়া এক চীৎকার—'দেখ, হারবার্ট। দেখ দেখ, চিম্‌নীর দিকেচেয়ে দেখ।'

সকলে চাহিয়া দেখিল, চিম্‌নীর পাহাড়ের মধ্যে হইতে ঝলকে ঝলকে ধোঁয়া বাহির হইতেছে!

।। একাদশ পরিচ্ছেদ ।

খানিক পরেই শিকারী তিনটি চিম্‌নীর মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। হার্ডিং ও স্পিলেট্‌ সেখানে ছিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌টের মুখে কথা নাই—হাতে সেই ক্যাপিবারাটি লইয়া একবার হার্ডিংএর মুখের দিকে একবার স্পিলেটের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

স্পিলেট বলিলেন—'দেখছ কি, আগুন, সত্যি করে আগুন জ্বলছে। এখন শূয়রটা রাঁধ—সকলে খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করি।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'আগুন জ্বালাল কে?'

স্পিলেট বলিলেন—'কে আর জ্বালাবে? স্বয়ং' সূর্যদেব এসে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।'

স্পিলেট কথাটা ঠিকই বলিলেন। সূর্যের উত্তাপেই আগুন জ্বলিয়াছে। কিন্তু কে তাহার ব্যবস্থা করিল? হারবার্ট সাইরাস হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কাছে কি তাহলে জ্বালাবার কাঁচ (burning glass) ছিল?'

হার্ডিং বলিলেন—'না হারবার্ট, আমার কাছে তা ছিল না, কিন্তু আমি বার্নিং গ্লাস তৈরি করে নিয়েছি।'

তখন হার্ডিং আগুন জ্বালাইবার কলটি দেখাইলেন, প্রকৃত বার্নিং

গ্লাস নয় বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের এবং স্পিলেটের ঘড়ির কাঁচ—এই দুইখানা কাঁচ লইয়া তাহাতে জল পুরিয়াছেন। তারপর আঠার মত কাদা কাঁচ দুইখানার কিনারায় লাগাইয়া তাহা একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতেই বার্নিং গ্লাস প্রস্তুত হইল, এবং তাহার ভিতর দিয়া সূর্যের উত্তাপ শুক্‌না ঘাসের উপর ফেলিবামাত্র, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট অবাক হইয়া একবার হার্ডিংএর দিকে তাকায়, একবার বার্নিং গ্লাসটি দেখে। সে বুঝিতে পারিল, হার্ডিং জাদুকর না হইলেও নিতান্ত সাধারণ মানুষ নহেন।

ইহার পর নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট শূয়রটাকে ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া আগুনে ভাজিয়া ফেলিল।

সেদিনকার আহার খুব তৃপ্তির সহিতই হইল। ক্যাপিবারার মাংস ছিল চমৎকার। আহারের সময় হার্ডিং কোন কথা বলিলেন না—পরের দিন কি কি করিতে হইবে, সে চিন্তাতেই তিনি মগ্ন ছিলেন। আহারের পর সকলে বেশ আরামে ঘুমাইলেন।

পরদিন উনত্রিশে মার্চ ঘুম হইতে জাগিয়াই; সকলে দ্বীপের অবস্থা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শূয়রের উদ্বৃত্ত মাংস যথেষ্ট ছিল, তাহাতে চব্বিশ ঘণ্টা বেশ চলিয়া যাইবে। পথে অন্য শিকারও মিলিতে পারে। পেন্‌ক্রফ্‌ট খানিকটা পোড়া নেকড়া সঙ্গে লইল আগুন জ্বালাইবার জন্য। বেলা সাড়ে সাতটার সময় যাত্রীদল বাহির হইল—সকলেরই হাতে মোটা এক একটা গাছের ডাল, এবং সেটাই হইল শিকার এবং আত্মরক্ষার অস্ত্র।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

চিম্‌নী হইতে কিছু দূরেই উঁচু একটা পাহাড়—সেটার উপরে উঠিয়া দ্বীপটির চতুর্দিক খুব ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌টের পরামর্শে বনের মধ্যে দিয়া যাতায়াত স্থির হইল।

পাহাড়ের নিকটে যাইবার জন্য এই পথটিই সোজা এবং সহজ। ফিরিবার সময় অন্য পথে ফিরিতে হইবে।

বনের মধ্যে দিয়ে যাইবার সময়, টপ ছোট-খাট পলায়মান জন্তুগুলিকে তাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট হয় বলিয়া হার্ডিং টপকে বাধা দিলেন। আগে পাহাড়ে চড়িয়া দ্বীপটি দেখা, পরে অন্য কাজ। ক্রমে বন পার হইয়া সকলে খোলা জায়গায় আসিলে দেখা গেল, সম্মুখে খানিক দূরেই সেই পাহাড়। পাহাড়ের দুইটি চূড়া। দেখিতে মোচার ডগাটির মত। একটা চূড়ার আগাটি প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে যেন ছাঁটিয়া দিয়াছে। চূড়াটি একদিকে ঠিক যেন পোস্তা বাঁধা। এই পোস্তা দুইদিকে পাখির পায়ের আঙ্গুলের মত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যখানে সমান জমি, তাহাতে বড় বড় গাছ, গাছগুলি প্রায় নিচু চূড়াটির সমান উঁচু। পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে গাছের সংখ্যা কম, এবং পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝরণার মত দেখা গেল। যাত্রীদল প্রথমে ছোট চূড়াটিতেই উঠিল। সাইরাস্ হার্ডিং দেখিলেন জমি, পাহাড় পর্বত সমস্তের উপর দিয়াই যেন এক সময়ে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখনও পরিষ্কার বর্তমান। ভূমিকম্পের তেজে চারিদিকে সমস্ত জমিই খুব উঁচু নীচু।

হারবার্ট পর্বতারোহণের সময় মাটিতে জন্তুর পায়ের দাগ দেখিতে পাইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এসব জন্তু যদি উঠবার পথে আমাদের বাধা দেয়?'

স্পিলেট ভারতবর্ষে বাঘ শিকার করিয়াছেন, আফ্রিকায় সিংহ মারিয়াছেন। তিনি বলিলেন—'পথে জন্তু এসে বাধা দিলে, তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু বড় জন্তুর পায়ের দাগ যখন দেখা গিয়াছে তখন আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলা উচিত।' বেলা বারটার সময় যাত্রীদল একটা ঝরণার ধারে, গাছের নীচে বসিয়া বিশ্রাম ও কিছু জলযোগ করিল। ততক্ষণে তাহারা চূড়ার প্রায় অর্ধেক পথ

উঠিয়াছে। এখান হইতে অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে পর্বতের একটা উঁচু স্থানের জন্য কিছু দেখা যায় না। বাঁ দিকে, উত্তর ধারে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বিশ্রাম ও আহারের পর, বেলা একটার সময় সকলে আবার পর্বতে উঠিতে লাগিল। এবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে পথ, ক্রমে তাহারা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। মাঝে মাঝে মোরগের মত ফেজান্ট জাতীয় ট্রেগোপান্ পাখী দেখা যাইতে লাগিল। গিডিয়ন স্পিলেট আশ্চর্য কৌশলে একখণ্ড পাথর ছুঁড়িয়া একটা ট্রেগোপান্ মারিলেন। মনে হইল যেন, পূর্বে তাহারা মানুষ কখনও দেখা নাই। হঠাৎ কেন জানি ভয় পাইল আর উর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট। বিকাল চারিটার সময় গাছের সীমা শেষ হইল। আর পাঁচশত ফুট উঠিতে পারিলেই, প্রথম চূড়ার নীচে সমতল জমিতে পৌঁছান যাইবে এবং সেখানে যাত্রীদল রাত্রি কাটাইবার জন্য স্থির করিল। উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া বহু কষ্টের পর সকলে সমান জমিতে উপস্থিত হইল।

এখানে জমিতে অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন বেশ আছে। এখানে শ্যাময় (chamois) ও ছাগল জাতীয় জন্তুর পায়ের দাগ অনেক দেখা গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ছয়টা বড় রকমের জন্তু দাঁড়াইয়া আছে। মাথায় বড় বড় শিং পিছনের দিকে বাঁকান —গায়ে ভেড়ার মত লোম। জন্তুগুলি দেখিয়াই হারবার্ট বলিল —'এগুলো যে মুসমন্।' জন্তুগুলি বড় বড় কাল পাথরের আড়ালে দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া যাত্রীদিগকে দেখিতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট শিকার পাইয়া ভারি খুসী হইল। ক্রমে ঝোপ পার হইয়া, যাত্রীদল একে অন্যের কাঁধে ভর দিয়া, প্রায় একশত ফুট খাড়া পথ উঠিলে পর, সমান জমি পাওয়া গেল।

হারবার্ট নেব্ পেন্‌ক্রফ্‌ট লাগিয়া গেল আগুন জ্বালিবার কাজে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা হইবে ভীষণ এবং সেইজন্যই আগুনের দরকার রান্নার জন্য নহে। আগুন জ্বলিল, অবশিষ্ট শূকরের মাংস খাইয়াই আহার হইল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ

শেষ। আহারের পর স্পিলেট্ বসিলেন তাহার নোট বুক লইয়া, দিনের ঘটনা লিখিতে। নেব্ ও পেন্‌ক্রেফ্‌ট শয়নের ব্যবস্থা করিতে লাগিল, হার্ডিং হারবার্টকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন পর্বতের উঁচুচূড়াটির অবস্থা দেখিতে।

সুন্দর পরিষ্কার রাত্রি, অন্ধকারও বেশী নয়। প্রায় কুড়ি মিনিট চলিয়া হার্ডিং দাঁড়াইলেন। এখানে চূড়াদুটির ঢালু গা মিলিয়া এক হইয়াছে, চূড়ার গা ঘুরিয়া আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যাহা হউক উঠিবার একটা উপায় হইল। ঠিক তাঁহাদের সম্মুখেই দেখিলেন, গভীর একটা গর্ত রহিয়াছে, এটা আগ্নেয়গিরির মুখ— ভারি অসমান, উঁচু নীচু। অতীত কালে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, তাহার দরুণ গলিত পাথর প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া বেশ সিঁড়ির মত হইয়াছে—উঁচু চূড়াটির উপরে উটা মুস্কিল হইবে না। এই সমস্ত দেখিয়া হার্ডিং আর বিলম্ব করিলেন না; হারবার্টের সহিত অন্ধকারে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তখনও প্রায় হাজার ফুট উঠিতে হইবে, হার্ডিং স্থির করিলেন বাধা না পাওয়া পর্যন্ত গহ্বরের ভিতরের চড়াই দিয়া উঠিতে থাকিবেন। সৌভাগ্যক্রমে চড়াইয়ের পথ ক্রেটারের (আগ্নেয়গিরির মুখ) ভিতরেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরের দিকে উঠিয়াছিল, তাহাতে চড়িবার পক্ষে সুবিধাই হইল।

আগ্নেয় পর্বত এখন সম্পূর্ণরূপে নিবিয়া গিয়াছে। পর্বতের গা দিয়া ধোঁয়া বাহির হয় না, গহ্বরের ভিতরে তাকাইলে আগুন দেখা যায় না, সাড়া নাই, শব্দ নাই, কম্পন নাই—পর্বত শুধু যে নিদ্রিত তাহা নহে, একেবারে মরিয়াই গিয়াছে। হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া ক্রেটারের ভিতরের দেওয়াল বাহিয়া ক্রমে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—আকাশের গোলাকৃতি অংশ দেখা যাইতেছে। সাইরাস হার্ডিং ও হারবার্ট যখন উঁচু চূড়ার ডগায় পা দিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। গভীর অন্ধকারে, দুই মাইল পরিমাণ স্থানের বেশী চক্ষে দেখা যায় না।

সমুদ্র কি তবে দ্বীপটিকে ঘিরিয়া আছে? না উহা কোন

মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত? এখনও সে কথার মীমাংসা হইবার নয়। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, সব দিকেই সমুদ্র যেন আকাশের সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল যেন আকাশের একপাশে একটি আলো দেখা গেল। এই আলোর ছায়া যেন জলের উপরে পড়িয়া কাঁপিতেছে। এটি চাঁদের আলো, সরু ধনুর মত চাঁদটি, একটু পরেই ডুবিয়া যাইবে।

হার্ডিং হারবার্টের হাতখানি ধরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'হারবার্ট বুঝতে পেরেছি—আমাদের এটা দ্বীপ।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ঢেউএর নীচে অদৃশ্য হইল।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হার্ডিং হারবার্টের সহিত চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন ৩০এ মার্চ প্রাতে সাতটার সময়, তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া হার্ডিং, স্পিলেট, হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট ও নেব্‌ সকলে আবার চলিলেন—সেই মৃত আগ্নেয় পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া, দিনের আলোকে খুব ভাল করিয়া চারিদিক্‌ দেখিতে হইবে। হার্ডিং আগের দিন বিকালে যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই চলিলেন। চূড়ায় পৌঁছিবামাত্র, চারিদিকে চাহিয়া সকলে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন—'সমুদ্র, সমুদ্র। চারিদিকেই সমুদ্র।'

সাইরাস্‌ হার্ডিং হয়ত ভাবিয়াছিলেন, চূড়ায় উঠিয়া দিনের আলোকে দূরে তীর দেখিতে পাইবেন—পূর্ব দিন অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহা দেখা যায় নাই। কিন্তু চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিছুই দেখা গেলনা—সমুদ্র যেন সব দিকেই আকাশের প্রান্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তীর কিংবা কোন জাহাজের পাল—কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। অসীম গোলাকার জলরাশির ঠিক

মধ্যখানে তাঁহাদিগের দ্বীপটি অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে যেন ভীষণ কোন জন্তু—যেন একটি 'তিমিঙ্গিল' নিদ্রা যাইতেছে। বাস্তবিক দ্বীপটা দেখিতে অনেকটা তিমিমাছের আকৃতির মতই ছিল। গিডিয়ন্ স্পিলেট, তখনই ইহার একটা নক্সা আঁকিয়া ফেলিলেন। বোধ হইল দ্বীপটির পরিধি একশত মাইলেরও বেশী হইবে। দ্বীপের পূর্বদিকের অংশটি, যেখানে যাত্রীদল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল—সেই স্থানটি একটা উপসাগরের মত। উহার এক পাশ চোঁখা অন্তরীপের মত হইয়া গিয়া সমুদ্রে শেষ হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে আর দুইটি অন্তরীপ এবং সেখানেই উপসাগরটির শেষ।

উত্তর-পূর্ব তীর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরটা গোলাকার। এই তীরের প্রায় মধ্যখানে সেই মৃত আগ্নেয় পর্বতটি। দ্বীপের সকলের চাইতে সরু স্থানটা, অর্থাৎ চিম্‌নী এবং পশ্চিম তীরের নদী পর্যন্ত স্থানটা দশ মাইল চওড়া। দ্বীপের লম্বালম্বি দূরত্ব ত্রিশ মাইলের কম হইবে না। দ্বীপের মধ্যের জায়গাটায়—পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকটা জুড়িয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রকাণ্ড বন। উত্তর ভাগটা শুষ্ক এবং বালিপূর্ণ। যাত্রীর দল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, আগ্নেয় পর্বত এবং পূর্ব তীরের মধ্যখানে একটা হ্রদ রহিয়াছে—তাহার কিনারায় অগণ্য সবুজ গাছপালা। হ্রদটি দেখিয়া মনে হইল, ইহা সমুদ্র হইতে একটু উঁচুতে অবস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'হ্রদের জল কি সুস্বাদু হবে?'

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয়। দেখছনা—হ্রদের জল পর্বতের ঝরণা থেকে নেমে এসেছে।'

হারবার্ট বলিল 'এই দেখুন, একটা ছোট্ট নদী যেন হ্রদে এসে পড়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'এই নদীর জল দিয়াই যখন হ্রদের জল, তখন খুব সম্ভবতঃ অন্য দিকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বার একটা পথও আছে। ফিরবার পথে এটি দেখে যেতে হবে।'

এই বাঁকাচোরা ঝরণা এবং নদীর জল দিয়াই দ্বীপটি উর্বর, হয়ত

বা গভীর বনের মধ্যে অন্য কোন জলাশয়ও আছে। বনটিও বড় কম নয়। দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া বন। উত্তর দিক দেখিয়া সেখানে নদী ঝরণার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বুঝা গেল না। মধ্যে মধ্যে জলাভূমি আছে বটে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর্বতের চূড়ায় থাকিয়া, যাত্রীদল চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। এখন একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপর এই পরিত্যক্ত যাত্রীদলের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ নির্ভর করে। এই দ্বীপে কি মানুষের বাস আছে? এই প্রশ্নটি গিডিয়ন স্পিলেট করিলেন। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া যাহা মনে হইল তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর 'না'—এখানে জন-মানবের বসতি নাই। ঘর বাড়ী গ্রাম ধোঁয়া কিছুই দেখা গেল না। যাত্রীদল যেখান হইতে দেখিয়াছেন, সেখান হইতে দ্বীপের শেষ সীমা ত্রিশ মাইলের উপর, এত দূরে লোকের বসতি থাকিলে, তাহা পেন্‌ক্রফ্‌টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও দেখিতে পাইবে না।

ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করা যাইবে। এখন মানিয়া লওয়া গেল—দ্বীপটি জনমানবশূন্য। তাহা হইলেও নিকটবর্তী অন্য কোন দ্বীপের লোক এখানে আসিতে পারে ত? এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া কঠিন—চারিদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ত কোন দ্বীপ দেখিতে পাওয়া গেল না। যাহা হউক পঞ্চাশ মাইলের পরেও দ্বীপ থাকিতে পারে ত? সেখানকার লোকের পক্ষে নৌকা কিংবা ক্যানো (Canoe) চড়িয়া এই দ্বীপে আসা মুস্কিল হইবে না। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

দ্বীপের অনুসন্ধান শেষ হইল। ফিরিবার পূর্বে হার্ডিং ধীর, গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'বন্ধুগণ, এই দ্বীপে আমাদের অনেক কাল থাকতে হবে। হঠাৎ কোন জাহাজ এসে উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। হঠাৎ বলছি এইজন্য, যে এটা অতি নগণ্য দ্বীপ—জাহাজ চলাচলের পথে মোটেই নয়।'

স্পিলেট বলিলেন—'হার্ডিং, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যাহোক

আমরা সকলেই মানুষ। তোমার উপরে ভরসা খুবই আছে। আমরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করব।' স্পিলেটের কথায় সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল।

ফিরিবার সময় হার্ডিং বলিলেন—'চল এক কাজ করি—দ্বীপের পাহাড় পর্বত, নদী নালা, উপসাগর-অন্তরীপ সকলগুলিরই এক-একটা নাম দেওয়া যাক।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমাদের প্রথম আড্ডার নাম দিয়েছি আমি 'চিমনী'—কারো আপত্তি না থাক্‌লে সেটার চিম্‌নীই নাম থাক্।'

হারবার্ট বলিল—'ক্যাপ্‌টেন হার্ডিং, মিস্টার স্পিলেট, নেব পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলের নামেই এক একটির নামকরণ করি না কেন?' নেব্‌ অবাক হইয়া বলিল—'আমার নামে নাম হবে?' বলিয়াই তাহার ধপ্‌ধপে সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। যাহা হউক সকলেই আমেরিকার লোক, তাই শেষে হার্ডিং-এর প্রস্তাব মত, আমেরিকার প্রসিদ্ধ নামসকল লইয়াই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হইল। বড় দুটি উপসাগরের একটির নাম হইল 'ইউনিয়ন্‌ বে' আর একটির নাম হইল 'ওয়াশিংটন্‌ বে' আর পর্বতটির নাম রাখা হইল 'ফ্রাঙ্কলিন্‌ পর্বত'। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপদ্বীপটি দেখিতে অনেকটা সাপের লেজের মত, নাম হইল 'সার্পেণ্টাইন পেনিনসুলা'। দ্বীপের অন্য প্রান্তের উপসাগর হইল 'শার্ক গাল্‌ফ্‌' কারণ সেটি দেখিতে যেন হাঙ্গরের দুটি ঠোঁট হাঁ করিয়া আছে। এই শার্ক গাল্‌ফের দুটি অন্তরীপ হইল 'নর্থ ম্যাণ্ডিবল্‌' আর 'সাউথ ম্যাণ্ডিবল্‌' অন্তরীপ। বড় লেকটির নাম হইল 'লেক গ্রাণ্ট্‌'।

চিম্‌নীর উপরে, গ্র্যানিট পাহাড়ের খাড়া পাহাড়গুলির চূড়ায় যে সমতল স্থানটি ছিল, তাহার নাম হইল 'প্রস্‌পেক্ট হাইট', এখান হইতে সমস্ত উপসাগর বেশ ভাল রকম দেখা যায়। তারপর, যে নদীর জল যাত্রীদল পান করে এবং যাহার নিকটে তাহারা বেলুন

হইতে পড়িয়াছিল, তাহার নাম রাখিল 'মার্সি নদী,' দ্বীপের যে অংশটিতে যাত্রীদল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল—তাহার নাম হইল 'সেফ্‌টি আইল্যাণ্ড'। সকলের শেষে দ্বীপটির নাম হইল 'লিঙ্কন আইল্যাণ্ড'।

।। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।।

নামকরণ কার্য শেষ হইলে, যাত্রীদল ফ্রাঙ্কলিন্‌ পাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। হার্ডিং বলিলেন—'পুরাতন পথে না গিয়ে আমরা নূতন পথে চিম্‌নীতে ফিরব।'—তাঁহার ইচ্ছা ফিরিবার পথে লেক গ্রান্টটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া যান। দল বাঁধিয়া চলিবার কোন দরকার নাই, কিন্তু তাহা হইলেও কাছাকাছি থাকিতে হইবে—বনের মধ্যে হিংস্র জন্তু নিশ্চয়ই আছে। একটু সাবধান হইয়া চলা ভাল।

সকলের আগে টপ্‌ তাহার পর নেব্‌, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট, হার্ডিং আর স্পিলেট সকলের পিছনে। স্পিলেট প্রত্যেক বিষয় তাঁহার নোটবুকে লিখিতেছেন। হার্ডিং মাঝে মাঝে পথের ধারে পদার্থ যাহা কিছু দেখিতে পান, পকেটে পুরিয়ে রাখেন।

এই ভাবে চলিতে চলিতে, বেলা দশটার সময় সকলে ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের গোড়ায় নামিলেন। এমন সময় হারবার্ট তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়াছে। ব্যাপার কি? হারবার্ট ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি। একটু আগেই পাহাড়ের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

সাইরাস্‌ হার্ডিং বলিলেন—'তাই নাকি। তবে ত সাবধান হয়ে লুকিয়ে চলতে হবে। কে জানে দ্বীপে অন্য লোক যদি থেকে থাকে?

ওদেরই আমি সব চেয়ে ভয় করি। টপ কোথায়? —টপ এগিয়ে গিয়েছে।

তবে কেন সে চেঁচামেচি করছে না? এত বড় আশ্চর্য। টপ্‌কে ডেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ততক্ষণে হার্ডিং হারবার্ট এবং স্পিলেটও পাথরের আড়ালে লুকাইলেন। সেখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—ঝলকে ঝলকে হরিদ্রা রংএর ধোঁয়া আকাশে উঠিতেছে।

হার্ডিং শিষ দিয়া টপ্‌কে ডাকিয়া আনিলেন। খানিক পরেই একটা বিশ্রী গন্ধ সকলের নাকে ঢুকিল।

গন্ধ শুঁকিয়াই হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন ওটা গন্ধকের গন্ধ—ওখানে নিশ্চয়ই গন্ধকের কুণ্ড আছে। তখন সকলেই সেই ধোঁয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন পাহাড়ের মধ্যে গন্ধকের কুণ্ড—তাহা হইতে গলিত গন্ধক স্রোতের মত চলিয়াছে। হার্ডিং সেই গন্ধকের স্রোতে আঙুল ডুবাইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা মানুষের শরীরের উত্তাপের মত গরম। যাহা হউক, কুণ্ডটি দ্বীপবাসিগণের কোনও কাজে লাগিবে না। তখন সকালে গভীর বনের দিকে চলিলেন। বনের প্রান্তে গিয়া দেখিলেন লাল মাটির উঁচু পাড়ের মধ্য দিয়া একটি নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহার জল পরিষ্কার টলটলে। মাটির সঙ্গে লোহা মিশান আছে বলিয়াই তাহার রং লাল। তখনই নদীর নাম দেওয়া হইল 'রেড ক্রীক্'—লাল নদী।

নদী গভীর, পাহাড়ের ঝরণার পরিষ্কার জলে তাহার উৎপত্তি। প্রায় দেড় মাইল বহিয়া গিয়া সেটা হ্রদের জলে পড়িয়াছে। এই হ্রদের ধারে যদি চিম্‌নীর চাইতে ভাল থাকিবার জায়গা পাওয়া যায় তবে ত চমৎকার। রেড ক্রীকের ধারে, যে পথে যাত্রীদল চলিয়াছিল, তাহার প্রায় একশত ফুট নীচে, বড় বড় দেবদারু, ইউকেলিপ্‌টাস্ প্রভৃতি গাছ নদীর পাড়ে ছায়া বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসকলে নারিকেল গাছ খুবই দেখিতে পাওয়া

যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দ্বীপে একটিও নারিকেল গাছ নাই। থাকিলে নারিকেল একটি উত্তম খাদ্য হইত। নদীর পাড়ে মাছরাঙা, সাদা কালো ধূসর প্রভৃতি কাকাতুয়া, টকটকে উজ্জল রংএর টিয়াপাখি এবং অন্য অনেক রকমের পাখি গাছের ডালে বসিয়া চিৎকার চেঁচামেচি করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্য হইতে পাখি জন্তু প্রভৃতি একসঙ্গে ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। নেব্ ও হারবার্ট তখনই ছুটিল ঝোপের দিকে। গিয়া দেখিল, কতকগুলি 'মকিংবার্ড' (বিদ্রূপকারী পাখি) মিলিয়া এই বিদঘুটে গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। সেই পাহাড়ে মোরগও কতকগুলি ছিল, নেব্ ও হারবার্ট লাঠির আঘাতে কতকগুলি মারিয়া, বিকালের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইল। এই সময়ে বন্দুকের অভাবটা খুবই বোধ হইয়াছিল। তাহার পর দেখা গেল, দূরে একটু উঁচুতে কতকগুলি জন্তু খুব লাফাইয়া পলায়ন করিতেছে। হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারু।' পেনক্রফ্ট জিজ্ঞাসা করিল—'এ জন্তু খেতে কেমন?'

স্পিলেট বলিলেন—'এদের মাংসে খাসা স্টু হয়—হরিণের মাংসের চাইতে ভাল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট হারবার্ট ও নেব্ তখনই ক্যাঙ্গারুর পিছনে ছুটিল, হার্ডিং কত ডাকলেন, কেহই ফিরিলেন, না। মিনিট পাঁচেক পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে সকলে ফিরিয়া আসিল—ক্যাঙ্গারুকে ছুটিয়া ধরা কি মানুষের কর্ম? টপ্‌কেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

পেন্‌ক্রফট হার্ডিংকে বলিল—'ক্যাপটেন্। দেখছেন ত বন্দুক না হলে সবই পণ্ড। আচ্ছা, বন্দুকের ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

হার্ডিং বলিলেন—'হয়ত ভবিষ্যতে পারা যেতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি তীর ধনুকের ব্যবস্থা করা চাই। আমার খুব বিশ্বাস, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা তীর ধনুক বানিয়ে নিতে পারবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তুচ্ছ করিয়া বলিল—'তীর ধনুক ওসব ত ছেলেখেলা।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ভুল করোনা, পেন্‌ক্রফ্‌ট। বন্দুক ত সেদিন হয়েছে, এতকাল তীর ধনুকই ত যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল, তীর ধনুক দিয়ে রক্তপাতটা কি কম হয়েছে ?'

বেলা প্রায় তিনটার সময় টপ্‌ বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া

পড়িয়াছে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোপের মধ্যে হইতে ঘঁং ঘঁং শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নেব্‌ ছুটিয়া গিয়া দেখিল—টপ্‌ ছোট একটা জন্তুকে ধরিয়া চিবাইয়া খাইতেছে—তাহার পাশে দুইটা মরা জন্তু পড়িয়া রহিয়াছে। সেই জন্তু দুইটি লইয়া নেব্‌ ফিরিয়া আসিল, দেখা গেল—জন্তু দুইটি আমেরিকান্‌ খরগোস জাতীয়, তাহার নাম 'অ্যাগুটি'।

পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা খুসি হইয়া বলিল—'বাহবা রোস্টের মাংস পাওয়া গিয়েছে—এখন বাড়ি গেলেই হয়।'

আবার সকলে চলিল। নদীটি ক্রমেই চওড়া হইয়াছে, হার্ডিং অনুমান করিলেন শীঘ্রই নদীর মুখের কাছে পৌঁছিবেন। তাঁহার

অনুমান সত্য হইল, ঘন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইলেই নদীর মুখ দেখা গেল।

যাত্রীদল ততক্ষণে লেক্ গ্র্যান্টের পশ্চিম তীরে আসিয়াছে। জায়গাটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। নদীর তীরে এবং নদীর মুখের কাছে ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে বুনোহাঁস, পেলিকান, জল-মোরগ প্রভৃতি পাখী চরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর জল খুব পরিষ্কার এবং মিষ্টি, দেখিয়া মনে হইল জলে মাছও আছে যথেষ্ট। স্পিলেট বলিলেন—'চমৎকার লেক্টি। এটার ধারে আমাদের বাড়ি হলে খুব ভাল হতো।'

হার্ডিং বলিলেন—'এখানে আমরা বাড়ি তৈরি করে নিব।'

হার্ডিং-এর ইচ্ছা, লেকের অতিরিক্ত জল কোনস্থানে সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, সেটা সন্ধান করিয়া দেখেন। এই প্রপাতের জলে অনেক কাজ করা যাইতে পারিবে। তাঁহারা লেক্ গ্র্যান্টের ধার ধরিয়াই চলিলেন, কিন্তু এই পথে প্রায় মাইল খানেক গিয়াও জল-প্রপাতের কোনও সন্ধান পাইলেন না।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। সময় মত রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, তখনই চিম্‌নীতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। যাত্রীদল ফিরিয়া চলিল, এবং মার্সি নদীর বাঁ তীর ধরিয়া অবশেষে সকলে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্ রান্নাবান্না শেষ করিলে, খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমাইতে যাইবে—এমন সময় হার্ডিং তাঁহার পকেট হইতে খনিজ-জিনিসগুলি বাহির করিয়া একে একে দেখাইয়া বলিলেন—'বন্ধুগণ, এই দেখ—এটা খনিজ লোহা, এটা কাদামাটি, এটা চূণ, আর এটা হচ্ছে কয়লা। ভগবান এসব জিনিস মিলিয়ে দিয়েছেন। এগুলো ব্যবহারে লাগানো হচ্ছে এখন আমাদের কাজ। কাল থেকেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দেব।'

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন সকালে পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'ক্যাপটেন্‌ এখন তাহলে কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করা হবে?'

হার্ডিং বলিলেন—'একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে।'

হার্ডিং একথাটা বলিলেণ সত্যই। সব কাজই আরম্ভ করিতে হইবে একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম কিছুই নাই। খনিজ জিনিসগুলিও যেরূপ অবস্থায় কাজে লাগে সেরূপ অবস্থায় নাই। যাত্রীদের কতকগুলি জিনিসের এতই প্রয়োজন যে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহা হউক হার্ডিং অসাধারণ গুণী লোক, তাঁহার সঙ্গীরাও এক একজন মানুষের মত মানুষ—সকলেই তাঁহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিবে। এখন দেখা যাক. কতদূর কি হয়। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিবার পক্ষে, এই পাঁচটি লোকের চাইতে উপযুক্ত অন্য কেহ আছে কিনা সন্দেহ।

সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—'দ্বীপে কাঠকয়লার অভাব নাই. এখন আমাদের একটা তুন্দুর বানিয়ে নিতে হবে—সেই তুন্দুরে কাদামাটি দিয়ে বাসনপত্র তৈরী করে পুড়িয়ে নেব।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তুন্দুর কেমন করে হবে?'

হার্ডিং বলিলেন—'ইঁট দিয়ে।'

'ইঁট কোথায়?'

'ইট কাদামাটি দিয়ে বানিয়ে নেব, তারপর তুন্দুরে পোড়াব।

তখন সাইরাস হার্ডিং কাজ আরম্ভ করিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সরঞ্জামগুলি যেখানে পাওয়া যায়, সেই জায়গায় কারখানা করিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে। নেব, চিমনী হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিবে। আগুন জ্বালিয়া রাঁধিয়া লইতে মুস্কিল হইবে না।'

স্পিলেট বলিলেন—'অস্ত্রের অভাবে যদি খাদ্য জোগাড় করিতে বাধা পড়ে ?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'একটা ছুরিও যদি কারো কাছে থাকত তাহলে তাদিয়ে তীরধনু বানিয়ে নিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেত।'

হার্ডিং তখন নিজে নিজেই বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ঠিক ঠিক। একটা ধারাল ছুরি হলে খুব ভালোই হতো।' এমন সময় হঠাৎ টপের উপর তাঁহার নজর পড়িল। আর তখনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল তাঁহার মুখে। তিনি টপ্‌কে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার গলার ষ্টিলের কলারটি খুলিয়া দুই টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। তারপর টুক্‌রা দুটি লইয়া বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট। এই দেখ দুটি ছুরির ব্যবস্থা হয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দ দেখে কে। চতুর লোক না জানে এমন কার্য নাই। বেলে পাথরে ঘসিয়া মাজিয়া, দেখিতে দেখিতে চমৎকার ধারাল দু'খানি ছুরির ফলা বানাইয়া ফেলিল। তারপর উহাতে বাঁট পরাইতে আর কতক্ষণ লাগে ?

পূর্বদিনে হ্রদের পশ্চিম তীরে যেখানে হার্ডিং কাদামাটি দেখিয়া ছিলেন, সেইখানে সকলে রওয়ানা হইলেন। মার্সি নদীর তীর ধরিয়া প্রসপেক্ট হাইট পার হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল গেলে পর, সকলে বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি লেক্ গ্রান্ট হইতে একশত ফুটের মধ্যে।

পথে হারবার্ট একরকম গাছ দেখিয়াছিল, তাহার ডাল দিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা (Red Indians) ধনুক বানায়। এই গাছের সরু লম্বা ডাল দিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট চমৎকার ধনুক বানাইল। ধনুকের গুণ বানাইল একরকম গাছের ছাল দিয়া—মজবুত তাঁতের গুণের চাইতেও শক্ত। এখন তীর চাই। সেই গাছের গাঁটশূন্য সরু লম্বা ডাল দিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট তীরও বানাইল। এখন তীরের ডগায় লাগাইবার জন্য লোহা কোথায় পাওয়া যাইবে ? পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল —'এতদূর যখন করেছি তখন লোহার ব্যবস্থা ভগবান করে দিবেন।'

দ্বীপবাসীরা কাদামাটির জমিতে আসিয়া পৌঁছিল। সাধারণতঃ কাঠের ছাঁচে ফেলিয়া ইঁট গড়িতে হয়। ছাঁচ আর কোথায় পাওয়া যাইবে, হাত দিয়াই কাজ আরম্ভ হইল। দুইদিন খাটিয়া তিন হাজারের বেশী ইঁট বানান গেল না। তুন্দুর প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে পোড়াইতে হইবে, সম্প্রতি মাটিতে শুকাইতে দেওয়া হইল। ওভেন্ (তুন্দুর) তৈরি করিবার পুর্বে দুইদিন পর্যন্ত কাঠ সংগ্রহ করা হইল। এখন দ্বীপবাসীরা শিকারের জন্য আর ভাবনা করে না। একদিন টপ একটা সজারু মারিল। সেই সজারুর কাঁটা তীরের ডগায় লাগাইয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট সুন্দর তীর বানাইয়াছে। তীরের নীচে টিয়াপাখীর পালক বাঁধিয়াছে। হারবার্ট ও স্পিলেট্ উভয়েই সুন্দর তীর ছুড়িতে পারেন। চিম্‌নীর ভাঁড়ারে বন মোরগ, ক্যাপিবারা, পায়রা, ম্যাগুটি প্রভৃতির আর অভাব নাই। এই সকলের বেশীর ভাগ জন্তুই মার্সি নদীর বাঁ পারের বনে মারা হইয়াছিল। এই বনটির নাম দেওয়া হইল জ্যাকামার উড। দ্বীপে আসিয়া প্রথম দিন শিকার করিবার সময় হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট এখানেই জ্যাকামার পাখী তাড়া করিয়াছিল, তাই সেই পাখীর নামে এই বনের নামকরণ হইল।

শিকার করিবার সময় কেহই ইঁটের পাঁজা হইতে বেশী দূরে যাইতেন না। একদিন জ্যাকামার বনে খুব বড় নখওয়ালা জন্তুর পায়ের দাগ দেখা গেল, কিন্তু দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল না, কোন্ জন্তু। হার্ডিং সকলকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন 'বনে ভয়ানক হিংস্র জন্তু আছে চলাফেরা খুব সাবধান হয়ে করতে হবে।'

সাবধান করিয়া হার্ডিং ভালই করিয়াছিলেন। একদিন হারবার্ট ও স্পিলেট্ একটা জন্তু দেখিতে পাইলেন, সেটা আমেরিকার জাগুয়ারের মত। সৌভাগ্যবশতঃ তাহা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে নাই, নতুবা বিপদের সীমা থাকিত না। স্পিলেট্ মনে মনে স্থির করিলেন, বন্দুকের ব্যবস্থা হওয়ামাত্র বনের হিংস্র জন্তুগুলিকে মারিয়া শেষ করিবেন।

এদিকে চিম্নীর প্রতি কাহারও বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। হার্ডিং ভাবিয়াছিলেন একটা ভাল থাকিবার জায়গা খুঁজিয়া বার করা, কিংবা আবশ্যক হইলে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সম্প্রতি সকলে চিম্নীর মেঝেতে শুক্‌না শেওলা বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

লিঙ্কন দ্বীপের দিনগুলির হিসাব রাখা হইল। তখন হইতে নিয়মমত দৈনিক কাজের কথা লিখিয়া রাখা হইত।

এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখ, বুধবার দ্বীপবাসের বারদিন হইল। ৬ই এপ্রিল ইঁটের পাঁজা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। সকলে সারারাত্রি জাগিয়া রহিল, কাঠ যোগাইয়া আগুনটিকে সজীব রাখিতে হইবে।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ইঁট পোড়ান শেষ হইল। এখন ইঁটগুলি ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। হ্রদের এক স্থানে রাশি রাশি ঘুটিং ছিল, হার্ডিংএর আদেশে নেব্ ও পেন্‌ক্রফট অনেক ঘুটিং আনিয়া আগুনে পোড়াইল। তারপর উহা বালির সঙ্গে মিশাইলে ইঁট গাঁথিবার চমৎকার মশলা হইল।

ইহার পরই মাটির বাসনপত্র পোড়াইবার জন্য হার্ডিং কুমোরের উনান (Kiln) প্রস্তুত করাইলেন। বাসনের প্রধান উপকরণ কাদামাটি, তাহার সঙ্গে হার্ডিংএর কথামত কিছু চুণ ও বেলে পাথর মিশান হইল। এই উপকরণ দিয়া রান্না ও খাওয়ার বাসন, জলপাত্র প্রভৃতি সমস্তই তৈরি হইল। পাত্রগুলির গড়ন হাতে করার দরুণ একটু বাঁকাচোরা হইল বটে, কিন্তু তবু বাসনগুলি পোড়াইয়া লইলে পর দ্বীপবাসীদের নিকট উহাই হইল চিনামাটির বাসনের চাইতেও মূল্যবান। এই চুণ-কাদা মিশান জিনিসটিকে বলে 'পাইপ-ক্লে' অর্থাৎ ইহার দ্বারা চুরুট খাইবার খুব মজবুত। পাইপ তৈরী হয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট কয়েকটি পাইপ বানাইয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই উপকরণটি পাইপক্লের মত ভাল হইয়াছে কিনা। কিন্তু পাইপ বানাইলে কি হইবে, তামাক কোথায়? হায়, বেচারি পেন্‌ক্রফট।

১৫ই এপ্রিল বিকালে মাটির বাসনপত্র লইয়া সকলে চিম্নীতে ফিরিয়া আসিল। র‍্যাগুটির স্যুপ, ক্যাপিবারা রোষ্ট প্রভৃতি ছিল রাত্রের খাদ্য—পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া দ্বীপবাসিগণ সুখে নিদ্রা গেল।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ১৬ই এপ্রিল, দ্বীপবাসিগণ সকাল বেলা চিম্নী হইতে বাহির হইল। আজ সকলে ধোপার কাজ করিবে। ময়লা পোষাক ধুইয়া পরিষ্কার করা দরকার। সাইরাস হার্ডিং মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, সোডা, তেল, কিম্বা চর্বি সংগ্রহ হইলেই সাবান তৈরি করিবেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ সকলের পরিধানে যাহা ছিল, তাহা সবই বেশ মজবুত, অন্ততঃ আরো পাঁচ ছয় মাস তাহার দ্বারাই চলিবে। কিছু বদলাইবার আবশ্যক হইলে সময়ে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে।

দেখিতে দেখিতে নির্মল আকাশে সূর্য ক্রমেই উপরে উঠিল। মনে হইল, সমস্ত দিনটাই উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার থাকিবে। এই সময়ে উঁচু গ্র্যানিট পাহাড়টির উচ্চতা ঠিক করা দরকার। এ কাজ হার্ডিং কেমন করিয়া করিবেন?

হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল—'পাহাড়ের উচ্চতা মেপে ঠিক করতে যন্ত্রের দরকরে হবে না? কোথায় পাবেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'না হারবার্ট। যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না। দেখ, আমি ঠিক করে নিচ্ছি।'

এই বলিয়া হার্ডিং করিলেন কি, বার ফুট লম্বা এবং ঠিক সোজা একটা কাঠের ডাণ্ডা লইলেন। নিজের উচ্চতা তাঁহার খুব ভাল করিয়াই জানা ছিল। সুতরাং বার ফুট মাপিয়া লইতে মুস্কিল হইল না। গাছের ছালের তৈরি দড়ির ডগায় একটুকরা পাথর

বাঁধিলেন—এটা হইল প্রাম্বলাইন। রাজমিস্ত্রীদের কাছে 'ওজন' নামে যে একটা ওজন-বাঁধা দড়ি থাকে, দেয়াল গাঁথিবার সময় সোজা হইল কিনা দেখিবার জন্ত সেটা ব্যবহার করে—তাহাকে প্রাম্বলাইন বলে। এই প্রাম্বলাইন লইয়া হারবার্ট চলিল হার্ডিংএর সঙ্গে।

সমুদ্রতীর হইতে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে এবং পর্বত হইতে পাঁচশত ফুট দূরে একটা জায়গায় হার্ডিং সেই বার ফুট ডাণ্ডাটি পুঁতিলেন, দুই ফুট রহিল মাটির নীচে। প্রাম্বলাইনের সাহায্যে দেখিয়া লইলেন, উহা ঠিক সোজা পোঁতা হইল কিনা। ইহার পর মাটিতে শুইয়া পিছনের দিকে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিলেন —যে পর্যন্ত না দেখিতে পাইলেন যে ডাণ্ডার ডগাটি ও পর্বতের চূড়াটি ঠিক মিশিয়া গিয়াছে। সেই জায়গাটিতে ছোট্ট একটা কাঠি পুঁতিয়া চিহ্ন দিলেন। তারপর উঠিয়া হারবার্টকে বলিলেন -'হারবার্ট জ্যামিতি মনে আছে ত? দুটি ছোট-বড় কিন্তু সমকোণ ত্রিভুজের অনুরূপ ভুজগুলি যে সমানুপাতিক হয়, তাত জান?'

হারবার্ট বলিল—'হাঁ, তা জানি।'

হার্ডিং বলিলেন—'তবেই দেখ, আমি দুটি সমকোণ ত্রিভুজ তৈরি করেছি। প্রথম ত্রিভুজটির এক বাহু হলো এই ডাণ্ডাটি, দ্বিতীয় বাহু হলো এই খুঁটি থেকে ডাণ্ডার গোড়া পর্যন্ত দূরত্বটা, আর তৃতীয় বাহু হলো ডাণ্ডার ডগা ও পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যে আমার দৃষ্টির লাইন, সেই লাইনের ছোট অংশটি—অর্থাৎ যেখানে ডাণ্ডার ডগা সেই লাইনকে কেটেছে সেই অংশটুকু। দ্বিতীয় ত্রিভুজের বাহুগুলি হলো খাড়া পাহাড়টা। খোঁটা থেকে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত দূরত্বটা এবং আমার দৃষ্টির লাইনের সমস্তটা।'

তখন হারবার্ট ভারি উৎসাহের সঙ্গে বলিল—'হাঁ ক্যাপটেন, আমি বুঝতে পেরেছি। খোঁটা থেকে ডাণ্ডার দূরত্ব, এবং খোঁটা থেকে পাহাড়ের গোড়ার দূরত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে যে অনুপাত, ডাণ্ডার উচ্চতার সঙ্গে পাহাড়ের উচ্চতারও সেই অনুপাত।

হার্ডিং বলিলেন—'ঠিক বলেছ হারবার্ট। এখন সমান জমির দূরত্ব দুটি মাপলেই অনুপাত দ্বারা পাহাড়ের উচ্চতা জানতে পারা যাবে। খাড়া ডাণ্ডাটি মাটির উপরে ঠিক দশ ফুট।'

তাহার সাহায্যে মাপিয়া দেখা গেল—খোঁটা হইতে ডাণ্ডার দূরত্ব পনের ফুট, এবং খোঁটা হইতে পাহাড়ের দূরত্ব পাঁচশত ফুট।

এই মাপ শেষ করিয়া, হার্ডিং হারবার্টের সহিত চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন। একটা চেটাল পাথরের উপর ঝিনুক দিয়া অনুপাত লিখিলেন :

১৫ : ৫০০ : : ১০ X

৫০০ X ১০ = ৫০০০

$\frac{৫০০০}{১৫}$ = ৩৩৩.৩

এই অনুপাত দ্বারা প্রমাণ হইল যে, পর্বতের উচ্চতা ৩৩৩ ফুট। ইহার পর স্থির হইল, রবিবার দিন সকলে পুনরায় আবিষ্কারের উদ্দেশে বাহির হইবেন। লেকের উত্তর দিক হইতে শার্ক-গালফ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হইবে। সময় থাকিলে কেপ্‌ সাউথ-ম্যাণ্ডিবল পর্যন্তও যাইবেন। মধ্যাহ্নের আহার করিবেন বালির চড়ায়, সন্ধ্যার পূর্বে চিমনীতে ফিরিবেন না।

বেলা সাড়ে আটটার সময় যাত্রীদল প্রণালীর তীর ধরিয়া চলিয়াছে, অপর পারে সেফ্‌টি আইল্যাণ্ড্‌ দেখা গেল। সেফ্‌টি আইল্যাণ্ডে অনেকগুলি পাখী বুক ফুলাইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে। গলার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারা গেল, সেগুলি পেনগুইন্‌ এবং অক্‌ জাতীয় পাখী—ভীষণ দৌড়াইতে পারে। ইহাদের মাংস খাইতে সুস্বাদু। সুতরাং পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে খুবই আনন্দ হইল। দ্বীপে বড় বড় সীল্‌ হামাগুড়ি দিতেছে দেখা গেল। খাদ্যের হিসাবে সীল্‌ অখাদ্য, কিন্তু এগুলিকে দেখিয়া হার্ডিং খুব খুশী হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, এখানে আর একদিন আসিতে হইবে। এই দ্বীপের বেশীর ভাগ জায়গাই অনুর্বর, কেবলই বালি আর শামুক,

ঝিনুক। গাল্, য়্যাল্‌বেট্রোস এবং বুনো হাঁস উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তীর ছুড়িয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। উড়ন্ত পাখী তীর দিয়া মারা কি সহজ? ইহা কম দুঃখের কথা নয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট হার্ডিংকে বলিল—'দেখলেন ত, দু একটা বন্দুক না হলে শিকার করা চলবে না।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'বন্দুক তৈরি করা আর মুস্কিলটা কি? নল বানাবার লোহা যোগাড় কর; সোরা, কয়লা আর গন্ধক জোগাড় কর বারুদ বানাবার জন্য, এবং সীসা আন গুলির জন্য—তবেই হার্ডিং বন্দুক বানিয়ে দিবেন।'

হার্ডিং বলিলেন—'হয়তো এসব জিনিস এই দ্বীপে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা হলেও বিশেষ যন্ত্র চাই—বন্দুক বানাতে সূক্ষ্ম কারিকুরির দরকার। যাই হোক, দেখা যাবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিল—'হায়রে হায়! কেনই বা আমাদের সব অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি বেলুন থেকে ফেলে দিয়েছিলাম।'

হারবার্ট বলিল—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, ওসব ছুঁড়ে না ফেলতাম যদি, তবে বেলুনই যে আমাদের সমুদ্রের তলায় বিসর্জন দিত।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা ঠিক বলেছ হারবার্ট। কিন্তু ভুলে যেও না—বেলুনে চড়ে পলায়ন করার বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মাথায় খেলেছিল।'

স্পিলেট বলিলেন—'খাসা বুদ্ধি খেলিয়েছিলে, পেন্‌ক্রফট। তার ফলেই ত আমরা এখন এই মুস্কিলে পড়েছি।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মুস্কিলটা আর কি? আমাদের অভাব কিসের? হার্ডিং সব অভাবই ত পূরণ করে দিচ্ছেন। আর কোন দিন হয়ত দ্বীপ থেকে উদ্ধার হবার ব্যবস্থাও করতে পারবেন।'

হার্ডিং বলিলেন—'সবুর কর, আমি হিসাব করে দেখি—এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ডটি সমুদ্রের কোন্‌খানে আছে। কোন মহাদেশ কিংবা অন্য কোন বড় এবং জানাশোনা দ্বীপের কাছে কিনা!

দুই প্রহরের আহারের পর, হার্ডিং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেক

হিসাব করিয়া স্থির করিলেন, লিঙ্কন দ্বীপটি 'তাহিটি' এবং 'পমুটু' দ্বীপপুঞ্জ হইতে বার শত মাইল, নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে আঠার শত মাইল এবং আমেরিকা হইতে চারি শত পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ১৭ এপ্রিল। সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন কর্তব্য কি, এ পর্যন্ত ইঁট ও বাসনপত্র তৈরির কাজ হইয়াছে, এখন ধাতুবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ত দরকারই, তা ভিন্ন বড় নৌকা বানাইয়া যদি বারশত মাইল দূরে পমুটু দ্বীপে যাইবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলেও সেই নৌকা প্রস্তুত করা দরকার। অত বড় নৌকা ত আর শুধু কাঠ-পাথরের সাহায্যে বানান সম্ভব নয়। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির দরকার—হাতুড়ি, কুড়াল করাত, রেঁদা, উঁকো প্রভৃতি সবই চাই। দ্বীপের নানা স্থানে হার্ডিং দেখিয়াছেন, পূর্বে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানারকমের খনিজ পদার্থ রহিয়াছে। হয়ত সন্ধান করিলে আরও কিছু আবশ্যকীয় জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। চিম্‌নী হইতে সাত মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল্ কেপ পর্যন্ত সন্ধান করা হইয়াছে, সেইখানেই বালিপূর্ণ স্থানের (Downs) শেষ; তারপর হইতে জমির দিকে চাহিলেই অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন চক্ষে পড়ে।

শীতকালটা যখন লিঙ্কন দ্বীপেই কাটাইতে হইবে, তখন চিম্‌নীর চাইতে ভাল একটা বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা দরকার, নতুবা দারুণ শীতে মহা কষ্ট পাইতে হইবে।

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভাগে হার্ডিং খনিজ অপরিষ্কার লোহা

দেখিয়াছেন। ঐ লোহা সংগ্রহ করিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে এবং উহা হইতে ষ্টিল্ও প্রস্তুত করা চাই। ধাতু ত আর পরিষ্কার খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। উহার সঙ্গে অক্‌সিজেন, গন্ধক প্রভৃতি নানারকম বস্তু মিশান থাকে। পূর্বে হার্ডিং যে লোহার নমুনা পাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ অপরিষ্কৃত অবস্থায় ছিল। ভীষণ উত্তাপে সেগুলিকে গলাইতে না পারিলে কোন

কাজ হইবে না। উত্তাপের ব্যবস্থা করা চাই—সে ব্যবস্থা কি করিয়া হইবে?

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল,—'তাহলে ক্যাপটেন হার্ডিং, এখন অপরিষ্কার লোহা গলাবার জন্ম উত্তাপের ব্যবস্থা কি করে করবেন?'

হার্ডিং ব'ললেন—'এই ব্যবস্থার জন্ম এখন সেফটি আইল্যাণ্ডে গিয়ে সীল শিকার করতে হবে। তোমার ত সীল শিকারে খুব আনন্দ, না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট গিডিয়ন স্পিলেটের দিকে সরিয়া বলিল—'একি, মিস্টার স্পিলেট। ক্যাপটেন সীল্‌ শিকারের কথা বলছেন কেন? লোহা তৈরি করতে কি সীলের দরকার হয়?'

স্পিলেট বলিলেন—'হার্ডিং যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই দরকার হয়।'

একথা হার্ডিং শুনিতে পাইলেন না, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই রওনা হইয়াছিলেন। অন্য সকলেও তখন সীল শিকারের জন্য প্রস্তুত হইল।

সাইরাস্‌ হার্ডিং, স্পিলেট, হারবার্ট, নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট—সকলে ক্ষণকাল পরেই সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা এমন একটি জায়গায় গেলেন, যেখানে ভাঁটার সময় প্রণালী পার হওয়া যায়। যথা সময়ে সকলে প্রণালী পার হইয়া সেফটি আইল্যাণ্ডে গিয়া দেখিলেন, অসংখ্য পেঙ্গুইন তাঁহাদিগের দিকে নির্ভয়ে তাকাইয়া আছে। সকলের হাতে মোটা লাঠি ছিল, ইচ্ছা করিলেই কতকগুলি বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন সীল শিকার করিতে, পেঙ্গুইন তাড়া করিলে সীল্‌ পলায়ন করিবে। দ্বীপের শেষভাগে দেখা গেল, জলের একটু উপরেই কাল মাথা ভাসিতেছে। এসব সীলের মাথা, যেন পাথরের সব চাকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এগুলিকে ডাঙায় উঠিতে দেওয়া উচিত, নতুবা জলে থাকিতে ইহাদিগকে ধরা ভারি মুস্কিল, এরা ভীষণ সাঁতার কাটিতে পারে। একবার ডাঙায় উঠিয়া আসিলে চট করিয়া গিয়া জলে নামিবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলিলেই হইল। শিকারীরা পাথরের আড়ালে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই সীলের দল বালিতে খেলা করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গেল ছয়টা সীল্‌। পেনক্রফ্‌ট ও হারবার্ট ঘুরিয়া অন্য পাশে গিয়া তাহাদিগের জলে নামিবার পথ আটকাইল। সাইরাস্‌ হার্ডিং, স্পিলেট্‌ ও নেব্‌ লাঠি হাতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া জল ও সীল্‌গুলির মধ্যখানে পড়িলেন। ইতিমধ্যে পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট লাঠির আঘাতে দুটি

সীল্ বধ করিল। কিন্তু বাকিগুলিকে আটকাইতে পারা গেল না, সেগুলি জলে পলায়ন করিল।

হার্ডিং তখন পেন্‌ক্রফ্‌টকে খুব বাহবা দিয়া বলিলেন—'সাবাস পেন্‌ক্রফ্‌ট। এখন আর ভাবনা কি, সীলের চামড়া দিয়া খাসা হাপর তৈরি হবে।'

নেব্ ও পেন্‌ক্রফট সীলের চামড়া ছাড়াইতে তখনই লাগিয়া গেল। গোটা সীল্ দুইটা বহিয়া লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই, শুধু চামড়া দুইটি নিলেই চলিবে। সীলের চামড়া ট্যান করিবার প্রয়োজন হয় না। রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই চমৎকার হাপর হইবে।

চামড়া ছাড়ান হইলে তাহা লইয়া সকলে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। এখন চামড়া দুটিকে শুকান আবশ্যক।

কাঠের দুটি ফ্রেম তৈরি করিয়া তাহাতে আঁট করিয়া চামড়া দুটিকে লাগাইয়া রোদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইল। শুকাইলে পর গাছের ছালের দড়ি পরাইয়া সেগুলি সেলাই করিল নাবিক পেন্‌ক্রফ্‌ট। টপের গলার কলারের তৈরি দুটি ছুরি ভিন্ন আর কোন যন্ত্রপাতি নাই।

তবু হার্ডিংএর উপদেশে এবং অন্য সকলের সমবেত সাহায্যে তিন দিনের মধ্যে চমৎকার একটি হাপর প্রস্তুত হইয়া গেল।

সাইরাস্ হার্ডিং পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, যেখানে কয়লা এবং খনিজ ধাতু দেখিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়াই কারখানা খুলিবেন। স্থানটি ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব ধারে, চিম্‌নী হইতে ছয় মাইল দূরে। সেই জায়গাতেই লতাপাতার ঘর বানাইয়া থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে দিবারাত্র কাজ চালাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে না। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে হাপরটি লইয়া রওনা হইলেন। রাস্তাটি জ্যাকামার বনের মধ্য দিয়া। ঘন গভীর বন, গাছপালা কাটিয়া পথ করিয়া যাইতে হইল। তাহাতে ভালই হইল, ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কলিন্ পর্বত এবং প্রস্‌পেক্ট হাইটে যাইবার সোজা পথ হইল। বনের

পথ দীর্ঘ, সারাদিন কাটিয়া গেল বন পার হইতে। বনের পাখি, জানোয়ার, লতাপাতা সমস্তই দেখা গেল। হারবার্ট আর স্পিলেট্ তীরধনু দিয়া দুটি কেঙ্গারু মারিলেন। আর একটা জন্তু মারিলেন, সেটা দেখিতে কতকটা হেজ্-হগ্ (কাঁটা-চুয়া) এবং কতকটা অ্যান্ট্ ইটারের মত। এই বনে বন্যবরাহ ভিন্ন অন্য কোন হিংস্র জন্তু দেখা গেল না। তবে স্পিলেট্ একটা গাছে ভাল্লুকের মত কি একটা জন্তু দেখিলেন। তিনি তখনই সেটার একটা ছবি না আঁকিয়া ছাড়িলেন না। পরে দেখা গেল, সেটা ভাল্লুক নয়, শ্লথ। এই জন্তু দেখিতে বড় একটা কুকুরের মত। গায়ে খাড়া খাড়া লোম, নখগুলি লম্বা—তাহার সাহায্যে গাছের ডাল বেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আরামে গাছের পাতা খায়।

বিকাল পাঁচটার সময় বন পার হইয়া সকলে ফ্রাঙ্কলিন্ পর্বতের গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় একশত গজ দূরে রেড্ ক্রীক্—পরিষ্কার পানীয় জল সহজেই পাওয়া যাইবে। এইখানে ডালপালা দিয়া গাছের আড়ালে বনের ধারে সুন্দর একটি ঘর প্রস্তুত হইল। আহারের পর একজনকে আগুনের প্রহরী রাখিয়া অন্য সকলে নিদ্রা গেল।

পরদিন একুশে এপ্রিল, সাইরাস হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া গেলেন যেখানে খনিজ লোহার নমুনা পাইয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া দেখিলেন, পাথরের গায়ে মাটির ওপরেই শিরার মত লোহার লাইন চলিয়াছে। কয়লাও সহজেই সংগ্রহ হইল। তখন আর কথা কি? তুন্দুরে প্রস্তুত হইল। হাপরের মুখে মাটির চোঙা লাগান হইল। এখন তুন্দুরের আগুনে ফুঁ দিবার ভাবনা নাই, ইচ্ছামত আগুনের তেজ বাড়ান কমান যাইবে। এইরূপে দারুণ পরিশ্রম করিয়া এবং কত রকমের কন্দি খাটাইয়া অবশেষে হার্ডিং পরিষ্কার সুন্দর লোহা বাহির করিলেন।

এই লোহা দিয়া ক্রমে কুড়াল, কোদাল, হাতুড়ি, চিমটা প্রভৃতি

নানা রকমের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল। তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেবের আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু এখনও ষ্টিল তৈরি করা বাকি। লোহা এবং কয়লা মিশাইয়া ষ্টিল তৈরি হয়। লোহার মধ্যে কয়লার ভাগ কম থাকিলে তাহা মিশাইয়া লইতে হইবে, আর কয়লা বেশী থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে, নতুবা ষ্টিল পাওয়া যাইবে না। হার্ডিংএর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য বুদ্ধির ফলে ষ্টিলও প্রস্তুত হইল। অবশেষে ৫ই মে যন্ত্রপাতির কাজ শেষ হইলে পর দ্বীপবাসিগণ চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন, ইহার পর নূতন নূতন কাজে হাত দিতে হইবে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

সাইরাস্‌ হার্ডিং বলিলেন—'ভাল থাকবার জায়গার সন্ধান ত করবই, তাছাড়া এখন থেকে কোন কোন বিষয়ে সাবধান হতে হবে।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'সাবধান হতে হবে কেন? দ্বীপে ত অন্য লোকের বসতি নাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'লোকের বসতি নাইবাথাকল, বনে হিংস্র জন্তু থাকতে পারে ত? দ্বীপের ভেতরে গিয়ে ত খোঁজা হয়নি। তাছাড়া আমাদের দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের যেরূপ জায়গায় আছে, এখানে মালয় দস্যুরা প্রায়ই এসে থাকে।'

হারবার্ট আশ্চর্যহইয়া বলিল—'ডাঙা থেকে এত দূরে নির্জন দ্বীপ, এখানে দস্যু আসে?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ হারবার্ট, আসে বৈকি। এসব দস্যু জলদস্যুই। এদের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, আমাদের খুব সাবধান হতে হবে।'

পেন্‌ক্রফট্‌ বলিল—'আমরা দ্বিপদী চতুষ্পদী সবরকম হিংস্র জন্তু সম্বন্ধেই সাবধান হব। কিন্তু ক্যাপটেন হার্ডিং, আমার মনে হয়,

দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে তারপর একটা জায়গা ঠিক করাই ভাল।'

গিডিয়ন স্পিলেট্ বলিলেন—'ঠিক কথা। কে জানে, হয়ত লেকের অন্ধধারে আমাদের পছন্দমত গহ্বর পেতে পারি।'

হার্ডিং বলিলেন—'সবই ঠিক, কিন্তু থাকবার জায়গা করা চাই জলের কাছে। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের উপর থেকে পশ্চিমদিকে কোন

নদী কিংবা জলাশয় কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে আমরা মার্সিনদী এবং লেক্ গ্রান্টের মাঝখানে আছি, জলের অভাব হবে না।'

পেন্ক্রফ্ট বলিল—'তাহলে চলুন, আমরা লেকের ধারেই একটা বাড়ি তৈরি করি।'

হার্ডিং বলিলেন—'তা ঠিকই বলেছ। কিন্তু বাড়ি তৈরি করলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, তার চেয়ে স্বাভাবিক গহ্বর পাওয়া গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। বাইরের শত্রু এবং দ্বীপবাসি শত্রু—উভয়ের হাত থেকেই আত্মরক্ষা করা সহজ হবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তাত বুঝলাম, কিন্তু আমরা ত পাহাড়ময়

খুঁজতে বাকি রাখিনি—গহবর ত দূরের কথা, একটা ফাটলও ত' দেখতে পাওয়া গেল না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এই পাহাড়ের উপরে একটু উঁচুতে, যেখানে কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা নাই—এমন একটা জায়গায় যদি পাথর খুঁড়ে একটি বাড়ি তৈরি করা যেত, তাহলে চমৎকার হতো। সমুদ্রের দিকে চার-পাঁচ খানা ঘর—'

হারবার্ট হাসিতে হাসিতে বলিল—'আর তাতে জানালা, শার্সি দেওয়া থাকবে, তা দিয়ে আলো আসবে।'

নেব্‌ বলিল—'একটা সিঁড়িও থাকবে, সেই ঘরে চড়বার জন্য।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বটে, তোমরা তামাসা করছ? বেশ, আমার প্রস্তাবটা এমন অসম্ভবই বা কি? এখন আমাদের কোদাল আছে, সাবল-গাঁইতি আছে, আর হার্ডিং ইচ্ছা করলে বারুদ তৈরি করতে পারেন। সেই বারুদ দিয়ে পাথর উড়িয়ে দেব।'

হার্ডিং সকলের কথাই শুনিলেন। এই দারুণ শক্ত গ্র্যানিট পাথর বারুদ দিয়ে উড়ান সহজ কথা নয়। তিনি কোন কথারই উত্তর দিলেন না, শুধু প্রস্তাব করিলেন—'নদীর মুখ থেকে আরম্ভ করে পাহাড়টিকে খুব ভাল করে দেখতে হবে।'

তখন সকলে খুব মনোযোগ দিয়া প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত সন্ধান করিল, কিন্তু পর্বতের গায়ে কোনখানে গহ্বর দেখিতে পাওয়া গেল না। তীরের এই দিকটায় পেন্‌ক্রফ্‌টের আবিষ্কৃত এই চিম্‌নীটি ভিন্ন বাসের উপযুক্ত দ্বিতীয় স্থান আর নাই। কিন্তু চিম্‌নীটিও এখন পরিত্যাগ করিতে হইল। পর্বতের উত্তর কোণে গিয়া অনুসন্ধান কার্য শেষ হইল। এখানে পর্বত-গাত্র বিকৃতভাবে ঢালু হইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া মিশিয়াছে। হার্ডিং ভাবিলেন, লেকের অতিরিক্ত জল পাহাড়ের এই দিক দিয়া বহিয়া যায়। রেড্‌ক্রীকের জল আসিয়া এই লেকে পড়ে, সুতরাং অতিরিক্ত জলটাকে কোন না কোন পথে বাহির হইয়া যাইতেই হইবে। নদীর মুখ হইতে প্রসপেক্টহাইটের পশ্চিম পর্যন্ত, কোনখানেই এই জল নির্গমনের পথ

দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যাত্রীদল পাহাড়ের ঢালু গা (Slope) বাহিয়া নামিয়া প্রস্পেক্ট হাইট ধরিয়া চিম্‌নীতে ফিরিয়া চলিল। পথে লেকের উত্তরপূর্ব তীর সন্ধান করিয়া যাইতে হইবে।

গাছের ভিতর দিয়া পরিষ্কার টলটলে জল সূর্যের আলোকে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—দৃশ্যটি ভারি চমৎকার। যাত্রীদল মনোযোগের সহিত দেখিয়া চলিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ টপ্ ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? নেব্ দেখিল, টপের সম্মুখে ১৪।১৫ ফুট লম্বা একটা সাপ। নেবের হাতে ছিল মোটা একটা লাঠি। তাহার এক আঘাতেই সাপের বাছা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

রেড্‌ক্রীকের মুখটি যেখানে লেকের মধ্যে পড়িয়াছে, যাত্রীদল ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সাইরাস্ হার্ডিং দেখিলেন, নদীর জল প্রচুর পরিমাণে লেকের মধ্যে পড়িতেছে। ভাবিলেন, এই জল বাহির হইবার পথ একটা আছেই এবং ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রপাতের সন্ধান পাইলে উহা কাজে লাগান যাইতে পারিবে।

যাত্রীদল লেকের উঁচু পাড় ঘুরিয়া চলিল। মনে হইল, লেকের জলে অনেক মাছ আছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ঠিক করিল, পরে ছিপ তৈরি করিয়া মাছ ধরিবে।

লেকের উত্তরপূর্ব প্রান্তে আসিলে মনে হইল, বুঝিবা এইখানেই জল নির্গমনের পথ আছে। কারণ এখানে লেকের ধারটি প্লেটোর (পর্বতের উপরে বিস্তৃত সমান জমি) সঙ্গে প্রায় সমান সমান। কিন্তু এখানেও জল নির্গমনের পথের চিহ্ন দেখা গেল না।

এখন যাত্রীদল লেকের পূর্ব তীর ধরিয়া চলিয়াছে। জল নির্গমনের পথ দেখিতে না পাইয়া হার্ডিং বিস্মিত হইলেন। এতক্ষণ টপ্ চুপ চাপ ছিল, কিন্তু এখানে আসিতেই চঞ্চল হইয়া উঠিল—একবার পিছনের দিকে হাঁটিয়া আসে, একবার সম্মুখের দিকে যায়, আবার থমকিয়া দাঁড়ায়—জলের দিকে চাহিয়া দেখে, আর দারুণ চীৎকার করে। কেন? সকলে জলের দিকে চাহিয়া ইহার কোন কারণ

দেখিতে পাইলেন না। তারপর হঠাৎ টপ্ লেকের জলে লাফাইয়া পড়িল। জলের মধ্যে কি-না-কি জন্তু আছে, হার্ডিং টপের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। হারবার্ট বলিল—'টপ্ বোধকরি কুমীর-টুমীরের সন্ধান পেয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'কুমীর এখানে কোথা থেকে আসবে? লিঙ্কন দ্বীপের মত জায়গায় কুমীর থাকা অসম্ভব।'

এই সময় টপ্ জল হইতে উঠিয়া আসিল। উঠিয়াই আবার ছুটাছুটি—যেন জলের নীচে কোন অদৃশ্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, জলের উপর কিন্তু কোন চিহ্ন দেখা গেল না, একেবারে চেটাল, মোলায়েম সামান্ত ঢেউটি পর্যন্ত নাই। যাহা হউক, টপের ব্যবহার বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু কেহ কিছু মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

আধঘণ্টা পরে সকলে প্রসপেক্ট হাইটের উপরে লেকের দক্ষিণ পূব কোণে উপস্থিত হইলেন। এখানে অনুসন্ধান কার্য শেষ হইল, কিন্তু কোন্ পথে লেকের অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যায় হার্ডিং তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না। বলিলেন—'এত খুঁজেও যখন দেখা গেল না, তখন নিশ্চয়ই গ্র্যানিট পর্বতের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে জল নির্গমনের পথটা আছে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'যদি বা থাকেই, কিন্তু সেটা জানবার জন্তে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন হার্ডিং?'

হার্ডিং বলিলেন—'ব্যস্ত হয়েছি কেন জান? পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যদি জল বেরুবার পথ হয়, তবে নিশ্চয় একটা গর্ত আছে। যদি জলের গতিটাকে অন্তদিকে চালিয়ে দেওয়া যায়, তবে এই গর্তটাকে আমরা সুন্দর একটা বাড়ি করে নিতে পারি।'

'দ্বীপবাসিগণ লেটো ঘুরিয়া চিমনীতে ফিরিবার মতলব করিয়াছেন, এমন সময় টপ্ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার, চেঁচামেচি এবং দেখিতে দেখিতে আবার লেকের জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলেই ছুটিয়া লেকের ধারে গেলেন, ততক্ষণে টপ্ প্রায় কুড়ি ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে। হার্ডিং তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মাথা জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। সেখানে জল তেমন গভীর ছিল না। হারবার্ট মাথাটা দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এটা ডুগং জাতীয় জলজন্তুর মাথা। ততক্ষণে সেই জন্তুটা টপ্‌কে তাড়া করিয়াছে, টপ্‌ও প্রাণের ভয়ে তীরের দিকে সাঁতরাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জন্তুটা টপ্‌কে ধরিয়া লইয়া জলের নীচে অদৃশ্য হইল। একটু পরেই বুঝিতে পারা গেল, জলের নীচে একটা লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে জলটা ফেনাইয়া একটা পাক উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে টপ্‌ও আবার জলের উপরে আসিয়া উপস্থিত। শুধু উপস্থিত নয়, কি একটা অদৃশ্য শক্তি টপ্‌কে ছিট্‌কাইয়া জলের উপরে প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে তুলিয়া ফেলিয়াছে। পর মুহূর্তে টপ্ আবার জলের উপর পড়িল, এবং সাঁতরাইয়া একেবারে ডাঙায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল, তাহার গায়ে কোন চোট লাগে নাই, আঁচড় কামড়ের দাগটি পর্যন্ত নাই।

এরূপ ঘটনার কোন কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেখা গেল তখনও জলের নীচে কি একটা মহা তোলপাড় হইতেছে। ডুগংটাকে নিশ্চয়ই আরও অন্য কোন ভীষণ জন্তুতে তাড়া করায় সে টপ্‌কে ছাড়িয়া দিয়া নিজের প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত।

ক্রমে দেখা গেল, জলের রং লাল হইয়া গিয়াছে। খানিক পরেই ডুগংএর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়া লেকের দক্ষিণ কোণে তীরে গিয়া লাগিল। দ্বীপবাসিগণ ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, মৃত ডুগংএর গলায় ভীষণ একটা ক্ষত চিহ্ন—যেন খুব ধারাল কোন অস্ত্রের কোপ। এত বড় ডুগংটাকে এরূপ সাংঘাতিক আঘাত দিয়া যে বধ করিল, সেটা কোন্ জানোয়ার? ইহার উত্তর কে দিবে? দ্বীপবাসিগণ এই অসাধারণ ব্যাপারের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিমনীতে ফিরিয়া আসিলেন।

।। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

পরদিন ৭ই মে হার্ডিং ও স্পিলেট্ প্রসপেক্ট হাইটে চড়িলেন। হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট নদীর তীর ধরিয়া চলিয়া গেল জ্বালানি কাঠের সন্ধানে, আর নেব্ চিমনীতে রহিল রান্নার কাজে।

এনজিনিয়ার এবং রিপোর্টার, যেখানে ডুগংএর মৃতদেহ পড়িয়াছিল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হার্ডিং কেবলই ভাবিতেছিলেন পূর্বদিনের ঘটনার কথা—সেই জলের নীচে লড়াইএর কথা। কোন সাংঘাতিক জন্তু ডুগংটাকে এমন দারুণ আঘাত করিয়াছিল?

ডুগংটা যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে জল ছিল কম। তাহার পর হইতে লেকের ঢালু আরম্ভ হইয়াছে, সম্ভবতঃ মধ্যখানে লেকটা খুব গভীর।

স্পিলেট্ বলিলেন 'লেকের জলে সন্দেহজনক কিছু ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?'

হার্ডিং বলিলেন—'না স্পিলেট্। আমিও ত দেখছি না। কিন্তু কালকের ঘটনাটা একেবারে বুদ্ধির অগোচরে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'বাস্তবিকই তাই। ডুগংএর আঘাতটা একেবারে অদ্ভুত। তাছাড়া টপকেই বা কিসে এমন করে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল?'

হার্ডিং বলিলেন—'অনেক ঘটনার মধ্যেই এমন কিছু আছে, যা নাকি বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য। আমি কি করে বেঁচেছিলাম? ঢেউ থেকে টেনে বার করে কে আমাকে বালির ঢিপিতে নিয়ে গিয়েছিল? সবই আশ্চর্য, সবই অদ্ভুত! এর মীমাংসা একদিন করবই' লেকের এই জায়গাটায় আসিয়া হার্ডিং দেখিলেন, সেখানে স্রোতের খুব তেজ। কাঠের টুকরা জলে ফেলিয়া দেখিলেন, স্রোত দক্ষিণ কোণের দিকে চলিয়াছে। এই স্রোত ধরিয়া তাঁহারা লেকের দক্ষিণ প্রান্তে গেলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, জলের মধ্যে একটা ঘূর্ণীপাকের মত গর্ত হইয়াছে—যেন নীচের কোন গর্ত দিয়া জলটা বাহির হইয়া যায়। জলের সমানে সমানে মাটিতে কান পাতিয়া হার্ডিং শুনিলেন—জলের নীচে পরিষ্কার একটা জলপ্রপাতের (প্রপাতের) শব্দ হইতেছে।

তখনই উঠিয়া বলিলেন—'স্পিলেট্ এইখানে জল নির্গমনের পথ। গ্র্যানিট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এইখান থেকে একটা পথ আছে—লেকের বাড়তি জল এই পথে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই গহ্বরটাকে কাজে লাগাতে হবে—এটাকে আমি বার করব।'

গাছের লম্বা একটা ডাল কাটিয়া লইয়া হার্ডিং সেইখানটায় জলে ডুবাইয়া দেখিলেন, ফুট খানেক নীচেই খুব বড় একটা গর্ত রহিয়াছে। সেইখানে স্রোতের এমনই তেজ যে, হার্ডিংএর হাত হইতে ডালটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

হার্ডিং বলিলেন—'আর কোন সন্দেহ নাই, এখানেই জল নির্গমনের পথ—এই পথটাকে শুকিয়ে চোখের গোচর করতে হবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'কি করে তা সম্ভব হবে হার্ডিং?'

হার্ডিং বলিলেন—'জলটাকে এখানে ফুট তিনেক নীচু করে ফেলব, তাহলেই তা সম্ভব হবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'জলটাকে কি করে নীচু করবে?'

হার্ডিং বলিলেন—'এর চেয়ে বড় একটা পথ করে দিয়ে। লেকের পাড়টা যেখানে সমুদ্রতীরের সব চেয়ে কাছে, সেইখানে এই পথ করব।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'কি বলছ হার্ডিং? সেখানে যে শুধু গ্র্যানিট পাথরের স্তূপ।'

হার্ডিং বলিলেন—'গ্র্যানিটের স্তূপ উড়িয়ে দিলেই সে-পথে জল বেরিয়ে গিয়ে লেকের জল নীচু হয়ে গর্তটা বেরিয়ে পড়বে।'

হার্ডিংএর ক্ষমতার উপর সকলেরই বিশ্বাস। স্পিলেট্ বুঝিতে পারিলেন, হার্ডিংএর দ্বারা এ কাজ অসম্ভব নহে। কিন্তু ভীষণ শক্ত গ্র্যানিট পাথর, বারুদ ভিন্ন তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

হার্ডিং ও স্পিলেট চিমনীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ভেলা হইতে কাঠের বোঝা নামাইতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট হাসিতে হাসিতে বলিল—'ক্যাপটেন। কাঠুরিয়ার কাজ ত শেষ হয়েছে, এখন রাজমিস্ত্রীর কাজের দরকার হবে কখন ?'

হার্ডিং বলিলেন—'না পেন্‌ক্রফ্‌ট। এখন রাজমিস্ত্রীর কাজ নয়, এখন করতে হবে কেমিস্টের (রাসায়নিকের) কাজ।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কেমিস্টের কাজ কি রকম ?'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'হাঁ, তা নয় ত কি ? আমরা যে এখন দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট চক্ষু বড় করিয়া বলিল—'দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'গোটা দ্বীপটা না হোক, অন্ততঃ তার কতক অংশ।'

সাইরাস হার্ডিং তখন তাঁহার মতলবের কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—'শুধু বারুদ দিয়ে এমন শক্ত গ্র্যানিট পাথর উড়ান যাবে না, আরো সাংঘাতিক একটা কিছু এক্সপ্লোসিভ জিনিস (যাহা আঘাত পাইলে ভীষণ শব্দে ফাটিয়া গিয়া সমস্ত চুরমার করিয়া উড়াইয়া দেয়—যেমন ডিনামাইট) তৈরি করে নিতে হবে। যে সব খনিজ পদার্থে এই এক্সপ্লোসিভ তৈরি হয়, ভগবানের কৃপায় এবং অতীতের অগ্ন্যুৎপাতের কল্যাণে তার নমুনা আমি এই দ্বীপে পেয়েছি। এখন সেই জিনিস তৈরি করে গ্র্যানিট পাথর উড়িয়ে দেব। বুঝতে পারছ না ?'

'যে গহ্বর দিয়ে লেকের বাড়তি জলটা এখন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়ছে, সেই গহ্বরটাকে যদি শুকিয়ে ফেলতে পারি, তবে সেখানে কি চমৎকার থাকবার জায়গা হবে ? একেবারে নিরাপদ, কোনকিছুর ভয় থাকবে না। এই গহ্বরটাকে শুকোতে হলে পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার একটা পথ করে দিতে হবে। এখন গ্র্যানিট উড়িয়ে দিয়ে সেই পথ করবার জন্য আমি এক্সপ্লোসিভ তৈরি করব।'

হার্ডিং প্রথমেই নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌টকে পাঠাইলেন সেই মৃত ডুগংএর চর্বি বাহির করিয়া আনিতে। তারপর তিনি হারবার্ট ও স্পিলেটকে লইয়া কয়লার স্তরের দিকে চলিলেন—যেখানে পাথরের মধ্যে খনিজ ধাতুর নমুনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাথর তাঁহার চিম্‌নীতে নিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সন্ধ্যার পূর্বে কয়েক মণ পাথর সংগ্রহ হইল। এই সকল পাথরে অনেক রকম খনিজ ধাতু আছে, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ সালফ্‌রেট-অব্-আয়রণ। পাথরগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া হার্ডিং এই জিনিসটি আলাদা করিলেন এবং তাহা হইতে সাল্‌ফেট-অব্-আয়রণ (হীরাকষ) প্রস্তুত হইল। এখন এই সালফে্ট-অব-আয়রণ হইতে সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড বাহির করিয়া লইতে হইবে। ভবিষ্যতে য়্যাসিডটি বাতি তৈরি, চামড়া ট্যান্ করা প্রভৃতি অনেক কাজে দরকার হইবে। কিন্তু বর্তমানে হার্ডিং এটিকে অন্য কাজে লাগাইবেন। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ডুগংএর চর্বি আনিয়া মাটির পাত্রে রাখিল। এই চর্বি হইতে গ্লিসারিন্ বাহির করিতে হইবে। সামুদ্রিক গাছপালা পোড়াইয়া সোডা বাহির হইল। এই সোডার সাহায্যে সাবানও হইল, হার্ডিং গ্লিসারিন্‌ও বাহির করিলেন। এখন আর একটি জিনিসের দরকার, সেটি সল্‌টপিটার (সোরা)। সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্বেই হারবার্ট মাউণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের নীচে সল্‌টপিটারের স্তরের সন্ধান পাইয়াছিল। উহা তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই হইল।

সালফেট-অব-আয়রণ হইতে হার্ডিং সালফিউরিক য়্যাসিড তৈরি করিলেন। এই য়্যাসিড এবং সল্‌টপিটার হইতে য়্যাজোটিক য়্যাসিড প্রস্তুত হইল। য়্যাজোটিক য়্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশাইয়া কয়েক পাইন্‌ট তেলতেলে এবং হলদে রংএর মিকশ্চার প্রস্তুত হইল। তাহার কিছু মাটির বোতলে লইয়া হার্ডিং বন্ধুদিগকে বলিলেন—'এই দেখ, নাইট্রোগ্লিসারিন বানিয়েছি—এটার সাহায্যে আমি গ্র্যানিট পাথর চুরমার করে দেব।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল—'এই তরল পদার্থটুকু

দিয়ে গ্র্যানিট পাথর উড়িয়ে দেবেন। এই ব্যাপার কবে দেখতে পাব ক্যাপটেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'কাল। আগে একটা গর্ত খুঁড়তে হবে, তারপর কি হয় সব দেখতে পাবে এখন।'

পরদিন ২১ শে মে, সকাল বেলা সকলে লেক গ্রান্টের পূর্বধারে সমুদ্র হইতে পাঁচশত ফুট দূরে একটা জায়গায় গেলেন। এখানে গ্র্যানিট পাথরের পাড় জলের পরেই ঢালু হইয়া নামিয়াছে। এই গ্র্যানিটের পাড়টি ভাঙিয়া দিলে সেই পথে জল বাহির হইয়া ঢালু আবরণ বহিয়া গিয়া সমুদ্রতীরে পড়িবে, এবং তাহা হইলেই লেকের জল কমিয়া গিয়া সেই গহ্বরটি বাহির হইয়া পড়িবে।

সাইরাস হার্ডিংএর নির্দেশমত পেন্‌ক্রফ্‌ট গাঁইতি দিয়া ঢালু জায়গাতে গর্ত খুঁড়িতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্লান্ত হইলে নেব্‌ খুঁড়িতে থাকে। এইরূপে বিকাল প্রায় চারটার সময় গর্ত প্রস্তুত হইল। এই গর্তে নাইট্রো-গ্লিসারিন ঢালিয়া গ্র্যানিট উড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাইট্রো-গ্লিসারিনে খুব জোরে একটা আঘাত দেওয়া দরকার। নতুবা শুধু আগুন ধরাইয়া দিলে সেটা না ফাটিয়া জ্বলিয়া যায়। এই আঘাত দিবার কথা হার্ডিং জানিতেন। একটা শক্ত জায়গায় নাইট্রো-গ্লিসারিন ঢালিয়া তাহাতে হাতুড়ির ঘা দিলেই দারুণ এক্সপ্লোসন্‌ হয় (ফাটিয়া যায়)। কিন্তু এরূপ অবস্থায় যে ঘা দিবে, এক্সপ্লোসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও প্রাণটা শেষ। সুতরাং হার্ডিং ঘা দিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। গর্তে নাইট্রো-গ্লিসারিন ঢালা হইল। তাহার উপরে তিনটি খোঁটা পুঁতিয়া সেগুলির ডগা একত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

বাঁধা ডগার মধ্যখানে খুব বড় এক তেলা লোহা ঝুলান হইল। এই লোহার দড়ির সঙ্গে আর একটা খুব লম্বা এবং তাহাতে গন্ধক মাখান—এইরূপ দড়ি (পলিতা) বাঁধা হইল। দড়িগুলি অবশ্য গাছের ছালের তৈরি। ইহার পর সঙ্গীদিগকে অনেক দূরে

পাঠাইয়া দিয়া হার্ডিং নিজেই পলিতায় মুখে আগুন ধরাইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলের সহিত মিলিলেন। গন্ধক মাখান দড়িটা পুড়িয়া লোহার দড়িতে পৌঁছাইতে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিবে—এইরূপ আন্দাজেই দড়িটা লম্বা করা হইয়াছিল। পলিতায় আগুন ধরাইয়া হার্ডিং সকলের সহিত চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে অতি ভীষণ একস্‌প্লোসন হইল। সমস্ত দ্বীপটাই যেন থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বড় বড় পাথরের চাঁই ছিটকাইয়া শূন্যে উঠিয়াছিল—ঠিক যেমন অগ্ন্যুৎপাতের সময় হয়। প্রায় দুই মাইল দূরে চিম্‌নীটির পাথরগুলিকে না কাঁপাইয়া ছাড়ে নাই। শুধু কি তাহাই! একস্‌প্লোসনের ধাক্কায় দ্বীপবাসিগণও সটান মাটিতে একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

একস্‌প্লোসনের পর সকলে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল সেই জায়গার দিকে। সেখানে পৌঁছিতেই, সকলের মিলিত আনন্দধ্বনি আকাশ ফাটাইয়া দিল। তাহারা দেখিল, গ্র্যানিটের পরে ভীষণ এক গর্ত। সেই গর্তের পথে লেকের জল তীরের মত ছুটিয়া ফেনাইয়া গর্জন করিতে করিতে প্রায় তিন শত ফুট নীচে সমুদ্রতীরের উপর পড়িতেছে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ ॥

নাইট্রোগ্লিসারিনের কাজ খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। লেকের পাড়ে গর্তটি এমনই বড় হইয়াছে যে, পূর্বে গ্র্যানিট (granite) পাহাড়ের ভিতরকার পথে যতটা জল বাহির হইয়া যাইত, এখন তাহার তিনগুণ জল এই নূতন পথে বাহির হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই লেকের জল দুই ফুটেরও বেশি কমিয়া যাইবে।

দ্বীপবাসিরা চিম্‌নীতে ফিরিয়া গেল—গাঁইতি, বল্লম, ছালের দড়ি, চকমকি পাথর, স্টিল প্রভৃতি আনিবার জন্য। জিনিসগুলি লইয়া সকলে আবার প্লেটোতে চলিল, সঙ্গে তাহাদের টপ্‌।

পথে পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'ক্যাপটেন। আচ্ছা এই যে তরল পদার্থটি তৈরি করেছেন, এটা দিয়ে গোটা দ্বীপটা উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

হার্ডিং বলিলেন—'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বীপ, দেশ, এমন কি পৃথিবীটা ও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—তবে কিনা, তরল পদার্থটির পরিমানের উপর সেটা নির্ভর করে। প্রস্‌পেক্ট হাইটে পৌঁছিয়া সকলে সেই পুরাতন গর্তটার কাছে গেল। গর্তটা ততক্ষণে জলের উপরে উঠিয়াছে। এই গর্তের পথে গিয়া এখন পাহাড়ের ভিতরটা সন্ধান করা যাইবে। গর্তের নিকট গিয়া দেখা গেল, গর্তের মুখটা প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া, কিন্তু উঁচু মোটে দুই ফুট।

আর একটু উঁচু না হইলে ভেতরে প্রবেশ করা মুস্কিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ গাঁইতি লইয়া গর্তের মুখ উঁচু করিতে আরম্ভ করিল। সাইরাস্‌ হার্ডিং দেখিলেন, গর্তের মেঝেটি বেশী ঢালু নয়। আগাগোড়া যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সহজেই একেবারে সমুদ্রের নিকট পৌঁছান যাইবে। যদি সমান একটা গহ্বর পাওয়া যায়, তবে ত কথাই নাই—সেটাকেই বাসস্থান করা যাইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—'আমরা অপেক্ষা করছি কিসের জন্য? টপ্‌ ত এগিয়ে চলে গিয়েছে। চলুন, আমরাও এগোই।'

হার্ডিং বলিলেন—'চল তবে। কিন্তু অন্ধকারে পথ দেখতে পাওয়া যাবে না। নেব্‌ তুমি শুক্‌নো ডাল-পাতা দিয়ে দুটো মশাল তৈরি করে আন।'

দেখিতে দেখিতে মশাল প্রস্তুত হইল। চকমকি ও ষ্টিলের সাহায্যে তাহাতে আগুন ধরাইলে পর সাইরাস হার্ডিং সকলের সহিত গহ্বরের অন্ধকার পথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখা গেল, গহ্বরের পথ ক্রমেই উঁচু হইতেছে, এবং খানিক পরেই সকলে সটান দাঁড়াইয়া চলিতে সক্ষম হইলেন। কতকাল ধরিয়া এই গ্র্যানিটের উপর দিয়া জল বহিয়া গিয়াছে,

সেজন্য পথ পিচ্ছিল—হঠাৎ আছাড় খাইবার সম্ভাবনা। তাই যাত্রীদল একে অন্যের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইলেন—পাহাড় চড়িবার সময় লোকে যেমন করিয়া থাকে।

টপ্ সকলের আগে, তাহার পিছনে যাত্রীদল নীরবে চলিয়াছেন। এই পথে কখনও মানুষ চলে নাই, সকলের মনেই ভয়ের মত একটা ভাব। মুখে কথা নাই বটে, কিন্তু সকলের মনে চিন্তা। পথটার যখন সমুদ্রের সঙ্গে যোগ আছে, তখন কে জানে, যদি বা কোন সাংঘাতিক জলজন্তু হঠাৎ সম্মুখে পড়ে। যাহা হউক, টপ্ আগে আগে চলিয়াছে, তেমন কিছু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে সে-ই খবর দিবে।

প্রায় একশত ফুট নামিলে পর, একটু প্রশস্ত একটা জায়গা পাওয়া গেল। স্পিলেট্ বলিলেন – 'এই জায়গাটা বেশ নিরাপদ মনে হয়, কিন্তু এটা বাসের অনুপযুক্ত। জায়গাটা বড় ছোট আর অন্ধকার।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমরা জায়গাটিকে বড় করে নিতে পারি না? আলো বাতাসের জন্য পথও তৈরি করে নেওয়া যাবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'চল, আরো এগিয়ে যাই। হয়ত সামনে এমন জায়গা পেতে পারি যেখানে এতটা পরিশ্রম করতে হবে না। আরও পঞ্চাশ ফুট নামিলে পর, হঠাৎ দূর হইতে টপের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল। টপ্ যেন বেশ রাগিয়া চীৎকার করিতেছে। তখন বল্লম বাগাইয়া খুব হুঁশিয়ার হইয়া সকলে টপের ডাক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। প্রায় ষোল ফুট নামিলে পর টপের দেখা পাওয়া গেল।

সেখানে পথের শেষে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখা গেল। টপ্ রাগিয়া চীৎকার করিতে করিতে একবার সম্মুখের দিকে একবার পিছনের দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট চারিদিকে মশালের আলো ফেলিতে লাগিল—হার্ডিং, স্পিলেট্ ও হারবার্ট বল্লম বাগাইয়া প্রস্তুত, যদি আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক হয়। কিন্তু দেখা গেল, বিশাল গহ্বরটি শূন্য—চারিদিকে খুঁজিয়াও কোন জন্তুর সন্ধান

পাওয়া গেল না। টপ্ কিন্তু তবু কেবলই চীৎকার করিতেছে। কত ভয় দেখান হইল, আদর করা গেল, কিন্তু সে কিছুতেই চুপ করিল না।

মশালের আলোকে সকলে দেখিলেন, গহ্বরের মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা কুয়া। এই কুয়াটা দিয়া জল সমুদ্রে গিয়া পড়িত। কুয়ার ধারগুলি একেবারে খাড়া, ইহাতে নামা অসম্ভব।

সাইরাস হার্ডিং মশাল হইতে একটা জলন্ত ডাল লইয়া কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। জলিতে জলিতে ডালটা নীচের দিকে চলিল এবং খানিক পরে ছ্যাৎ শব্দ করিয়া নিবিয়া গেল—অর্থাৎ মশালটা জলে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই জল সমুদ্রের সঙ্গে এক।

মশালটা জলে পড়িতে যতক্ষণ লাগিল, সেই সময়টুকু হিসাব করিয়া হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন, কুয়াটা প্রায় নব্বই ফুট গভীর। তাহা হইলেই দেখা যায়,কুয়ার মুখটা সমুদ্র হইতে নব্ব্ই ফুট উচ্চে।

হার্ডিং বলিলেন—'এখানেই আমাদের বাড়ী করিতে হইবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তা কি করে হয়, এখানে যে কি-না-কি একটা জন্তু ছিল।'

হার্ডিং বলিলেন—'সেটা কি আর এখনও আছে? এই কুয়ো দিয়ে জন্মের মত চলে গিয়েছে।'

সাইরাস হার্ডিংএর অসাধারণ বুদ্ধির বলে দ্বীপবাসিগণের অভাব পূর্ণ হইল। বাসস্থান মিলিয়াছে। এই গহ্বরটিকে এখন ইঁটের পার্টিসন্ দিয়া ভাগ করিয়া কয়েকটি ঘর করিয়া লইলেই হইল। যে জল সরিয়া গিয়াছে তাহার আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, স্থানটি এখন মুক্ত। এখন দুইটি বিষয়ে মুস্কিল আছে। প্রথম, নিরেট পাথর ফুটা করিয়া আলো বাতাসের জন্ত পথ করা। দ্বিতীয়তঃ, এখানে আসিবার পথটা আরও সহজ করা। উপরের দিকে গর্ত করিয়া আলো বাতাসের পথ করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ গহ্বরের ছাদ ভীষণ পুরু। সমুদ্রের দিকের দেওয়ালটায়, হয়ত বা চেষ্টা করিলে গর্ত করা যাইতে পারে। হার্ডিং অনেক হিসাব করিয়া

বুঝিতে পারিলেন, সমুদ্রের দিকের দেয়াল বেশী পুরু হইবে না। দেয়াল গর্ত করিয়া আলোর পথ করিতে পারিলে সেই দেয়ালেই দরজা ফুটাইয়া যাতায়াতের পথ করিতে পারা যাইবে। বাহিরের দিকে মজবুত দড়ির তৈরি একটা সিঁড়ি (Rope-ladder) ঝুলাইয়া দিলেই হইল। হার্ডিং তাঁহার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিলে পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তবে আর দেরি কেন? আমার হাতে গাঁইতি আছে, বলুন, দেয়ালের কোন্‌খানে গর্ত করব।'

গর্ত করিবার স্থানটি হার্ডিং দেখাইয়া দিলে পর, পেন্‌ক্রফ্‌ট মশালের আলোতে গাঁইতি চালাইতে আরম্ভ করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্লান্ত হইলে স্পিলেট্‌ এবং তিনি ক্লান্ত হইলে নেব্‌, এইরূপে প্রায় দুই ঘন্টা পরিশ্রমের পর সকলে একরকম নিরাশই হইয়াছেন, এমন সময় স্পিলেটের আঘাতে হঠাৎ দেওয়াল গর্ত হইয়া তাঁহার হাতের গাঁইতি সেই গর্ত দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ত আনন্দে চীৎকার করিয়া অস্থির। দেখা গেল, সেখানে দেয়াল প্রায় তিন ফুট চওড়া। গর্ত দিয়া হার্ডিং দেখিলেন, আশি ফুট নীচে সমুদ্রতীর ও ক্ষুদ্র দ্বীপটি, তার পরেই বিশাল সমুদ্র।

গর্ত দিয়া আলো আসিয়া হঠাৎ গহ্বরটি যেন যাদুবলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গহ্বরটি বাঁ দিকে ফুট ত্রিশেক উঁচু এবং চওড়া, কিন্তু ডান দিকে সেটা একেবারে বিশাল—ছাদ প্রায় আশি ফুট উঁচু। স্থানে স্থানে গ্র্যানিটের থাম ছাদটিকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে—গহ্বরটিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন খুব বড় গির্জার অভ্যন্তর। গহ্বরের সৌন্দর্য এবং বিশালতা দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ছোট-খাট একটি গহ্বরই হইবে, কিন্তু এটা যে একটা প্রাসাদের মত। হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধুগণ, আলোর ব্যবস্থা হলে পর, গহ্বরের বাঁ পাশে থাকবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি করা যাবে। আর আসল গহ্বরটিকে করব আমরা বসবার ঘর এবং মিউজিয়াম (যাদুঘর)।'

গহ্বরের সৌন্দর্য এবং বিশালতা দেখিয়া সকলেই মহা বিস্মিত হইলেন

হারবার্ট বলিল—'এ বাড়ীর নাম দেব তখন—'

হার্ডিং বলিলেন—'গ্র্যানিট হাউস।' এই নামটি সকলের নিকট এতই ভাল লাগিল যে, 'হুররে হুররে' করিয়া গহ্বরটিকে কাটাইয়া দিল। এদিকে মশালের আলো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সেই অন্ধকার পথেই যখন ফিরিতে হইবে, তখন আর দেরি করা চলে না। নূতন বাড়ীর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত কাল আসিয়া করা যাইবে, এই স্থির করিয়া সকলে ফিরিয়া চলিল।

ফিরিবার সময়ে কষ্ট হইল বেশি। ক্রমে নেবের হাতের মশালটি নিবিয়া গেল। তখন একটি মশালের সাহায্যেই খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া বিকালে প্রায় চারিটার সময় অন্ধকার পথ ছাড়িয়া সকলে আলোকে আসিয়া পৌছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পেনক্রফ্‌টের হাতের মশালটিও নিবিয়া গেল।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ২২এ মে, নূতন বাড়ীর কাজ আরম্ভ হইল। চিম্‌নীটি একেবারে পরিত্যাগ করা যাইবে না। হার্ডিংএর ইচ্ছা, সেখানে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কারখানা হইবে। হার্ডিংএর প্রথম কাজ হইল, বাহিরের দিক্ হইতে গ্র্যানিট হাউসের অবস্থানটি দেখা। তিনি সকলের সহিত সমুদ্রের তীরে গেলেন। পূর্বদিন স্পিলেটের হাত হইতে গাঁইতিটা সেই গর্ত দিয়া ঠিক সোজা পর্বতের পাদদেশে পড়িয়াছিল। সুতরাং সেখানে গেলে গাঁইতিও পাওয়া যাইবে, এবং উপরের সেই গর্তটাও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গাঁইতি পাইতে মুস্কিল হইল না, বরং সেটা যেখানে খাড়াভাবে পড়িয়াছিল সেখান হইতে উপরের দিকে চাহিবামাত্র হার্ডিং গর্তটাও দেখিতে পাইলেন।

হার্ডিংএর ইচ্ছা গহ্বরের ডান দিকটায় কতকগুলি ঘর করিবেন। পাঁচটি জানালা এবং একটি দরজা কাটিয়া আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাঁচটি জানালা হইবে শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট খুবই খুশি হইল। কিন্তু দরজার দরকার কি সেটা বুঝিতে পারিল না। গহ্বরে ঢুকিবার জন্য স্বাভাবিক পথই ত আছে, দরজার প্রয়োজন কি ?

হার্ডিং বলিলেন—'স্বাভাবিক পথে গহ্বরে ঢোকা আমাদের পক্ষে যেমন সোজা, বাইরের লোকের পক্ষেও ত তেমনি সহজ হবে। আমি তাই ভাবছি, ও পথটা একেবারে বন্ধ করে দেব, পথটার অস্তিত্ব লুকিয়ে ফেলব।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে আমরা ঢুকব কোন্ পথে ?'

হার্ডিং বলিলেন—'বাইরের দিকে সিঁড়ি ঝুলিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠব। আবার সেই সিঁড়ি টেনে তুলে ফেললে বাইরের লোকের সাধ্যও হবে না যে গ্র্যানিট হাউসে ঢোকে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা ত বুঝলাম, কিন্তু ক্যাপটেন, এতটা সাবধান হবার দরকার আছে কি ? সাংঘাতিক কোন জন্তু ত এ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। আর দ্বীপে অন্য কোনও মানুষ আছে, একথা আমি বিশ্বাসই করি না।'

হার্ডিং বলিলেন—'এটা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার কি ?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'অবশ্য তন্ন তন্ন করে সব দ্বীপটা না খোঁজা পর্যন্ত একথা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'ঠিকই বলেছ। যা হোক, দ্বীপের মধ্যে কোন শত্রু না থাকলেও বাইরে থেকে আসতে পারে ত ? প্রশান্ত মহাসাগরের এমন জায়গায় ভয় বা বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।'

তখন স্থির হইল, গ্র্যানিট হাউসের সামনের দেওয়ালে পাঁচটি জানালা এবং একটি দরজা কাটিতে হইবে। তাছাড়া আরও একটা বড় জানালা এবং গোটা কয়েক ছোট ছোট জানালা কাটিয়া বড় হলটির আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন প্রথম কাজ হইল

জানালা ফুটান। শুধু গাঁইতির সাহায্যে এই কাজ করিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে।

হার্ডিংএর কাছে তখনও নাইট্রোগ্লিসারিন উদ্বৃত্ত ছিল। ইহার সাহায্যে হার্ডিংএর পছন্দমত স্থানে দেওয়ালে গর্ত করা হইল। গর্তের অসমান ধারগুলি সমান করিয়া দেওয়া হইল গাঁইতি ও কোদালের সাহায্যে।

এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যে সূর্যের আলোক প্রচুর পরিমাণে গহ্বরের মধ্যে আসার দরুণ, সমস্তটা গহ্বর হইতে অন্ধকার দূরে পালয়ন করিল। সাইরাস হার্ডিংএর প্ল্যান মত গহ্বরটিকে পাঁচ ভাগ করিয়া পাঁচটি ঘর করিতে হইবে। সবগুলি ঘরেরই সম্মুখটা থাকিবে সমুদ্রের দিকে। ডান পাশে একটি দরজা থাকিবে। সিঁড়িটি এই দরজার মুখে ঝুলিবে। তারপর রান্নাঘর, খাবারের ঘর, শুইবার ঘর, বসিবার ঘর—তাছাড়া বড় হলটি ত আছেই। কিন্তু তবু গহ্বরে আরও যথেষ্ট জায়গা থাকিবে, প্রাসাদের আর বাকি কি? আবার রাশি রাশি ইঁট প্রস্তুত করিয়া গ্র্যানিট হাউসের নীচে জড় করা হইল। এই সমস্ত ইঁট গহ্বরের স্বাভাবিক পথে ভিতরে লইয়া যাওয়া মহা মুস্কিলের ব্যাপার। সুতরাং হার্ডিং স্থির করিলেন, আগে দড়ির সিঁড়িটি প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই দড়ি খুব যত্নের সহিত প্রস্তুত করা দরকার। পেনক্রফ্‌ট নাবিক, দড়ি-দড়ার কাজে নিপুণ। এ কাজের ভার তার উপরেই পড়িল। সিঁড়ির পাশের দড়ি দুইটা মজবুত হওয়া চাই। একরকম বেত পাকাইয়া এই দড়ি তৈরি করা হইল।

সেটা মোটা তারের পাকান দড়ির মত শক্ত হইল। দড়ির সিঁড়ির এড়ো ধাপগুলি গাছের শক্ত ডাল দিয়া বানাইল। অন্য সব দরকারী দড়ি বানাইল গাছের ছাল দিয়া।

গ্র্যানিট হাউসের দেওয়ালে যে দরজা কাটা হইয়াছিল, সেই দরজার মুখে একটা কপিকলের মত লাগান হইল, ইহাতে ইঁট তুলিবার সুবিধা হইল খুবই। চুণের অভাব নাই। হাজার হাজার

ইঁট প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে গহ্বরটা ভাগ হইয়া ঠিক প্ল্যানমত ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পরিণত হইল।

২৮শে মে গ্র্যানিটের দেওয়ালে সিঁড়ি ঝুলিল। এই আশি ফুট লম্বা সিঁড়িতে ধাপ হইল একশতটি। এত লম্বা সিঁড়ি দোল খাইবে ভয়ানক। ইহা ভাগ করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে একটা স্বাভাবিক রোয়াকের (Platform) মত ছিল। সেটাকে গাঁইতি দিয়া সমান করিয়া লওয়া হইল। সিঁড়িটাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। দরজা হইতে রোয়াক পর্যন্ত প্রথম অংশ, আর রোয়াক হইতে মাটি পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ ঝুলান। এখন আর সিঁড়ি তেমন দোল খাইবে না।

এই সিঁড়ি দিয়া ওঠা-নামা অভ্যাস করা দরকার। নাবিক পেন্‌ক্রেফ্‌ট এ বিষয়ে ওস্তাদ। দেখিতে দেখিতে সে অন্য সকলকেও নিপুণ করিয়া তুলিল। টপ্‌কেও ত সিঁড়ি-চড়া শিখান চাই। পেন্‌ক্রেফ্‌টের শিক্ষায় টপ্‌ও সিঁড়ি-চড়া বিদ্যায় অন্যদের চাইতে কম ওস্তাদ হইল না। কিন্তু তবু পেন্‌ক্রেফ্‌ট মধ্যে মধ্যে টপ্‌কে কোলে করিয়া উপরে তুলিত। এই সকল ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্পিলেট্‌ হারবার্টকে লইয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতেন। খাদ্যের ব্যবস্থা করার ভার এই দুজনের উপরেই ছিল। এ পর্যন্ত তাঁহারা মার্সি নদীর বাঁ পাড়ে জ্যাকমার বনেই শিকার করিয়াছেন। কারণ মার্সি নদী পার হইবার ব্যবস্থা ছিল না। জ্যাকমার বনে শূকর, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি শিকার যথেষ্ট ছিল। হারবার্ট একদিন একটা জলাভূমিতে খরগোশের আড্ডার সন্ধান পাইল। স্পিলেট্‌ ও হারবার্ট অনেক সন্ধানের পর এই আড্ডার আসল জায়গাটি দেখিতে পাইলেন। সেখানে দেখিলেন, জমিতে হাজার হাজার গর্ত ঠিক যেন চালনীর মত।

এখন কথা হইল, এই সকল গর্তের মধ্যে খরগোশ আছে কিনা? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দেরি হইল না। একটু পরেই ছোট্ট

খরগোশের মত শত্তশত জন্তু চারিদিকে ছুটিয়া এমনই দ্রুত পালাইতে লাগিল যে, টপ্‌ও সেগুলির সঙ্গে ছুটিয়া পারিল না। তখন লম্বা লাঠি গর্তে ঢুকাইয়া হারবার্ট ও স্পিলেট্ দেখিতে লাগিলেন, কোন গর্তে আরও খরগোশ আছে কিনা।

এইরূপে প্রায় আধ ঘন্টা পরিশ্রমের পর চারটা খরগোশ ধরা পড়িল। রাত্রে আহারের সময় দেখা গেল, খরগোশগুলির মাংস চমৎকার। এই খরগোশের আড্ডার সন্ধান পাওয়ায় খাদ্যের হিসাবে খুবই ভাল হইল। কোন দিন এই খরগোশের অভাব হইবে না।

৩১শে মে, গ্র্যানিট হাউসের ঘরগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে প্রস্তুত হইল। ঘরগুলিতে চৌকি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব তৈরি করা চাই। এই কাজ হার্ডিং রাখিয়া দিলেন শীতকালের জন্য। প্রথম ঘরটিকে করা হইল রান্নাঘর, তাহাতে ইঁটের তৈরি চিম্‌নী করিয়া দেওয়া হইল। রান্নাঘরের জানালার গর্তের সঙ্গে চিম্‌নীর চোঙা জুড়িয়া দেওয়া হইল—সেখান দিয়া ধোঁয়া বাহির হইবে।

ভিতরকার এইসব কাজ শেষ হইলে হার্ডিং গহ্বরের স্বাভাবিক পথটি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বড় বড় পাথর পথের মুখে গড়াইয়া আনিয়া সবগুলিকে সিমেণ্ট দিয়া একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। তারপর ওখানে ঘাস লাগাইয়া সে-পথের চিহ্ন একেবারে দূর করিলেন। সরু সরু খাল কাটিয়া লেকের জল গ্র্যানিট হাউসের ভিতরে আনা হইল। পরিষ্কার টলটলে জলের ব্যবস্থাটি এমন সুন্দর হইল যে, গ্র্যানিট হাউসের লোকদের কোনদিন জলের অভাব হইবে না।

দুর্দিন দুর্যোগের কাল নিকটবর্তী। ভগবানের কৃপায় উপস্থিত সমস্ত কাজগুলি তাহার পূর্বেই শেষ হইয়া গেল। এখন দ্বীপবাসি-দিগের আর ভাবনা কি? চমৎকার নিরাপদ বাড়ী তৈরি হইয়াছে, জানালা দিয়া সমুদ্রের দিকে সমস্ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

জুন মাসের আরম্ভ হইতেই শীত। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি, তার পরেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস—সারাদিন এরূপ ভাবেই যায়। এই সময় গ্র্যানিট হাউসের অধিবাসিগণ ভাল বাড়ীর সুবিধাটা বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। এ সময়ে চিম্‌নীতে থাকিলে দারুণ কষ্ট হইত। জোয়ারের সময় চিমনীতে জল প্রবেশ করিবার আশঙ্কাও ছিল যথেষ্ট। জুন মাসটা নানারকম কাজে কাটিয়া গেল। মাছ ধরা প্রভৃতিও বাদ পড়িল না। পেন্‌ক্রফ্‌ট লতার তৈরি ফাঁদ পাতিয়া অনেকগুলি খরগোশ ধরিল। নেব্‌ প্রচুর মাংস শুকাইয়া নুন দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এখন আর খাদ্যের জন্য ভাবনা নাই। এখনকার প্রধান চিন্তা হইল পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য। বেলুন হইতে পড়িবার সময় যাহার যাহা পোষাক ছিল, তাহাতেই এতদিন কাজ চলিয়া গিয়াছে। সকলেরই পোষাক ভাল কাপড়ের তৈরি এবং বেশ গরম ছিল। এতদিন সকলে খুব যত্নের সহিতই তাহা ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আর চলিবে না, নূতন পোষাকের আবশ্যক হইবে। দ্বীপে বেশী শীত পড়িলে সকলের কষ্টের সীমা থাকিবে না। পোষাকের ব্যাপারের মীমাংসা সাইরাস, হার্ডিংও করিতে পারিলেন না। শীতকালটা পুরাতন পোষাকেই কাটাইতে হইবে। শীতের পর মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিনে গিয়া সেই ভেড়ার মত লোম-ওয়ালা জন্তু (মুস্‌মন্‌) শিকার করিয়া, তাহার লোম দিয়া গরম কিছু প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিনা, সেটা হার্ডিং পরে ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রায়ই দেখা যায়, সমুদ্রের মধ্যে যেসব দ্বীপ থাকে তাহাতে শীতের তেমন বাড়াবাড়ি হয় না—হয়ত লিঙ্কন্‌ দ্বীপেও সেইরূপ ঠাণ্ডাই পরিবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'শীত বেশী হোক, কম হোক, তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। একটা বিষয় বেশ বুঝতে পারছি

আজকাল দিনটা বেজায় ছোট হয়ে গিয়েছে, আর রাতটা যেন শেষই হতে চায় না। তাই বলি, শীতের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আলোর ব্যবস্থার কথা ভাবা দরকার।'

হার্ডিং বলিলেন—'ভাববার দরকার কি, আলোর ব্যবস্থা করলেই হল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কি করে ব্যবস্থা হবে? সেটা কবে করবেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'কালই আরম্ভ করা যাক। আবার কতকগুলি সিল শিকার করা চাই।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মোমবাতি বানাবেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, সেজন্য সিলের চর্বি চাই। মোমবাতি প্রস্তুত করা তেমন মুস্কিল কিছু নয়। চুণ ত আছেই, সাল্‌ফিউরিক্‌ য়্যাসিডও আছে—এখন সিল্‌ শিকার করলেই চর্বি পাওয়া যাবে যথেষ্ট।'

হাপর তৈরি করিবার জন্য সেই যে ছোট্ট দ্বীপটিতে সিল্‌ শিকার করা হইয়াছিল, সকলে সেই দ্বীপে আবার গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই হাতে বল্লম, তাহার ডগায় চোঁখা লোহা পরান। দ্বীপে যাইবামাত্র দেখা গেল, অসংখ্য সিল্‌ ডাঙায় উঠিয়া রৌদ্রে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শিকারীর দল ছয়টা সিল্‌ বধ করিলেন। নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট সেগুলির চামড়া ছাড়াইয়া, সেই চামড়া ও চর্বি গ্র্যানিট হাউসে লইয়া আসিলেন। চর্বি লাগিবে মোমবাতি বানাইতে, আর চামড়া দিয়া পরে বুট জুতা প্রস্তুত হইবে।

সাইরাস হার্ডিং মোমবাতি প্রস্তুত করিলেন। শাক-সবজির আঁশ দিয়া পলিতা করা হইল। যন্ত্রপাতি নাই, হাতে-গড়া বাতি দেখিতে পরিষ্কার এবং সুন্দর হইল না বটে, কিন্তু কাজ বেশ চলিয়া যাইবে। গ্র্যানিট হাউসের লোকদের নিকট এই বাতিই মহামূল্য বোধ হইল। সন্ধ্যার পর এই বাতি যখন জ্বলিল, তখন সকলের আনন্দ আর ধরে না।

জুন মাসে কাজ হইল অনেক। পুরাতন যন্ত্রপাতিগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া সুন্দর করা হইল। কতকগুলি নূতন যন্ত্রও প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্যে একটি হইল কাঁচি। সকলের চুল-দাড়ি সন্ন্যাসীর মত গজাইয়াছে, এখন কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে পারা যাইবে। একটি হাত-করাত প্রস্তুত করিতে খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। করাতটি দেখিতে বিশ্রী হইলেও, জোরে ঘষিলে উহার দ্বারাই কাজ চলিবে। এই করাত দিয়া টেবিল, স্টুল, ঘরের সেলফ্, খাট, রান্নার বাসনপত্র রাখিবার জন্য তাক—সবই করা হইল।

দ্বীপবাসিদিগকে এখন দুইটি সেতু প্রস্তুত করিতে হইবে। প্লেটো আর সমুদ্রতীরের মধ্যখানে জল। দ্বীপের উত্তরভাগে যাইতে হইলে এই জল পার হওয়া দরকার। এতদিন দ্বীপবাসিগণকে রেডক্রীকের উৎপত্তি স্থান ঘুরিয়া সেখানে যাইতে হইত। সুতরাং সমুদ্রতীর হইতে প্লেটো পর্যন্ত ২০।২৫ ফুট চওড়া পোল বানাইলে ভারি সুবিধা। বড় বড় গাছ কাটিয়া, ডালপালা ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিতে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে পোলও প্রস্তুত হইতে বাকি রহিল না।

পূর্বে বালির ঢিবির কাছে এক জায়গায় রাশি রাশি ঝিনুক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পোল প্রস্তুত হওয়ামাত্র নেব্ ও পেন্ক্রফ্ট হাজার হাজার শামুক ও ঝিনুক গ্র্যানিট হাউসে আনিয়া বোঝাই করিল।

এ পর্যন্ত দ্বীপবাসিগণের সকল অভাবই লিঙ্কন্ দ্বীপ কোন না কোন রকমে পূর্ণ করিয়াছে। মাংসের জন্য ভাবনা নাই, শাক-সবজিও অনেক রকমের পাওয়া গিয়াছে। একরকম গাছের শিকড় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে গাঁজাইয়া লইলে একটু টক সরবৎ হয়, ঠাণ্ডা জলের বদলে তাহা বেশ লাগে। যে সকল স্থানে শীত গ্রীষ্ম সমান, সেখানে ম্যাপ্‌ল জাতীয় গাছ জন্মায়। লিঙ্কন দ্বীপেও এই গাছ যথেষ্ট আছে। তাহার রসে চিনির কাজ বেশ চলে। খরগোশের গুহার কাছে একরকম ঘাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাতার রস

ঠিক যেন চায়েরই মত। জুন আছে অপর্যাপ্ত। এখন রুটির বদলে অন্য কোন বস্তুর ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আর ভাবনা কি?

দ্বীপের সকল ভাগ এখনও সন্ধান করিয়া দেখা হয় নাই। হয়ত বা দক্ষিণ ভাগের বনে সাগু কিংবা 'ব্রেডফ্রুট' গাছের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, দ্বীপবাসিগণের পরম সৌভাগ্য, রুটির সম্বন্ধে ভগবান তাহাদিগকে একটু সাহায্য করিলেন। সাহায্যটুকু নিতান্তই সামান্য, কিন্তু যে বস্তুটি সাইরাস্ হার্ডিং তাঁহার অসীম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই পাইতে পারিতেন না, সেই জিনিসটি হারবার্ট তাহার ওয়েস্ট কোট মেরামত করিবার সময় তাহার লাইনিং-এর মধ্যে পাইল। সকলে গ্র্যানিট হাউসের হলটিতে আছেন, বাহিরে দারুণ বৃষ্টি, এমন সময় হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'ক্যাপটেন হার্ডিং। এই দেখুন, একদানা গম পেয়েছি।' এই বলিয়া একদানা গম সকলকে দেখাইল - তাহার ওয়েস্ট্ কোটের লাইনিং-এর মধ্যে ছিল।

রিচ্মণ্ড সহরে থাকিবার সময় পেন্ক্রফ্ট হারবার্টকে কতকগুলি পায়রা কিনিয়া দিয়াছিল। হারবার্ট পায়রাগুলিকে রোজ গম খাওয়াইত। তাহারই একটি দানা কেমন করিয়া তার ওয়েস্ট্ কোটের লাইনিং-এর মধ্যে ঢুকিয়াছিল।

'একদানা গম'- এ কথা শুনিয়াই হার্ডিং লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'ভগবানকে ধন্যবাদ। এই দানাটি দিয়ে আমরা রুটি বানাব।'

হারবার্ট বলিল—'একটি দানা দিয়ে রুটি হবে কেমন করে?'

দানাটি হাতে লইয়া হার্ডিং বলিলেন—'এটি বেশ ভাল আছে দেখছি। তবে আর কথা কি? এটি পুঁতলে এক ছড়া হবে, সেগুলি পুঁতলে অসংখ্য ছড়া হবে। তাহলে আমার মনে হয়, বছর দুয়ের মধ্যে আমরা লিঙ্কন দ্বীপে রীতিমত গমের চাষ করে ফেলতে পারব।'

জুন মাসের বিশ তারিখ—গম রোপণের ঠিক উপযুক্ত সময়। আকাশ পরিষ্কার হইলে সকলে গ্র্যানিট্ হাউসের উপরে প্লেটোতে গিয়া একটি ভাল জায়গা দেখিয়া লইলেন, হাওয়া না লাগে অথচ

রৌদ্রের তেজটা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। সেই স্থানটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া চুণ মিশান ভাল মাটি ফেলা হইল। স্থানটির চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহার ঠিক মধ্যখানে ভিজা উর্বর মাটিতে গমের দানাটি পুঁতিয়া দেওয়া হইল।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

এখন হইতে পেন্‌ক্রফ্‌টের প্রধান কাজ হইল, প্রতিদিন একবার করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রটি দেখা। গম্ভীরভাবে সেটিকে সে শস্যক্ষেত্র বলিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ক্ষেতের আশেপাশে পোকা-মাকড় দেখিতে পাইলে পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই মারিয়া ফেলিত।

জুনের শেষে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর দারুণ ঠাণ্ডা পড়িল। ক্রমে মার্সি নদীর মুখে বরফ জমিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লেকের জল জমাট বাঁধিয়া গেল। গ্র্যানিট হাউসে জ্বালানি-কাঠ, কয়লা প্রভৃতি স্তূপাকার। এই দারুণ ঠাণ্ডার সময় কয়লার আগুন জ্বালাইবার জায়গা (fire place) করা হইল। সেখানে বসিয়া সকলে নানারকম কাজকর্ম করিতেন। সাইরাস হার্ডিং লেকের জল গ্র্যানিট হাউসে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া অতি উত্তম কাজই করিয়াছিলেন। ভাঁড়ার ঘরের পিছনে চৌবাচ্চায় সে জল জমিত। অতিরিক্ত জল কুয়ার ভিতর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িত। গ্র্যানিট হাউসের ভিতরটা গরম এবং অনেক নীচে, সেজন্য সেখানকার জল জমিয়া যাইত না।

এই সময়ে বড় বৃষ্টি থামিল, বাতাস খট্‌খটে শুক্‌না। দ্বীপবাসিরা ভাবিলেন, যথাসম্ভব গরম কাপড় পরিয়া মার্সি নদী আর ক্ল-কেপের মধ্যখানের স্থানটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। এই স্থানটি খুব বড় একটি জলাভূমি (বাদা)। এখানে প্রচুর পরিমাণে পাখী পাওয়া

যাইবার সম্ভাবনা। হিসাব করিয়া দেখা গেল, জায়গাটা ৮।৯ মাইল দূরে। যাওয়া আসায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে। অজানা জায়গা, সুতরাং সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাওয়াই ভাল। ৬ই জুলাই প্রাতকালে সাইরাস হার্ডিং, স্পিলেট্, হারবার্ট, পেনক্রফ্ট, নেব্ সকলে বল্লম, তীরধনু, ফাঁদ প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জাম এবং খাদ্যদ্রব্য সহ গ্র্যানিট্ হাউস হইতে যাত্রা করিলেন। টপ্ চলিল সকলের আগে।

মার্সি নদী পার হইয়া গেলে রাস্তা কম। এখন নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পার হওয়া সহজ। কিন্তু ভবিষ্যতে এখানে পোল করিয়া দেওয়া দরকার। স্পিলেট্ ভবিষ্যৎ কাজের লিস্টের মধ্যে এই কথাটি লিখিয়া লইলেন। মার্সি নদীর দক্ষিণ পাড়ে দ্বীপবাসিগণ এই প্রথম পা দিলেন। প্রায় আধ মাইল পথ যাইতে না যাইতেই, টপের তাড়নায় একটা ঝোপের ভিতর হইতে একদল চতুষ্পদী জন্তু ছুটিয়া পলাইল। হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'শেয়াল, শেয়াল।' শিয়ালই বটে, কিন্তু বড় সাইজের শিয়াল! টপ্ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ততক্ষণে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

খানিক পরে একটা বাঁক ঘুরিয়াই সকলে দেখিলেন, সম্মুখে লম্বা সমুদ্রতীর চলিয়াছে। তখন বেলা আটটা। আকাশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পথ চলিয়া সকলেরই শরীর গরম হইয়াছে। খোলা সমুদ্রতীরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ আরাম বোধ হইল। এখানে তীর খাড়া উঠিয়াছে, পাহাড় পর্বত কিছুই তীরের উপর নাই। পিছনে প্রায় চার মাইল দূরে দ্বীপের পশ্চিমভাগের বনের উঁচু গাছগুলি দেখা যাইতেছে। এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সকলে থামিলেন। আহারের সময় সকলে দ্বীপের চারিদিক দেখিতে দেখিতে গল্প করিতে লাগিলেন। লিঙ্কন্ দ্বীপের এই ভাগটা অত্যন্ত অনুর্বর। স্পিলেট্ বলিলেন—'লিঙ্কন দ্বীপটি ছোট্ট হলেও এর নানা রকমের জমি দেখতে পাচ্ছি। জমির এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের অবস্থা মহাদেশের পক্ষেই সম্ভব।'

হার্ডিং বলিলেন – 'ঠিক কথাই বলেছে স্পিলেট্। এ বিষয়টা আমারও খেয়াল হয়েছে। লিঙ্কন্ দ্বীপের গঠন ও প্রকৃতি বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত ধরনের। হয়ত বা এক সময়ে এই দ্বীপটা মহাদেশের অংশ ছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট অবাক হইয়া বলিল—'কি, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যখানে মহাদেশ, এটা কি সম্ভব ?'

হার্ডিং বলিলেন—'অসম্ভব কেন ? আমার মনে হয়, সমুদ্রে যত দ্বীপ আছে, তার সবই মহাদেশের চূড়া—এক সময়ে হয়ত সমস্ত দেশটাই জলের উপরে ছিল, এখন শুধু চূড়াটি জেগে আছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমাদের লিঙ্কন্ দ্বীপটাও তাহলে মহাদেশের চূড়া ?'

হার্ডিং বলিলেন—'খুব সম্ভব তাই। মনে হয়, সেজন্যই দ্বীপটা ছোট হলেও এর জমির অবস্থা এরূপ নানা রকমের। দেখছ না, এরই মধ্যে আমরা কত রকমের সব গাছ-গাছড়া, জীবজন্তু দেখতে পেয়েছি। এখনও ত তবু সব দ্বীপটা দেখাই হয়নি। তাই বলছিলাম, লিঙ্কন্ দ্বীপ এক সময়ে মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অন্য সব অংশ ডুবে গিয়ে এখন শুধু চূড়াটি জেগে আছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা আশ্চর্য হইয়া বলিল—'তাহলে ক্রমে সাগরে সব দ্বীপ ডুবে গিয়ে, আমেরিকা এবং এশিয়ার মাঝখানে সমুদ্রটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে ?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, তা হতেও পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন দেশও জলের উপর মাথা ভাসিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আপনি কি মনে করেন, লিঙ্কন দ্বীপটাও প্রবাল কীটের তৈরি ?'

হার্ডিং বলিলেন—'না, তা মনে করি না। লিঙ্কন্ দ্বীপের সৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত থেকে হয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে দ্বীপটা কোনদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে ?'

হার্ডিং বলিলেন —'তার খুবই সম্ভাবনা আছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট ব্যস্ত হইয়া বলিল—'দোহাই ভগবানের! সে সময়ে আমরা যেন এখানে না থাকি।'

হার্ডিং বলিলেন--'ব্যস্ত হয়ো না পেন্‌ক্রফ্‌ট। এখানে পড়ে মরতে কারও ইচ্ছা নাই। আমার খুবই ভরসা আছে, তার আগেই এখান থেকে আমরা চলে যেতে পারব।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'এসব কথা এখন থাক। উপস্থিত এই দ্বীপেই ভবিষ্যৎ কাজের জন্ম আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

এইরূপে আহার এবং আলোচনা সবই শেষ হইল। পুনরায় অনুসন্ধান-যাত্রা আরম্ভ করিয়া সকলে জলাভূমির প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলাভূমিটি প্রায় কুড়ি বর্গমাইল ব্যাপিয়া। জমিতে কাদামাখানো অগ্ন্যুৎপাতের পাথর, পচা ঘাস, লতাপাতা, মধ্যে মধ্যে কার্পেটের মত পুরু ঘাসের চাপড়া, আবার স্থানে স্থানে জলও আছে—জায়গাটা যেন ম্যালেরিয়ার আড্ডা। জলে বুনো হাঁস, টিল, স্নাইপ প্রভৃতি পাখী রহিয়াছে, কাছে গেলেও তাহারা ভয় পায় না।

বন্দুক থাকিলে এক গুলিতেই বোধ হয় ডজনে ডজনে পাখী মারা যাইত। যাত্রীদল তীরধনু দিয়া এক ডজন পাখী মারিলেন। পাখী গুলির শরীর সাদা, মাথা সবুজ, ডানা কালো, সাদা এবং লাল, ঠোঁট চ্যাপ্টা। হারবার্ট বলিল—'এ গুলির নাম ট্যাডরণ।'

তখন জলাভূমিটির নামকরণ হইল 'ট্যাডরণ্‌ মার্স'।'

বিকালে পাঁচটার সময় হার্ডিং দলের সহিত ফিরিয়া চলিলেন, এবং রাত্রি আটটার সময় সকলে গ্র্যানিট হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

॥ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥

আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত শীতের দারুণ প্রকোপ রহিল। যখন বাতাস থাকে না তখন শীতে তেমন কিছু কষ্ট হয় না। কিন্তু বাতাস চলিলে, তেমন গরম পোষাক নাই বলিয়া সকলের অত্যন্ত কষ্ট হয়।

পেনক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিল—'হায়রে! লিঙ্কন্ দ্বীপে শেয়াল খরগোশ ও সিল মাছের সঙ্গে সঙ্গে লোমওয়ালা ভাল্লুকও যদি থাকত, তবে তাদের গরম চামড়ার জামা বানিয়ে পরে বাঁচতাম।'

নেব্ হাসিয়া বলিল—'ভাল্লুক থাকলেও বুঝি তাদের চামড়াগুলো এনে তোমাকে দিয়ে যেত, কোট বানিয়ে পরবে বলে?'

ইহার উত্তরে পেনক্রফ্‌ট খুব জোরের সহিত বলিল—'ইচ্ছা করে কি আর দিত। দিতে বাধ্য করতাম'

লিঙ্কন্ দ্বীপে ভাল্লুক নাই। অন্ততঃ যতদূর সন্ধান করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভাল্লুক কোনদিন চক্ষে পড়ে নাই।

প্রসপেক্ট হাইটের উপরে এবং বনের প্রান্তে জন্তু ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইত। ফাঁদ আর কিছুই নয়, জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া সেখানে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া রাখা এবং সেই গর্তের মুখ লতাপাতা দিয়া এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া—যাহাতে জন্তুরা গর্তের অস্তিত্ব বুঝিতে না পারে। গর্তের ভিতর খাদ্য রাখা হইত, তাহার গন্ধে জন্তু আকৃষ্ট হইত।

প্রতিদিন ফাঁদের সংবাদ নেওয়া হইত। প্রথম কয়েকদিন ফাঁদে কেবল শিয়ালই পড়িল। পেনক্রফ্‌ট ত রাগিয়া আগুন—'লক্ষ্মীছাড়া দ্বীপে কি শেয়াল ছাড়া আর কোন জন্তু নাই?'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তা হোক, শেয়ালেও কাজ দেবে। এখন থেকে শেয়ালটাকে খাদ্য হিসাবে ফাঁদের গর্তে রেখে দেব।'

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফাঁদে মধ্যে মধ্যে শূকর জাতীয় 'পিকারি' পড়িতে লাগিল। এই জন্তুর মাংস সুস্বাদু, তাহা ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন আকাশ এবং বাতাসের পরিবর্তন হইল। কয়েকদিন যাবৎ ক্রমাগত বরফ পড়িতে লাগিল। ক্রমে প্রায় দুই ফুট পুরু হইয়া বরফ জমিয়া গেল। বাতাসের বেগ খুব বাড়িল, গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে থাকিয়া সকলে শুনিতে পাইলেন, সমুদ্রের ঢেউ প্রবল বেগে তীরের পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিতেছে। বাতাস বরফ লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল—বরফের স্তম্ভের মতন হইয়া শূন্যে ঘুরপাক খাইতেছে, ঠিক যেমন সমুদ্রে জলস্তম্ভ হয়। যাহা হউক, ঝড় উত্তর পশ্চিম দিক হইতে বহিয়া দ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে গ্র্যানিট হাউসে তেমন জোরে লাগে না।

১০শে আগস্ট হইতে ১৫শে আগস্ট পর্যন্ত পাঁচদিন দ্বীপবাসিগণের ইচ্ছা সত্ত্বেও বাহির হইতে পারিলেন না। গ্র্যানিট হাউসের মত এরূপ সকল বিষয়ে নিরাপদ আশ্রয়টি পাইয়া দ্বীপবাসিগণের কত যে উপকার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তাহারা সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে বদ্ধ থাকিয়াও দ্বীপবাসিগণ বৃথা সময় নষ্ট করিলেন না। গ্র্যানিট হাউসে কাঠ মজুত করা ছিল যথেষ্ট, কাঠ চিরিয়া তক্তাও করা হইয়াছিল। পেনক্রফ্‌ট ও নেব্‌ তক্তা দিয়া মজবুত টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব বানাইয়া ফেলিল। লেকের তীর হইতে বেতের মত একরকম গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই ডাল দিয়া নেব্‌ ও পেনক্রফ্‌ট কতকগুলি ঝুড়ি বানাইল। দেখিতে সুন্দর না হইলেও ঝুড়িগুলি খুব কাজে লাগিবে।

আগস্টের শেষ সপ্তাহে আকাশ আবার পরিষ্কার হইল। ঝড় থামিয়া গেল, সকলে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রতীরে তখন দুই ফুট বরফ জমিয়া আছে, তাহার উপর দিয়া চলিতে কষ্ট হইল না। সাইরাস হার্ডিং সকলকে লইয়া প্রসপেক্ট হাইটে চড়িলেন।

চারিদিকে কি পরিবর্তন! পূর্বে যেদিকে সবুজ রং ভিন্ন কিছুই দেখা যাইত না, এখন সেদিকে কেবলই সাদা ধপ্‌ধপে—গাছের উপর বরফ পড়িয়া ডালপালা সমস্তই সাদা হইয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বন, ময়দান, লেক, নদী সমস্ত বরফে সাদা।

স্পিলেট্‌, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌টকে লইয়া ফাঁদের সন্ধানে গেলেন। ফাঁদ খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ কাজ? আবার ভয়ও আছে, নিজেদের ফাঁদে পাছে নিজেরাই পড়িয়া যান। সমস্ত বরফে ঢাকা, ফাঁদ খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল। দেখা গেল, ফাঁদে কোন জন্তু পড়ে নাই, কিন্তু ফাঁদের চারিদিকে নখওয়ালা জন্তুর পায়ের দাগ বিস্তর রহিয়াছে।

দাগগুলি দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'এগুলি বিড়ালজাতীয় জন্তু।'

ইহাতে প্রমাণ হইল, হার্ডিং যে বলিয়াছিলেন দ্বীপে মারাত্মক জন্তুও আছে, সে কথা সত্য। দ্বীপের একেবারে পশ্চিম ভাগের বনে এগুলি থাকে, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় প্রসপেক্ট হাইট পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। হয়ত বা গ্র্যানিট হাউসের লোকেদের গন্ধ পাইয়াও আসিয়া থাকিতে পারে। এই বিড়ালজাতীয় জন্তু কি তবে বাঘ? জিজন দ্বীপের এত স্থানে বাঘ থাকাটাও বিচিত্র নয়।

গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বরফ গলিয়া গেল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন বরফের অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও রহিল না। দিনের দুর্যোগ সত্ত্বেও দ্বীপবাসিগণ পাইন, বাদাম, মেপ্‌ল গাছের সরবৎ, অ্যাগুটি, খরগোশ, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি খাদ্যবস্তু দ্বারা ভাঁড়ার পূর্ণ করিল। এইসব কাজের জন্য অনেকবার বনে যাইতে হইয়াছিল। বনে দেখা গেল, ঝড়ের সময় বড় বড় গাছ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে। নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ঠেলাগাড়ি বোঝাই করিয়া সব কাঠ লইয়া আসিল। আসিবার কালে পথে দেখিল, ঝড়ে মাটির বাসন তৈরি করিবার উনানটির (kiln) দারুণ ক্ষতি হইয়াছে।

চিমনীটির অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বড় ভাগ্য যে, ঝড়ের সময়

সেখানে থাকিতে হয় নাই। হার্ডিং দেখিলেন, ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল আসিয়া চিমনীর দুর্দশার একশেষ করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, কামারের কাজ করার জায়গাটির এবং ছাপরটির বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সেগুলিকে প্রথম হইতেই স্তূপাকার বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল।

শীতের প্রকোপ তখনও একেবারে কমিয়া যায় নাই। ১৫শে আগস্ট আবার বরফ পড়ার পরই বৃষ্টি হইল। বাতাস বদলাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা! আবার সকলে গ্র্যানিট হাউসে বন্ধ হইলেন। বাতাস ঢুকিবার পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আলোর জন্য অতিরিক্ত মোমবাতি জ্বালাইতে হইল। সুতরাং বাতির খরচ কমাইবার জন্য বেশী সময় গহ্বরের জলন্ত উনানের (hearth) আগুনেই কাজ চালাইতে হইত।

মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ সমুদ্রতীরে বরফের মধ্যে নামিয়া যাইত—বরফগুলি ভাটার সময় তীরে আসিয়া জড় হইয়াছিল। সেখানে তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় ধাপগুলি ধরিতে গিয়া মনে হইত যেন আঙুলগুলি পুড়িয়া গিয়াছে—এমনই ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল।

এই সময় গ্র্যানিট হাউসে বসিয়া একটা ভাল কাজ হইল। প্রচুর পরিমাণে মেপ্‌লের রস জালার মধ্যে জমান ছিল। উনানের আগুনের উপর মাটির পাত্রে বসাইয়া এই রস জ্বাল দিলে পর বেশ জমাট চিনির ডেলার মত হইল। একটু লাল্‌চে রং হইল বটে, কিন্তু স্বাদ হইল ভাল।

গ্র্যানিট হাউসে বন্ধ থাকিয়া সকলের চাইতে অস্থির হইয়া পড়িল টপ্‌। বেচারী গহ্বরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খালি ছুটিয়া বেড়ায়। কখনো কখনো সেই কুয়ার মুখের কাছে গিয়া গোঁ গোঁ করে, আর যেন কুয়ার মুখের ঢাকনাটা খুলিবার চেষ্টা করে। হার্ডিং খুব মন দিয়া টপের এই কাণ্ড দেখেন, আর মনে মনে ভাবেন, টপ আশ্চর্য বুদ্ধিমান, কুয়ার কাছে গিয়া মিছামিছি গর্জন করে

বলে তো মনে হয় না নিশ্চয় কোন জন্তু কুয়ার তলায় বসে বিশ্রাম করতে আসে, তাইই গন্ধ পায় বলে টপ্ রেগে চীৎকার করে। যাহা হউক, হার্ডি তাঁহার এই ধারণার কথা মনে মনেই রাখিলেন।

অবশেষে শীত চলিয়া গেল ক্রমে সমস্ত বরফ গলিয়া গিয়া দ্বীপটি আবার সজীব ভাব ধারণ করিল। এই বসন্ত ঋতুর আগমনে দ্বীপবাসিগণের মনে খুবই আনন্দ হইল। এখন আর তাঁহারা আহারের সময় ভিন্ন গ্র্যানিট হাউসে থাকেন না।

এখন হইতেই হার্ডি'এর মনে পোষাক-পরিচ্ছদের জন্ম ভাবনা হইল। উপস্থিত পোষাক পর বৎসরের শীত পর্যন্ত কিছুতেই থাকিবে না। ইহার মধ্যে যেরূপে হউক, লোমওয়ালা জন্তুর চামড়া যোগাড় করিতেই হইবে। দ্বীপে মুস্মন্ অনেক আছে, ইহাদের চামড়ায় চমৎকার গরম জামা হইবে। সুতরাং, এই মুস্মন্ পুষিবার ব্যবস্থা করা চাই। মোট কথা, গৃহপালিত পশু ও পাখির জন্ম একটা জায়গা ঘিরিয়া বাড়ী বানাইতে হইবে তারপর পূর্ণমাত্রায় বসন্তকাল আসিলে সকল বিষয়ের জন্মই ব্যবস্থা করিতে হইবে ক্রমে ক্রমে। বসন্তকালে সকলের আগে দ্বীপের নূতন নূতন স্থানগুলিতে সন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল ইহাতে দ্বীপবাসিগণের মনে এই অনুসন্ধানের প্রবল বাসনা না জাগাইয়া ছাড়িল না।

অক্টোবরের ১৮ তারিখে পেন্ক্রফ্ট গেল ফাঁদের সন্ধান লইতে। গিয়া দেখিল, ফাঁদে দুইটি বাচ্চা সমেত একটা পিকারি আটক পড়িয়াছে। এই শিকার লইয়া মহা আনন্দে পেন্ক্রফ্ট গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'ক্যাপটেন্। আজ মহাভোজ হবে। এই দেখুন, কি শিকার করেছি।'

নেব্ চমৎকার খানা রাঁধিল। পিকারির বাচ্চা দুটির রোষ্ট, ক্যাঙ্গারুর স্যুপ্, শূকরের মাংস, পাইন-আমণ্ড আর অস্টইগো টি। ইহার মধ্যে সকলের চাইতে উপাদেয় হইল পিকারির মাংস।

সকলে মহাবিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেটা পাথর নয়, বন্দুকের একটা গুলি !

আহারের সময় সকলে পিকারির মাংসের খুব প্রশংসা করিলেন। পেনক্রফ্‌ট বড় বড় মাংসের টুকরা লইয়া মুখে দিতেছে, এমন সময় দারুণ এক চীৎকার।

'ব্যাপার কি? কি হয়েছে পেনক্রফ্‌ট?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'হবে আবার কি ছাই—আমার একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তোমার পিকারির মাংসে কি পাথর ছিল?'

পেনক্রফ্‌ট মুখ হইতে সেই দন্তভাঙা জিনিষটা বাহির করিয়া আনিলে সকলে মহা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেটা পাথর নয়, বন্দুকের একটা গুলি।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট ও নেব্ আমেরিকার রিচমণ্ড সহরের অবরোধ হইতে বেলুনের সাহায্যে পলায়ন করিয়া যেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত অজানা দ্বীপে পতিত হন, তখন হইতে পূর্ণ সাতমাস কাটিয়া গিয়াছে।

নির্জন দ্বীপে যে অন্য কোন জনমানবের বসতি আছে, কিংবা ইতিপূর্বে অন্য কেহ কোনদিন এখানে আসিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সন্দেহজনক ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও, এ যাবৎ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এরূপ অবস্থায় শূকরের পেটে বন্দুকের গুলির অস্তিত্ব দেখিয়া দ্বীপবাসিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভাবনা হইবার বিষয়ই বটে। শূকর তো আর পেটে গুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, কেহ বন্দুক দিয়া উহাকে গুলি করিয়াছিল এবং সেই গুলিই উহার পেটের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

মুখ হইতে গুলিটা বাহির করিয়া পেনক্রফ্‌ট যখন টেবিলের

উপরে রাখিল, তখন কাহারও মুখে কথা নাই, সকলে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত! হঠাৎ সেখানে কোন অপদেবতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও বোধ করি দ্বীপবাসিগণ এতটা বিচলিত হইতেন না।

সাইরাস হার্ডিং গুলিটি হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট। তুমি না বলেছিলে, যে শূকরটার পেটে গুলি পাওয়া গিয়েছে, সেটা মাস তিনেকের বাচ্চা ছিল?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হাঁ ক্যাপটেন। সেটার তিনমাসের বেশী বয়স কিছুতেই হতে পারে না। ওটা যখন মায়ের সঙ্গে ফাঁদে পড়েছিল, তখন মায়ের দুধ খাচ্ছিল দেখেছিলাম।'

হার্ডিং বলিলেন—'তাহলে প্রমাণ হচ্ছে যে গত তিনমাসের মধ্যে লিঙ্কন দ্বীপে কেউ না কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমাদের এখানে আসবার আগেই এই দ্বীপে লোক ছিল, কিংবা মাস তিনেকের মধ্যে কোন লোক এই দ্বীপে এসেছে। তারা ইচ্ছে করে এসেছে কি জাহাজ ডুবি হয়ে এসে পড়েছে, সেটা পরে মীমাংসা হবে। এরা মালয় দস্যু ছিল, না আমাদেরই মত ইউরোপবাসী ভদ্রলোক ছিল, সেটাও বলা যায় না। হয়ত বা ওরা এখনও দ্বীপে রয়েছে, কিংবা চলেও গিয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর—শীগগির এ বিষয়ের একটা মীমাংসা দরকার।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমরা ছাড়া লিঙ্কন দ্বীপে অন্য কেহ আছে এ কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এইটুকু ত দ্বীপ, এতে কোন লোকজন থাকলে এতদিনে কারো চোখে পড়ত।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'তাহলে শূয়রটা নিশ্চয়ই পেটে গুলি নিয়েই জন্মেছিল, না পেন্‌ক্রফ্‌ট?'

নেব্‌ বলিল—'আমার মনে হয়, বন্দুকের গুলিটা অনেক আগে থেকেই পেন্‌ক্রফ্‌টের মুখে…'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—'দেখ নেব্‌। তুমি কি বলতে চাও

যে, পাঁচ-ছয় মাস থেকে গুলিটা আমার মুখে ছিল, তবু আমি এতদিন টের পাইনি? দেখ দেখি, আমার মুখে কোন গর্ত-টর্ত আছে কিনা, যেখানে গুলিটা লুকিয়ে থাকতে পারে?' এই বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট এতবড় হাঁ করিয়া তাহার বত্রিশটা দাঁত দেখাইয়া বলিল—'নেব। তুমি যদি আমার দাঁতের গোড়ায় ফাঁক বার করতে পার, তাহলে আমার ছয়টা দাঁত তুলে ফেলো।'

এই দারুণ ভাবনার মধ্যেও হার্ডিং একটু হাসিয়া বলিলেন—'না, নেবের কথার কোন মূল্য নাই। যাই হোক, আমার বিশ্বাস, দুই-তিন মাসের মধ্যে এখানে কেউ না কেউ বন্দুক ছুঁড়েছিল। আর এটাও মনে হয় যে, যারা এখানে নেমেছিল, তারা এখানে বেশীদিন থাকেনি। হয়ত বা, এখান দিয়ে যাবার পথে লিঙ্কন দ্বীপে শুধু একটু নেমেই আবার চলে গিয়েছে। আর সেইজন্যই তারা আমাদের চোখে পড়েনি। যাহোক, যত শীগগির সম্ভব এই বিষয়টা পরিষ্কার করা দরকার।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'যে কাজই এখন আমরা করি না কেন, আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে করা চাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'আমারও তাই মত। আমার ভয় হচ্ছে, সম্ভবতঃ মালয়ী দস্যুরা দ্বীপে এসেছিল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন। আমার মনে হয়, কিছু করবার আগে একটা 'ক্যানো'। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের নৌকা) তৈরি করে নেওয়া ভাল। মার্সি নদী বেয়ে যাওয়া যাবে, দরকার হলে দ্বীপটার চারিদিক ঘুরেও দেখতে পারব।'

হার্ডিং বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট! কথাটা বলেছ ভালই, কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করা চলবে না, কারণ একটা নৌকা বানাতে কম পক্ষে একমাস সময় লাগবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা কেন? এ তো সমুদ্রে যাবার মত মস্ত বড় নৌকা নয়, এ নৌকা ছোট্ট-খাট্ট ক্যানো—সেটা দিন পাঁচেকের মধ্যেই বানিয়ে ফেলতে পারব।'

হার্ডিং বলিলেন—'পাঁচদিনে যদি হয়ে যায়, তাহলে এখনি আরম্ভ করে দাও। কিন্তু নৌকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। এখন থেকে গ্র্যানিট হাউস থেকে বেশী দূরে কেউ শিকার করতে যেও না।'

রাত্রির আহারের সুন্দর আয়োজনটা সেদিন নিরানন্দেই শেষ হইল।

আহারের পর হার্ডিং ও স্পিলেট এই গুলির ব্যাপার লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা করিলেন। অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—'স্পিলেট্‌, পরপর কতগুলি ঘটনা দেখে আমি অবাক হয়েছি। এ ক্ষেত্রেও আমার বিশ্বাস, যতই সন্ধান করি না কেন, আমরা কিছুই দেখতে পাব না।'

পরদিন পেনক্রফ্‌ট ক্যানো বানাইবার কাজে লাগিয়া গেল। খাদ্যের ব্যবস্থাটাও ত করা চাই। সুতরাং স্পিলেট্‌ হারবার্টকে লইয়া শিকারে বাহির হইলেন। হার্ডিংএর নিষেধ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গ্র্যানিট হাউস হইতে দুই মাইলের বেশী দূরে যাইতেন না। ইহার মধ্যেই বনের আশেপাশে—কাপিবারা, য়্যাগুটি, ক্যাঙ্গারু, পিকারি প্রভৃতি জন্তু প্রচুর পাওয়া যাইত। ইহার উপরে ফাঁদে যে খরগোশ পড়িত, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম হইত না।

একদিন শিকারে বাহির হইয়া তাঁহারা মার্সি নদীর তীরে বনের কাছে গিয়াছেন। সেইখানে প্রায় দুইশত ফুট উঁচু একটা গাছ ছিল। সেটাকে নিউজিল্যাণ্ড দেশে 'কৌরী' গাছ বলে। সেই উঁচু গাছটা দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'মিস্টার স্পিলেট্‌। এই গাছটায় চড়লে দ্বীপের চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'ঠিক বলেছ, কিন্তু এত উঁচু গাছের ডগায় উঠতে পারবে কি?'

হারবার্ট চট্‌পটে, হালকা এবং বুদ্ধিমান। স্পিলেটের কথা শুনিবামাত্র দেখিতে দেখিতে একেবারে গাছের ডগায় গিয়া উঠিয়া পড়িল। যতদূর দৃষ্টি যায় এবং যেসব স্থানে দ্বীপবাসিগণ এ পর্যন্ত

যায় নাই, সেসব গুলি হারবার্ট মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। সমুদ্রে কোন জাহাজ কিংবা নৌকার চিহ্নও নাই, দ্বীপের কোনখানে সন্দেহজনক জায়গা কিংবা ধোঁয়া কিছুই দেখা গেল না।

ইহার পর হারবার্ট গাছ হইতে নামিয়া আসিলে স্পিলেট্ তাহাকে লইয়া গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। সাইরাস হার্ডিং হারবার্টের মুখে সব কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। যাহা হউক, সমস্ত দ্বীপটা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিবার পূর্বে কোন বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলিবার উপায় নাই।

দুইদিন পরে ১৮শে অক্টোবর তারিখে আরও এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার মীমাংসা করা নিতান্তই দরকার।

হারবার্ট ও নেব্ গ্র্যানিট হাউস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সমুদ্রতীর দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ হারবার্ট দেখিল, প্রকাণ্ড বড় একটা কচ্ছপ পাথরের উপর দিয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। দেখিয়াই 'নেব্, শীগগির এস' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। কচ্ছপটার নিকটে গেলে পর নেব্ বলিল—'এটাকে ধরব কি করে?'

হারবার্ট বলিল—'ধরা ভারি সোজা। চল, কচ্ছপটাকে উল্টে চিৎপাত করে ফেলি, তবেই আর পালাতে পারবে না।'

কচ্ছপটি নিতান্ত ছোট ছিল না—তিনফুট লম্বা এবং ওজনে প্রায় চার মণ ছিল। হারবার্ট ও নেব্ হাতের বল্লম কচ্ছপটার বুকের তলায় লাগাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া অবশেষে সেটাকে চিৎপাত করিতে পারিয়াছিল।

কচ্ছপটাকে চিৎপাত করিয়া নেবের আনন্দ দেখে কে? 'খাসা হয়েছে, পেনক্রফ্‌ট মহাখুশি হবে এখন', এই বলিয়া সে আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। যাহা হউক, এতবড় কচ্ছপটাকে এখন গ্র্যানিট হাউসে লইয়া যাইবার উপায় কি?

হারবার্ট বলিল—'কচ্ছপটা এখনেই থাক্, উপুড় হতে ত আর পারবে না। চল, গ্র্যানিট হাউসে গিয়ে ঠেলাগাড়িটা নিয়ে আসি।' তখন এটাই উত্তম উপায় বলিয়া স্থির হইল। তবু হারবার্টের তাহাতে

তৃপ্তি হইল না। বড় বড় পাথরের ডেলা আনিয়া কচ্ছপটার চারিধারে বেশ করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিল।

গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া গিয়া তাহারা পেনক্রফ্‌টকে কচ্ছপের কথা কিছুই বলিল না। ভাবিল, সেটাকে একেবারে আনিয়া পেনক্রফ্‌টকে তাক লাগাইয়া দিবে। কিন্তু হায়! ঠেলাগাড়ি লইয়া গিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদেরই তাক লাগিয়া গেল। সেখানে কচ্ছপের চিহ্নটিও নাই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হারবার্ট ও নেব্‌ চক্ষু দুটি বড় করিয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল! তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ভুল কিছুই হয় নাই, ঠিক এখানেই কচ্ছপটাকে রাখিয়া গিয়াছিল—এখনও তাহার চারিধারে পাথরগুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

নেব্‌ বলিল—'তাহলে দেখছি, কচ্ছপগুলি নিজেনিজেই আবার উপুড় হতে পারে।'

হারবার্ট বলিল—'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

হারবার্ট এ কথা বলিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, কচ্ছপের পলায়নের ব্যাপার শুনে হার্ডিংও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন, মীমাংসা কিছুই করতে পারবেন না।

নেব্‌ বলিল—'হারবার্ট। গ্র্যানিট হাউসে ফিরে গিয়ে আমরা চুপচাপ থাকব, কচ্ছপের বিষয় উল্লেখও করব না।'

হারবার্ট বলিল—'সে কি নেব্‌! এমন আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি না বললে চলে? ফিরেই বলতে হবে।'

ফিরিয়া আসিয়া হারবার্ট ও নেব্‌ যেখানে হার্ডিং ও পেনক্রফ্‌ট নৌকা বানাইতেছিলেন সেখানে গেল। হারবার্টের মুখে কচ্ছপের ব্যাপার শুনিয়া পেনক্রফ্‌ট বলিল—'যত সব বোকার দল, এমন চমৎকার শিকারটা হাতছাড়া করলে?'

নেব্‌ বলিল—'আমাদের দোষ কি? ওটাকে চিৎপাত করে রেখেছিলাম।'

হারবার্ট বলিল—'শুধু চিৎপাত করা নয়, চারিদিকে আবার বড় বড় গোঁজাও দেওয়া হয়েছিল।'

হার্ডিং বলিলেন—'জল থেকে কতটা দূরে ছিল কচ্ছপটা?'

'ফুট পনেরো দূরে?'

'তখন কি ভাটা ছিল?'

'হ্যাঁ কাপ্তেন।'

হার্ডিং বলিলেন—'শুকনোতে যা করতে পারেনি, জোয়ারের জলের সাহায্য পেয়ে কচ্ছপটা তাই করেছে—উপুড় হয়ে পালিয়েছে।'

হার্ডিং-এর যুক্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু তিনি নিজে কি ঐ যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন? বোধ হয় তা হন নাই।

অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখে, ছালে তৈরি ক্যানোটি প্রস্তুত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার কথামত ঠিক পাঁচদিনেই উহা শেষ করিতে পারিয়াছে। সহজ সাদাসিধা ক্যানো; সম্মুখের দিকে, মধ্যখানে এবং পিছনের দিকে—তিনটি বসিবার জায়গা আছে। দাঁড় টানিবার জন্য খাঁজ কাটা আছে, একটা হাল আছে। ক্যানোটি বারো ফুট লম্বা এবং ওজনে প্রায় আড়াই মণ, সুতরাং বেশ হালকা।

গ্র্যানিট হাউসের সম্মুখে সমুদ্রতীরে জলের কাছে ক্যানোটিকে রাখিয়া দেওয়া হইল। জোয়ার আসিবার পর পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্যানোটিকে জলে ভাসাইয়া এবং তাহাতে চড়িয়া হালের সাহায্যে চালাইয়া দেখিল, চমৎকার নৌকা হইয়াছে, ইহাতে বেশ কাজ চলিবে। তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'সবাই এসে চড়ুক, দেখি সকলের ভার সয় কি না।'

হার্ডিং, স্পিলেট্, হারবার্ট ও নেব্ সকলে নৌকায় চড়িলে পর পেন্‌ক্রফ্‌ট সমুদ্রতীর ধরিয়া চলিল। পাহাড়ের লাইন যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে ততদূরে যাইতে হইবে। খানিক দূর গিয়াই নেব্ বলিল—'ও পেন্‌ক্রফ্‌ট! নৌকা যে ফুটো, জল উঠছে যে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'ছাল থেকে তৈরি, এখন একটু আধটু জল উঠবে বৈকি। দুদিন বাদে গাছের ছাল ভিজে যখন কুটোগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন দেখো, একফোঁটা জলও আর উঠবে না।'

নীল আকাশ, বাতাসের চিহ্নটুকু নাই, সমুদ্রের জল কাচের মত মোলায়েম। নেব্‌ ও হারবার্ট দাঁড় ধরিয়াছে, পেন্‌ক্রফ্‌ট হালে বসিয়া নৌকা চালাইতেছে। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়টিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকাটাকে তীর হইতে আধ মাইল বাহিরের দিকে লইয়া গেল। সেখান হইতে নদীর মুখের দিকে চলিল। স্পিলেট্‌ পেনসিল, নোটবুক হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন, তীরের দৃশ্যটি মোটা মোটা লাইন দিয়া আঁকিয়া লইলেন। তীরের এই অংশটুকু সকলের কাছেই নূতন, সকলে মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখনেক এরূপভাবে চলিয়া ফিরিবার মতলব করিয়াছে, এমন সময় হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'ঐ দূরে সমুদ্রের তীরে ওটা কি পড়ে আছে?'

মুহূর্তমধ্যে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে গেল।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'তাইত, সত্যিই ত, ওখানে কি একটা রয়েছে। দেখে মনে হয়, যেন জাহাজডুবির কোন জিনিস মাটিতে পুঁতে গিয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ঠিক। বুঝতে পারছি, ওটা একটা পিপে। পিপেটা নিশ্চয় জিনিসপত্রে ভর্তি।'

তখন হার্ডিংএর আদেশে তীরে নৌকা লাগাইবামাত্র সকলে নামিলেন। তারপর নিকটে গিয়া দেখিলেন, পেন্‌ক্রফ্‌টের কথাই ঠিক—দুটি বড় বড় পিপার সঙ্গে একটা সিন্দুক বাঁধা। সেটা বালির মধ্যে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। বোধ হইল, কোন জাহাজ ডুবিয়াছে, তাহার মূল্যবান জিনিসপূর্ণ এই সিন্দুকটাকে বাঁচাইবার জন্য দুইপাশে দুইটি পিপা বাঁধিয়া ওটাকে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেটা ভাসিতে ভাসিতে এখানে তীরে আসিয়া ভাঁটার সময় পলির মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌টের উৎসাহ দেখে কে? 'নিশ্চয়ই এতে আমাদের দরকারী জিনিসপত্র পাওয়া যাবে'—এই বলিয়া প্রকাণ্ড একখানা পাথর বাক্সের ডালাটা ভাঙিবার জন্ত তুলিল। হার্ডিং বারণ করিয়া বলিলেন—'একটু সবুর করতে পার না পেন্‌ক্রফ্‌ট। চল, বাক্সটাকে গ্র্যানিট হাউসে নিয়ে যাই, তারপর জিনিসগুলি দেখা যাবে। বাক্সটাকে ভেঙে লাভ কি? আস্ত থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

জোয়ারের জলে সিন্দুকটা ভাসিলে পর, সেটাকে নিয়া নৌকার সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল—পিপার সাহায্যে জলে ভাসিবে এবং নৌকার টানে চলিবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে মুস্কিল হইত। পিপাশুদ্ধ সিন্দুকটা ভারি ত কম নয়? ওটা নৌকার উপর তুলিতে গেলে নৌকা ডুবিয়া যাইত।

এখন কথা হইতেছে, সিন্দুকটা আসিল কোথা হইতে?

চারিদিকে সকলেই খুব ভাল করিয়া সন্ধান করিল, কিন্তু জাহাজডুবির অন্য কোনরকম চিহ্ন কাহারও চক্ষে পড়িল না। হারবার্ট ও নেব্‌ একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দেখিল—ভাঙা মাস্তুল কিংবা অন্য কিছুর নামগন্ধও নাই, জাহাজও কিছু দেখা গেল না। যাহা হউক, জাহাজডুবি যে হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি এ ঘটনার সঙ্গে শূকরের পেটের গুলির কো[illegible] সম্পর্ক আছে? জলমগ্ন যাত্রীরা বোধহয় দ্বীপের অন্য কোনও [illegible] রহিয়াছে। তবে এটা ঠিক যে, সেসব লোক মালয়ী দস্যু নহে কারণ, সিন্দুকটি যে আমেরিকা কিংবা ইউরোপে প্রস্তুত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিন্দুকটা ভাসাইয়া দিবার সময় লোকেরা ভাবিয়াছিল, ওটা ভাসিতে ভাসিতে দ্বীপের কোন অংশে গিয়া লাগিবে এবং পরে সেটাকে পাওয়া সম্বন্ধে কোন মুস্কিল হইবে না।

হার্ডিং বলিলেন—'সিন্দুকটা গ্র্যানিট হাউসে নিয়ে গিয়ে ওটার ভিতরের জিনিসপত্রের একটা লিষ্টি করে রাখতে হবে। পরে ওটাকে কেউ দাবী করলে তাকে ফিরিয়ে দেব। আর তা না হলে—'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাড়াতাড়ি বলিল—'ওটার জিনিষপত্র আমরাই ব্যবহার করব।'

গ্র্যানিট হাউসের নীচে তীরে আসিয়া পৌছিবার পর সিন্দুকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে ভাঁটার জল নামিয়া গেলে সেটা যখন শুকনা জমিতে পড়িল, তখন নেব্‌ ছুটিয়া গিয়া খুলিবার যন্ত্রপাতি লইয়া আসিল।

এমনভাবে খুলিতে হইবে যাহাতে বাক্সটি নষ্ট না হয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রথম পিপা দুটি খুলিয়া দেখিল, বেশ ভাল অবস্থায় আছে—কাজে লাগিবে। তারপর হাতুড়ি ও বাটালি দিয়া বাক্সের ডালাটি খুলিল। ডালা খুলিলে পর দেখা গেল, যাহাতে ভিতরের জিনিস নষ্ট না হয় সেজন্য জিঙ্ক-লাইনিং দেওয়া রহিয়াছে। প্যাকিং-এর পরিপাটা দেখিয়া নেব্‌ বলিল—'এর মধ্যে জ্যাম-ট্যামের মত খাবার জিনিস কিছু নাই কি?'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'কখনই না।'

পেনক্রফট্‌ বলিল—'আহা! যদি এর মধ্যে'—এইটুকু বলিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।

জিঙ্ক লাইনিং সরাইলে পর দেখা গেল—পোষাক পরিচ্ছদ, বই, রান্নার জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অতিশয় দরকারী জিনিসে সিন্দুকটি একেবারে ভর্তি।

এই সমস্ত দরকারী জিনিস ছাড়া ফটো তুলিবার জন্য একটি ক্যামেরা এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামও ছিল। নেব্‌ দুই হাতে দুই সস্‌প্যান্‌ লইয়া আহ্লাদে বত্রিশটি দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল। হার্ডিং কাঁটা, কম্পাস, দূরবীন প্রভৃতি লইয়া দেখিতে লাগিলেন। স্পিলেট্‌ বন্দুক, গুলি, বারুদ, কাপ—এইসব লইয়া ব্যস্ত হইলেন অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—'জাহাজডুবিতে কোন লোক এইসব দরকারী জিনিস ভরে সিন্দুকটি ভাসিয়ে দিয়েছিল। যাহোক, এই ক্যামেরাটা না রেখে যদি সিন্দুকে আরো কাপড় চোপড় এবং গুলি

বারুদ রাখত, তাহলে আমাদের পক্ষে খুব ভাল হতো। ক্যামেরা রাখার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'কোন জিনিসে এমন কোন চিহ্ন নাই কি, যা দেখে কিছু বুঝতে পারা যায়?

তখন প্রত্যেকটি জিনিস খুব ভাল করিয়া দেখা হইল বিশেষভাবে দেখা হইল বই, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি। কোন যন্ত্রে কিংবা কোন অস্ত্রে মেকারের (নির্মাতার) নাম নাই। বড়ই অদ্ভুত কথা। কারণ এটা সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে। অস্ত্রগুলি একেবারে ঝকঝকে নূতন, ব্যবহারের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। একটি ইংরাজি বাইবেল গ্রন্থ ছিল, এবং তাহা দেখিয়া মনে হইল, যেন সটা প্রায়ই ব্যবহার করা হইত।

যাহা হউক, সিন্দুক যেখান হইতেই আসিয়া থাকুক না কেন, এটি লিঙ্কন্ দ্বীপবাসিগণের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান জিনিস এতদিন যে দ্বীপবাসিগণ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া এবং বুদ্ধিবলে তাহাদিগের কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ ভগবান এই সিন্দুকটি পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেজন্য সকলে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু দুঃখ করিয়া বলিল 'হায়রে হায়। এতগুলি মূল্যবান জিনিসের মধ্যে শুধু আমার জিনিসটি নাই।'

নেব্ বলিল—'কেন পেন্‌ক্রেফ্‌ট, এতেও তুমি খুশি হওনি?'

'খুশি হয়েছি বৈকি! তবে এর মধ্যে যদি অন্ততঃ পাউণ্ড খানেক তামাক থাকত, তাহলে আমার খুশির মাত্রা পূর্ণ হতো।'

পেনক্রফ্‌টের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি।

সিন্দুক আবিষ্কারের ফল এই হইল যে, এখন দ্বীপটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তখন স্থির হইল, পরদিন প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরের পশ্চিমদিকে যাইতে হইবে, যদি জাহাজডুবিতে কেহ সেখানে আটকা পড়িয়া থাকে, তবে তাহাকে সাহায্য করা দরকার।

সিন্দুকের জিনিসগুলি গ্র্যানিট হাউসে লইয়া গিয়া সেগুলিকে যত্নপূর্বক সাজাইয়া রাখিতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সে দিনটি ছিল উনত্রিশে অক্টোবর, রবিবার। রাত্রে শুইবার পূর্বে হারবার্ট বলিল—'ক্যাপটেন। শোবার আগে বাইবেল থেকে খানিকটা পড়ে শোনাবেন কি?'

হার্ডিং বাইবেলটি হাতে লইলেন। খুলিতে যাইবেন এমন সময় পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন। আমার একটা কুসংস্কার আছে। আপনি বাইবেলটা হঠাৎ এক জায়গায় খুলে ফেলুন এবং সেই পাতায় প্রথম যা চোখে পড়বে, তাই পড়ুন। দেখি, আমাদের অবস্থার সঙ্গে কোন কথা মিলে যায় কিনা।'

সাইরাস্ হার্ডিং বাইবেলটি হঠাৎ এক জায়গায় খুলিয়া পড়িলেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ করেন। তাঁহাকে যে সন্ধান করে, সে তাঁহাকে পায়।

॥ ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

লিঙ্কন দ্বীপবাসিগণের এখন সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাহাদিগের অভাব ত নাই-ই, আবশ্যক হইলে এখন তাহারা অপরকেও সাহায্য করিতে পারে। যাহা হউক, পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটিবার দরুণ এখন দ্বীপের অনুসন্ধান নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদনুসারে ৩০শে অক্টোবর যাত্রার দিন ঠিক করা হইল। স্থির হইল যে, মার্সি নদী ধরিয়া যতদূর সম্ভব হয়, ততদূর যাইতে হইবে। দ্বীপের পশ্চিমভাগে সুবিধাজনক কোন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি সঞ্চিত রাখা দরকার।

শুধু সঙ্গে লইয়া যাইবার জিনিসের কথা ভাবিলেই চলিবে না, দ্বীপের পশ্চিমভাগে কোন দরকারি জিনিস পাওয়া গেলে তাহা

গ্র্যানিট হাউসে আনিবার ব্যবস্থাও থাকা চাই। বাস্তবিক যদি কোন জাহাজ ডুবিয়া থাকে, তবে তাহার অনেক জিনিসপত্র নিশ্চয়ই ঢেউএর আঘাতে তীরে আসিয়া লাগিয়াছে।

খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, টেলিস্‌কোপ, পকেট-কম্‌পাস, সমস্ত জিনিসই লওয়া হইয়াছে। দুইটি কুড়াল লওয়া হইল, ঘন বনের মধ্যে গাছ কাটিয়া পথ করিতে হইবে। একটি ছোট স্টোভ্‌ (উনান) ছিল, নেব্‌ সেটিও লইতে ভুলিল না।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেবের আনন্দের সীমা নাই। হার্ডিং সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, নিতান্ত দরকার না হইলে, কেহই বন্দুক ছুঁড়িয়া গুলি নষ্ট করিতে পারিবে না।

৩০শে অক্টোবর প্রাতে ছয়টার সময় যাত্রীদল এবং টপ্‌কে লইয়া ক্যানো যাত্রা করিল। একটু পরে জোয়ার আসিলে পর স্রোতের টানে ক্যানোটি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্যানোটাকে নদীর মাঝখানে লইয়া গিয়া শুধু হাল ধরিয়া রহিল, দাঁড় টানিবার প্রয়োজন হইল না।

দুইদিকে উঁচু পাড়, মাঝখান দিয়া নৌকা চলিয়াছে। চারিদিকের দৃশ্য মনোরম। নামিবার উপযুক্ত স্থান দেখিতে পাইলেই মধ্যে মধ্যে নৌকাটি থামাইয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট, স্পিলেট্‌ ও হারবার্ট বন্দুক হস্তে টপ্‌কে সঙ্গে লইয়া ডাঙায় নামেন।

শিকারের উদ্দেশ্যে নয়, নানা রকমের গাছ-গাছড়ার মধ্যে দরকারি কোন গাছ পাওয়া যায় কিনা—উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হারবার্টের সাহায্যে তাহারই সন্ধান করা প্রধান উদ্দেশ্য। .

তীরে নামিলে পর, হারবার্ট খুঁজিয়া দেখিতে পাইল, বাঁধাকপি জাতীয় একরকমের গাছ, শালগম এবং অনেক রকমের শাক-সবজি বনের মধ্যে রহিয়াছে। শিকড়শুদ্ধ তুলিয়া আনিয়া তাহা লাগাইলে বেশ বাঁচিয়া উঠিবে। একরকম ছোট্ট গাছ, তাহার বোঁটায় শুঁয়া আছে। সেগুলি দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'পেন্‌ক্রফ্‌ট। এটা কিসের গাছ জান?' পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তামাকের গাছ কি?'

হারবার্ট বলিল, 'না, তামাকের গাছ নয়, এগুলি রাই সরষের গাছ।'

তাহা শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বিরক্ত হইয়া বলিল—'তোমার রাই সরষে গোল্লায় যাক্, তামাকের গাছ দেখতে পাও ত আমাকে বলো।'

গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হইল।

স্পিলেট্ বলিলেন—'ব্যস্ত হয়ো না, পেন্‌ক্রফ্‌ট তামাকের গাছও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' ইহার পর দুই তিন
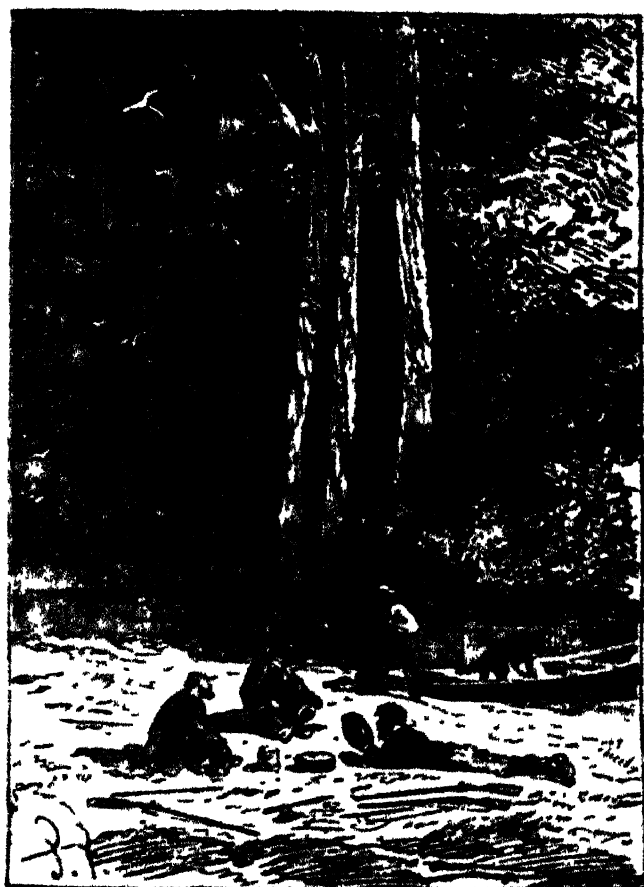
রকমের গাছ শিকড়শুদ্ধ তুলিয়া লইয়া সকলে নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

বেলা প্রায় দশটার সময় ক্যানো মার্সি-নদীর দ্বিতীয় বাঁকে আসিয়া উপস্থিত। এই স্থান নদীর মুখ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। এখানে একটা গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হইল। স্থানটি ভারি সুন্দর ও নির্জন। এখানে মার্সি নদী ৬০।৭০ ফুট চওড়া এবং ৫।৬ ফুট গভীর। এই সকল স্থানে ইতিপূর্বে কোন দিন যে কেহ আসিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। সাইরাস হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন যে, এই বনপূর্ণ স্থানে জাহাজডুবির লোকেদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এখান হইতে আরও ৫।৬ মাইল দ্বীপের পশ্চিমভাগে যাইতে হইবে।

ক্রমে স্রোতের বেগ কমিয়া যাইতে লাগিল, হয়ত বা ভাঁটা আরম্ভ হইয়াছে। হারবার্ট ও নেব্ দাঁড় টানিতে লাগিল। খানিক অগ্রসর হইলে দেখা গেল, বন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে—গাছপালা দূরে দূরে যেন ছত্রভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক-একটা গাছ প্রকাণ্ড, প্রায় দুইশত ফুট উঁচু। হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'ইউকেলিপটাস গাছ।'

সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—'ইউকেলিপটাস যেখানে জন্মায়, সেই জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর হয়। হারবার্ট, এ গাছকে অস্ট্রেলিয়ায় কি বলে জান?'

'না, ক্যাপটেন।'

'এ গুলিকে অস্ট্রেলিয়াতে বলে 'ফিভার ট্রি'।'

'এতে জ্বর হয় বলে ফিভার ট্রি বলে?'

'না, এতে জ্বর নিবারণ করে, তাই ফিভার ট্রি বলে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা, যেখানে কেবলই জ্বর হয়, সেখানে ইউকেলিপটাসের চাষ করে সে জায়গা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে—এ গাছের হাওয়া জ্বর-নাশক।'

যাত্রীদল আরও দুই মাইল পথ অগ্রসর হইলেন। দ্বীপের এই স্থানটার চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই বড় বড় ইউকেলিপ্-টাস গাছ চোখে পড়ে। এখানে নদীতে জল খুব কম, মধ্যে মধ্যে নদীতে গাছ-গাছড়া, পাথর-টাথরও আছে। দাঁড় টানিয়া চলা অসম্ভব, পেন্‌ক্রফ্‌ট লাঠি ঠেলিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল—সম্ভবতঃ আর বেশীদূর নৌকা চলিবে না।

সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, সন্ধ্যার দেরী নাই। হার্ডিং দেখিলেন, দ্বীপের পশ্চিমভাগে পৌঁছিবার এখনও বিলম্ব আছে—সমুদ্রতীর এখনও ৫।৬ মাইল দূরে। সুতরাং নদীতে জলের অভাবে যেখানে তাঁহারা থামিতে বাধ্য হইবেন, সেখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

ক্রমে আবার বনজঙ্গল আরম্ভ হইল। তাহার মধ্যে দিয়াই যাত্রীদল অল্প জলে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্যানো লইয়া চলিয়াছেন। বনে আবার জীবজন্তু দেখা দিল। পেন্‌ক্রফ্‌টের দৃষ্টি প্রখর। সে দেখিল, বনের মধ্যে একদল বানর লাফাইয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই তিনটা বানর ক্যানোর নিকটেই দাঁড়াইয়া যাত্রীদলকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। ভয়ের লেশ মাত্র নাই, ইতিপূর্বে মানুষ দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সাইরাস্ হার্ডিং বারণ না করিলে, পেন্‌ক্রফ্‌ট হয়ত একটাকে গুলি করিয়াই বসিত। বড় বড় বানর, তাহাদের শরীরে রীতিমত শক্তি—এগুলিকে ঘাঁটাইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত না।

আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, মধ্যে মধ্যে ক্যানোর তলা মাটিতে আটকাইতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন! আর মিনিট পনেরো মধ্যে একেবারে থামতে হবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'বেশ, যেখানে থামতে বাধ্য হব, সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করা যাবে।' হার্ডিং নদীর বাঁকগুলি হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা গ্র্যানিট হাউস হইতে প্রায় সাত মাইল পথ আসিয়াছেন।

খানিক দূর গিয়াই ক্যানোর তলা মাটিতে আটকাইয়া গেল। এখানে নদী কুড়ি ফুট চওড়া, দুই ধারের গাছগুলি উপুড় হইয়া পড়িয়া নদীর উপরে কুঞ্জের মত আড়াল করিয়াছে। জলপ্রপাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, খানিক আগেই ক্যানোর পথ একেবারে বন্ধ। একটা বাঁক ঘুরিয়াই দেখা গেল, সম্মুখে ঝরণা। আবার ক্যানোর তলা আটকাইয়া গেল দেখিয়া নদীর দক্ষিণতীরে ক্যানোটাকে একটা গাছের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা হইল।

স্থানটি বড়ই সুন্দর, বেলাও শেষ হইয়াছে। সুতরাং স্থির হইল, সেখানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। যাত্রীদল ক্যানো হইতে নামিয়া একটা ঝোপের আড়ালে আগুন জ্বালাইয়া রান্নার জোগাড় করিলেন। ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, তাড়াতাড়ি রান্না করিয়া সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিলেন। এখন ঘুমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বনে জন্তু আছে তাহাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং আগুনের ধুনি জ্বালিয়া হারবার্ট ও নেব্ পালা করিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাত্রিটা নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। পরদিন ৩১শে অক্টোবর, প্রাতকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই সকলে আবার যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

৩১শে অক্টোবর প্রাতে ছয়টার সময় তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া সকলে আবার রওনা হইলেন। সমুদ্রতীরে পৌছিতে কতক্ষণ লাগিবে? হার্ডিং বলিয়াছিলেন, সমুদ্রতীর ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কিন্তু সেটা নির্ভর করে কিরূপ বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহার উপরে। সম্ভবতঃ ঘাস লতাপাতা কাটিয়া পথ করিতে হইবে। সেজন্ত

যাত্রীদল হাতে কুড়াল লইয়া চলিলেন। বন্দুকও সঙ্গে লওয়া হইল। রাত্রে যখন হিংস্র জন্তুর ডাক শুনা গিয়াছে তখন সাবধান হওয়া ভালো। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই দিনের মত খাদ্য সঙ্গে করিয়া লইল। হার্ডিং সকলকে বন্দুক ছুঁড়িতে বারণ করিয়া দিলেন। সমুদ্রতীরের নিকট কোন লোক থাকিলে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের আগমনবার্তা জানিতে পারিবে।

উঁচু নিচু ঢালু জমি পার হইয়া সকলে শুষ্ক উর্বর জমিতে পৌঁছিলেন। এখানকার মাটি দেখিয়া মনে হইল, মাটির নীচে ঝরণা কিংবা জলাভূমি থাকার দরুণ জমি বেশ উর্বর হইয়াছে। কিন্তু মার্সি নদী এবং রেডক্রীক ছাড়া সেখানে অন্য কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। পথে আবার অনেকগুলি বানর দেখিতে পাওয়া গেল। মানুষ দেখিয়া তাহারা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, যেন পূর্বে এরূপ জীব আর কখনো দেখে নাই। দলে বানর অসংখ্য, কিন্তু তাহাদের মেজাজ ঠাণ্ডা, কাহারও মনে অনিষ্ট করিবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না!

বেলা সাড়ে নয়টার সময় পথে একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত। সম্মুখে নূতন একটি ঝরণা, ৩০।৪০ ফুট চওড়া আর তাহাতে ভীষণ স্রোত। এখন উপায় কি? এই ঝরণা পার না হইলে ত সমুদ্রতীরে যাওয়া যাইবে না।

হার্ডিং বলিলেন—'কোন চিন্তা নাই। এই ঝরণা নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এটার তীর ধরে গেলেই সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করুন, আমি দুপুরের খাবারের একটু ব্যবস্থা করেনি।' বলিয়া সে ঝরণার ধারে উপুড় হইয়া পড়িয়া হাত জলে ডুবাইয়া দিল। পরমুহূর্তে দেখা গেল, সে বড় বড় কতকগুলি চিংড়ি মাছ তুলিয়া আনিয়াছে। নেব্ ত আহ্লাদে গলিয়া গেল। কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিল —'হায়রে! লিঙ্কন্ দ্বীপে অন্য সবই আছে, নাই শুধু তামাক।'

মাছ ধরিতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগিল না। ইহার মধ্যে পেন্‌ক্রফ‌্ট চিংড়ি মাছ দিয়া একটা থলি ভর্তি করিয়া ফেলিল। তারপর সকলে আবার রওনা হইলেন। বনের মধ্যে দিয়া চলিতে কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু ঝরণার পাড় ধরিয়া চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। স্থানে স্থানে বড় জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল, ঝরণার জল খাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার দুই ধারেই বন, তাহাতে বড় বড় গাছও আছে, সুতরাং বেশীদূরে কিছু দেখিবার উপায় নাই। বনের মধ্যে, অন্ততঃ ঝরণার আশেপাশে কোন জন্তু আছে বলিয়া মনে হইল না। থাকিলে টপ্‌ নিশ্চয় চেঁচামেচি করিয়া তাহাদের অস্তিত্বের সংবাদ দিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় হারবার্ট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—'সমুদ্র! সমুদ্র!' শুনিয়া হার্ডিং একটু আশ্চর্য হইলেন বটে, কিন্তু খানিক অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন—সম্মুখে সত্য সত্যই সমুদ্রের পশ্চিমতীর বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু পূর্বতীরের সঙ্গে পশ্চিমতীরটির কোন সাদৃশ্য নাই। পাহাড়, পর্বত, বালি—কিছুই সেখানে নাই। বনটাই সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত আসিয়াছে, উঁচু গাছগুলি একেবারে জলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যায়, যেন সমুদ্রতীরে গাছ-বনের একটা খুব উঁচু বর্ডার দেওয়া। ঝরণার জল এখানে আসিয়া প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হইতে ঝ-ঝ শব্দে সমুদ্রের জলে পড়িতেছে। এই ঝরণাটির নাম দেওয়া হইল 'ফল্‌স রিভার'। তীরের এই বন-জঙ্গলের বর্ডারটি প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তারপর ক্রমেই গাছপালা কমিয়া গিয়া শেষে তীরটি দাঁড়াইয়াছে—যেন সোজা একটা লাইনের মত।

একটা উঁচু ঢিবির উপরে পেন্‌ক্রফ‌্ট ও নেব্‌ রান্না করিল। সেখান হইতে চারিদিক অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টি যতদূর চলে তাহার মধ্যে কোন জাহাজ কিংবা অন্য কোন চিহ্ন-টিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু সাইরাস হার্ডিং সমস্ত পশ্চিম

দিক, অর্থাৎ গোটা সার্পেনটাইন পেনিনসুলাটা নিজে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন না।

আহারের পর প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। ফলস্ রিভার হইতে সার্পেনটাইন পেনিনসুলার শেষ (রেপ্টাইলেণ্ড) পর্যন্ত বার মাইল পথ। পরিষ্কার সমান জমি হইলে এই পথটুকু যাইতে চার ঘণ্টা লাগিত। কিন্তু এখন গাছপালা কাটিয়া পথ করিয়া ফিরিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং দ্বিগুণ সময়ের দরকার।

সম্প্রতি কোন জাহাজডুবি হইয়াছে, এরূপ কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। স্পিলেট্ বলিলেন—'চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়নি বলেই যে জাহাজডুবি হয়নি, এ ধারণা ভুল। চিহ্ন হয়ত সমুদ্রের জলে ভেসে গিয়েছে।' স্পিলেট ঠিক কথাই বলিয়াছেন। শূকরের পেটে বন্দুকের গুলির কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, মাস তিনেকের মধ্যে লিঙ্কন দ্বীপে কেহ না কেহ বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

বেলা পাঁচটা বাজিতে চলিল, তখনও দুই মাইল পথ বাকি আছে। সুতরাং গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া আবার ক্যানোর কাছে ফিরিয়া আসা অসম্ভব। রেপ্টাইলেণ্ডেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য আছে। প্রায় সাতটার সময় যাত্রীদল রেপ্টাইলেণ্ডে পৌঁছিলেন। এখানে সমুদ্র-তীরের বনের শেষ। তারপর হইতে কেবল বালি ও পাহাড়, পর্বত। হয়ত বা এখানে জাহাজডুবির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাত্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট একটা ভাল জায়গা খুঁজিতে বাহির হইল। বনের প্রান্তে একটা বাঁশের ঝাড় দেখিতে পাইয়া হারবার্ট মহা উল্লাসে বলিল—'ভালই হলো, এই বাঁশে অনেক কাজ দেবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'বাঁশে আবার কি কাজ দেয়?'

হারবার্ট বলিল—'বাঁশের পাতলা চটা বানিয়ে সুন্দর বাস্কেট তৈরি করা যায়। বাঁশের ফাঁপা চোঙা দিয়ে জলের পাইপ করা

খায়। বাড়ি-ঘর তৈরি করতে বাঁশ খুব কাজে লাগে। বেশ হালকা মজবুত আর তাতে সহজে পোকা ধরে না। আর শুনেছি, ভারতবর্ষে নাকি এই বাঁশের নরম কুঁড়ি খায়—আমাদের দেশে যেমন অ্যাসপারেগাস্ খায়, তেমনি বাঁশের কোঁড়ও খেতে খুব চমৎকার।

রাত্রের বাসস্থান বেশীক্ষণ খুঁজিতে হইল না। তীরের পাহাড়ে ঢেউ-এর আঘাতে অনেকগুলি গহ্বরের মত হইয়াছিল। তাহারই একটা বড় রকমের পাহাড় দেখিয়া সবেমাত্র তাঁহারা ঢুকিতে যাইবেন—এমন সময় গহ্বরের ভিতর একটা দারুণ গর্জন শোনা গেল। পেন্‌ক্রফ্‌ট হারবার্ট কে এক টানে পিছনের দিকে একটা বড় পাথরের আড়ালে আনিয়া বলিল—'আমাদের বন্দুকে ছোট গুলি ভরা আছে। গর্জনটা কোন সাংঘাতিক হিংস্র জন্তুর, এই ছোট গুলিতে তার কিছুই হবে না।' ঠিক এই সময় গহ্বরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা জন্তু আসিয়া উপস্থিত। জন্তুটা ক্রমে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চোখ দুইটা আগুনের ভেলার মত জ্বলিতেছে। তখন দেখা গেল, জন্তুটা জাগুয়ার, এবং মনে হইল যেন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাহার এটা প্রথম নয়।

এই সময় স্পিলেট্‌ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারবার্ট ভাবিল, তিনি হয়ত জাগুয়ারটাকে দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া যেই হারবার্ট তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনি তিনি হাত তুলিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন। পরমুহূর্তে স্পিলেটের বন্দুকের গুলি জাগুয়ারের চক্ষু দুইটির মধ্যখানে গিয়া লাগিল। জাগুয়ারটা সবেমাত্র লাফ দিবার আয়োজন করিয়াছিল, এমন সময় স্পিলেটের গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া তখনই মরিয়া গেল।

ততক্ষণে হার্ডিং, নেব, সকলেই আসিয়া উপস্থিত। চমৎকার জন্তুটি, ইহার চামড়া গ্র্যানিট হাউসে লইয়া যাইতে হইবে।

স্পিলেট্ বলিলেন—'আপদ দূর হয়েছে, এখন আমরা নিরাপদে এই গহ্বরে রাতটা কাটাতে পারব।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বাইরে থেকে অন্য জাগুয়ার যদি এসে হাজির হয়?' ইহার ব্যবস্থাও স্থির করা হইল। গহ্বরের মুখে প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি জ্বালিয়া রাখিলেই বাহির হইতে কোন জন্তুর আক্রমণের ভয় থাকিবে না।

জাগুয়ারের দেহটা গহ্বরের ভিতর লইয়া নেব্ সেটার চামড়া ছাড়াইতে লাগিয়া গেল। অন্যেরা রাশি রাশি শুক্‌নো কাঠ আনিয়া গহ্বরের মুখে জড় করিলেন। হার্ডিং কতকগুলো শুক্‌নো বাঁশের টুকরো কাটিয়া সেই কাঠের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থার পর সকলে গহ্বরের ভিতর গেলেন। গহ্বরের মেঝেতে দেখা গেল, রাশি রাশি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে—সেই সকল হাড় জাগুয়ার বাবাজীর দৈনিক আহারের উচ্ছিষ্ট।

সকলেই বন্দুকে গুলি ভরিয়া লইল, রাত্রে যদি কোন জন্তু আক্রমণ করিতে আসে? আহারাদি শেষ হইলে, কাঠের স্তূপে আগুন ধরাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। ক্রমে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাঁশের গাঁইট ভীষণ শব্দে ফুটিয়া উঠিতেছে—সে শব্দ শুনিলে মহা হিংস্র জন্তুও ভয়ে পলায়ন করিবে।

এইরূপে বাঁশ ফুটাইয়া বন্যপশুকে ভয় দেখাইবার কায়দাটি হার্ডিংই প্রথম বুদ্ধি করিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা নহে। মার্কো-পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে, মধ্য এশিয়ার তাতারেরা এইরূপ বাঁশ ফুটাইয়া তাহাদের তাঁবু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

॥ অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

ক্যাকয়ারের গহ্বরে আরামে ঘুমাইয়া যাত্রীদল রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সমুদ্রতীরে গিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুই দেখা গেল না। হার্ডিং টেলিস্কোপ লইয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। এখন প্রশ্ন হইল—দ্বীপের দক্ষিণ দিক কখনও দেখা হয় নাই, সে কাজটি কি এখনই আরম্ভ করা হইবে?

গিডিয়ন স্পিলেট্ তখনই দক্ষিণ তীর অনুসন্ধান করিবার পক্ষে মত দিলেন। স্থানটি গ্র্যানিট হাউস হইতে চল্লিশ মাইল দূরে, কিন্তু তাহা হইলেও কাজটি এ যাত্রায়ই শেষ করিতে হইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা বেশ কথা, কিন্তু আমাদের নৌকাটার কি ব্যবস্থা হবে?'

স্পিলেট্ বলিলেন—'সেটা ত মার্সি নদীর উৎপত্তিস্থানে একদিন যাবৎ আছেই, না হয় একদিনের জায়গায় দুই দিনই রইল। দ্বীপে ত আর চোরের ভয় নেই?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলেও কচ্ছপের ব্যাপারটার কথা যখন মনে পড়ে তখন ভরসাও বড় হয় না।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'কচ্ছপটাকে ত সমুদ্র উল্টে দিয়েছিল।'

হার্ডিং বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—'সমুদ্র উল্টে দিয়েছিল না কি, তা কে বলতে পারে?'

নেব বলিল—'আমরা যদি সমুদ্রতীর ধরে ক্ল-কেপে যাবার চেষ্টা করি, তাহলে পথে যে মার্সি নদী পড়বে, সেটা পার হবো কী করে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'গোটা কয়েক গাছের গোড়া জলে ভাসিয়ে দিলেই পার হওয়া যাবে। সে কাজের ভার আমার উপরেই রইল, তার জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের সঙ্গে খাদ্য যথেষ্ট আছে,

তাছাড়া পথেও শিকারের অভাব হবে না। সুতরাং এখনই রওনা হওয়া যাক।'

ক্ল-কেপ হইয়া গ্র্যানিট হাউসে ফিরিতে হইলে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। আর দেরি করিলে চলিবে না। ইহাতেও গ্র্যানিট হাউসে পৌঁছিতে রাত্রি হইবে।

সকাল ছয়টার সময় যাত্রীদল রওনা হইলেন। বন্দুকে গুলি পুরিয়া লওয়া হইল। টপ্ সকলের আগে। চলিতে চলিতে সে বনে ঢুকিয়া ছুটাছুটি না করিয়া ছাড়িল না।

উপদ্বীপের শেষ ভাগ হইতে সমুদ্রতীর গোল হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত চলিয়াছে। এই স্থানটি দেখিতে দেখিতে যাত্রীদল পার হইলেন। সম্প্রতি এখানে কোন মানুষ যে তীরে আসিয়াছে তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এখানে দেখছি শুধু খাড়া পাথর আর বালির পাড়। আমার মনে হয়—এখানে কোন জাহাজ এলে তার আর রক্ষা থাকবে না।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'জাহাজ এসে মারা গেলেও তার কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যাবে ত?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'চিহ্ন থাকলেও ওই পাহাড়ের আর বালির মধ্যে তা পাওয়া যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, বালিতে যা পড়বে, দেখতে দেখতে সব চাপা পড়ে যাবে। খুব বড় জাহাজের মাস্তুলটাও এই বালিতে অল্প দিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।'

বেলা একটার সময় যাত্রীদল কুড়ি মাইল পথ চলিয়া ওয়াশিংটন উপসাগরের অন্য পাড়ে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হইল।

আহার এবং বিশ্রামে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া সকলে আবার রওনা দিলেন। বিকালে প্রায় তিনটার সময় তাঁহারা একটা নির্জন জলাশয়ের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি একটা

স্বাভাবিক বন্দরের মত, সমুদ্র হইতে এটি দেখা যায় না। একটা খালের মত সমুদ্র হইতে আসিয়া এই জলাশয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। স্পিলেটের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল, এই বন্দরের ধারে বিশ্রাম ও জলযোগ করিতে হইবে। আয়োজন প্রচুর ছিল। এই জলযোগের পর একেবারে গ্র্যানিট হাউসে না পৌঁছান পর্যন্ত আর আহারের প্রয়োজন হইবে না।

এই স্থানটি সমুদ্র হইতে ৫০।৬০ ফুট উঁচু। এই উঁচু জায়গাটি হইতে অনেকদূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। হার্ডিং টেলিস্কোপ লইয়া বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কোন জাহাজ কিংবা জাহাজডুবির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

স্পিলেট্ বলিলেন—'আর কি! লিঙ্কন দ্বীপে এখন আমাদের পূর্ণ অধিকার, কোন দাবী দাওয়া করবার লোক আর কেউ আসবে না।'

হারবার্ট বলিল—'কিন্তু বন্দুকের গুলি! সেটা ত আর কাল্পনিক নয়।'

গুলির কথা পেনক্রফট কিছুতে ভুলিতে পারে নাই, সেটায় তাহার দাঁত ভাঙিয়াছে। সুতরাং হারবার্টের কথার উত্তরে বলিল—'পোড়া কপাল! বন্দুকের গুলি কাল্পনিক হতে যাবে কেন?'

স্পিলেট বলিলেন—'তাহলে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে?'

হার্ডিং বলিলেন—'এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মাস তিনেক আগে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একটা জাহাজ এখানে এসেছিল।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তাহলে কি সে জাহাজটা কোন চিহ্ন না রেখে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে?'

'না স্পিলেট, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে কোন মানুষ এই দ্বীপে এসেছিল এবং এখন আর সে এখানে নাই।'

হারবার্ট বলিল—'তাহলে জাহাজটা আবার চলে গিয়েছে?'

হার্ডিং বলিলেন—'সে রকমই তো মনে হয়।'

এইসব কথাবার্তার পর সকলে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিতে পাওয়া গেল, টপ্‌ ভীষণ চেঁচামেচি করিতেছে। কেন? একটু পরেই কাদা মাখান একটা কাপড়ের টুকরা মুখে করিয়া টপ্‌ বন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নেব্‌ কাপড়ের টুকরাটি হাতে লইয়া দেখিল, খুব মজবুত একটা কাপড়ের টুকরা।

টপ্‌ তবু চীৎকার করিয়া আসা-যাওয়া করিতেছিল। তখন মনে হইল যেন তাহার সঙ্গে বনের দিকে যাইবার জন্য সকলকে ইঙ্গিত করিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এবারে বোধ করি গুলির মীমাংসা করবার জিনিস পাওয়া গেল।'

সকলে টপের পিছনে পিছনে ছুটিলেন—বনের ধারে উঁচু দেবদারু গাছ ছিল, সেই দিকে। অনেক সন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। টপ্‌ কিন্তু তবু চীৎকার করিতেছে, ক্রমে সে একটা উঁচু গাছের দিকে ছুটিয়া গেল।

এমন সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—'আরে খাসা। খাসা! জাহাজডুবির চিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমরা হায়রান হয়েছি। কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি। ঐ দেখ, গাছের ডগায় চিহ্ন ঝুলছে।'

তখন সকলে চাহিয়া দেখিলেন, দেবদারু গাছের ডগায় খুব বড় একটা সাদা কাপড় ঝুলিতেছে। তাহারই একটা টুকরা মাটিতে পড়িয়াছিল এবং সেটাই টপ্‌ মুখে করিয়া আনিয়াছিল।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'এটা ত জাহাজডুবির জিনিস নয়—এটা যে—'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'বুঝতে পেরেছি, এটা হচ্ছে আমাদের সেই বেলুনের অবশিষ্ট অংশ।'

এই বলিয়াই আনন্দে সে লাফাইতে লাগিল। তারপর আবার বলিল—'এখন আর ভাবনা কি। এই বেলুনের কাপড়ে আমাদের

অনেক বছরের পোষাক হবে। মিষ্টার স্পিলেট্, দেখুন, আমাদের লিঙ্কন দ্বীপের গাছে জামার কাপড় জন্মায়!'

পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দের সঙ্গে তখন সকলেই যোগ দিলেন। বাস্তবিক বড় সৌভাগ্যের কথা যে, লিঙ্কন দ্বীপের গাছে বেলুনটা আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দ্বীপবাসিগণ আবার সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

নেব্, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট গাছে চড়িয়া দুই ঘন্টা পরিশ্রমের পর বেলুনটাকে নামাইয়া আনিল। শুধু বেলুনের আবরণটা নয়, তাহার চারিদিকের জালের ছিন্নভিন্ন দড়িগুলি, বেলুনের মুখের চাকাটি এবং লঙ্গরটি, সবশুদ্ধ আনিল। গোটা বেলুনটা আস্ত রহিয়াছে, শুধু তলার দিকে একটা অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বেলুন আস্ত থাকুক বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকুক, তাতে কিছু এসে যাবে না—ভবিষ্যতে এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে হলে বেলুনে চড়ে আর কিছুতেই যাওয়া হবে না, না ক্যাপটেন? যা হোক, এখন বেশ বড় করে নৌকা বানান যাবে, তাতে বেলুনের কাপড় দিয়ে খাসা পাল বানিয়ে নিতে পারব।'

ও সব বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাবে। সম্প্রতি বেলুনটিকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার। এতবড় কাপড় ও দড়ি-দড়ার বোঝা গ্র্যানিট হাউসে বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবু ঝড় হইবার পূর্বেই ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া বেলুনটাকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। সেখানে পাহাড়ের মধ্যে একটা সুন্দর গহ্বর পাওয়া গেল, ঝড়বৃষ্টির সময়ও সেটা নিরাপদ স্থান হইবে। এই গহ্বরে বেলুনটাকে যত্নপূর্বক রাখিয়া বেলা ছয়টার সময় সকলে আবার ক্রু-কেপের পথে চলিলেন। যাইবার পূর্বে ঐ স্থানটির নাম রাখা হইল 'বেলুন বন্দর'।

পথে যাইতে যাইতে নানা বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। যত শীঘ্র সম্ভব মার্সি নদীর উপর একটা পোল বানাইতে হইবে—যাহাতে দ্বীপের দক্ষিণ অংশে ইচ্ছা করিলেই যাওয়া যায়। তারপর

বেলুনটাকে আনিবার জন্য ঠেলাগাড়ি লইয়া যাইতে হইবে—শুধু ক্যানোর সাহায্যে এ কাজ অসম্ভব।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। 'ফ্লোটসাম্ পয়েন্ট' (যেখানে জাহাজডুবির সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল) পৌঁছাইতে একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। সেখান হইতে গ্র্যানিট হাউস আরও চার মাইল পথ। যাত্রীদল মার্সি নদীর তীর ধরিয়া চলিয়া যখন তাহার মুখের কাছে প্রথম বাঁকটায় পৌঁছাইলেন, তখন রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছে। গ্র্যানিট হাউসে পৌঁছিয়া ক্লান্তি দূর করিবার আশায় সকলে ব্যস্ত হইলেন।

গভীর অন্ধকার রাত্রি, এখানে মার্সি নদী পার হইতে হইবে। এখানে নদী প্রায় আশি ফুট চওড়া। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ কুড়াল লইয়া ভেলা বানাইতে লাগিয়া গেল। হার্ডিং ও স্পিলেট নদীর তীরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হারবার্ট তীরে পায়চারি করিতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া নদীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—'ওটা কি ভাসছে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট কাজে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট একটা কি জিনিস ভাসিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে চেঁচাইয়া উঠিল—'নৌকা! ওটা যে আমাদের ক্যানোটা!'

জিনিসটা আরো নিকটে আসিলে দেখা গেল যে তাঁহাদেরই ক্যানোটি বাঁধন-দড়ি ছিঁড়িয়া মার্সি নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উপস্থিত!

লম্বা একটা কাঠের সাহায্যে নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট নৌকাটিকে তীরে ভিড়াইল। তখন হার্ডিং দেখিলেন, ক্যানোর বাঁধন-দড়িটি যেন পাথরে ঘষা খাইয়া কাটিয়া গিয়াছে।

স্পিলেট মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—'হার্ডিং, এটা কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!'

হার্ডিং গম্ভীরভাবে বলিলেন—'সেটা আর বলতে! খুবই অদ্ভুত ঘটনা।'

যাত্রীদল ভূত-প্রেতের কথা বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় মানিয়া লইতেন যে ইহা একটি ভৌতিক ঘটনা। যাহা হউক, সেই 'অপদেবতাটি' যে দ্বীপবাসিগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই সব কাজ করিতেছেন সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ক্যানোতে চড়িয়া সকলে মার্সী নদীর মুখে আসিলে নৌকাটিকে তুলিয়া চিম্নীর ধারে সমুদ্রতীরে রাখা হইল। সকলে গ্র্যানিট হাউসের সিঁড়ির দিকে চলিলেন।

এই সময়ে টপ ভারি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নেব্ অন্ধকারে সিঁড়ির সন্ধান করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিল—'কি সর্বনাশ! সিঁড়ি ত নাই।'

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

সাইরাস হার্ডিং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুখে কথাটি নাই। সঙ্গীরা অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে হাতড়াইতে লাগিল—যদি বা বাতাসে সিঁড়িটাকে সরাইয়া ফেলিয়া থাকে। বাতাস সিঁড়িটাকে মাটিতেও ফেলিয়া দিতে পারে ত? সেজন্য মাটিতেও সন্ধান করা হইল। কিন্তু কোথায় সিঁড়ি? সেটা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বাতাসের ঝাপটায় সিঁড়িটা যদি মধ্যপথে রোয়াকের উপর উঠিয়া থাকে? কিন্তু অন্ধকারে সেটা জানিবার উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'লিঙ্কন দ্বীপে একি অদ্ভুত ঘটনা সব হতে আরম্ভ করেছে, এ যে আক্কেল গুড়ুম করে দিল!'

স্পিলেট বলিলেন—'এটাকে আর অদ্ভুত ঘটনা বলছ কেন? আমাদের অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ এসে গ্র্যানিট হাউস দখল করে সিঁড়িটা টেনে উপরে তুলে নিয়েছে। ব্যস্! জলবৎ তরলম্। এর মধ্যে আর অদ্ভুতটা কি আছে?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'অন্ত কেউ ব্যক্তিটি কে ?'

স্পিলেট বলিলেন—'শূয়রকে যে গুলি করেছিল, সে। তা না হলে আর কে হবে ?'

এই কথার পর পেনক্রফ্‌ট গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—'এই, কে আমাদের বাড়ীতে এসে চোরের মত ঢুকেছ—উত্তর দাও।'

সে ক্রমাগতই এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—কেহই উত্তর দিল না। কিন্তু যেন একবার মনে হইল চাপা গলায় গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে কে হাসিল !

এরূপ ঘটনা ঘটিলে কাহার বুদ্ধি ঠিক থাকে ? যাত্রীদল এই দ্বীপে সাতমাস যাবৎ বাস করিতেছেন, তাহার মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আর হয় নাই। সকলে গ্র্যানিট হাউসের নিচেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন কি কর্তব্য ? কর্তব্য স্থির করা সহজ নয়।

যাহা হউক, অনেক চিন্তার পর হার্ডিং বলিলেন—'আমার মতে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই। সকাল বেলা ভাল করে দেখে শুনে যা উচিত মনে হয় করা যাবে। এখন চল, চিমনীতে যাই। খাওয়া-দাওয়া না হোক রাতটা আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারব।'

হার্ডিংএর পরামর্শমত কাজ করাই স্থির হইল। টপকে গ্র্যানিট হাউসের নিচে প্রহরী রাখিয়া সকলে চিমনীতে গেলেন। কিন্তু সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইয়াছিল বলিলে সত্য কথা হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইলেই এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ বাহির করিতে হইবে, এই ভাবনা কাহাকেও ঘুমাইতে দিল না। গ্র্যানিট হাউস শুধু বাসস্থান নয়, সেখানেই যাত্রীদের সর্বস্ব,—খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, গুলিবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, সমস্তই সেখানে রহিয়াছে। কোথাকার কে-না-কে আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবে, এটা বড় গুরুতর বিষয়। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাবনার কারণ আর কিছু হইতে পারে না। ঘুম ত কাহারও চক্ষে আসিল না, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে এক-একজন উঠিয়া গিয়া

দেখিয়া আসিতে লাগিলেন, টপ্ ভাল করিয়া পাহারা দিতেছে কিনা। কেবলমাত্র হার্ডিং তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্যবলে চুপ করিয়া প্রভাতের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যধিক মনের বল থাকা সত্ত্বেও হার্ডিংকে এই ঘটনায় বিচলিত করিল। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চুপিচুপি স্পিলেটের সঙ্গে এই ঘটনাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সমস্তই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার নিকট মস্তক অবনত করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট রাগিয়াই অস্থির—'কেউ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছে। বাছাধনকে একবার ধরতে পারলে মজাটা দেখিয়ে দেব।'

পূর্বাকাশে প্রভাতের আলোক দেখিবামাত্র যাত্রীদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্র্যানিট হাউসের নিচে গিয়া উপস্থিত। গ্র্যানিট হাউসের জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া যাত্রীদল অনুসন্ধান কার্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে সমস্ত তেমনিই বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ীর দরজাটিও বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই বন্ধ দরজা এখন খোলা। কেন? তাহা হইলে নিশ্চই কেহ না কেহ গ্র্যানিট হাউসে ঢুকিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে যাহা দেখা যায় নাই, সূর্যের আলোকে সেসব দেখিতে পাওয়া গেল। সিঁড়ির উপরের অংশটুকু ঠিক পূর্বের মতই ঝুলিতেছে, কিন্তু মধ্যপথের রোয়াকের উপর হইতে মাটি পর্যন্ত যে অংশটুকু, তাহা টানিয়া রোয়াকের উপর তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যাহারা ঢুকিয়াছে তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হইবার ভয়ে এই কার্যটি করিয়াছে।

সিঁড়ির ঐ অংশটুকু কি করিয়া নামান যায়? হারবার্ট বহু চিন্তার পর এক বুদ্ধি বাহির করিল। তীরের পিছনে সরু লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সেই তীর ছুঁড়িয়া শেষ ধাপের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিবে। তারপর সেই দড়ি টানিয়া সিঁড়ির নিচের অংশ নামাইয়া লইবে।

চিমনী হইতে তীর ধনুক আনিয়া একটা তীরের সহিত হারবার্ট সরু দড়ি বাঁধিল। তারপর অব্যর্থ সন্ধানে সেই তীর একটা ধাপের

ভিতর দিয়া গলাইয়া দিল। হার্ডিং, স্পিলেট, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ পিছনে সরিয়া গেলেন, জানালায় আসিয়া কেহ উঁকি মারে কিনা দেখিবার জন্য।

স্পিলেট দরজা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক প্রস্তুত রাখিলেন।

ইহার পর হারবার্ট দড়ি ধরিয়া সবেমাত্র টান দিয়াছে, অমনি বিদ্যুৎবেগে একখানি হাত দরজা দিয়া বাহির হইল, এবং চক্ষের নিমেষে টান দিয়া সিঁড়িটাকে গ্র্যানিট হাউসের ভিতর লইয়া গেল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—'হতভাগা পাজি! একটা গুলি যখন বসাব তখন মজাটা টের পাবে।'

নেব বলিল—'কাকে বলছ? ওটা কার হাত?'

'কার হাত দেখতে পেলে না? ওটাত বাঁদরের হাত! ওরাং ওটাং, বেবুন, গরিলা—এর কোন্‌টা তা বলতে পারব না, কিন্তু এটা যে বাঁদরের হাত সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। আমাদের অনুপস্থিতিতে বাঁদর এসে গ্র্যানিট হাউসে ঢুকেছে!'

পেন্‌ক্রফ্‌টের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটা বানর তখনই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে। সেই মুহূর্তেই পেন্‌ক্রফ্‌টও একটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িয়া দিল। দুইটা বানর পলায়ন করিল, কিন্তু একটা গুলি খাইয়া নিচে পড়িয়া গেল। বেশ বড় সাইজের বানর, সেটাকে দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'ওরাং ওটাং।'

স্পিলেট বলিলেন—'হারবার্ট তুমি। তীরধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাক। আবার জানালায় উঁকি মারলেই তীর চালাবে।'

কিন্তু বানর অত্যন্ত চালাক। একটা গুলি খাইয়াছে, আর কি তাহারা জানালার ধারে আসে? যাহা হউক, হারবার্ট আবার তীরের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িল। তীর সিঁড়ির উপরের অংশের একটা ধাপের মধ্য দিয়া গলিয়া আসিল বটে, কিন্তু টান দিবামাত্র দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। তখন আর উপায় কি?

হার্ডিং বলিলেন—'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। সামান্য কতগুলো বাঁদর, এরা কতক্ষণ আর জ্বালাতন করবে?'

কিন্তু আলাভন নিতান্ত কম সময় ধরিয়া করিল না। ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে একটা নাক, কখনও একটা হাত জানালা দিয়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুলিও চলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—'এক কাজ করা যাক। চল, আমরা লুকিয়ে থাকি। বাঁদরগুলো ভাববে আমরা চলে গিয়েছি, আর তখনই জানালায় উঁকি মারবে। স্পিলেট আর হারবার্ট এই পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক, জানালায় কিছু দেখা গেলেই গুলি করবে।'

স্পিলেট ও হারবার্ট দুইজনেই বন্দুক লইয়া লুকাইয়া রহিলেন। হার্ডিং পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌কে লইয়া বনে শিকার করিতে গেলেন। আধঘণ্টা পরে কতগুলি পায়রা শিকার করিয়া তাঁহারা ফিরিলেন। পায়রার রোস্ট করা হইল। স্পিলেট ও হারবার্ট টপকে পাহারায় রাখিয়া আসিয়া কিছু আহার করিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে আরো দুটি ঘণ্টা কাটিল, তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না।

স্পিলেট নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—'এ যে বড় মুস্কিলের ব্যাপার হল দেখছি। আর এই মুস্কিলের আসান হবারও ত উপায় দেখছি না।'

তখন হার্ডিং বলিলেন—'চল, পুরানো পথটা দিয়া গহ্বরে ঢুকবার চেষ্টা করি।'

বাস্তবিক গ্র্যানিট হাউসে ঢুকিয়া বানরগুলিকে তাড়াইতে হইলে লেকের পাশের সেই পুরাতন পথ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গ্র্যানিট হাউসে যাওয়া যাইবে না। পথের মুখটা অবশ্য সিমেন্ট দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেটাকে খুলিয়া লইতে হইবে।

তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। যাত্রীদল টপকে পাহারায় রাখিয়া কুড়াল, কোদাল প্রভৃতি লইয়া রওনা হইলেন। মার্সি নদীর বাঁ পাড় ধরিয়া প্রসপেক্ট হাইটে উঠিতে হইবে। তাঁহারা সবেমাত্র হাত পঞ্চাশ গিয়াছেন, এমন সময় টপ ভীষণ ডাকিয়া

উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া চলিলেন। গ্র্যানিট হাউসের নিকট আসিয়া দেখিলেন, অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় পাইয়া বানরের দল পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যস্ততার দরুণ তাহারা সিঁড়িটার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে, নতুবা সিঁড়ি নামাইয়া দিয়া সহজেই সেই পথে পলায়ন করিতে পারিত।

তাহা না করিয়া বানরগুলি এ-জানালা হইতে সে-জানালায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং উঁকি মারিতে লাগিল। এদিকে যাত্রীদল সুযোগ বুঝিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকটা বানর দারুণ চিৎকার করিয়া গ্র্যানিট হাউসের ভিতরেই পড়িল, কয়েকটা গুলি খাইয়া নিচে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মনে হইল যেন আর একটা বানরও গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে জীবিত নাই।

এই সময়ে যাত্রীদল দেখিলেন, সিঁড়িটা রোয়াকের উপর দিয়া পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিলেন—'বাঃ, এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার?'

হার্ডিং বলিলেন—'সত্যি পেন্‌ক্রফ্‌ট, সিঁড়িটা কে ফেলে দিল?'

এই কথা বলিয়াই হার্ডিং সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। অন্যেরাও তাঁহার পিছনে চলিল। ঘরের মেঝেতে নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। ঘরের মধ্যে কেহই নাই, ভাঁড়ার ঘরেও নাই। ভাঁড়ার ঘরটি তেমনি আছে, বানরদল সেটির কোন জিনিসে হাত দেয় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট তখন বলিল—'কে সে ভদ্রলোক, দয়া করে সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছিলেন?'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক চিৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ওরাং ওটাং এবং তাহার পিছনে পিছনে নেব আসিয়া ঘরে উপস্থিত হইল। ওরাং ওটাং প্যালেসের মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

পেন্‌ক্রফ্‌টের হাতে ছিল কুড়াল। কুড়ালের আঘাতে সে ওর‍্যাংটাকে মারিতে যাইবে, এমন সময় হার্ডিং বাধা দিয়া বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, ওটাকে মেরো না। আমার বিশ্বাস, এই ওর‍্যাংটাই সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছিল। তখন সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টার পর, ওর‍্যাংটাকে মাটিতে ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

ঘেঁৎ শব্দ করিয়া সম্মতি জানাইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এখন এটাকে কি করা যাবে ?'

হারবার্ট বলিল—'এটাকে আমাদের চাকর করব।' হারবার্ট এ-কথা তামাসা করিয়া বলে নাই। সে জানিত, ওরাং ওটাং অতি বুদ্ধিমান জন্তু। ইহার দ্বারা অনেক কাজ করান যাইবে। যাত্রীদল ওরাংটার নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ওরাং গরিলার মত রাগীও নয়, আবার বেবুনের মত বোকাও নয়। তাহাদের বুদ্ধি প্রায় মানুষের মত। অনেক পরিবারে ওরাং ওটাংকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, টেবল্‌-বয়ের কাজ করা—এমন কি চাকরদের সঙ্গে মিলিয়া মদ্যপান করিতে পর্যন্ত দেখা গিয়াছে।

ওরাং ওটাংটা প্রকাণ্ড বড়—প্রায় ছয় ফুট লম্বা। বুকটি বিশাল চওড়া, শরীরটা দেখিলে মনে হয় অসাধারণ বলবান।

নেব্‌ সাইরাস্‌ হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—'এটাকে কি সত্যি চাকর করা হবে ?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ নেব্‌। কিন্তু দেখো, যেন একে হিংসা করো না !'

পেন্‌ক্রফ্‌ট ওরাংটার নিকটে গিয়া বলিল—'কিরে, আমাদের কাছে থাকবি ? ক্যাপটেনের কাছে চাকরি করবি ?'

একটি 'ঘোৎ'—মত শব্দ করিয়া ওরাং তাহার সম্মতি জানাইল।

তখন পেন্‌ক্রফ্‌টের অনুরোধে ওরাংটার নাম রাখা হইল 'জাপ'।

এইরূপে মাস্টার জাপ গ্র্যানিট হাউসের দলভুক্ত হইল।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

গ্র্যানিট হাউস আবার দ্বীপবাসিগণের অধিকারে আসিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে ভীত হইয়া বানরের দল পলায়ন করিয়াছিল। ভয়ের কারণটি কি এবং সেটা কোন্ দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই—ব্যাপারটি ভারি অদ্ভুত। যাহা হউক, হঠাৎ ভয় পাওয়াটাই বানরগণের পলায়নের একমাত্র কারণ বলিয়া দ্বীপবাসিগণ মনে করিয়া লইলেন।

দিনের বেলায় বানরগুলির মৃতদেহ বনে লইয়া গিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হইল। তারপর সকলে মিলিয়া গ্র্যানিট হাউসের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন। বানরেরা কোন জিনিস নষ্ট করে নাই, শুধু উলোট-পালট করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। নেব্ স্টোভ জ্বালিয়া রান্না করিলে সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারের সময় জাপও বাদ পড়িল না। পেনক্রফ্‌ট তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল। পায়ের বাঁধন আরো বশ মানিলে পরে খুলিয়া দেওয়া হইবে।

আহারের পর সাইরাস হার্ডিং সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সর্বাপেক্ষা জরুরি কাজটি হইল, মার্সি নদীর উপরে একটা পোল বানান। এই কাজটি শেষ হইলে নদীর অপর পাড়ে দ্বীপের দক্ষিণভাগে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় জরুরি কাজটি হইল, মার্সি নদীর অপর পাড়ে মুস্‌মন এবং অন্য যেসব লোমওয়ালা জন্তু ধরা হইবে, তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটি জায়গা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়া প্রস্তুত করা।

দ্বীপবাসিগণের পোষাকের ব্যবস্থা না করিলেই চলিবে না। উপরোক্ত দুইটি কাজ শেষ হইলেই পোষাকের ভাবনা দূর হয়। পোলটি প্রস্তুত হইবামাত্র, বেলুনটিকে গ্র্যানিট হাউসে আনিতে

পারিলেই সাধারণ কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা হইবে। তারপর খোঁয়াড়ের লোমওয়ালা জন্তুর পশম দিয়া শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা হইবে।

হার্ডিংএর ইচ্ছা খোঁয়াড়টাকে রেডক্রীকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে কোথাও প্রস্তুত করা হয়। সেখানে প্রচুর ঘাস, জন্তুগুলির কষ্ট হইবে না। প্রসপেক্ট হাইট হইতে সেখানে যাইবার একটা পথও হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেখানে গাড়ি লইয়া যাওয়া মুস্কিল হইবে না, হয়ত বা গাড়ি টানিবার উপযুক্ত কোন জন্তুও ধরিতে পারা যাইবে। পাখি রাখিবার স্থানটি গ্র্যানিট হাউসের নিকট হইলেই ভাল, নেব্ ইচ্ছা করিলেই রান্নার সময়ে সহজে পাখি ধরিয়া আনিতে পারিবে। গ্র্যানিট হাউসে যাইবার পুরাতন পথটির মুখের কাছে লেকের কিনারায় সে স্থান প্রস্তুত করা ঠিক হইল।

পরদিন ৩রা নভেম্বর দ্বীপবাসিগণ হাতুড়ি, বাটালি, কুড়াল করাত্ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি লইয়া মার্সি নদীর তীরে গেলেন ; সর্বপ্রথমে পোল প্রস্তুত করিতে হইবে। যাইবার পূর্বে পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল —'আচ্ছা আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে মাস্টার জাপ যদি সিঁড়িটা উপরে টেনে তুলে ফেলে ?'

তখন হার্ডিংএর কথায় সিঁড়ির নিচের ধাপটা মাটিতে খোঁটা পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

সকলে মার্সি নদীর বাঁ পাড় ধরিয়া নদীর একটা বাঁকের কাছে আসিলেন। এই স্থানটি পোল বানাইবার পক্ষে উপযুক্ত বোধ হইল। এখান হইতে বেলুন বন্দর প্রায় সাড়ে তিন মাইল। বেলুন বন্দর পর্যন্ত গাড়ি চলিবার উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করা মুস্কিল হইবে না। এই পথ প্রস্তুত হইলে গ্র্যানিট হাউস হইতে দ্বীপের দক্ষিণভাগে যাতায়াত করার খুবই সুবিধা হইবে।

গ্র্যানিট হাউস, চিমনী, পাখির বাড়ী এবং চাষের জন্য উপত্যকার উপরের যে অংশটিকে ব্যবহার করা হইবে, এইসব স্থানগুলিকে জন্তুর উপদ্রব হইতে নিরাপদ করা দরকার। প্রেটোর তিনদিকেই নদী, ঝরণা প্রভৃতি কোন না কোন রকম জলের স্বাভাবিক বাধা আছে।

গ্রেটোর পশ্চিম ধারটি মার্সি নদীর একটি বাঁক এবং লেক গ্রান্টের দক্ষিণ বাঁকের মধ্যে। এই জায়গাটা প্রায় এক মাইল। এই পথে নূতন শত্রু গ্রেটোতে আসিতে পারে।

এই পথটি বন্ধ করা খুবই সহজ—মার্সি নদী ও লেকগ্রান্টের মধ্যখানে চওড়া খাল কাটিয়া দিলেই পথটা বন্ধ হইয়া যাইবে।

হার্ডিং বলিলেন—'তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রসপেক্ট হাইট প্রায় একটা দ্বীপের মতই হলো। যাতায়াতের পথ হবে মার্সি নদীর পোলটা, পূর্বপ্রপাতের উপরে ও নিচে যে দুটি পোল বসান হয়েছে সে দুটি এবং যে খাল কাটা হবে, তার উপরে যে পোল বানান হবে, সেই পোলটা। এখন এই পোলগুলিকে ইচ্ছামত তুলে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলেই আর প্রসপেক্ট হাইটে কোন শত্রু আসতে পারবে না।'

যন্ত্রপাতির অভাব নাই, কাঠও যথেষ্ট আছে, তার উপর এঞ্জিনিয়ার স্বয়ং সাইরাস্ হার্ডিং। সকলে মিলিয়া পোল বানাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন। আকাশ পরিষ্কার উজ্জ্বল। সকলে কার্য-স্থলেই আহারাদি করিতেন, কেবল রাত্রে শুইতে যাইতেন গ্র্যানিট হাউসে।

মাস্টার জাপ ক্রমেই বশ মানিতেছে। সে তাহার নূতন মনিবদের কাজকর্ম সমস্তই খুব মনোযোগের সহিত দেখে—যেন সমস্তই বুঝিয়া লইবার ইচ্ছাটা তাহার মনে প্রবল। টপের সঙ্গে সব সময়েই খেলা করে, দুইজনে খুব ভাব হইয়াছে। যাহা হউক, তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল না। গ্রেটোতে আসিবার পথগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করা হইলে পর তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

নভেম্বর মাসের ২০ তারিখে পোলের কাজ শেষ হইল। পোলের মধ্যখানের প্রায় কুড়ি ফুট অংশটি ইচ্ছামত তুলিয়া ও নামাইয়া রাখা যায়। সুতরাং ওপারের জন্য এপারে আসাটা আবশ্যক মত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারা যাইবে। এখন সকলের চিন্তা হইল যত

শীঘ্র সম্ভব বেলুনের কেস্‌টি আনিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা। এ কাজের জন্য বেলুন বন্দরে গাড়ি লইয়া যাওয়া দরকার এবং গাড়ির জন্য, ঝোপ-জঙ্গল ভাঙিয়া একটা প্রশস্ত পথ করাও প্রয়োজন। এই কাজে অনেক সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট গিয়া দেখিয়া আসিল যে সেই গহ্বরে বেলুনটা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। সুতরাং স্থির হইল, উপস্থিত প্রসপেক্ট হাইটের কাজকর্মই চলিতে থাকিবে।

প্রসপেক্ট হাইটে জমি প্রস্তুতও করিতে হইবে শাক-সব্‌জি এবং শস্য বপন করিবার জন্য। যথা সময়ে জমি প্রস্তুত হইল। জমির চারিদিকে মজবুত, উঁচু ডগা-চোঁখা কাঠ দিয়া বেড়া দেওয়া হইল। এই বেড়া পার হইয়া আসিয়া কোন জন্তু জমির শস্য নষ্ট করিতে পারিবে না। পাখির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্ষেতের মধ্যে সুন্দর কাকতাড়ুয়া বানাইয়া দিল, এগুলি দেখিলেই পাখি ভয়ে পলায়ন করিবে।

২১শে নভেম্বর সাইরাস হার্ডিং মার্সি নদী এবং লেক গ্রান্টের মধ্যখানে খাল কাটিবার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এখানের জমিতে উপরে ৩।৪ ফুট মাটি ও তার নিচে শক্ত গ্র্যানিট, সুতরাং ঐ স্থানের মাটি উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না।

হার্ডিং আবার নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুত করিলেন। তাহার সাহায্যে মাটি উড়াইয়া দিয়া পনের দিনের মধ্যেই বারো ফুট চওড়া এবং ছয় ফুট গভীর খাল কাটা হইল। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেল। এখন প্রসপেক্ট হাইটের চারিদিকেই জল, বাহিরের কোনরকম অত্যাচার উপদ্রবের আর কোন আশঙ্কা নাই।

ডিসেম্বর মাসে গরম পড়িল ভীষণ। এই গরমের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ কাজ বন্ধ করিলেন না। তাঁহারা পাখির বাড়ী প্রস্তুত করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, প্লেটো নিরাপদ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপ তাহার পূর্ণ

স্বাধীনতা পাইয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়া সে পলায়নের চেষ্টা করিল না, সে ইচ্ছাও তাহার দেখা গেল না। জাপ খুব বলবান, চটপটে, কিন্তু তবুও খুব শান্তশিষ্ট। ইতিমধ্যেই সে কাঠের বোঝা, পাথরের বোঝা বহিয়া আনিতে শিখিয়াছে।

পাখির বাড়ীটা হইল গ্র্যান্ট লেকের দক্ষিণ-পূর্বতীরে। তাহার চারিদিকে কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা হইল। ভিন্ন ভিন্ন পাখির জন্ত ডালপালায় তৈরি ছোট ছোট ঘর, ঘরগুলির মধ্যে পার্টিশন দেওয়া। এই বাড়ীর প্রথম অধিবাসী হইল দুইটি 'টিনামু' পাখি। অল্পদিনের মধ্যেই কতগুলি ছানা হইয়া ইহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইল। তারপর আসিল ছয়টি হাঁস। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া লেকের তীরে চড়িয়া বেড়াইত। পেলিকান, মাছরাঙা, জলমোরগ ইহারা নিজেরাই পাখির বাড়ীর নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে দিনকতক ঝগড়া-ঝাঁটির পর, পাখির বাড়ার অধিবাসীদিগের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহারাও সেখানেই বাস করিল।

সাইরাস্ হার্ডিং এক কোণে পায়রার খোপ বানাইয়া দিলেন। সেখানে প্রতিদিন দলে দলে পাহাড়ে কবুতর আসিতে লাগিল। পায়রাগুলি দিনের বেলায় চড়িয়া বেড়াইত এবং রাত্রে এই নূতন বাড়ীটিতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিত। ক্রমে তাহারা ঠিক পোষা পায়রার মত হইয়া গেল।

এখন বেলুনের কেস্‌টিকে আনিয়া তাহার কাপড় কাটিয়া সকলের জন্ত পোষাক প্রস্তুত করিতে হইবে। টানা গাড়িটা ছিল বেজায় ভারি, সেটাকে অনেকটা হালকা করা হইল। গাড়ি টানিবার একটা ব্যবস্থা হইলে খুবই ভাল হয়। দ্বীপে ঘোড়া, গরু কিম্বা গাধা জাতীয় কোন জন্ত পাওয়া গেলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু এসব জন্ত কি লিঙ্কন দ্বীপে আছে?

একদিন, সেটা ছিল ২৩ ডিসেম্বর, হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল, নেব্ এবং টপ্ দুইজনে চেঁচামেচি করিতেছে। তখন অন্ত সকলে চিমনীতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন যে

সুন্দর এবং বড় সাইজের দুটি জন্তু পোল খোলা পাইয়া প্রেটোতে আসিয়া ঢুকিয়াছে। জন্তু দুটি দেখিতে ঘোড়ার মতও বটে, আবার কতকটা গাধারও মত। ভারি সুন্দর। ধূসর রঙ, পা-গুলি এবং লেজটা সাদা, মাথায় ও গলায় কালো ডোরাকাটা। বেশ নিশ্চিন্তভাবে তাহারা আসিতে লাগিল, মানুষ দেখিয়া একটুও ভয় পাইল না।

জন্তুগুলিকে দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'এ যে ওনাগা। জেব্রা এবং ওনাগার মিশ্রণ।

নেব্ বলিল—'তার চাইতে বল না কেন গাধা।'

'গাধার মত লম্বা কান নাই ত এগুলির। আর দেখছো না, এদের গড়ন গাধার চেয়ে কত সুন্দর?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'গাধাই বল ঘোড়াই বল, এগুলি যেমন করে হোক ধরতেই হবে।'

এই বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট ঘাসের মধ্য দিয়া গুঁড়ি মারিয়া ক্রীক্ গ্লিসারিনের দিকে চলিল, যেখানে খালটি কাটা হইয়াছে তাহার পোলটির দিকে। এই পোল খোলা পাইয়াই জন্তু দুটি প্রেটোতে ঢুকিয়াছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট চুপি চুপি গিয়া পোল বন্ধ করিয়া দিল। আর কোথায় যাইবে? ওনাগা দুটা প্রেটোতে আটকা পড়িয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইল, জন্তু দুটিকে তাড়াহুড়ো করিয়া ধরিয়া জবরদস্তি করিয়া পোষ মানানটা কি উচিত হইবে? কখনই নয়। স্থির হইল, প্রেটোতে ঘাসের অভাব নাই, দিন কয়েক স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইয়া জন্তু দুটির ভয় ভাঙিয়া যাউক। হার্ডিং পাখির বাড়ীর নিকটেই একটা আস্তাবল বানাইয়া দিলেন, সেটার মধ্যে খাদ্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

ওনাগা দুটি নিশ্চিন্তভাবে চড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ তাহাদিগের নিকট যাইতেন না, পাছে ভয় পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের পলায়নের ইচ্ছা দেখা যাইত। উন্মুক্ত বনে, অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া যাহাদের থাকিবার অভ্যাস, প্রেটোতে হাজার সুখে থাকিলেও তাহাদের তৃপ্তি হইবে কেন? চারিদিকে

ঘুরিয়া দেখিত জায়গাটি জলে ঘেরা, কোন দিকে পলায়ন করিবার পথ নাই। তখন ডাকাডাকি করিয়া ঘাসের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত এবং মধ্যে মধ্যে একদৃষ্টে বনের দিকে চাহিয়া থাকিত।

এদিকে পেন্‌ক্রফ্‌ট গাছের দড়ি পাকাইয়া ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম যথাসম্ভব প্রস্তুত করিল। বেলুন বন্দর পর্যন্ত রাস্তাও তৈরি হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট নানারকমে তোয়াজ করিয়া ক্রমে জন্তু দুইটিকে অনেকটা বাধ্য করিল—হাত হইতে তাহারা খাবার খাইত। কিন্তু তবু তাহাদিগকে গাড়িতে জুতিবার প্রথম চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল। গাড়িতে জুতিবামাত্র সে যা হুড়াহুড়ি লাফালাফি! যাহা হউক, অবশেষে তাহারা বশ মানিল।

একদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট ওনাগা জুতিয়া গাড়ি লইয়া আসিয়া উপস্থিত। তখন সকলে বেলুন বন্দরে রওনা হইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট গাড়িতে চড়িল না। ওনাগা দুটির মাথার কাছে কাছে থাকিয়া হাঁটিয়া চলিল।

পথে দারুণ ঝাঁকানি ভিন্ন আর কোন অসুবিধা হইল না। পথটা ত আর স্টিম রোলার দিয়া প্রস্তুত নয়। পাথুরে পথ, ঝাঁকুনি ত হইবেই। যাহা হউক, বেলুনের আবরণটি বোঝাই করিয়া লইয়া রাত্রি আটটার সময় ওনাগা-টানা গাড়ি নিরাপদে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিল।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহটা বেলুনের আবরণ দিয়া কাপড়-চোপড় বানাইতেই কাটিয়া গেল। ছুঁচ, কাঁচি সেই সিন্দুকের কল্যাণেই ছিল, বেলুনের আবরণে সুতারও অভাব হইল না। স্পিলেট ও হারবার্ট খুঁটিয়া খুঁটিয়া আবরণ হইতে প্রচুর সুতা বাহির করিলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট সেলাই-কার্যের নিকটেও আসিল না। সাধারণতঃ নাবিকেরা সেলাই-কার্যে খুব পটু হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পেন্‌ক্রফ্‌ট এ কাজটি একেবারেই পছন্দ করিত না।

বেলুনের আবরণে বালিশ মাখান থাকে। সোডা ও পটাশের সাহায্যে সেই বালিশ দূর হইয়া ধপধপে মোলায়েম কাপড় হইল। সার্ট, পেন্টালুন, মোজা সমস্তই আবরণের কাপড়ে প্রস্তুত হইল—বিছানার চাদর, রাত্রে গায়ে দিবার চাদর, কিছুই তৈরি হইতে বাকি রহিল না। পেন্‌ক্রফ্‌টের প্রাণপণ চেষ্টায়, সিলের চামড়া দিয়া নূতন জুতাও প্রস্তুত হইল।

১৮৬৬ সালের শুরু হইতেই দারুণ গরম পড়িল। এই গ্রীষ্মেও শিকার বন্ধ হইল না—স্পিলেট ও হারবার্ট র‍্যাগুটি, ক্যাপিবারা প্রভৃতি শিকার করিয়া গ্র্যানিট হাউসের ভাঁড়ার পূর্ণ করিলেন।

প্লেটোর কতক জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে। বাকি জমি পূর্বের ন্যায় ঘাস-জঙ্গলে ঢাকা রাখিয়া দেওয়া হইল—সেখানে ওনাগা চড়িয়া বেড়াইবে।

জাকামার এবং আরও দূরে পশ্চিমভাগের বন হইতে বুনো শাক-সব্‌জি বিস্তর আনিয়া প্লেটোর ক্ষেতে লাগান হইল। শুকনা কাঠ ও কয়লা আনিয়া প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা হইল। এইরূপে বারংবার যাতায়াতে পথের উন্নতি হইল অনেকখানি, আগের মত আর উবড়া খাবড়া রহিল না। খরগোশের আড্ডায় শিকারও পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই আড্ডাটি ছিল নদীর অপর পাড়ে, নতুবা ইহাদিগের উৎপাতে শস্যের ক্ষেত রক্ষা করা অসম্ভব হইত। পেন্‌ক্রফ্‌ট বঁড়শি দিয়া নদীতে এবং লেকে মাছও ধরিত বিস্তর। নেব্‌ তেমনিই নিপুণ পাচক—দ্বীপবাসিগণ প্রতিদিন নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ একটি জিনিসের বড়ই অভাব বোধ করিতেন—সেটি হইল পাঁউরুটি।

ম্যাণ্ডিবল কেপের তীরে অসংখ্য কচ্ছপ থাকিত। ইহারা সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে রাশি রাশি ডিম পাড়িয়া রাখিত। দ্বীপ-বাসিগণ মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া শুধু যে ডিম আনিতেন তাহা নহে, কচ্ছপও ধরিয়া আনিতেন। কচ্ছপের স্যুপ অতি উত্তম খাদ্য, তাহার উপরে আবার নেব্‌ স্যুপের সঙ্গে সুগন্ধ শাক-সবজি মিশাইয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করিত।

বুদ্ধিমান জাপ এখন টেবিল-বয়ের কাজ পাইয়াছে। সে সব সময় রান্নাঘরেই কাটায়, নেব্‌ যাহা করে সে তাহাই নকল করিবার চেষ্টা করে। সে শুধু কথা বলিতে পারে না, তাহা ভিন্ন নেবের ইঙ্গিতে সে না করিতে পারে এমন কাজ খুব কমই আছে। নেব্‌ আশ্চর্য ধৈর্যের সহিত জাপকে কাজ শিখায়, জাপও এমনি বুদ্ধিমান, যে কোন কাজ তাহাকে একবারের বেশি দুইবার দেখাইয়া দিতে হয় না।

একদিন ব্রেকফাস্টের সময় সকলে দেখিলেন, জাপ কোমরে ঝাড়ন বাঁধিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। খাবার সময় জল দেওয়া, বাসন বদলাইয়া দেওয়া, খাদ্যের পাত্র সম্মুখে আনিয়া ধরা—এই সমস্ত কাজ সে ইঙ্গিতমাত্র অতি নিপুণ চাকরের ন্যায় করিয়া গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। আহারের সময়, 'জাপ, একটু ম্যাগুটি-রোস্ট,' 'জাপ, আর একটা প্লেট'—সকলের মুখে এইসব কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না।

জাপ এখন ঠিক পরিবারভুক্ত লোকের মত হইয়া গিয়াছে। সকলের সঙ্গে বনে শিকার করিতে যায়, তাহার হাতেও একটা মোটা লাঠি থাকে। গাছের উঁচু ডালে কোন ফল থাকিলে ইশারা করিবামাত্র সে পাড়িয়া আনে। গাড়ির চাকা মাটিতে বসিয়া গেলে, জাপ চাকায় কাঁধ লাগাইয়া এমনি টান দেয় যে, চক্ষের নিমেষে চাকা উঠিয়া আসে। এই গ্র্যানিট হাউসই জাপের বাড়ী, গ্র্যানিট হাউসের লোকেরাই তাহার সর্বস্ব। পলায়নের ইচ্ছা মুহূর্তের জন্যও তাহার মনে স্থান পায় না।

জানুয়ারির শেষভাগে দ্বীপবাসিগণ দ্বীপের মধ্যভাগের কাজগুলি আরম্ভ করিলেন। পূর্বে স্থির করা হইয়াছিল যে রেডক্রীকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে, ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের নিচে ঘোড়া ও গরু-জাতীয় জন্তু রাখিবার জন্য একটা কোরাল (খোঁয়াড়) প্রস্তুত করিতে হইবে। মুসমনের শরীরের লোম দিয়া শীতের পোষাক তৈরি করা চাই। সুতরাং সকলের আগে খোঁয়াড়ে মুসমনের জন্য জায়গা করা দরকার। প্রতিদিন প্রাতকালে হার্ডিং, স্পিলেট্ এবং হারবার্ট, কখনো বা সকলে মিলিয়া সেই নূতন তৈরি পথটি দিয়া নদীর উৎপত্তি স্থানে যাইতেন। সেই পথের নাম দেওয়া হইল 'কোরাল রোড'। পর্বতের দক্ষিণধারে পিছনের দিকে একটি স্থান ঠিক করিয়া, তাহার চারিদিকে উঁচু বেড়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল। বেড়ার কাঠগুলি মজবুত, ডগাগুলি চোঁখা এবং পোড়াইয়া শক্ত করা হইল। বেড়াটি খুব উঁচু হইল, চটপটে জন্তুও চেষ্টা করিয়া ডিঙাইতে পারিবে না। খোঁয়াড় বেশ বড় করা হইল—প্রায় একশত জন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে পারিবে।

শুধু চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়াই কাজ শেষ হইল না, খোঁয়াড়ের মধ্যে মুসমন, ছাগল প্রভৃতি থাকিবার জন্য ঘর বানাইতে হইল। সুতরাং এই কোরাল শেষ করিতে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বেড়ার সম্মুখের দিকে ঠিক মধ্যখানে একটা দরজা রাখিয়া তাহাতে মজবুত কপাট দেওয়া হইল। মুসমন হরিণের চাইতেও বলবান জন্তু। খোঁয়াড়ে আটকা পড়িলে বেড়া ভাঙিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুতরাং হার্ডিং বেড়াটির খানিক দূরে দূরে আগাগোড়া মজবুত কাঠের ঠেকা দিয়া দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া যেখানে মুসমন, ছাগল প্রভৃতি দল বাঁধিয়া চড়িয়া বেড়াইত, সেইখানে গেলেন। হার্ডিং পেনক্রফ্ট, নেব ও জাপকে লইয়া বনের বিভিন্ন স্থানে প্রহরী রহিলেন। স্পিলেট্ ও হারবার্ট টপকে লইয়া উল্টা দিক হইতে মুসমন

ও গ্রাগলের দলকে একপাকারে তাড়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহাদের কোয়ালের দিকে ভিন্ন আর যাইবার পথ রহিল না।

দলে প্রায় একশত মুসমন ছিল। তাড়া খাইয়া বেশির ভাগই পলায়ন করিল। কোয়ালে ঢুকিল মাত্র ত্রিশটি মুসমন ও দশটি বুনো গ্রাগল। দ্বীপবাসিগণের কাজের পক্ষে অবশ্য ইহাই যথেষ্ট। দেখিতে দেখিতে ইহাদের পরিবার বৃদ্ধি হইবে। তখন শুধু পশম নয়, চামড়ারও কোনও ভাবনা থাকিবে না।

বিকালে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সকলে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিলেন। তাহারা পরদিন সকালে আবার কোয়ালে গেলেন। দেখিলেন যে, কয়েদীদল বেড়া ভাঙিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহাদিগের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

শীত আরম্ভ হইবার পূর্বেই চাষ-বাসের কাজে সকলে মন দিলেন। হারবার্ট যখনই বাহিরে যাইত, বন হইতে দরকারি কোন না কোন শাক-সবজির গাছ অথবা বীজ লইয়া বাড়ী ফিরিত। একদিন এক রকমের বীজ আনিল, যেগুলি জোরে বাটিলে তেল বাহির হয়। হুবহু আলুর মত গাছ আনিল। সেই গাছ এবং আরো নানা রকমের শাক-সবজি প্লেটোর ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। এখানকার মাটি খুব উর্বর। ভবিষ্যতে চাষের ফল ভালই হইবে। গ্রীষ্মের শেষভাগে পাখির বাড়ীতে দুটি বাস্টার্ড (হাঁস) জাতীয় নূতন পাখি আনা হইল, আর আসিল চমৎকার সুন্দর এবং বেশ বড় দুইটি বন-মোরগ। দ্বীপবাসিগণ সকলেই বুদ্ধিমান, সাহসী এবং কার্যক্ষম। তাঁহাদের চেষ্টায় এবং ভগবানের কৃপায় এ পর্যন্ত সমস্ত কাজেই সুফল ফলিয়াছে।

প্রসপেক্ট হাইটের ধারে একটি বারান্দা তৈরি করা হইয়াছিল। নেবের চেষ্টায় লতাপাতার আবরণে বারান্দাটিকে দেখাইত ঠিক একটি কুঞ্জের মত। দৈনিক কাজ-কর্মের পর সকলে মিলিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতেন। সেই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ের

আলোচনা হইত। আমেরিকার সেই যুদ্ধের কথা, নিজেদের অবস্থার কথা, লিঙ্কন দ্বীপের উন্নতির জন্ত ভবিষ্যতে কি কি করিতে হইবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইত। পেনক্রফ্‌ট ও হার্বার্ট অর্ধশূন্ত ও আবোল তাবোল কত কি বলিত। হার্ডিং গম্ভীরভাবে সমস্তই শুনিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। তাঁহার মনে সর্বদা এক চিন্তা ভাসিয়া বেড়াইত। দ্বীপে পরপর কতকগুলি অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, এ পর্যন্ত কোনটারই মীমাংসা করিতে পারা যায় নাই।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহ আরম্ভ হইতেই আকাশে পরিবর্তন দেখা গেল। পূবে হাওয়া, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি সমস্তই আরম্ভ হইল। দ্বীপবাসিগণ গ্র্যানিট হাউসের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। পেনক্রফ্‌টের মনে দারুণ ভাবনা হইল, পাছে এই দুর্যোগে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হয়। বেলুনের আবরণের একটা বড় টুকরা লইয়া তখনই সে ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত হইল। শস্যের সবুজ ডগাগুলি সবেমাত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বেলুনের কাপড় দিয়া সেগুলিকে সে ঢাকিয়া দিল।

আকাশের এই দুর্যোগ এক সপ্তাহ পর্যন্ত সমান ভাবে চলিল। এ সময় সকলে বাহিরের কাজ বন্ধ রাখিয়া ঘরের কাজে মন দিলেন। হাতুড়ী, বাটালি, রেঁদা প্রভৃতির কাজ সারাদিনই চলিত। বেলুনের কাপড়ের তৈরি জামায় বোতাম ছিল না, এঞ্জিনিয়ার হার্ডিং কাঠ কুঁদিয়া সুন্দর বোতাম বানাইলেন। গ্র্যানিট হাউসের পিছনের দিকে রান্না ঘরের নিকটে হাফটার জাপের জন্ত ছোট একটি ঘর করা হইল। ঘরের খাট, বিছানা, আসবাব কিছুই বাদ পড়িল না। জাপ কাহারও

সহিত ঝগড়া করে না, তাহার ব্যবহারে কোনদিন নাই। পেন্‌ক্রফট্‌ সবসময়েই বলে—'নেব্‌, খাসা এসিস্ট্যান্ট হয়েছে তোমার, এমন সচরাচর দেখা যায় না।'

বাস্তবিক জাপ সকল রকমের কাজই শিখিয়াছে। সে সকলের কাপড়-চোপড় কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে, টেবিলের কাজ করে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাঠের বোঝা বহিয়া আনে, উনান ধরায়,—আরও কত কি করে! প্রতিদিন সে একটি কাজ করে, যাহার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট মহাখুশি। রাত্রে শুইবার সময় আগে সে পেন্‌ক্রফ্‌টের গায়ের কাপড়টি বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিয়া তারপর নিজে শুইতে যায়।

লিঙ্কন দ্বীপে আসিয়া অবধি সকলেই বেশ সুস্থ, সবল আছেন। এমন কি পোষা জন্তুগুলি পর্যন্ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট তেজীয়ান। হারবার্ট ইতিমধ্যেই উচ্চে দুই ইঞ্চি বাড়িয়াছে। অবসর পাইলেই হারবার্ট পাঠে মন দেয়। হার্ডিংএর সঙ্গে বিজ্ঞান এবং স্পিলেটের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঝড়বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু আকাশ তবু পরিষ্কার হইল না। কুয়াশা লাগিয়াই রহিল, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়িত।

এই সময়ে ওনাগার একটি বাচ্চা হইল। কোরালে মুরগির পরিবারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছাগলেরও বাচ্চা হইয়াছে। কোরালের নিকট যাইবামাত্র তাহাদিগের 'ভ্যা-ভ্যা' রব শুনিতে পাওয়া যায়।

শিকারি পাখিদের জন্য পাখির খাঁচার কাছে একটা খোঁয়াড় তৈরি করা হইয়াছিল, সেখানে শিকারি পরিবার দিনদিন বাড়িতে লাগিল। শিকারিদের খাবার যোগাড়ের ভার ছিল মাস্টার জাপের উপর। [illegible] খুশির সঙ্গে সে কার্য করিত। মধ্যে মধ্যে সে শিকারির হাতাহাতির খেলা দেখিয়া একটু আমোদ করিতে ছাড়িত না। এই সময়ে একদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট সাইরাস্‌ হার্ডিংকে বলিলেন—

'ক্যাপ্টেন, আপনি যে বলেছিলেন একটা কল তৈরি করবেন, সিঁড়ির বদলে সেটায় চড়ে গ্র্যানিট হাউসে ওঠা যায় ?'

হার্ডিং বলিলেন—'এটা আর তেমন মুস্কিলের কাজ কি ? কিন্তু সে কলের কি এখনই দরকার পড়েছে ?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'দরকার বৈকি, ভারি বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে রীতিমত কষ্ট হয় !'

হার্ডিং বলিলেন—'আচ্ছা, তাহলে দেখা যাবে তোমাকে খুশি করতে পারি কি না।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'কি করে করবেন ? স্টিম পাবেন কোথায় ?

হার্ডিং বলিলেন—'কল ত স্টিমের জোরেও চলে, আবার জলের জোরেও চালান যায়। ওয়াটার প্যাওয়ার দিয়ে কাজ করে নেব।'

বাস্তবিক জলের শক্তিতে কল চালানোর ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। গ্র্যানিট হাউসের খাবার জলের জন্য যে ঝরণার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই ঝরণাটিকে বড় করিয়া কাটিয়া দিলেই জলের তোড় বাড়িবে। তখন সেই জলের সাহায্যে বেশ কল চলিবে।

ঝরণাটিকে বড় করা হইলে পর, জলের তোড় অনেক বাড়িয়া গিয়া নিচে ঠিক প্রপাতের মত হইয়া পড়িতে লাগিল। অতিরিক্ত জলটা গ্র্যানিট হাউসের মেঝের কুয়া দিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়। এই প্রপাতের নিচে সাইরাস্ হার্ডিং একটা চোঙার গায় কয়েকটা বৈঠা লাগাইয়া বসাইয়া দিলেন। চোঙাটার সঙ্গে বাহিরের দিকে চাকার অজ্ঞান খুব মজবুত দড়ি লাগানো রহিল। সেই দড়ির অন্য মাথায় একটা বাস্কেট বাঁধা। দড়িটা খুব লম্বা, একেবারে মাটি পর্যন্ত পৌঁছায়। এই উপায়ে বাস্কেট চড়িয়া গ্র্যানিট হাউসে উঠিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। চোঙার গায়ে বৈঠায় যখন প্রপাতের জল বেগে পড়িতে থাকিবে, তখন চোঙাটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিবে। তাহা হইলেই দড়িটা চোঙার গায়ে জড়াইতে থাকিবে এবং দড়ির ডগার

বাস্কেটটিও লোকজনশুদ্ধ গ্র্যানিট হাউসের দরজায় উঠিয়া আসিবে।

১৭ই মার্চ সাইরাস্ হার্ডিংএর এই লিফ্ট্ তাহার প্রথম কাজ করিয়া দেখাইল। বলা বাহুল্য, লিফটের কাজ দেখিয়া সকলে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন হইতে বড় বড় বোঝা, কাঠ, কয়লা, খাদ্যসামগ্রী এবং দ্বীপবাসিগণ সকলে সিঁড়ি ছাড়িয়া এই লিফটের সাহায্যে উপরে উঠিতেন। লিফ্ট্ হওয়ার দরুণ সকলের চাইতে খুশি হইল টপ্।

এইবার সাইরাস্ হার্ডিং কাঁচ তৈরি করায় মন দিলেন। মুস্কিল কিছুই নাই—বালি, সোডা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। মাটির বাসন তৈরি করার উনানটি ত আছেই, তাহাতেই দারুণ আগুন জ্বালাইলেই হইল। এখন প্রায় ৫।৬ ফুট লম্বা একটা লোহার চোঙা চাই—তাহার মুখে বালি, সোডা প্রভৃতি গলানো পদার্থগুলি এক সঙ্গে লাগাইয়া ফুঁ দিতে হয়। লম্বা পাতলা একটুকরা লোহা লইয়া পেনক্রফ্ট সেটা দিয়া বন্দুকের নলের মত একটা চোঙা বানাইল। এইরূপে হার্ডিংএর উপদেশমত কাজ করিয়া ক্রমে শার্শি প্রস্তুত হইল। গেলাস, বোতল প্রভৃতি বানাইতেও বেশি বেগ পাইতে হইল না। অবশ্য এ গুলির চেহারা ভাল হইল না, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হইল না। নাই-বা হইল। কাজ চলিয়া যাইবে ভাবিয়া সকলের মহা আনন্দ। গ্র্যানিট হাউসের প্রতি জানালায় যখন শার্শি বসানো হইল, তখন দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

হারবার্ট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া হার্ডিংকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় কতকগুলি কাঙারু, ক্যাপিবারা আর র‍্যাগুটি হারবার্টের সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া পলাইল। তাহারা উহাদিগকে গুলি করিবার অবসর পাইল না। বেলা অনেক হইয়াছে, আজ বুঝি বিনা শিকারে ফিরিতে হয়।

এমন সময় হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'ঐ গাছটা কি দেখতে

এইবার মন দিলেন কাচ প্রস্তুত করায়

পাচ্ছেন ?' যেটাকে দেখাইয়া এ কথা সে বলিল, সেটাকে ঠিক গাছ বলা যায় না, সেটা কতকটা পাম জাতীয় ঝোপড়া গাছ।

হারবার্ট বলিল—'এটার নাম হচ্ছে সাইকাস্‌। এর বোঁটার মধ্যে ঠিক ময়দার মত একরকম চূর্ণ পদার্থ থাকে।'

হার্ডিং বলিলেন—'এটা কি তাহলে ব্রেড্ ট্রি ?'

'হ্যাঁ, ব্রেড্ ট্রি বটে।'

এই বলিয়া হারবার্ট একটা সাইকাসের বোঁটা ভাঙিয়া তার গুঁড়া হার্ডিংকে দেখাইল। এই গাছের গুঁড়া খুব বলকারক। হার্ডিং এই স্থানটির একটি চিহ্ন রাখিলেন এবং গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে এই আবিষ্কারের সংবাদটি দিলেন।

পরদিন সকলে মিলিয়া সেইস্থানে গিয়া একরাশ সাইকাসের বোঁটা লইয়া গ্র্যানিট হাউসে আসিলেন। এই সকল বোঁটা হইতে অনেকখানি ময়দা বাহির হইল—সেগুলি খাঁটি ময়দা না হইলেও হুবহু ময়দার মত। নিপুণ পাচক নেব্ সেই ময়দা দিয়া কেক্ ও পুডিং বানাইল।

ওনাগা, ছাগল ও ভেড়া প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত। দ্বীপবাসিগণের দৈনিক ব্যবহারের দুধের কোন অভাব হইত না। ওনাগা-টানা গাড়িতে পেনক্রফ্ট জাপের হাতে চাবুক দিয়া তাহাকে সহিসের কাজে বসাইত। চতুর জাপ বেশ সুন্দর গাড়ি চালাইত।

১লা এপ্রিল রবিবার। সে দিনটা ছিল ইষ্টার ডে। হার্ডিং সকলের সহিত ভগবানের নাম করিয়া এবং বিশ্রাম করিয়া সে দিনটা কাটাইলেন। রাত্রে আহারের পর সকলে প্রস্পেক্ট হাইটের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। সম্মুখে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগরের একটি দ্বীপে তাঁহারা বাস করিতেছেন ভাবিয়া সকলের মনে কত কি ভাব আসিল।

স্পিলেট্ বলিলেন—'হার্ডিং, সেক্স্ট্যান্ট (স্থান নির্ণয় করিবার যন্ত্র) দিয়ে একবার ভাল করে দেখলে হয় না, লিঙ্কন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ জায়গায় অবস্থিত ?'

পেনক্রফ্ট বলিল—'তা জেনে দরকার কি? যেখানে খুশি হোক না কেন, আমরা ত বেশ সুখে আছি।'

'তাহলেও আমাদের দ্বীপের কাছে অন্য কোন দেশ কিম্বা দ্বীপ আছে কিনা সেটা জেনে রাখা ভাল।'

হার্ডিং বলিলেন—'আমি কালই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দেব।'

পরদিন হারবার্ট ম্যাপ আনিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র বাহির করিল। হার্ডিং যন্ত্রের সাহায্যে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থিতির স্থানটি বাহির করিলেন। অবশ্য ম্যাপে সে স্থানে লিঙ্কন দ্বীপের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল যে, ম্যাপে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থান হইতে দেড়শত মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি দ্বীপের ছবি আছে। সেটার নাম ট্যাবর দ্বীপ।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'এই দ্বীপটি দেখতেই হবে। একটু বড় সাইজের এবং ডেকওয়ালা নৌকা বানিয়ে আমরা ট্যাবর দ্বীপে যাব। দেড়শ মাইল বৈত নয়! ভাল হাওয়া পেলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছানো যাবে।'

তখন স্থির হইল যে অক্টোবর মাসে আবহাওয়া ভাল হইলে ট্যাবর দ্বীপে যাতে যাওয়া যায়, সেইভাবে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

পেনক্রফ্‌টের মাথায় যখন কোন কাজের চিন্তা ঢোকে, তখন সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মন স্থির হয় না। উপযুক্ত আবহাওয়া শুরু হইবামাত্র ট্যাবর দ্বীপে যাইতে হইবে। সুতরাং উপযুক্ত নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

উপযুক্ত সময় আসিতে এখনও ছয়মাস বাকি আছে। এই সময়ের মধ্যে নৌকা প্রস্তুত করা চাই-ই। হার্ডিং কাজ ভাগ করিয়া দিলেন। তিনি এবং পেনক্রফ্‌ট নৌকা বানাইবেন, স্পিলেট ও

হারবার্টের উপর শিকার করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করার ভার রহিল এবং নেব্ জাপকে লইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিবে।

উপযুক্ত গাছ বাছিয়া লইয়া সেই গাছের তক্তা করা হইল। চিমনী এবং প্রস্‌পেক্ট হাইটের মধ্যস্থানে ডক্‌ইয়ার্ড বানাইয়া ৩৫ ফুট লম্বা নৌকার পত্তন করা হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট আহারের সময় ভিন্ন এক মুহূর্তও কাজ বন্ধ করে না।

স্পিলেট্ হারবার্টকে লইয়া শিকার করিয়া বেড়ান। ৩০শে এপ্রিল তাঁহারা পশ্চিমভাগে গভীর বনে শিকারে গেলেন। স্পিলেট্ হারবার্টের আগে চলিয়াছেন। একটু খোলা জায়গায় আসিলে পর স্পিলেট্ ঝোপের মত একরকম গাছ দেখিতে পাইলেন। তাহার পাতার গন্ধ কেমন জানি মনে হইল। আঙুরের মত থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার মধ্যে আবার ছোট ছোট ফলও রহিয়াছে। ডালগুলি সোজা, পাতাগুলি লম্বা, চ্যাটাল। স্পিলেট্ একটা ডাল ভাঙিয়া লইয়া হারবার্টের কাছে আসিয়া বলিলেন—'হারবার্ট, এটা কি গাছ?'

গাছ দেখিয়া হারবার্ট চিনিতে পারিয়া বলিল—'মিস্টার স্পিলেট্, আপনি অতি মূল্যবান গাছ আবিষ্কার করিয়াছেন,। এর জন্তে পেন্‌ক্রফ্‌ট আপনার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।'

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এটা কি তামাকের গাছ?'

'হ্যাঁ। এটা যদিও খুব ভাল জাতের তামাক নয়, তবু যে তামাকের গাছ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

'তাহলে ত পেন্‌ক্রফ্ট্ বেচারা আনন্দে দিশাহারা হয়ে যাবে। তা হোক, তবে আমাদের ভাগটাও যেন আমাদেরকে দেয়।'

হারবার্ট বলিল—'মিস্টার স্পিলেট্, আমি একটা মতলব করেছি। এখন পেন্‌ক্রফ্‌টকে এর কথা কিছু বলব না। একদিন চুপি চুপি তামাক তৈরি করে, একেবারে পাইপে ভরে দিয়ে তাকে উপহার দেওয়া যাবে।'

স্পিলেট্ ও হারবার্ট এই মূল্যবান গাছ অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া

গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। গাছগুলি গোপনে রাখা হইল এবং ইহার কথা বলা হইল শুধু সাইরাস্ হার্ডিং ও নেব্‌কে। গাছের পাতাগুলি শুকাইয়া কাটিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে প্রায় দুইমাস সময় লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে
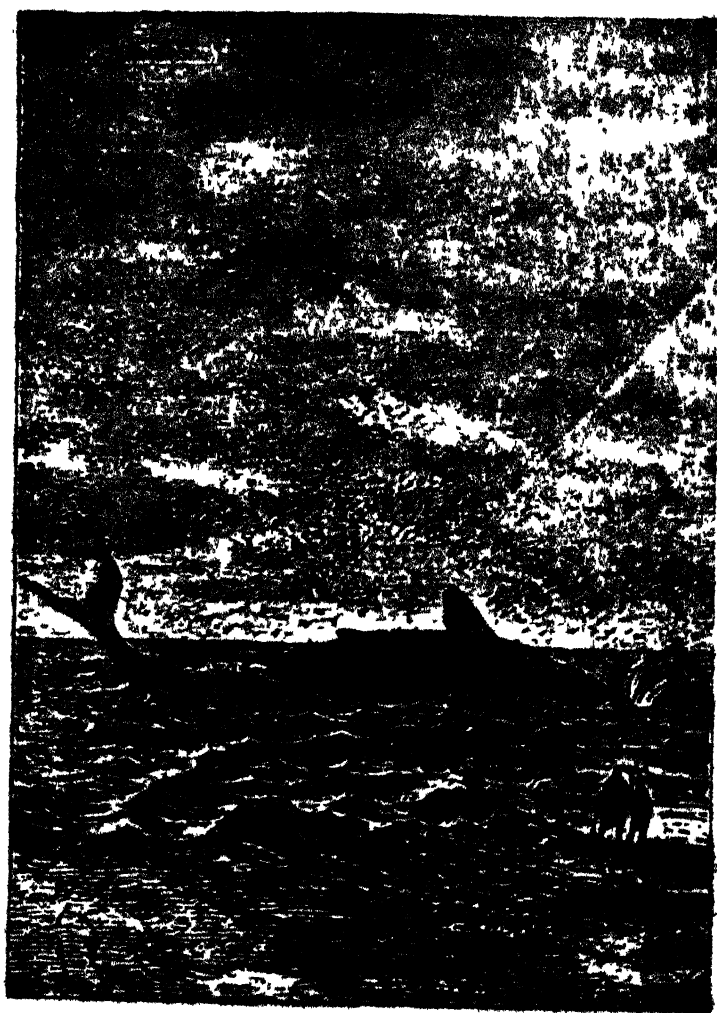
তাহার উপরে হাজার হাজার পাখি উড়িয়া বেড়াইতেছে।

পারিল না। সে সর্বদা নৌকার কাজেই ব্যস্ত থাকিত, গ্র্যানিট হাউসে একবার আসিত শুধু আহার এবং বিশ্রামের জন্য।

এই সময়ে প্রকাণ্ড একটা জন্তু লিঙ্কন দ্বীপের প্রায় দুই মাইল দূরে সমুদ্রে সাঁতরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। দ্বীপ-বাসিগণ জন্তুটাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সেটা একটা বিশাল তিমি।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এটাকে শিকার করতে পারলে কি চমৎকারই না হত।' এই বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে সে তাহার কাজে চলিয়া গেল।

আশ্চর্যের বিষয় দেখা গেল, তিমিটা যেন কিছুতেই লিঙ্কন দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। পেন্‌ক্রফ্‌ট ত একেবারে অস্থির। কাজের সময়, বিশ্রামের সময়, সর্বদাই যেন তিমিটা তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ৩রা মে, দ্বীপবাসিগণের পক্ষে যে কাজ অসম্ভব ছিল, সেই কাজটি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি সম্পন্ন হইয়া গেল! নেব্‌ রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—'তিমিটা সমুদ্রতীরে আটকা পড়েছে!'

গিডিয়ন্‌ স্পিলেট্‌ ও হারবার্ট শিকারে বাহির হইতে ছিলেন, তাঁহারা হাতের বন্দুক রাখিয়া দিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট কুড়াল মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। হার্ডিং ও নেব্‌ সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমুদ্রতীরে ছুটিলেন।

গ্র্যানিট হাউস হইতে তিন মাইল দূরে, ফ্লোট্‌সাম্‌ পয়েণ্টে, তিমি মাছটা জোয়ারের সময়ে আসিয়া আটকা পড়িয়াছে, উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বীপবাসিগণ বর্শা, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিলেন।

মার্সি নদীর পোল পার হইয়া সমুদ্রতীরে তিমির নিকট পৌঁছিতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগিল। দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে বিশাল মাছটি চড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে আর তাহার উপরে হাজার হাজার পাখি উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তিমিটা নড়ে না, চড়ে না। আরও নিকটে গিয়া দেখা গেল যে, সেটা মরিয়া গিয়াছে। তাহার বাঁ পাশে, পাঁজরের মধ্যে একটা হার্পুন বিঁধানো।

স্পিলেট্ বলিলেন—'তাহলে দেখছি লিঙ্কন দ্বীপের কাছেই তিমি-শিকারী রয়েছে।'

পেন্ক্রফ্ট্ বলিল—'তা কেন মিস্টার স্পিলেট্। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে, পাঁজরে বল্লম নিয়ে তিমি হাজার মাইল চলে যায়। এ তিমিটা হয় ত আটলান্টিক মহাসাগরে আহত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চলে এসেছে—কিছুই বিচিত্র নয়।'

পেন্ক্রফ্ট হার্পুনটা বাহির করিয়া দেখিল যে, সেটার বাঁটের মধ্যে লেখা রয়েছে—'মারিয়া স্টেলা—ভিনিয়ার্ড।' ভিনিয়ার্ড আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটা বন্দর, সেখানেই পেন্ক্রফ্টের জন্মস্থান। 'মারিয়া স্টেলা' একটা তিমি শিকারের জাহাজের নাম—পেন্ক্রফ্টের পরিচিত জাহাজ। পেন্ক্রফ্ট হার্পুনটাকে মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বারবার বলিতে লাগিল—'মারিয়া স্টেলা খাশা জাহাজ—আমার জন্মস্থান ভিনিয়ার্ডের জাহাজ—আমার খুব জানাশোনা জাহাজ!'

তিমিটা পচিতে আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইহার শরীর হইতে আবশ্যক মত মাংস এবং হাড় বাহির করিয়া লইতে হইবে। পেন্ক্রফ্ট পূর্বে একটি তিমি শিকারের জাহাজে কিছুকাল কাজ করিয়াছিল। তিমির চর্বিটারই বিশেষ দরকার। সেজন্য পেন্ক্রফ্ট শুধু তৈলাক্ত জায়গাগুলিই কাটিয়া লইল। যে সকল হাড় ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে সেগুলিও কাটিয়া বাহির করিল। হাজার হাজার পাখি বহুদিনের খাদ্যের সন্ধান পাইয়া আসিয়া জড় হইয়াছে, তাহারা সহজে সে খাদ্য ছাড়িবে কেন? বন্দুকের আওয়াজ না করা পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই তিমির মৃতদেহ ছাড়িতে চায় নাই। যাহা হউক, দ্বীপবাসিগণ তাহাদিগের দরকারি অংশগুলি কাটিয়া লইয়া তিমির বাকি শরীরটা পাখিদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর আবার পূর্ব উৎসাহের সঙ্গে নৌকার কাজ আরম্ভ হইল। পেন্‌ক্রফ্‌টের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই; আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীরা স্থির করিলেন, এই পরিশ্রমের পুরস্কার দিবার আয়োজন করা চাই। ৩১শে মে পেনক্রফ্‌টকে তাহার জীবনের সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিতে হইবে।

সেইদিন ডিনারের পর পেন্‌ক্রফ্‌ট টেবিল ছাড়িয়া উঠিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার কাঁধে গিডিয়ন স্পিলেটের হাত পড়িল।

তিনি বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, একটু সবুর কর। এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে হবে না, এখনও একটা জিনিস বাকি আছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'না মিস্টার স্পিলেট্‌, আপনাকে অনেক ধন্তবাদ। আমি এখন আমার কাজ করতে যাব।'

'আচ্ছা, তাহলে অন্ততঃ এক পেয়ালা কফি খেয়ে যাও!'

'না, আর কিছু খাব না।'

'অগত্যা এক পাইপ তামাক খেয়ে যাও!'

তামাকের নাম শুনিয়াই পেন্‌ক্রফ্‌ট লাফাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গিডিয়ন স্পিলেট্‌ তামাক-ভরা পাইপটি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। হারবার্ট জলন্ত একটুকরা কয়লা লইয়া পেন্‌ক্রফটের নিকট আসিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখদিয়া কথা বাহির হইল না। হাত বাড়াইয়া পাইপটি মুখে দিল। তারপর পাইপে আগুন ধরাইয়া খালি টানের পর টান! তাহার মুখ হইতে তামাকের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল এবং সেই ধোঁয়ার মধ্য হইতে পূর্ণ তৃপ্তির কথা ফুটিয়া উঠিল—'তামাক! তামাক! আঃ—সত্যি সত্যি তামাক!' এই আশাতীত আনন্দ নীরবে কিছুকাল ভোগ করিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট জোড় হস্তে ভগবানকে ধন্তবাদ দিল। বলিল—'এ আবিষ্কারটি কে করল গো? হারবার্ট বুঝি?'

হারবার্ট বলিল—'না পেন্‌ক্রফ্‌ট, মিস্টার স্পিলেট করেছেন।'

'মিস্টার স্পিলেট!' এই কথা বলিয়াই পেন্‌ক্রফ্‌ট স্পিলেটকে তাহার বুকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিল যে তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম।

স্পিলেট জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, ধন্যবাদ সবাইকে দাও। হারবার্ট গাছটাকে চিনতে পেরেছিল। হার্ডিং তামাক তৈরি করেছিলেন, আর নেব্‌ও এ কথা গোপন করে রাখতে কম কষ্ট পায়নি।'

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

জুন মাসের আরম্ভ হইতেই শীত পড়িল। এই সময়ে দ্বীপ-বাসিগণের প্রধান কাজ হইল শীতবস্ত্র প্রস্তুত করা।

কোরালে যতগুলি মুসমন ছিল, সবগুলির শরীরের লোম ছাটিয়া ফেলা হইল—এই লোম দিয়া গরম কাপড় প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। সুতা কাটিবার কল নাই, কাপড় বুনিবার কল নাই, তাছাড়া সমস্ত সরঞ্জামেরও অভাব। এখন উপায়?

সাইরাস হার্ডিং উপায় স্থির করিলেন। লোমগুলিকে জলে ধুইয়া তাহার তেলেতেলে ভাব দূর হইলে পর, সোডার জলে আবার ধুইয়া নিংড়াইয়া লওয়া হইল। এখন এগুলিকে চাপিয়া পাতলা চাদরের মত করিয়া ফেলিতে পারিলে ফেল্টের মত একটা জিনিস দাঁড়াইবে। দ্বীপবাসিগণের পক্ষে এই পাতলা ফেল্টের চাদরই যথেষ্ট। ;খুব বড় বড় কাঠের ডিস বানাইয়া, তাহাতে সাবান মাখান পশম রাখিয়া, কাঠের মোটা মুগুর দিয়া সজোরে ক্রমাগত চাপিতে চাপিতে ক্রমে সমস্ত পশম জমাট বাঁধিয়া বেশ ফেল্টের মত হইয়া

গেল। এই মেষের চামড়া দিয়া কোট-প্যান্ট, পায়ের কম্বল, সবই প্রস্তুত হইল। দ্বীপবাসিগণ বুক ফুলাইয়া শীতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের বিশ তারিখ হইতে ভীষণ শীত পড়িয়া গেল। এ সময়ে বাহিরে কাজ করা অসম্ভব। তাই বাধ্য হইয়া অতিশয় দুঃখের সহিত পেন্‌ক্রফ্‌টকে নৌকার কাজ বন্ধ করিতে হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌টের খুব ইচ্ছা, নৌকা প্রস্তুত হইবামাত্র ট্যাবর দ্বীপে রওনা হইবে। লিঙ্কন দ্বীপ হইতে ট্যাবর দ্বীপ একশত পঞ্চাশ মাইল। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এতদূর সমুদ্রপথে সামান্য একটা নৌকায় চড়িয়া যাওয়া সাইরাস হার্ডিং কিছুতেই পছন্দ করিলেন না। নৌকা যদি ট্যাবর দ্বীপে পৌঁছিতে না পারে, আবার লিঙ্কন দ্বীপে ফিরিয়া না আসিতে পারে, তবে কি উপায় হইবে?

কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌ট ট্যাবর দ্বীপে যাইবেই। হার্ডিং তাহাকে কত বুঝাইলেন, সে কিছুতেই মানিল না। সে বলিল—'আমি তো আর লিঙ্কন দ্বীপ ছেড়ে যেতে চাইছি না, একবার ট্যাবর দ্বীপটি দেখে চলে আসব।'

হার্ডিং বলিলেন—'কি আর দেখবে পেন্‌ক্রফ্‌ট? ট্যাবর দ্বীপ লিঙ্কন দ্বীপের মত ভাল হতে পারে না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'সেটা বেশ জানি। তবু একবার দেখে আসব। আপনি ভাববেন না, ভাল সময়ে রওনা হলে ঝড়বৃষ্টির কোন ভয় থাকবে না। আর একটা কথা, আমি হারবার্টকে সঙ্গে নিয়ে যাব ভেবেছি। আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন। আমি খুব ভরসা করেই বলছি, ভগবানের কৃপায় আমরা কোনরকম বিপদে পড়ব না। নৌকাটা শেষ হলে একবার যখন সেটায় চড়ে দেখবেন, তখন আপনারও ভাবনা দূর হয়ে যাবে।'

জুন মাসের শেষে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। কোরালে জন্তুর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে রাখা হইয়াছিল, সুতরাং প্রতিদিন সেখানে

যাইবার প্রয়োজন হইল না। তবু সকলে স্থির করিলেন যে সপ্তাহে অন্তত একদিন কোয়ালে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিতে হইবে।

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। স্পিলেট কিছু-কাল যাবৎ ভাবিতেছিলেন যে তাঁহাদিগের লিঙ্কন দ্বীপের ব্যাপারটা কোন উপায়ে কোন মহাদেশে পৌছান যায় কিনা। তিনি দুটি উপায়ের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রথমটি, কাগজে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া সেই কাগজটুকু বোতলে বন্ধ করিয়া, তাহাতে এমনভাবে ছিপি আঁটিয়া দিতে হইবে যে, বোতলের মধ্যে জল ঢুকিতে না পারে। সেই বোতল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলে, সেটা একদিন কোন দেশে গিয়া লাগিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চিঠি লিখিয়া পায়রার গলায় বাঁধিয়া সেটাকে ছাড়িয়া দিলেও কাজ হইতে পারে।

পায়রাই হউক আর বোতলই হউক, বারশত মাইল বিস্তৃত সমুদ্র পার হইয়া যাওয়া কোনটারই পক্ষে সম্ভব নয়! এরূপ কল্পনা করাটাও বাতুলতা। কিন্তু এরূপ কল্পনা বাতুলতা হইলেও, একটি উপায়ের সুযোগ একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। জুন মাসের ২০শে তারিখে হারবার্ট একটা য়্যালবেট্রস পাখিকে গুলি করিয়াছিল। গুলি লাগিয়াছিল পাখিটার পায়ে। সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে পাখিটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। য়্যাল্‌বেট্রস্ হাঁস জাতীয় পাখি, সাদা ধপধপে রং—পাখা মেলিলে দশ ফিট লম্বা হয়। ইহার মত উড়িবার শক্তি অন্য কোনও পাখির নাই।

স্পিলেট সমস্ত ঘটনা কাগজে লিখিলেন। এই কাগজ থলির মধ্যে ভরিয়া য়্যাল্‌বেট্রসের গলায় বাধা হইল। এই লেখার সঙ্গে একখানা অনুরোধ পত্র ছিল—'এই থলিটি কাহারও হাতে পড়িলে, অনুগ্রহ করিয়া সেটি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড্' নামক সংবাদ পত্রের আপিসে পাঠাইয়া দিবেন।'

ইহার পর পাখিটাকে মুক্তি দিবামাত্র, গলায় থলিটি লইয়া সে

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের উপর দিয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গেল।

শীতের আরম্ভ হইতেই সকলে গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে থাকিয়া গৃহস্থালির নানা কাজে ব্যস্ত হইলেন। নৌকার জন্য একটা পাল তৈরি করিতে হইবে। বেলুনের আবরণের কল্যাণে কাপড়ের কোন অভাব নাই। পেন্‌ক্রফ্‌ট এই কাজে খুব বেশি মনোযোগ দিল।

জুলাই মাসে শীত পড়িল দারুণ। হার্ডিং খাবার ঘরে আরও একটা আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আহারের পর এই আগুনের ধারে বসিয়া সকলে কাজ করেন, পড়াশুনা করেন। একদিন তাঁহারা গল্প-গুজব করিতেছিলেন এমন সময় টপ্‌ ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। শুধু ডাকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই কুয়াটার মুখের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময় জাপও গোঁ-গোঁ আরম্ভ করিল। এটা রাগের গর্জন নয়, টপ্‌ ও জাপ্‌ উভয়েই যেন কোনও কারণে ব্যস্ত হইয়াছে।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'কুয়োটার যোগ আছে সমুদ্রের সঙ্গে। বোধ করি কোন সামুদ্রিক জন্তু কুয়োর তলায় বসে বিশ্রাম করতে আসে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট ধমক দিয়া বলিল—'টপ্‌, চুপ কর। জাপ, গোল করিস না। তোর ঘরে যা।'

জাপ তাহার ঘরে চলিয়া গেল। টপ্‌ চুপ করিল বটে, কিন্তু সে সেখানে রহিল, মধ্যে মধ্যে গোঁ-গোঁ শব্দও করিতে লাগিল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না, কিন্তু এই ঘটনায় সাইরাস্‌ হার্ডিং গম্ভীর হইয়া গেলেন।

জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত ঝড় এবং বরফ পড়া দুই-ই সমানে চলিল। গত বৎসরের শীতকালের মতন তেমন ঠাণ্ডা না হইলেও, এই শীতে ঝড় হইল বেশি।

এই ঝড়ের সময় বাহিরে যাওয়া বিপজ্জনক। চারিদিকে দুমদাম

করিয়া করিয়া গাছপালা ভাঙিয়া পড়ে। এই দুর্যোগের সময়েও সপ্তাহে একদিন করিয়া কোরালের খবর লওয়া বাদ পড়িত না। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের আড়ালে থাকার দরুণ, ঝড়ের সময় কোরালের কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু পাখির বাড়ীটা প্রসপেক্ট হাইটের উপরে ছিল বলিয়া, ঝড়ে সেটার খুব ক্ষতি হইয়াছিল।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আকাশ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটা অনেক বাড়িয়া গেল। এই সময় ৩রা আগস্ট স্পিলেট্, পেনক্রফ্ট, হারবার্ট ও নেব্ শিকারে বাহির হইলেন। ট্যাডরন মার্শে বুনো হাঁস, স্নাইপ, টিল প্রভৃতি বিস্তর পাখি চরিয়া বেড়ায়, সকলে তাই সেখানে রওনা হইলেন। সাইরাস্ হার্ডিং তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না, বলিলেন—'গ্র্যানিট হাউসে বসে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে, তোমরা যাও।'

শিকারীর দল বেলুন বন্দরের পথে রওনা হইলেন, কারণ সেই পথেই জলাভূমিতে যাইতে হয়। তাঁহারা বলিয়া গেলেন যে সন্ধ্যার পূর্বেই গ্র্যানিট হাউসে ফিরিবেন। টপ্ ও জাপ তাঁহাদের সঙ্গে গেল। তাঁহারা মার্সি নদীর পোলটি পার হইয়া গেলে হার্ডিং পোলটি তুলিয়া দিয়া ফিরিলেন। তাঁহার মনে একটা ফন্দি ছিল, সেইজন্যই তিনি শিকারে যান নাই। তাঁহার মতলব ছিল, গ্র্যানিট হাউসের কুয়াটি খুব ভাল করিয়া দেখা। টপ্ কেন কুয়ার মুখের চারিদিকে ডাকিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া বেড়ায়? আর যখনই এরূপ করে, তাহার মুখে এমন অস্থির ভাব দেখা যায় কেন? সেদিন জাপও কেন টপের সহিত মিলিয়া এমন ব্যস্ত হইয়াছিল? সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছুর সঙ্গে কি কুয়াটার যোগ আছে? দ্বীপের দিকেও কি ইহার কোন পথ গিয়েছে? এই সকল বিষয়ের সন্ধান করিবার জন্য হার্ডিং ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে সঙ্গীদের অনুপস্থিতিতে একাকী এই কাজটি করিবেন। সেই সুযোগ এখন উপস্থিত হইয়াছে।

নিকট্ প্রস্তুত হইবার পর হইতে দড়ির সিঁড়িটা ব্যবহার করা হইত না। এই সিঁড়ির সাহায্যে কুয়ার তলায় নামা খুব সহজ। এই সিঁড়ির একটা মাথা খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া হার্ডিং গোটা সিঁড়িটা কুয়ার মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর পিস্তল ও ছুরি কোমরের বেল্টের মধ্যে গুজিয়া, লণ্ঠন হাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন।

কুয়ার ধার প্রায় সমান, কেবল মধ্যে মধ্যে চোঁখা-চোঁখা পাথর যেন মাথা বাড়াইয়া আছে। এই সকল পাথরের সাহায্যে, কোন চটপটে জন্তুর পক্ষে কুয়াটার মুখ অবধি উঠিয়া আসা বিচিত্র নয়! কিন্তু হার্ডিং এমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, যাহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে সম্প্রতি কোন জন্তু এই পাথরের সাহায্যে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি আরও নিচে নামিলেন, কিন্তু তবু সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পাইলেন না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নামিলে পর জল দেখা গেল, সে জল স্থির। হার্ডিং কুয়ার দেয়াল ঠুকিয়া দেখিলেন, একেবারে নিরেট গ্র্যানিটের দেয়াল, উহার মধ্যে দিয়া পথ করা অসম্ভব। সাইরাস হার্ডিং সন্ধান কার্য শেষ করিয়া উপরে আসিয়া সিঁড়িটা তুলিয়া লইয়া কুয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি খাবার ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিছুই ত দেখিতে পাওয়া গেল না! কিন্তু তাহা হইলেও কুয়ার মধ্যে এমন কিছু যে আছে, কিম্বা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

সন্ধ্যার পূর্বেই শিকারীর দল রাশি রাশি শিকার লইয়া ফিরিলেন। প্রত্যেকের কাঁধে শিকারের বোঝা—টপের গলায় তিন পাখির মালা, জাপের শরীরময় স্নাইপ পাখি ঝুলান।

সাইরাস হার্ডিং কুয়ার অনুসন্ধানের কথা চুপি চুপি স্পিলেটকে বলিলেন। সব কথা শুনিয়া স্পিলেট বলিলেন—'খুঁজে কিছু দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু কোন-না-কোন জন্তু নিশ্চয় কুয়োর মধ্যে আছে, কিম্বা মাঝে মাঝে সেখানে আসে।'

নেব্ স্পিলেটের সাহায্যে শিকারগুলির ব্যবস্থায় মন দিল। প্রচুর পরিমাণ শিকার, এত ঠাণ্ডায় নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রতিদিন রান্না ত হইতই, আবার নুন মাখাইয়া ভবিষ্যতের জন্যও রাশি রাশি পাখি ও জন্তুর মাংস রাখিয়া দেওয়া হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট হারবার্টকে লইয়া আবার নৌকার কাজে মন দিল। বেলুনের আবরণের কাপড় দিয়া নৌকার জন্য সুন্দর একটা পাল তৈরি হইল। নৌকার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নৌকা হইবার পূর্বেই প্রস্তুত হইল। মাস্তুলের ডগায় বাঁধিবার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট একটি পতাকাও বানাইল। বলা বাহুল্য, নিশানটি হইল আমেরিকার জাতীয় পতাকা। এতে ৩৭টি তারার ছবি থাকিত, কিন্তু পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার নিশানে ৩৮টি তারা দিল—অতিরিক্ত ছবিটি লিঙ্কন দ্বীপের নামে। নৌকা তখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং পতাকাটি গ্র্যানিট হাউসের জানালায় টাঙানো হইল। দ্বীপবাসিগণ আনন্দধ্বনি করিয়া নিশানটিকে নমস্কার করিলেন।

শীত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ১১ই আগস্ট হঠাৎ এক দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল। সারাদিন পরিশ্রমের পর সকলে আরামে ঘুমাইতেছেন। রাত্রি আড়াইটার সময় টপের চিৎকারে ঘুম সবার ভাঙিয়া

গেল। এবার টপ কুকুর কাছে চেঁচায় নাই—গ্র্যানিট হাউসের দরজার কাছে গিয়া ক্রমাগত আঁচড়াইতেছে আর যেন দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে জাপও ভীষণ চিৎকার শুরু করিয়া দিল।

ব্যাপার কি? সকলে কাপড়-চোপড় পরিয়া জানালার কাছে গেলেন। অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল, যেন নিচে বরফের বিছান চাদর রহিয়াছে, তাছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। কিন্তু দূরে অন্ধকারে শিয়ালের ডাকের মত ডাক শোনা গেল। সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, একদল জানোয়ার গ্রেটোতে ঢুকিয়াছে। কি জন্তু?

নেব্ বলিল—'বোধ হয় নেকড়ে কিম্বা জাগুয়ার!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কি সর্বনাশ! পাখিগুলির দফা রফা হবে। জানোয়ারেরা মার্সি নদী পার হলো কি করে?'

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয় পোল পার হয়ে এসেছে। আমাদের মধ্যে কেহ হয়ত ভুলে পোল বন্ধ করেনি।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'এই যা:, এ তো আমারই কাজ। আমিই পোল তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম!'

'বাঃ! কাজ করেছেন, মিস্টার স্পিলেট্!'

হার্ডিং বলিলেন—'সে কথা এখন বলে আর লাভ কি? এখন কি করা কর্তব্য ভাবা যাক।'

এই সময়ে জানোয়ারগুলি আবার ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া হারবার্ট চমকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, রেডক্রিকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে প্রথমবারে সে এইরূপ ডাক শুনিয়াছিল। এ জন্তু শিয়াল-জাতীয়—নেকড়ের মত ভীষণ হিংস্র!

মুহূর্ত মধ্যে সকলে বন্দুক, পিস্তল, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রেটোতে পৌঁছিতে পারিলে জন্তুগুলি পাখির সর্বনাশ করিবে, সুতরাং তাহার আগেই সেগুলিকে বাধা দেওয়া দরকার। মার্সি নদীর বাঁ পাড় দিয়া আসিলেই গ্রেটো আক্রমণ করিবার সুবিধা, সেই পথে যেখানেই জন্তুগুলিকে আটকান

যাইবে। হার্ডিংএর উপদেশমত সকলে সেই পথে অগ্রসর হইলে, জন্তুর দল ভীষণ রাগিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া আসিতে লাগিল।

দ্বীপবাসিগণ সকলে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। টপ্ সকলের আগে, তাহার পিছনেই জাপ—জাপের হাতে মোটা কাঠের ডাণ্ডা। অন্ধকার রাত্রি। পিস্তল ছুঁড়িবার সময় দেখা গেল, প্রায় একশতটি জানোয়ার। তাহাদিগের চক্ষুগুলি আগুনের গোলার মত জ্বলজ্বল করিতেছে।

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'জন্তুগুলিকে কিছুতেই প্লেটোতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

পিস্তল, কুড়াল ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অনেকগুলি জন্তু মারা গেল। দ্বীপবাসিগণও আঁচড়-কামড় খাইলেন বটে, তবে তেমন গুরুতর নয়। একটা জন্তু নেবের পিঠে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু হারবার্টের গুলি খাইয়া সেটা কিছু অনিষ্ট করিবার পূর্বেই মারা গেল। টপের দারুণ কামড়ে কত শিয়ালের টুঁটি ছিঁড়িয়া গেল।

জাপ তাহার ডাণ্ডা ঘুরাইয়া দানবের মত জন্তুগুলিকে বধ করিতে লাগিল। তাহার তেজ দেখে কে? যুদ্ধের মধ্যে সে সকলের আগে। একবার পিস্তলের চকমকিতে দেখা গেল যে, তাহাকে চার-পাঁচটা শিয়ালে ঘিরিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার গ্রাহ্য নাই—বন্ বন্ শব্দে সে ডাণ্ডা ঘুরাইতেছে।

যাহা হউক, প্রায় দুইঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া দ্বীপবাসিগণ জয়লাভ করিলেন। পূর্বদিকে আলোর রেখা দেখা দিবামাত্র বাকি শিয়ালগুলি উত্তরে বনের দিকে পলায়ন করিল। তাহারা পোল পার হইয়া গেল এবং নেব্‌ও তখনই পোলটা তুলিয়া দিল। বেশি আলো হইলে দেখা গেল যে পঞ্চাশটা শিয়ালের মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট্ চেঁচাইয়া উঠিল—'জাপ, জাপ কোথায়?' বাস্তবিক জাপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

নেব্ কত ডাকিল, কোন উত্তর নাই। সকলের মহা ভয় হইল। তাহারা ব্যস্ত হইয়া জাপকে খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে শিয়ালগুলির

দুজনের উঁচাইতে পাঁচাইতে এক জায়গায় দেখা গেল, একস্তূপ মৃত শিয়ালের নিচে বেচারি জাপ মরার মত পড়িয়া আছে। মৃত শিয়ালগুলির কোনটির চোয়াল ভাঙা, কোনটির শরীর একেবারে চুরমার! বোঝা গেল যে, বীর জাপের ডাণ্ডার আঘাতগুলি বিফলে যায় নাই।

জাপের হাতের মুঠার মধ্যে তখনও সেই ডাণ্ডার বাঁটটি রহিয়াছে, কিন্তু ডাণ্ডাটা আঘাতের চোটে ভাঙিয়া যাওয়াতেই শিয়ালের দল তাহাকে কাবু করিতে পারিয়াছিল, তাহার বুকে দারুণ কামড়ের দাগ। নেব্ উপুড় হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, জাপ তখনও জীবিত আছে।

নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপকে কাঁধে করিয়া লইয়া গ্র্যানিট হাউসের লিফটের মধ্যে শোয়াইয়া দিল। লিফটে উঠিবার সময়ে সে সামান্য একটু গোঁ-গোঁ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নড়ে-চড়ে নাই।

ঠিক মানুষের মত জাপের চিকিৎসা চলিল। ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আঘাত তেমন গুরুতর নহে, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুণ জাপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে ক্রমে গ্লানি দূর হওয়ার ফলে জাপ ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সময়ে টপ্ চোরের মত পা টিপিয়া আসিয়া বন্ধুকে দেখিয়া গেল।

একদিন জাপের একটি হাত বিছানার পাশে ঝুলিয়াছিল। টপ্ সেই হাতটি চাটিয়া তাহাকে আদর করিল।

এই ঘটনাটি দ্বীপবাসিগণকে বেশ শিক্ষা দিল। সেইদিন হইতে রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে কেহ না কেহ গিয়া সবগুলি গোল বন্ধ করা হইয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতেন।

দশদিন বিছানায় পড়িয়া থাকার পর জাপ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিল। বুকের ঘাগুলি শুকাইয়া গেল। শরীর দুর্বল, স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া পাইতে সময় লাগিবে। নেব্ যত রকমের বলকারক খাদ্য প্রস্তুত করিতে জানিত তাহার কোনটাই বাদ পড়িল না। দেখিতে দেখিতে জাপের শরীর আবার সবল হইয়া উঠিল।

আগস্ট মাসের ২৫শে সকলে নেবের চিৎকার শুনিলেন—'ক্যাপটেন, মিস্টার স্পিলেট্, হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট—শীঘ্র এসে তামাসা দেখুন।'

নেব্ জাপের ঘর হইতে ডাকিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে সকলকে বলিল—'জাপের দিকে একবার চেয়ে দেখুন!'

সকলে চাহিয়া দেখিলেন, মাস্টার জাপ আসন করিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে তামাক টানিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ চেঁচাইয়া উঠিল—'আরে, এ যে আমার পাইপটা! আচ্ছা জাপ, তুমি এটা নাও, আমি একটা বানিয়ে নেব।'

হার্ডিং কিন্তু আশ্চর্যবোধ করিলেন না। বানরে তামাক খায়, এমন ঘটনা তাঁহার কাছে নূতন নহে।

সেপ্টেম্বরের শেষে শীত একেবারে চলিয়া গেল। পেন্‌ক্রফ্‌ট দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত জাহাজের কাজে মন দিল। তাহার উপরেই সমস্ত কাজের ভার—শুধু নৌকা নহে, মাস্তুল, হাল, ডেক, ক্যাবিন—সমস্তই পেন্‌ক্রফ্‌টের পছন্দমত হইল।

নৌকার কাজে লোহার জিনিস যাহা কিছু লাগিল, সমস্তই চিমনীর কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার পর, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নৌকাটি শেষ হইল, এখন চড়িয়া দেখিলেই হয়।

১০ই অক্টোবর নৌকাটি জলে ভাসান হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দের আর সীমা নাই। নৌকাটি এমন সুন্দর হইয়াছে যে, সকলে মহাখুশি হইলেন। স্থির হইল, নৌকার নাম হইবে 'বোনাভেঞ্চার', আর কাল সকালবেলা কিছু জলযোগ করিয়া নৌকা চালাইয়া দেখা হইবে। সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী লওয়া চাই যদি ফিরিতে বিলম্ব হয়।

বেলা ১০টায় সকলে নৌকায় চড়িলেন, টপ্ এবং জাপও বাদ পড়িল না। ১১টায় পাল তুলিয়া দেওয়া হইল। মাস্তুলের ডগায় নিশান

পতাকা উড়িতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌টকে ক্যাপটেন করিয়া বোনাভেঞ্চার সমুদ্রে বাহির হইল।

দেখিতে দেখিতে পোর্ট বেলুন হইতে তিন-চার মাইল দূরে বোনাভেঞ্চার চলিয়া গেল। এখান হইতে লিঙ্কন দ্বীপের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—ক্যাপটেন, নৌকা কেমন লাগছে? খুশি হয়েছেন তো?'

হার্ডিং বলিলেন—'বেশ সুন্দর চলছে বলেই ত মনে হচ্ছে।'

'এখন কি আপনার মনে হয় যে এতে চড়ে নির্ভয়ে দূরে যাওয়া যায়?'

'দূরে কোথায় যাবে পেন্‌ক্রফ্‌ট?'

'এই মনে করুন না যে ট্যাবর দ্বীপে।'

'পেন্‌ক্রফ্‌ট, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হলে বোনাভেঞ্চারে চড়ে ট্যাবর দ্বীপের চেয়েও দূরে যেতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে মিছিমিছি ট্যাবর দ্বীপে যাওয়াটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। ভেবে দেখ, তুমি ত আর একা ট্যাবর দ্বীপে যেতে পারবে না।'

'একজন মাত্র সঙ্গী পেলেই হবে!'

'তবেই দেখ, লিঙ্কন দ্বীপের পাঁচজন লোকের মধ্যে দুজনের জীবন অযথা বিপদাপন্ন হবে।'

'এতে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই ক্যাপটেন।'

এইরূপ কথাবার্তার পর সকলেই চুপ করিয়া গেলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া ভাবিল, এখন আর খোঁচাখুঁচি না করিয়া পরে এ সম্বন্ধে আরো আন্দোলন করা যাবে।

বিরক্ত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। ট্যাবর দ্বীপে যাবার আবশ্যকতা যে ভগবানের কৃপায় আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে সে কথা সে তখন ভাবিতেও পারে নাই।

কিছুকাল পরেই বোনাভেঞ্চার পোর্ট বেলুন লক্ষ্য করিয়া তীরের

দিকে ফিরিয়া চলিল। পোর্ট বেলুনের নিকটে ক্যানেলের মধ্যে নৌকাটিকে রাখিতে হইবে, সুতরাং এই ক্যানেলগুলি ভাল করিয়া দেখা দরকার।'

নৌকা যখন তীর হইতে আধমাইল দূরে, হারবার্ট দাঁড়াইয়া পথ বলিয়া দিতেছিল, এমন সময় সে চেঁচাইয়া উঠিল—'ঐ দেখ, একটা বোতল ভেসে আসছে।' বলিয়াই সে উপুড় হইয়া জলে হাত ডুবাইয়া দিল। একটু পরেই দেখা গেল, তাহার হাতে ছিপি আঁটা একটা বোতল।

সাইরাস্ হার্ডিং বোতলটি লইয়া তাহার ছিপি খুলিলেন। ভিতর হইতে বাহির হইল একখণ্ড কাগজ। তাহাতে লেখা, 'অনৈক হতভাগ্য নির্বাসিত ব্যক্তি—ট্যাবর দ্বীপ। ১৫৩০ পঃ দ্রাঘিমা, ৩৭০°১১´ দঃ অক্ষাংশ।'

॥ ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

সাইরাস হার্ডিং লেখাটুকু পড়িবামাত্র পেনক্রফ্‌ট মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল—'ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত ব্যক্তি! লিঙ্কন দ্বীপ থেকে মোটে দুই শত মাইলের মধ্যে একজন লোক রয়েছে। ক্যাপটেন হার্ডিং, এখন নিশ্চয় ট্যাবর দ্বীপে যাওয়া সম্বন্ধে আপনি আর আপত্তি করবেন না?'

হার্ডিং বলিলেন—'না পেনক্রফ্‌ট। এখন যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে ঐ দ্বীপে যেতে হবে।'

'কালই রওনা হই?'

'হাঁ, কালই যাও!'

সেই কাগজের টুকরাটুকু তখনও হার্ডিংএর হাতে ছিল। তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—'এই লেখাটুকু দেখে মনে হচ্ছে যে

ট্যাবর দ্বীপের লোকটির নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। দ্বীপটি সমুদ্রের কোন স্থানে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমরা যা ঠিক করেছিলাম এও দেখছি ঠিক তাই লিখেছে। আর লোকটি হয় ইংরেজ, নয় আমেরিকান, তা না হলে ইংরেজিতে চিঠি লিখত না।'

স্পিলেট বলিলেন—'হার্ডিং, তোমার অনুমান ঠিক বলেই মনে হয়। আর এই পরিত্যক্ত লোকটির অস্তিত্ব জানতে পারাতেই সেই যে সিন্দুক পাওয়া গিয়েছিল সেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। নিশ্চয়ই ট্যাবর দ্বীপের কাছে কোন জাহাজ ডুবেছিল। যা হোক, লোকটির সৌভাগ্য বলতে হবে যে চিঠিশুদ্ধ বোতলটি পাবার আগেই পেনক্রফ্‌ট বোনাভেঞ্চার শেষ করে ফেলেছে। আজ যদি নৌকা পরীক্ষা করবার জন্য আমরা না বেরোতাম, তাহলে হয়তো পাথরে ঠুকে গিয়ে বোতলটা ভেঙেই যেত।'

হারবার্ট বলিল—'এটাও সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে যে বোতলটা ঠিক যেখান দিয়ে ভেসে আসছিল আমরাও সেখান দিয়েই গিয়েছিলাম।'

সাইরাস হার্ডিংএর নিকট এই ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যজনক বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

এদিকে পেনক্রফ্‌ট নৌকা ঘুরাইয়া ক্ল-কেপের দিকে চলিয়াছে। সকলের মনে ট্যাবর দ্বীপের লোকটির কথা জাগিয়া রহিল। এখন ভগবানের কৃপায় লোকটি জীবন্ত থাকিতে সেখানে পৌঁছিতে পারিলে মঙ্গল।

ক্ল-কেপ ঘুরিয়া বেলা বারোটার সময় বোনাভেঞ্চার মার্সি নদীর মুখে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল। সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বেই যাত্রার আয়োজন সমস্ত একেবারে ঠিক। পরদিন ১০ই অক্টোবর, অনুকূল বাতাসের সাহায্যে রওনা হইলে ট্যাবর দ্বীপে পৌঁছিতে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি লাগিবে না। দ্বীপে কাটাইতে হইবে একদিন, ফিরিয়া আসিতে তিনচার দিন—তাহা হইলে ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে নিশ্চয়

দ্বীপে ফিরিয়া আসিবার কথা। হার্ডিং ও স্পিলেট্ নেব্‌কে লইয়া গ্র্যানিট হাউসে থাকিবেন।

এই ব্যবস্থায় স্পিলেট্ মহা আপত্তি করিয়া বলিলেন—'আমি নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংবাদদাতা। এমন খাশা সুযোগটা কি আমি ছাড়তে পারি? আমিও পেন্‌ক্রফ্‌টের সঙ্গে যাব। গাঁতরিয়ে হলেও আমি ট্যাবর দ্বীপে না গিয়ে ছাড়ব না।'

কি আর করা যায়, হার্ডিং অগত্যা স্পিলেটকেও যাইতে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা বোনাভেঞ্চার তিনটি যাত্রী লইয়া ট্যাবর দ্বীপে চলিল। প্রায় সিকি মাইল গেলে পর যাত্রীদল ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে গ্র্যানিট হাউসের পাহাড়ে দাঁড়াইয়া হার্ডিং ও নেব্ টুপি, রুমাল, গাছের ডাল প্রভৃতি উড়াইয়া শুভযাত্রা জানাইতেছেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ রুমাল উড়াইয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্ল-কেপের উঁচু পাহাড়ের গ্র্যানিট হাউস অদৃশ্য হইয়া গেল।

দিনের প্রথম ভাগে বহুদূর হইতে লিঙ্কন দ্বীপ দেখা যাইতেছিল, যেন সবুজ রঙের একটি বাস্কেট—তাহার মধ্যখানে ফ্রাঙ্কলিন পর্বত। ক্রমে বিকালের দিকে লিঙ্কন দ্বীপের চিহ্নটি আর দেখা গেল না।

পরিষ্কার মৃদু বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে বোনাভেঞ্চার চলিয়াছে। পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে আনন্দের সীমা নাই। সে কখনও বা হালের ভার হারবার্টকে দিয়া স্পিলেটের সঙ্গে গল্পগুজব করিতেছে। এইভাবে সারাদিন কাটিয়া ক্রমে অন্ধকার রাত্রি দেখা দিল। রাত্রি অন্ধকার হইলেও আকাশ পরিষ্কার চাঁদ এবং অগণ্য তারার আলোকে কম্পাসের সাহায্যে বোনাভেঞ্চার অবিরাম চলিয়াছে।

রাত্রি নিরাপদে কাটিয়া গেল, পরের দিনটাও নিরাপদে পার হইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, বোনাভেঞ্চার লিঙ্কন দ্বীপ হইতে প্রায় একশত কুড়ি মাইল পথ আসিয়াছে। হিসাব ঠিক হইয়া থাকিলে এবং বোনাভেঞ্চার ঠিক পথে আসিয়া থাকিলে পরের দিন

ভোরবেলা ট্যাবর দ্বীপ দেখা যাইবার কথা। যাত্রী তিনটি সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিলেন না। সকলের মনে দারুণ উদ্বেগ—ভুল আসিবে কেন? প্রাতঃকালে ট্যাবর দ্বীপ দেখা যাইবে কি? পরিত্যক্ত ব্যক্তিটি কি এখনও দ্বীপেই আছে? লোকটি কে? এক কারাগার ছাড়িয়া অন্য কারাগারে যাইতে কি সে রাজি হইবে? এ সকল চিন্তা সকলের মনে আসিয়া তাঁহাদিগকে সারারাত্রি সজাগ রাখিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সকলে উৎসুক নয়নে পশ্চিমের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভোর ছয়টার সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল 'ঐ দ্বীপ! ঐ দূরে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌টের মত অভিজ্ঞ নাবিকের পক্ষে ভুল ধারণা হওয়া অসম্ভব, খানিক দূরে ভূমি নিশ্চয়ই আছে।

যাত্রীদলের আনন্দের সীমা রহিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁহারা দ্বীপের তীরে নামিবেন।

ক্রমে সত্যসত্যই ট্যাবর দ্বীপের নিচু নিচু তীর সমুদ্রের উপর দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। বোধ হইল, প্রায় পনের মাইল দূরে হইবে। বোনাভেঞ্চারের মুখটা একটু দক্ষিণদিকে ছিল, এখন সেটাকে সোজা দ্বীপের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

বেলা ১১ টার সময় বোনাভেঞ্চার মাত্র দুই মাইল দূরে। পেন্‌ক্রফ্‌ট খুব সাবধান হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অজানা পথ, জলের নিচে কোন কিছুতে লাগিয়া বিপদ হইতে পারে। ছোট্ট দ্বীপটি, ক্রমে তাহার সবই দেখিতে পাওয়া গেল। দ্বীপের গাছপালা অনেকটা লিঙ্কন দ্বীপের মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সমস্ত দ্বীপে কোথাও ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া গেল না, কিম্বা মানুষের অস্তিত্বের অন্য কোন চিহ্নও দেখা গেল না। কিন্তু তাহা হইলেও বোতলের কাগজটুকুতে স্পষ্ট লেখা ছিল, 'পরিত্যক্ত ব্যক্তি—ট্যাবর দ্বীপে।' সুতরাং এই ব্যক্তিটির উচিত ছিল, তাহার উদ্ধারের জন্য কেহ আসে কিনা দৃষ্টি রাখা।

বেলা বারোটার সময় বোনাভেঞ্চারের তলা ট্যাবর দ্বীপের বালিতে আটকাইয়া গেল। যাত্রীদল লঙ্গর ফেলিয়া দিয়া তীরে নামিলেন।

তীর হইতে আধমাইল দূরে প্রায় তিনশত ফুট উঁচু একটা পাহাড়, তাহার উপর হইতে সমস্ত দ্বীপটি বেশ দেখা যাইবে। যাত্রীদল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

পাহাড়টির নিচে পৌঁছিলে পর, তাহার চূড়ায় উঠিতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগিল না। উঠিয়া দেখা গেল, দ্বীপটি ছোট, তাহার পরিধি ছয় মাইলের বেশি হইবে না। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা প্রভৃতি লিঙ্কন দ্বীপের মত তেমন কিছুই নাই—প্রায় চ্যাটাল বনপূর্ণ একটি দ্বীপ, তাহার আকৃতি যেন ডিমের মত।

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'চলুন নেমে গিয়ে ভাল করে সন্ধান করা যাক।'

সকলে বোনাভেঞ্চারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া স্থির করিলেন যে প্রথমে দ্বীপটির চারিদিক ঘুরিয়া দেখিবেন, তারপর ভেতরে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করা যাইবে।

সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলাই সুবিধাজনক। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় সম্মুখে পড়িল, কিন্তু তাহাতে চলার কোন ব্যাঘাত হইল না। যাত্রীদল দক্ষিণদিকে চলিলেন, দলে দলে সমুদ্রের পাখি ও সিল তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিতে লাগিল। ইহাতে মনে হইল যে, ইতিপূর্বে তাহারা মানুষ দেখিয়াছে, আর সেজন্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পালায়ন করিল।

একঘণ্টা ধরিয়া যাত্রীদল দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে চারঘণ্টা চলিলে পর দ্বীপের চারিদিক ঘুরিয়া আসা হইল, কিন্তু লোকজনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। মনে হইল, ট্যাবর দ্বীপে যেন কোনদিন মানুষ আসে নাই। কিম্বা আসিয়া থাকিলেও এখন সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। হয়তো বা বোতলটা অনেকদিন যাবৎ সমুদ্রে ভাসিতেছিল। ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি কোন

উপায়ে দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, কিম্বা অনেক কষ্ট ভোগের পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইহার পর বোনাভেঞ্চারে ফিরিয়া সকলে আহার করিলেন। আহারের পর তখন বিকেল পাঁচটা, দ্বীপে বনের মধ্যে সন্ধান করিবার জন্য সকলে চলিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে বন্যজন্তু সব পলাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছাগল ও শূয়র। এগুলি দেখতে ঠিক ইয়োরোপের ছাগল ও শূয়রের মত। হয়তো কোন হোয়েলার এগুলিকে ট্যাবর দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তারপর ক্রমে তাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। হারবার্ট ঠিক করিল যে, ইহাদের কয়েকটাকে ধরিয়া লিঙ্কন দ্বীপে লইয়া যাইবে। পূর্বে কোন সময়ে ট্যাবর দ্বীপে যে মানুষ আসিয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। বনের মধ্যে মানুষের চলা ফেরার পথের চিহ্ন পর্যন্ত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কুড়াল দিয়া কাটা পরিষ্কার বড় বড় গাছ পড়িয়া রহিয়াছে।

স্পিলেট্ বলিলেন—'এসব দেখেশুনে মনে হয়, মানুষ শুধু যে এখানে এসেছিল তাই নয়, কিছুকাল তারা এই দ্বীপে বাসও করেছে। এখন কথা হচ্ছে এরা কারা? এদের কেউ কেউ এখনও দ্বীপে আছে কিনা।'

হারবার্ট বলিল—'বোতলের কাগজে তো একজনের কথাই লেখা ছিল।'

পেনক্রফ্ট বলিল—'সে-লোক যদি এখনও এখানে থেকেও থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার করতে হবে!'

দ্বীপের ঠিক মধ্য দিয়া কোণাকুনি ভাবে একটা পথ গিয়াছে, যাত্রীগণ সেই পথে একটা নদীর পাড় ধরিয়া চলিয়াছেন। নদীটা কিছুদূর গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে খোলা জায়গায় দেখা গেল, কে যেন কোনদিন শাক-সবজির চাষ করিয়াছিল। ইহাদের বীচি লিঙ্কন দ্বীপে লইয়া যাইতে হইবে।

স্পিলেট্ বলিলেন—'চাষের অবস্থা দেখে তো মনে হয় যে

লোকগুলি এখানে বেশিদিন থাকেনি। তা নইলে এমন দরকারি জিনিসের চাষ কি এমন অযত্নে নষ্ট হতে পারে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'ঠিক বলেছেন। বোধ করি সেই লোকগুলো চলে গিয়েছে। বোতলটা বোধ হয় সেই কাগজটুকু নিয়ে অনেকদিন ধরে সমুদ্রে ভাসছিল।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর অনুসন্ধান করা চলে না। স্পিলেট্‌ বলিলেন—'চল, আজ নৌকায় ফিরে যাই, কাল সকালে আবার আসা যাবে।'

এমন সময় হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'ঐ দেখুন, গাছের ফাঁক দিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে!'

সকলে তখন ছুটিলেন কুটীরের দিকে। গিয়া দেখিলেন, ঘরটি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি, তাহাতে মোটা টার্পুলিনের ছাত। কুটীরের দরজা অর্ধেক ভেজান ছিল, পেনক্রফ্‌ট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঢুকিয়া দেখিল, কুটীর শূন্য।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্‌ অন্ধকার কুটীরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পেনক্রফ্‌ট চিৎকার করিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না।

পেনক্রফ্‌ট আগুন জ্বালাইলে পর দেখা গেল, শূন্য ছোট্ট একটি ঘর, তাহার পিছনের দিকে একটি ফায়ারপ্লেস আছে। অনেকগুলি ঠাণ্ডা কয়লা আর একবোঝা কাঠ পড়িয়া আছে। ঘরে একটি বিছানাও রহিয়াছে। তাহার স্যাঁতসেঁতে হলদে চাদর দেখিয়া মনে হইল, সে-বিছানা অনেকদিন যাবৎ কেহ ব্যবহার করে নাই। ফায়ারপ্লেসের এক কোণে দুইটি কেতলি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে

রক্ষিত ধরা। একটা তাকের উপর নাবিকের জীর্ণ ময়লা পোষাক, একটা টেবিলের উপর একটি টিনের প্লেট ও একটি বাইবেল। ঘরের এক কোণায় কিছু যন্ত্রপাতি, কোদাল, কুড়াল আর দুইটি বন্দুক। একটি বন্দুক ভাঙা। দেওয়ালের গায়, তাকের মধ্যে এক পিপা বারুদ, এক পিপা গুলি, আর অনেকগুলি ক্যাপের বাক্স—সব একেবারে ধুলায় ডুবিয়া আছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কুটীরও শূন্য! আর অনেকদিন ধরে কেউ এখানে বাস করেনি বলে মনে হচ্ছে। এখন কর্তব্য কি? আমি বলি, নৌকায় ফিরে না গিয়ে আমরা আজ রাতটা এই কুটীরেই থাকি।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ঠিকই বলেছ পেন্‌ক্রফ্‌ট। কুটীরের মালিক যদি ফিরে আসে, তাহলে বোধকরি আমাদের দেখে দুঃখিত হবে না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মালিক ফিরে আসবে না।'

'তবে কি সে দ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'দ্বীপ ছেড়ে গেলে কি সে তার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সব ফেলে যেত মিস্টার স্পিলেট্? জাহাজডুবি লোকদের কাছে এসব কিরূপ মূল্যবান সেটা কেন বুঝতে পারছেন না? না না, মিস্টার স্পিলেট্, এই দ্বীপ ছেড়ে সে যায়নি, সে এই দ্বীপেই আছে।'

হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল—'সে কি বেঁচে আছে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—বেঁচে থাকুক, বা মরে গিয়ে থাকুক, সেটা নিশ্চয় জানা যাবে। যদি মরে গিয়েই থাকে, তার শরীরটা ত সে নিজে গোর দেয়নি—তার চিহ্ন কিছু না কিছু নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

সেই রাত্রে কুটীরের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া তিনজনে বসিয়া রহিলেন; যদি লোকটি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, কুটীরের দরজা কেহ খুলিল না, বাহিরে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সকলে স্থির করিলেন যে

রাত্রি প্রভাত হইলে আবার সন্ধানে বাহির হইবেন। লোকটির মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে সেটাকে কবর দিতে হইবে। রাত্রি প্রভাত হইলে পর পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও স্পিলেট্‌ প্রথমে বাড়ীর বাগান, মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলেন। বাড়ীর সম্মুখে মাঠ, তারপর দূরে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটা পাহাড়ের নিচে, বড় বড় কতকগুলি গাছের মাঝখানে কুটীরটি—জায়গাটা দেখিতে ভারি সুন্দর। বাড়ীর মাঠের চারিদিকে কাঠের বেড়া—এখন সব ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। এই বেড়ার কিছু দূরেই সমুদ্র। বেড়ার বাঁ দিকে সেই নদীটির মুখ।

কুটীরের কাঠ, তক্তা সমস্তই কোন জাহাজ হইতে নেওয়া। সম্ভবতঃ দ্বীপের নিকটে জাহাজ ডুবিয়াছিল, তাহারই তক্তা দিয়া এই জীবিত আরোহীটি এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল। স্পিলেট্‌ দেখিতে পাইলেন, একটি তক্তার মধ্যে অস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—BR-TAN-A, অর্থাৎ জাহাজ টির নামছিল 'Britannia'—কয়েকটি অক্ষর একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার পর যাত্রীগণ বোনাভেঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া একটু বেশি পরিমাণে। আহার করিলেন সারাদিন অনুসন্ধানে কাটাইয়া কখন আহারের সুবিধা হইবে কে জানে?

আহারের পর তন্ন তন্ন করিয়া দ্বীপের অর্ধেকের বেশি খুঁজিয়া দেখা হইল, কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে কি লোকটি মরিয়া গিয়াছে, আর বন্যজন্তুতে তাহার দেহ হাড়সুদ্ধ খাইয়া ফেলিয়াছে!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আর কি হবে? আমরা তাহলে কাল সকালে ফিরে যাব।'

বেলা চারটার সময়ে সকলে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে করিতে এইরূপ স্থির করিলেন।

হারবার্ট বলিল—'যাবার সময় পরিত্যক্ত ব্যক্তির বাসন, যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র সবই আমরা নিয়ে যাব। দু'একটা শুয়োর-ছাগলও ধরে নিয়ে যেতে হবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ঠিক বলেছ হারবার্ট। 'কিন্তু তাহলে আরো একদিন ট্যাবর দ্বীপে থাকা দরকার।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'না, মিস্টার স্পিলেট্। আমরা কালই ভোরে রওনা হব। আমার মনে হয় যেন পশ্চিমে হাওয়া শীঘ্রই শুরু হবে। আসবার সময়ে নিরাপদে এসেছি, যাবার বেলাও সেভাবে যেতে চাই। হারবার্ট, তুমি তাহলে এখনই গিয়ে শাক-সব্‌জির বীজ যা পার সংগ্রহ করে নাও। আমি আর মিস্টার স্পিলেট্ চেষ্টা করে দেখি, দু'একটা শূয়োর ধরতে পারি কিনা!'

হারবার্ট তখনই ক্ষেতের দিকে গেল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ গেলেন বনের দিকে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর, একটা ঝোপের মধ্যে তাঁরা দুইটি শূয়োর ধরিলেন।

এই সময়ে উত্তর দিকে একটা চিৎকার ও আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জনের মত ডাক। একি! এযে হারবার্টের চিৎকার! কোথায় বা গেল শূয়োর ধরা, আর দড়ি বাঁধা—পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। পথটার মোড় ফিরিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে একটা খোলা জায়গায় হারবার্ট মাটিতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার বুকের উপর ঠিক মানুষের মত দেখিতে একটা ভীষণ হিংস্র জন্তু যেন তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে হারবার্টের উপর হইতে টানিয়া তুলিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হারবার্টের কোন ক্ষতি হয় নাই। যে ভীষণ জানোয়ার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার কি হইত কে জানে? লোকটা মানুষই বটে, কিন্তু এমন ভীষণ বুনো এবং হিংস্র চেহারার যে কল্পনাতেও আসে না। আবার তাহার শরীরে এমনই শক্তি যে স্পিলেট্ এবং পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহাকে ছাড়াইয়া বাঁধিতে রীতিমত বেগ পাইয়াছিলেন।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'মিস্টার স্পিলেট, এই বোধ হয় সেই পরিত্যক্ত ব্যক্তি।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'হাঁ, সেই বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর মধ্যে এখন আর মনুষ্যত্ব কিছু নাই। আকৃতি-প্রকৃতিতে লোকটা একেবারে পূর্ণমাত্রায় জানোয়ার হয়ে গিয়েছে।'

স্পিলেট্‌ ঠিকই বলিয়াছেন। নির্জনে একাকী বাস করিবার দরুণ লোকটার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। মুখ দিয়া কথার পরিবর্তে শুধু গলা-ভাঙা শব্দের মত বাহির হয়। দাঁতগুলি ঠিক মাংসখেকো হিংস্র জন্তুর মত লম্বা লম্বা। তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে। নিজের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না। কি করিয়া আগুন জ্বালাইতে হয় সেটি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। স্পিলেট তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথা বলিলেন, সে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুনিতে পাইল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু স্পিলেট্‌ তাহার চক্ষের দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। চুপ করিয়া বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া আছে, দাঁড়াইবার কোন চেষ্টা নাই। তবে কি বহুকাল পরে তাহারই মত মানুষ দেখিয়া তাহার মস্তিষ্কে জ্ঞানের কণা জ্বলিয়া উঠিল? কে তাহা বলিতে পারে?

স্পিলেট্‌ অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—'লোকটি যে কেউ হোক, ভবিষ্যতে এর অবস্থা যাই হোক না কেন, এখন একে লিঙ্কন দ্বীপে নিয়ে যেতেই হবে।'

হারবার্ট বলিল—'নিয়ে যেতে ত হবেই। আর আমার বিশ্বাস উচিত মত সেবা-যত্ন হলে এর বুদ্ধি-শুদ্ধি সব ক্রমেই ফিরে আসবে।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'আমারও তাই বিশ্বাস। আত্মার মরণ নাই। ভগবানের সৃষ্ট এই জীবটিকে যদি পশুত্ব থেকে আবার মানুষ বানাতে পারি, তবে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে?'

এখন ইহাকে নৌকায় লইয়া যাইতে হইবে।

হারবার্ট বলিল—'আমার মনে হয়, এর পায়ের বাঁধন খুলে দিলে আমাদের সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারবে।'

কয়েদীর হাতের বাঁধন রাখিয়া, পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিলে পর সে নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল, পালায়নের কোন চেষ্টা করিল না, যাত্রীদলের সঙ্গেই চলিল। সে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের পানে তাকায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া যে সে চিনিতে পারিয়াছে, এমন কোন ভাব বুঝা গেল না।

স্পিলেটের কথামত প্রথমে তাহাকে সেই কুটীরে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার নিজের জিনিসপত্র দেখিয়া যদি তাহার মনে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু তাহার স্মৃতি জাগিল না, বোধ হইল যেন সমস্ত সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তখন স্পিলেট্ ভাবিলেন, জ্বলন্ত আগুন দেখিলে তাহার মনে কোন ভাব জাগিতে পারে। কিন্তু আগুন জ্বালাইলে পর মুহূর্তের জন্ত তাহার দৃষ্টি সেদিকে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। কি আর করা যাইবে? এখন তাহাকে বোনাভেঞ্চারে লইয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। নৌকাতে গেলে পর কয়েদীকে পেন্‌ক্রফ্‌টের জিম্মায় রাখিয়া স্পিলেট ও হারবার্ট তাঁহাদের কাজগুলি শেষ করিতে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই বাসনপত্র, বন্দুক প্রভৃতি এবং একরাশ শাক-সব্জী, বীজ ও দুই জোড়া শূয়োর লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জিনিসপত্র সবই বোনাভেঞ্চারে তোলা হইল। প্রাতঃকালে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কয়েদীকে সম্মুখের ক্যাবিনে রাখা হইল। কয়েদী নীরব, নিস্তব্ধ। যেন কালা-বোবা! পেন্‌ক্রফ্‌ট্ তাহাকে খাইতে দিলে পর রান্না করা খাদ্য সে সমস্তই ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, যেন তাহা সে পছন্দ করে না। হারবার্ট কতগুলি হাঁস মারিয়া আনিয়াছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট একটা হাঁস তাহার সম্মুখে ধরিবামাত্র বন্যজন্তুর মতো ছোঁ মারিয়া হাঁসটি লইয়া সে কাঁচাই খাইয়া ফেলিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মিস্টার স্পিলেট্,

এর জ্ঞান ফিরে আসবে বলে মনে করেন কি ? তবে অবশ্য নির্জন বাসের দরুণই বেচারির এরূপ দুরবস্থা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সেবা-যত্নে এর পরিবর্তন হওয়াটা বিচিত্র নয়।'

রাত্রিটা কাটিয়া গেল। রাত্রে কয়েদী ঘুমাইয়াছিল কিনা বলা যায় না, তবে তাহার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া সত্বেও সে নড়েচড়ে নাই। বন্যজন্তুকে প্রথম ধরিলে সেটা যেমন হতবুদ্ধি হইয়া যায়, কয়েদীর অবস্থাও বোধ করি সেইরূপই হইয়াছে।

১৫ই অক্টোবর ভোর পাঁচটার সময়ে বোনাভেঞ্চার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট পাল তুলিয়া সোজা লিঙ্কন দ্বীপের পথ লক্ষ্য করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে নৌকা চালাইল।

প্রথম দিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কয়েদী ক্যাবিনের মধ্যে চুপচাপ পড়িয়া রহিয়াছে, যেন সে অবাক হইয়া গিয়াছে!

পরদিন বাতাসের বেগ বাড়িল। একটু ভাবনার বিষয় বটে! সমুদ্র ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল, লিঙ্কন দ্বীপে পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে। পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু চিন্তিত হইল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিল না।

১৭ই অক্টোবর প্রাতকালে বোনাভেঞ্চার আটচল্লিশ ঘণ্টা যাবৎ সমুদ্রে চলিয়াছে। তবু মনে হইল না যে নৌকা লিঙ্কন দ্বীপের কাছাকাছি আসিয়াছে। আরো চব্বিশ ঘণ্টা কাটিল, তবু লিঙ্কন দ্বীপের দেখা নাই! সমুদ্র ক্রমেই চঞ্চলতর হইয়া উঠিতেছে, বাতাসের বেগও বাড়িল। ১৮ই তারিখ একটা বিশাল ঢেউ নৌকার উপর দিয়া চলিয়া গেল। যাত্রীদল পূর্বেই সতর্ক হইয়া ডেকের সঙ্গে নিজেদের বাঁধিয়াছিলেন, নতুবা ঢেউ সকলকে ধুইয়া লইয়া যাইত।

ঢেউ চলিয়া গেলে সকলে নিজেদের বাঁধন খুলিতে ব্যস্ত। এমন সময়ে কয়েদী এক আশ্চর্য কাণ্ড করিল, তাহা যাত্রীদল কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সে হঠাৎ ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডেকের কার্নিশের কাঠ খানিকটা ভাঙিয়া দিল, তখন ডেকের সমস্ত জল সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডেক পরিষ্কার হইয়া গেল, নৌকাও হালকা হইল। কয়েদী নীরবে আবার চলিয়া গেল তাহার ক্যাবিনের মধ্যে। এই কাণ্ড দেখিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট ও গিডিয়ন স্পিলেট হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

যাত্রীদলের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল! পেনক্রফ্‌টের ভয় হইল, বিশাল সমুদ্রে পথভ্রষ্ট হইয়া বুঝিবা লিঙ্কন দ্বীপে পৌঁছিবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না।

ক্রমে দারুণ অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। বাতাস একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা! যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় রাত এগারোটার সময়ে বাতাস কমিয়া গেল, সমুদ্র আবার স্থির হইল, সঙ্গে সঙ্গে নৌকার গতিও দ্রুত হইল।

যাত্রীদল মুহূর্তের জন্যও চক্ষু বুজেন নাই। সকলেরই মন উদ্বিগ্ন। লিঙ্কন দ্বীপ হয়ত নিকটেই, ভোরবেলা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর না হয় বোনাভেঞ্চার বাতাসের বেগে এবং স্রোতের টানে এতদূরে চলিয়া আসিয়াছে যে আবার ঠিক পথে যাওয়া অসম্ভব। সকলের চাইতে বেশি ভাবনা পেন্‌ক্রফ্‌টের, কিন্তু সে নিরাশ হয় নাই। সে হালটি ধরিয়া চারিদিকে গভীর অন্ধকারে ক্রমাগত দেখিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় হঠাৎ পেনক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—'আলো! আলো! ঐ আলো।'

সত্যই দেখা গেল, উত্তর-পূর্বদিকে, প্রায় কুড়ি মাইল দূরে উজ্জ্বল একটা আলো, যেন আকাশে একটা প্রকাণ্ড তারা জ্বলিতেছে! ঐ দিকে নিশ্চয় লিঙ্কন দ্বীপ। নিশ্চয়ই সাইরাস হার্ডিং আগুন জ্বালাইয়াছেন, যাহাতে যাত্রীদল অন্ধকার রাত্রে ঐ আলো দেখিয়া পথের সন্ধান করিতে পারে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট অনেকটা উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছিল, এখন নৌকার গতি ফিরাইয়া আলো লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চালাইয়া দিল।

॥ অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ২০শে অক্টোবর, প্রাতকালে সাতটার সময়ে সমুদ্রতীরে মার্সি নদীর মুখের কাছে বোনাভেঞ্চার ধীরে ধীরে আসিয়া নোঙর ফেলিল।

সাইরাস হার্ডিং ও নেব দিনের দুর্যোগ এবং সঙ্গীদিগের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উদ্বিগ্ন মনে সকাল বেলাই প্রসপেক্ট হাইটে উঠিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটু দূরে বোনাভেঞ্চারকে দেখিয়া হার্ডিং বলিলেন—'ভগবানকে ধন্যবাদ, ঐ ওরা এসে গেছে!' নেব্ মনের আনন্দে একেবারে পাগলের মত ঘুরপাক খাইয়া নাচিতে লাগিল।

বোনাভেঞ্চারের ডেকের উপরের লোক গণিয়া হার্ডিং প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, ট্যাবর দ্বীপের লোকটিকে পাওয়া যায় নাই। কিংবা পাওয়া গিয়া থাকিলেও সে ব্যক্তি তাহার দ্বীপ ছাড়িয়া আসিতে রাজি হয় নাই।

বোনাভেঞ্চার তীরে ভিড়িবার পূর্বেই হার্ডিং নেব্‌কে লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। যাত্রীদিগকে দেখিয়াই বলিলেন—'তোমাদের এত দেরি দেখে আমরা চিন্তিত হয়েছিলাম, কোন রকম বিপদে পড়তে হয়নি ত?'

স্পিলেট বলিলেন—'বিপদে পড়া দূরে থাক, বরং সব মঙ্গল মতই হয়েছে—সব কথা পরে বলব'খন।'

হার্ডিং বলিলেন—'যাক, কিন্তু তোমরা যে কাজে গিয়েছিলে সেটা দেখছি নিষ্ফলই হয়েছে—চতুর্থ ব্যক্তিটিকে ত দেখতে পাচ্ছি না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বলিল—'না ক্যাপটেন, আমরা চারজনই আছি।'

'পরিত্যক্ত ব্যক্তিটিকে তাহলে খুঁজে পেয়েছ?'

'হাঁ, পেয়েছি।'

'সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ ?'

'হাঁ, এনেছি।'

'কোথায় আছে সে ? লোকটি কে ?

স্পিলেট্ বলিলেন—'লোকটি কে তা বলা কঠিন। এক সময় আমাদের মত মানুষ ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা নেই।'

এই বলিয়া স্পিলেট আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা হার্ডিংকে বলিলেন। আরো বলিলেন যে এখন সে লোকটিকে আর মানুষের মত মনে করা যায় না, এমনই তাহার অধঃপতন হইয়াছে।

পেনক্রফ্‌ট্ বলিল—'বাস্তবিক ক্যাপটেন, আমার ত মনে হচ্ছে যে লোকটিকে এখানে এনে ভাল কাজ করা হয়নি।'

হার্ডিং বলিলেন—'তা কেন বলছ ? তাকে এনে ভালই করেছ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কিন্তু ক্যাপটেন, ওর যে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছে !'

হার্ডিং বলিলেন—'তা হতে পারে, কিন্তু মাসকয়েক পূর্বে ত সে ঠিক আমাদের মত মানুষ ছিল। নির্জনবাসের তুল্য দুর্ভাগ্য মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।'

স্পিলেট বলিলেন—'মাসকয়েক আগে যে ওর জ্ঞান ছিল, সেটা কি করে বুঝব ? বোতলের চিঠিটা হয়ত এর কেন সঙ্গী লিখে থাকবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'অসম্ভব। কারণ, এর যদি কোন সঙ্গী থাকত, তাহলে চিঠিতে দুজনের কথা নিশ্চয়ই লিখত।'

ইহার পর লোকটিকে ক্যাবিন হইতে আনিয়া তীরে নামান হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া হার্ডিং অবাক হইয়া রহিলেন। লোকটির মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন তাহার মনে পলায়নের ইচ্ছা জাগিয়াছে। হার্ডিং তাহার নিকটে গিয়া কাঁধে হাত রাখিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বপূর্ণ, সতেজ ভাব এবং করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বন্দী

মুহূর্তমধ্যে মাথা নিচু করিল। তাহার চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র রহিল না—পলায়নের ইচ্ছা পর্যন্ত দূর হইয়া গেল।

তাহাকে কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিয়া হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তবু তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে তাহার দৃষ্টিতে জ্ঞানের আলোক মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেবাযত্নের দ্বারা ইহার মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া আনা কঠিন হইবে না।

তখন স্থির হইল যে আগন্তুককে গ্র্যানিট হাউসের একটা ঘরে রাখা হইবে। সেখান হইতে পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাকে গ্র্যানিট হাউসে লইতে কোন মুস্কিল হইল না।

স্পিলেট, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলেরই ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। নেব্‌ তাড়াতাড়ি আহার প্রস্তুত করিল। সকলে আহার করিতে বসিলেন।

আহারের সময় হার্ডিং ট্যাবর যাত্রার সকল ঘটনা শুনিলেন। সকলে স্থির করিলেন যে আগন্তুক হয় ইংরেজ না হয় আমেরিকান। ব্রিটানিয়া জাহাজের নাম এবং আগন্তুকের চেহারা ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

হার্ডিং বলিলেন—'বুনো লোকটির সঙ্গে কি করে তোমাদের দেখা হয়েছিল সে কথা ত বলনি।'

হারবার্ট বলিল—'আমি গাছ-গাছড়া সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম, কাছেই একটা উঁচু গাছ থেকে বিদ্যুৎবেগে কি একটা নেমে এল! নেমে এসে হঠাৎ কখন যে সে আমার উপর পড়ল তা দেখবারও সময় পেলাম না! মিস্টার স্পিলেট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট যদি ঠিক সেই সময়ে—'

হার্ডিং বলিলেন—'তাই ত! তুমি ত দেখছি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলে। তবু এটাও ঠিক যে তোমার এই বিপদটি না হলে, লোকটি বোধ করি এখনও লুকিয়ে থাকত, ট্যাবর দ্বীপ থেকে তোমাদের ওকে আনা সম্ভব হত না।'

আহারের পরে সকলে সমুদ্রতীরে গেলেন। নৌকার জিনিসপত্র সকলই যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। শূকরগুলি গেল খোঁয়াড়ের মধ্যে। বারুদের বাক্স, পিপা, গুলির বাক্স সমস্তই যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হইল। এখন বোনাভেঞ্চারকেও একটা নিরাপদ স্থানে রাখা চাই।

হার্ডিং বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, নৌকাটাকে মার্সি নদীর মুখে রেখে দিলে হয় না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—না ক্যাপটেন, মার্সি নদীর মুখে অধিকাংশ সময়ে বালির মধ্যে পড়ে থাকলে নৌকার কাঠ নষ্ট হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা আপাততঃ ওটাকে বেলুন বন্দরে রেখে দিই।'

হার্ডিং বলিলেন—'যেখানেই রাখ ওটাকে চোখের সামনে রাখতে পারলে ভাল হয়। পরে সুবিধামত ভাল বন্দর বানিয়ে নিতে হবে।'

শীঘ্রই আগন্তুকের বেশ ভালর দিকে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। বুঝিতে পারা গেল যে তাহার জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। ট্যাবর দ্বীপে সে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত, সুতরাং গ্রানিট হাউসে বদ্ধ থাকিয়া প্রথমে সে রাগে ভ্রূকুটি করিত। সকলে ভয় পাইলেন, পাছে জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়ে। ক্রমে সে ভাব দূর হইলে তাহাকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হইল।

হিংস্র জন্তুর মত আর সে কাঁচা মাংস খায় না, রান্না করা খাদ্য বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ডিং তাহার চুলদাড়ি ছাঁটিয়া দিলেন। তাহার পোষাকও বদলাইয়া দেওয়া হইল। ক্রমে তাহার মুখের ভাব বেশ স্নিগ্ধ হইল, সেই হিংস্র বন্য চেহারার আর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

হার্ডিং প্রতিদিন কিছুটা সময় তাহার সঙ্গে কাটাইতেন—তাহার নিকটে বসিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নানা রকমের কাজ করিতেন। চেঁচাইয়া কথা বলিতেন, নৌবিদ্যা সম্বন্ধে আলাপ করিতেন—যাহাতে নাবিকমাত্রেই আগ্রহ হইতে পারে।

মধ্যে মধ্যে আগন্তুক তাঁহাদিগের কথাবার্তায় মন দিত—মনে হইত যেন সে কিছু কিছু বুঝিতে পারিত। মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের ভাব অতিশয় দুঃখপূর্ণ হইয়া উঠিত।

ক্রমে সাইরাস হার্ডিংএর প্রতি তাহার বেশ একটু আকর্ষণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা গেল। হার্ডিং ভাবিলেন, তাহাকে একবার বনের ধারে লইয়াযাইবেন, দৃশ্যের পরিবর্তনে যদি তার মনের পরিবর্তন হয়। স্পিলেট আপত্তি করিয়া বলিলেন—'স্বাধীনতা পেয়ে যদি ও পালিয়ে যায়।'

না হার্ডিং বলিলেন—'তাহলেও একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

আগন্তুক নয়দিন গ্র্যানিট হাউসে বন্দী থাকিবার পর এই সব কথাবার্তা হইতেছিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'একবার খোলা বাতাস গায়ে লাগলেই দেখবেন, তখন ও ছুটে পালাবে।

হার্ডিং বলিলেন—'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' তিনি আগন্তুককে বলিলেন—'উঠে একবার আমার সঙ্গে এস।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হার্ডিংএর চোখের দিকে চাহিয়াই তাঁহার সঙ্গে চলিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলের পিছনে চলিল।

সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া সকলে আগন্তুককে স্বাধীনতা দিয়া কিছুটা দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হইল, কিন্তু সে পলায়নের চেষ্টা করিল না। ছোট ছোট ঢেউগুলি দ্বীপের চড়ায় লাগিয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে, আগন্তুক একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল।

হার্ডিং বলিলেন—'এবার চল, ওকে বনের ধারে নিয়ে যাই।'

সকলে আগন্তুককে লইয়া মার্সি নদীর মুখের দিকে গেলেন। তার পর নদীর বাঁ পাড় ধরিয়া প্রসপেক্ট হাইটে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে বন আরম্ভ। বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আগন্তুক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। সকলে প্রস্তুত রহিলেন, পলায়নের চেষ্টা করিলেই তাহাকে ধরিবেন।

সম্মুখে ছোট্ট নদী, তাহার পরই গভীর বন। একবার মনে হইল, যেন আগন্তুকের মনে জলে লাফাইয়া পড়িবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে তাহার পা দুইটি বাঁকাইল, যেন লাফ দিবার চেষ্টা। পরমুহূর্তে আবার পিছনের দিকে হাঁটিয়া গিয়া সে প্রায় বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

ইহা দেখিয়া হার্ডিং বলিলেন—'চোখে জল যখন দেখা দিয়েছে, তখন ওর মনুষ্যত্ব যে ফিরে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

॥ ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

দ্বীপবাসিগণ ক্ষণকাল আগন্তুককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার পলায়নের ইচ্ছা দেখা গেল না। তখন সকলে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন।

মনে হইল যেন আগন্তুক দৈনিক কাজে যোগ দিতে চায়। সকলের কথা মন দিয়া শুনে, বুঝিতে পারে কিন্তু নিজে কিছু বলে না। একদিন পেনক্রফ্‌ট শুনিতে পাইলেন যে সে নিজের মনে বলিতেছে—'না, এখানে—আমি কখনই না!'

হার্ডিং বলিলেন—'লোকটির মনে কোনো দুঃখপূর্ণ রহস্য আছে।'

ক্রমে আগন্তুক যন্ত্রপাতি লইয়া একা বাগানে কাজ করিতে শুরু করিল। কেহ তাহাকে বিরক্ত করিত না। তবে কি সে অতীতের কোন দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ করিতেছে? এইরূপ অবস্থায় অপেক্ষা করিয়া থাকাই সকলে কর্তব্য বোধ করিলেন।

কয়েকদিন পরে, ৩রা নভেম্বর। আগন্তুক কাজ করিতে করিতে কোদাল ফেলিয়া দাঁড়াইল। হার্ডিং দেখিলেন, তাহার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতেছে। তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি নিকটে গিয়া

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন—'বন্ধু! আমার দিকে তাকাও!'

আগন্তুককে হার্ডিং এর দৃষ্টি যেন বশ করিয়া ফেলিল, পলায়নের ইচ্ছা তার দূর হইল, মুখে পরিবর্তন দেখা দিল। চক্ষু দুইটি উজ্জল হইল, ধীরে ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা কে?'

হার্ডিং আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'আমরা তোমার মত পরিত্যক্ত ব্যক্তি। তুমি ট্যাবর দ্বীপে একা ছিলে, তাই তোমাকে সঙ্গী বন্ধুর মধ্যে আনা হয়েছে।'

'আমার সঙ্গী! পৃথিবীতে আমার বন্ধু কেউ নাই। আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান।' এই বলিয়া সে প্লেটোর কিনারায় ছুটিয়া গিয়া একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শুনিয়া স্পিলেট বলিলেন—'এর জীবনে গূঢ় রহস্য আছে।

হার্ডিং বলিলেন—'তা জানবার জন্য তাড়াহুড়ো করব না। যদি সে পাপও করে থাকে, তার জন্য যথেষ্ট সাজা হয়েছে, এখন সে নির্দোষ।'

প্রায় দুই ঘণ্টা আগন্তুক গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিল। ইহার পর সে কর্তব্য স্থির করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপাতে লাল। মাথা নিচু করিয়া সে হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা কি ইংরেজ?'

হার্ডিং বলিলেন—'না, আমরা আমরিকাবাসী।'

'যা হোক, তবু ভাল।'

হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোন্ জাতি?'

সে উত্তর দিল—'আমি ইংরেজ।'

আবার সে সমুদ্রতীরে চলিয়া গিয়া অস্থির হইয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

একবার হারবার্টের নিকটে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'এটা কোন্ মাস?'

হারবার্ট বলিল—'নভেম্বর মাস।'

'কোন্ সন ?'

'১৮৮৩ সন।'

'বার বছর ! বার বছর !' এই কথা বলিয়াই সে হঠাৎ হারবার্টের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

শুনিয়া সকলে বুঝিলেন যে লোকটি বার বছর যাবৎ ট্যাবর দ্বীপে রহিয়াছে। বার বছর নির্জনবাসে তাহার জ্ঞান যে লোপ পাইবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'আমার মনে হচ্ছে যে কোন গুরুতর অপরাধের দরুণ ওকে ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'আমারও তাই মনে হয়। হয়ত যারা ওকে ফেলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসতেও পারে।'

হার্ডিং বলিলেন—'ভাল করে না জানা পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনার লাভ নেই। আমার বিশ্বাস, বেচারি যথেষ্ট কষ্টভোগ করেছে, ইচ্ছা থাকলেও সে কাহিনী বলতে পারছে না। ক্রমে সে নিজেই বলবে, তখন কর্তব্য স্থির করা যাবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আছে।'

স্পিলেট বলিলেন—'সন্দেহ কেন করছ হার্ডিং ?'

'কারণ, নির্দিষ্ট দিনে উদ্ধার পাবার আশা যদি সে করত, তাহলে সেই দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রে ভাসাতে যাবে কেন ?'

স্পিলেট বলিল—'ওর এ রকম বুনো অবস্থা নিশ্চয় বহুদিন হয়েছে, তাহলে চিঠি লিখে বোতলও ভাসিয়েছিল বহুপূর্বে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে বোতলের চিঠিটাও স্যাঁতসেঁতে, ভিজে হত। কিন্তু সেটা ছিল শুকনো, খটখটে—না ক্যাপটেন ?'

হার্ডিং বেশ বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যাপারটিও আর একটা রহস্য পূর্ণঘটনা।

ইহার পর কিছুদিন আগন্তুক একটা কথাও বলিল না। গ্রেনাইট হাউসেই থাকে, নীরবে কাজকর্ম করে, শাক-সবজি খায়, অনুরোধ

করিলেও গ্র্যানিট হাউসে আসে না। সে যেন আবার ট্যাবর দ্বীপের বুনো জীবন যাপন করিতেছে। সকলে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

১০ই নভেম্বর রাত্রি ৮টার সময়ে সকলে বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আগন্তুক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে, চেহারা পূর্বের মত ভীষণ!

অসংলগ্নভাবে সে বলিতে লাগিল—'কেন আমাকে ধরে এনেছেন? কি অধিকার আপনাদের? জানেন আমি কে? আমাকে ইচ্ছা করে ফেলে যায়নি—আমি যে চোর বা খুনী নই, তাই বা কে বললে? আপনারা কি জানেন?'

হার্ডিং তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেই সে সরিয়া গিয়া বলিল—'না, না! একটা কথা শুধু জানতে চাই,—আমি কি স্বাধীন?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই স্বাধীন।'

'তবে আমি চললাম'—বলিয়াই সে উন্মত্তের মত বনের দিকে ছুটিয়া পলাইল। তাহার পিছনে পিছনে পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেব ছুটিল, কিন্তু খানিক পরেই শূন্যহস্তে তাহারা ফিরিয়া আসিল।

হার্ডিং বলিলেন—'ও যাক, ওকে ঘাঁটিও না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ও আর ফিরে আসবে না ক্যাপটেন।'

হার্ডিং বলিলেন—'দেখো, নিশ্চয় ফিরে আসবে।'

অনেকদিন আগন্তুকের কোন পাত্তা নাই। তবু হার্ডিংএর মন বলিতেছে যে তাহাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। এ পলায়ন শুধু অনুতাপের জন্য।

সকলে নিয়মিত কাজ শুরু করিলেন। হারবার্টের আনা বীজগুলি পুঁতিয়া দেওয়া হইল। শস্য এখন যথেষ্ট আছে। হার্ডিং স্থির করিলেন যে প্রস্‌পেক্ট হাইটের উপর একটা উইণ্ড মিল প্রস্তুত করিবেন। যথেষ্ট হাওয়া লাগিবে, মিলটি অনবরত চলিবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বাঃ, তাহলে শুধু যে ময়দা হবে তাই নয়, মিলের দরুণ লিঙ্কন দ্বীপের চেহারাও অনেকটা খুলে যাবে।'

হার্ডিং ছোট একটি নমুনা বানাইলেন। পাখির বাড়ীর দক্ষিণে সকলে মিলিয়া মিল তৈরির কাজে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। প্রথম যেদিন খাবার টেবিলে রুটি পাওয়া গেল, সেদিন সকলের কি আনন্দ!

আগন্তুকের কোন উদ্দেশ নাই। বনের মধ্যে স্পিলেট কত সন্ধান করিল, তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। হার্ডিং তবু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—'ও ফিরে আসবেই, আর তখন থেকে আমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।'

হার্ডিংএর কথাই ঠিক হইল। ওরা ডিসেম্বর হারবার্ট লেকের তীরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। অন্য সকলে কাজে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার শুনিতে পাওয়া গেল—'বাঁচাও, গেলাম, গেলাম!'

হার্ডিং ও স্পিলেট দূরে ছিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব চিৎকার শুনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লেকের দিকে ছুটিল।

তাহারা পৌঁছিবার পূর্বেই আগন্তুক ছুটিয়া আসিয়াছে।

হারবার্ট একটা ভীষণ জাগুয়ারের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় হারবার্ট একটা গাছের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। জাগুয়ারটা তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য একেবারে প্রস্তুত।

আগন্তুক আসিয়াই শুধু একটা ছুরি হাতে লইয়া জাগুয়ারের উপর লাফাইয়া পড়িল। জাগুয়ারটাও তখন হারবার্টকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। আগন্তুকের শরীরে অসাধারণ বল—এক হাতে জাগুয়ারের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল! মুহূর্তমধ্যে জাগুয়ার মাটিতে পড়িয়া গেল, আগন্তুক মৃত জাগুয়ারকে পদাঘাত করিয়া সবে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

হারবার্ট আগন্তুককে টানিয়া ধরিয়া বলিল—'না, না, কিছুতেই তোমাকে যেতে দেব না।'

জাগুয়ারের নখের আঘাতে আগন্তুকের কাঁধ হইতে রক্তের ধারা বহিয়া তাহার শার্ট লাল হইয়াগিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার গ্রাহ্য নাই।

হার্ডিং তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—'বন্ধু, তুমি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার ঋণে বেঁধেছ। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাদের ছেলেটিকে বাঁচিয়েছ।'

আগন্তুক বলিল—'আমার প্রাণ! তার আবার মূল্য কি?'

'তোমার যে গুরুতর আঘাত লেগেছে দেখছি।'

'ও আঘাতে কিছু এসে যায় না।'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তোমার হাতখানা আমাকে দেবে?'

হাত দুটি গুটাইয়া লইয়া, গম্ভীর হইয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল —'কে আপনারা? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক আপনাদের?'

হার্ডিং সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'তোমাকে নিয়ে এসে আমাদের যে আনন্দ হয়েছিল, তেমন আনন্দ জীবনে কখনও পাইনি!'

আগন্তুকের মুখ লাল হইল, মনে এক ভীষণ তোলপাড় হইতেছে বোঝা গেল।

হার্ডিং আবার বলিলেন—'এখন তোমার হাতখানি দেবে?'

'না, না! আপনারা সাধু, সৎলোক। আর আমি—'

বোঝা গেল যে দ্বীপবাসিগণের সন্দেহ সত্য, এখন সে অনুতাপের আগুনে পুড়িতেছে। সাধু ব্যক্তি করমর্দন করিবার জন্য তাহার হাত চাহিতেছেন, পাপী হইয়া সে কিরূপে হাত বাড়াইয়া দিবে? যাই হোক, সেইদিন হইতে সে গ্র্যানিট হাউসের সীমানার মধ্যেই থাকিত। দ্বীপবাসিগণ এরূপ ব্যবহার করিতেন যেন তাঁহারা তার প্রতি কোন সন্দেহই করেন নাই।

কাজকর্ম পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। হার্ডিং ও স্পিলেট রাসায়নিকের কাজ করেন। কেবল হারবার্ট শিকারে বাহির হইলে স্পিলেটও সঙ্গে

যান। নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট অভ্যাবশে, পাখির বাড়ীতে বা কোরালে কাজে ব্যস্ত থাকে। আগন্তুক একাকী স্লেটোতে কাজ করে, আহারের সময় গ্র্যানিট হাউসে আসে না, উহার কর্তাদের সঙ্গ যেন অসহ্য!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'একা থাকাটাই যদি তার মতলব ছিল, তবে বোতল ভাসিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল কেন?'

হার্ডিং বলিল—'হয়ত শীগগিরই সে সে-কথা বলবে।'

বাস্তবিকই এক সপ্তাহ পরে, গ্র্যানিট হাউসে আসিয়া অবনত মস্তকে শান্তভাবে সে হার্ডিংকে বলিল—'মহাশয়, একটা অনুরোধ আছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'কি অনুরোধ! আমরা তোমার বন্ধু, এই কথাটি মনে রেখে যা বলবার বল।'

আগন্তুক চক্ষু ঢাকিল, তাহার শরীর কাঁপিতেছে।

অবশেষে সে বলিল—'মহাশয়, একটি অনুগ্রহ চাই।'

'কি অনুগ্রহ বল?'

'চার-পাঁচ মাইল দূরে, কোরালে যে জন্তুগুলি আছে তাহাদিগের যত্নের আবশ্যক। আমি সেইখানে থেকে তাহাদিগকে দেখব শুনব, অনুমতি দিন।'

হার্ডিং দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'বন্ধু, কোরালে তো মানুষের থাকবার উপযুক্ত ঘর নাই।'

'আমার পক্ষে ওই যথেষ্ট!'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তাহলে তুমি কোরালেই থাক। কিন্তু মনে রেখো, গ্র্যানিট হাউসের দরজা তোমার জন্ত সর্বদাই উন্মুক্ত। কোরালেই তোমার ব্যবস্থা করে দেব।'

'কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? ব্যবস্থা আমি করে নেব।'

হার্ডিং বলিলেন—'সেটি হবে না, আমাদের কথা অনুসারেই ব্যবস্থা হবে।'

সাইরাস হার্ডিংকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গেল। স্থির হইল, কোরালে একটি কাঠের ঘর বানাইতে হইবে। সেইদিনই

সকলে যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সুন্দর একটি ঘর প্রস্তুত হইল। ঘরটিতে বিছানা, আসবাব, তাক সবই হইল। বন্দুক, গুলি এবং কিছু যন্ত্রপাতিও সেখানে রাখা হইল। তখন প্রায় আশীটি জন্তু কোরালে ছিল। ঘরটি হইতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা যাইবে।

আগন্তুক এই ব্যবস্থার কিছুই জানে না, সে শ্লেটোতে সমস্ত জমি কোপাইয়া ফেলিয়াছে।

হার্ডিং ২০শে ডিসেম্বর আগন্তুককে বলিলেন যে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর দ্বীপবাসিগণ গ্র্যানিট হাউসের ডাইনিং রুমে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে আগন্তুক প্রবেশ করিয়া বলিল—'কোরালে চলে যাবার আগে আমার সব কথা বলে যেতে চাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তুমি ইচ্ছা করলে কিছু না বললেও পার। আমরা কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি।'

'কিন্তু আমার কর্তব্য হচ্ছে বলা।'

'তবে বল, বসে সব কথা বল।'

'না, বসব না। আমি দাঁড়িয়ে থেকেই বলব।'

ঘরের কোণে একটু কম আলোতে দাঁড়াইয়া আগন্তুক নিম্ন লিখিত কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল:

'১৮৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে বার্নুলি অন্তরীপের কাছে একটা ছোট জাহাজ এসে নঙর ফেলল। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ধনী লর্ড গ্লেনারভন ছিলেন সেই জাহাজের মালিক। জাহাজে আরোহী ছিলেন লর্ড গ্লেনারভন নিজে, তাঁর স্ত্রী, একজন ইংরেজ মেজর, একজন ফরাসী ভূগোল-বিত্তাবিদ, আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। মেয়েটি আর ছেলেটি ছিল ক্যাপটেন গ্রাণ্টের —যাঁর জাহাজ ব্রিটানিয়া একবছর আগে সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজটির নাম ছিল ডাঙ্কান, তার ক্যাপটেন

ছিলেন জন ম্যাঙ্গলস্, তাছাড়া জাহাজে পনেরজন খালাসী ও কর্মচারি ছিল।

লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এসে নঙর ফেলেছিল। তার কারণ, ছয়মাস পূর্বে আইরিস সমুদ্রে ডানকান জাহাজ

'দাঁড়িয়ে থেকেই বলব'

একটা বোতল কুড়িয়ে পায়। এই বোতলে ইংরেজি, ফরাসী এবং জার্মান, এই তিন ভাষায় লেখাএকখণ্ড কাগজ ছিল। সেটা পড়ে জানা

যায় যে নিরুদ্দেশ ব্রিটানিয়া জাহাজের ক্যাপটেন এবং আরো দুটি লোক নাকি জীবিত আছেনএবং তাঁরা একটি দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছেন। দ্বীপের ল্যাটিটিউড দেওয়া ছিল, কিন্তু লঙ্গিচিউড পড়া গেল না—সমুদ্রের জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ল্যাটিটিউড দেওয়া ছিল ৩৭.১১ সাউথ। সুতরাং এই ল্যাটিটিউড ধরে সমুদ্রের উপর দিয়ে গেলে ক্যাপটেন গ্রান্টের আশ্রয় সেই দ্বীপটিতে পৌছান যাবে। ইংলণ্ডের নৌবিভাগকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ক্যাপটেন গ্লেনারভন স্থির করলেন যে তিনি নিজেই ক্যাপটেন গ্রান্টের সন্ধানে যাবেন। তিনি গ্রান্টের ছেলে রবার্ট ও মেয়ে মেরি গ্রান্টকে চিঠি লিখলেন। তারাও তাঁর কাছে এল। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে লর্ড গ্লেনারভন, তাঁর পরিবার এবং ক্যাপটেন গ্রান্টের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্লাসগো ছেড়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে চললেন।

জাহাজ ম্যাগেলান প্রণালী পার হয়ে প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইল। বোতলের চিঠির মতে, কাছেই কোন স্থানে ইণ্ডিয়ানরা গ্রান্টকে কয়েদ করে রেখেছিল। জাহান ৩৭°১১´ ল্যাটিটিউড ধরে প্যাটাগোনিয়া ঘুরে পূর্ব উপকূলে গিয়ে উপস্থিত হল। পথে ক্যাপটেন গ্রান্টের কোন সন্ধান না পাওয়ায় ১৩ই নভেম্বর জাহাজ আবার চলল সমুদ্র পথে। যেতে যেতে পথে কোন দ্বীপেই ক্যাপটেন গ্রান্টের সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে জাহাজ এসে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নজর ফেলল, সে আগেই বলেছি। লর্ড গ্লেনারভনের ইচ্ছা যে অস্ট্রেলিয়ার চারিদিকে ঘুরে দেখবেন। সমুদ্র থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে এক আইরিশ ভদ্রলোকের একটা কারখানা ছিল। তিনি গ্লেনারভনের দলকে সযত্নে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। গ্লেনারভন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে দুই বছর আগে ব্রিটানিয়া নামে কোন জাহাজের নিরুদ্দেশ হবার খবর তিনি জানেন কি না?

ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর একটি চাকর এগিয়ে এসে বলল, হুজুর, জগদীশ্বরের

কৃপায় ক্যাপটেন গ্রাণ্ট যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি এখানে কোথাও আছেন।

লর্ড গ্লেনারভন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

লোকটি বলিল, আমি একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী, ক্যাপটেন গ্রাণ্টের কর্মচারি ছিলাম। আমি ব্রিটানিয়া জাহাজের জলমগ্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

এই লোকটির নাম আয়ারটন। তার কাগজপত্র পড়ে দেখা গেল যে সে সত্যিই ব্রিটানিয়া জাহাজের একজন কর্মচারি। আয়ারটন বলল, ব্রিটানিয়া জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে ডুবেছিল। তার বিশ্বাস যে ক্যাপটেন গ্রাণ্ট এখনও বেঁচে থাকলে দ্বীপবাসি বুনো লোকদের মধ্যে কয়েদ হয়ে আছেন, তাঁকে পূর্ব উপকূলে সন্ধান করতে হবে।

লোকটিকে সন্দেহ করবার কোন কারণ হয়নি। ভদ্রলোকটির কাছে সে দুই বছর কাজ করেছিল, তিনি তাকে বিশ্বাসী বলে জানেন। তার উপদেশমত লর্ড গ্লেনারভন, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে দুটি, সেই মেজর ফরাসী ভদ্রলোকটি, ক্যাপটেন ম্যাঙ্গল্‌স ও জনকয়েক নাবিক ৩৭° ল্যাটিটিউড ধরে অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে পার হবার জন্য প্রস্তুত হল। আয়ারটন হল সেই দলের কর্তা ও পথ-প্রদর্শক। ১৮৫৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এই দল যাত্রা করল। এদিকে ডাঙ্কান দ্বিতীয় কর্মচারি টম অস্টিনের অধীনে মেলবোর্ণ যাত্রা করল। সে সেখানে লর্ড গ্লেনারভনের জন্য অপেক্ষা করবে।

এখানে বলা দরকার যে এই আয়ারটন লোকটা ছিল দারুণ বিশ্বাসঘাতক। সে যে ব্রিটানিয়া জাহাজের কর্মচারি ছিল সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দল পাকিয়ে বিদ্রোহ করে জাহাজটি দখল করবার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য ক্যাপটেন গ্রাণ্ট ১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল তাকে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ব্রিটানিয়া জাহাজ ডুবে যাবার খবর সে আগে জানত না। সে বেনজয়েস্ নাম নিয়ে, কতগুলি পলাতক কয়েদীকে জুটিয়ে একটি

দল পাকিয়ে তার সর্দার হয়েছিল। সে চেয়েছিল, কোনরকমে লর্ড গ্লেনারভনকে সরিয়ে ডাঙ্কান জাহাজ দখল করে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডাকাতি করে বেড়াবে।

এই পর্যন্ত বলিয়া আয়ারটন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল। ছোট দলটি অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। কয়েদীদল গোপনে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, ডাঙ্কান মেলবোর্ণ চলে গিয়েছে।

আয়ারটন যাত্রীদলকে তীর থেকে খানিকটা ভিতরে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে জল, খাবার জিনিস, কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে সে ডাঙ্কানের কর্মচারির নামে লর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে পত্র আদায় করে নিল যে ডাঙ্কান যেন চিঠি পাওয়ামাত্র পূর্ব-তীরে টু-ফোল্ড উপসাগরে চলে যায়। সেখানে কয়েদীদল আয়ার-টনের সঙ্গে মিলবে। লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি নিয়ে সে দুদিন পরেই মেলবোর্ণে গিয়ে উপস্থিত হল।

আয়ারটনের ষড়যন্ত্র এ পর্যন্ত বেশ চলে এসেছে। টু-ফোল্ড উপসাগরে সে ডাঙ্কানকে পাকড়াও করে লোকজনদের খুন করে জাহাজের মালিক হবে। কিন্তু এইবার এই সাংঘাতিক কার্যে বাধা উপস্থিত হল। মেলবোর্ণে পৌঁছে সে জাহাজের কর্তা টম্ অস্টিনকে চিঠি দিল। অস্টিন চিঠিখানা পড়ে জাহাজ ছেড়ে দিলেন----টু-ফোল্ড উপসাগরের দিকে নয়, নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের দিকে। এই ব্যাপার দেখে আয়ারটন রেগে আগুন হল, তার সব মতলব পণ্ড হয়ে যায়! সে ডাঙ্কানকে থামাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু অস্টিন তাকে লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি দেখালেন। চিঠিতে সত্যসত্যই নিউজিল্যাণ্ড যাবারই আদেশ রয়েছে! ভদ্রলোক ভুলক্রমে তাই লিখেছেন। সব ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়ে যাওয়াতে আয়ারটন রেগে অস্টিনকেই গালাগাল দিতে লাগল। অস্টিন বাধ্য হয়ে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। আয়ারটন আর কারো কোন খবর পেল না।

ক্রমে নির্দিষ্টস্থানে পৌছে ডাঙ্কান জাহাজ ওরা মার্চ পর্যন্ত সেই উপকূলেই ঘুরে বেড়াল। সেইদিন আয়ারটন ডাঙ্কানের কামানের আওয়াজ শুনতে পেল। এই আওয়াজ শুনে লর্ড গ্লেনারভনের দল এসে জাহাজ চড়লেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার। এরা এখানে কি করে এলেন?

আয়ারটন চলে গেলে পর লর্ড গ্লেনারভনের দল বহু কষ্ট পেয়ে, শতশত বাধা-বিপত্তি পার হয়ে অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে টু-ফোল্ড উপসাগরের কাছে গিয়ে দেখলেন সেখানে ডাঙ্কান নাই। তিনি মেলবোর্ণে টেলিগ্রাম করলেন। খবর এল যে, ডাঙ্কান রওনা হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় গেছে জানা নেই।

ডাঙ্কান কোথায় গেল? তখন লর্ড গ্লেনারভন সন্দেহ করলেন যে নিশ্চয় আয়ারটন বিশ্বাসঘাতক—ফাঁকি দিয়ে ডাঙ্কান দখল করে নিয়ে পালিয়েছে। তিনি ছিলেন খুব সাহসী! তিনি একটা বাণিজ্য জাহাজ ভাড়া করে তাতে চড়ে আবার রওনা হলেন। ৩৭´ ল্যাটিটিউড ধরে যেতে যেতে ক্রমে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের পূর্বতীরে উপস্থিত হলেন। পথে ক্যাপটেন গ্রাণ্টের কোন খবর পেলেন না বটে, কিন্তু ঘুরে পূর্বতীরে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে ডাঙ্কান রয়েছে। টম্ অস্টিন তাঁর জন্ত অপেক্ষা করছেন।

লর্ড গ্লেনারভন ক্যাপটেন গ্রাণ্টের খবর জানতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চুপ করে রইল।

তখন গ্লেনারভন তাকে ভয় দেখালেন যে বন্দরে পৌছেই প্রথম তাকে শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করবেন। তবু আয়ারটন নীরব রইল।

ডাঙ্কান আবার চলল। আয়ারটনের জেদ ভাঙতে পারেন কিনা গ্লেনারভন চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর আয়ারটন রাজি হল যে তাকে যদি ইংরাজ শাসনকর্তার হাতে না দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে যা জানে সব কথা বলবে। লর্ড

গ্লেনারভন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। কিন্তু আয়ারটন সব কথা খুলে বললে পর দেখা গেল যে ক্যাপটেন গ্রান্ট যেদিন তাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে কোন ঘটনা সে জানে না।

যা হোক, লর্ড গ্লেনারভন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ডাঙ্কান ৩৭˚ ল্যাটিচিউড ধরে সমুদ্রপথে চলতে চলতে ট্যাবর দ্বীপে এসে পৌঁছাল। এইখানে আয়ারটনকে নির্বাসনে দেওয়া হবে। ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা। এই দ্বীপে এসেই তাঁরা ক্যাপটেন গ্রান্ট এবং তাঁর সঙ্গী দুজনের দেখা পেলেন। ট্যাবর দ্বীপেই তাঁরা এতকাল ছিলেন।

ট্যাবর দ্বীপে ক্যাপটেন গ্রান্টের বদলে এখন আয়ারটন বাস করতে লাগল। জাহাজ থেকে নামবার সময় লর্ড গ্লেনারভন তাকে বললেন—'আয়ারটন, এই দ্বীপে জনমানবের দৃষ্টি থেকে বহুদূরে তুমি বাস করবে। কারো সঙ্গে খবরাখবরের সম্ভাবনা নাই। একাকী ভগবানের দৃষ্টির মধ্যে তুমি থাকবে! কিন্তু তুমি একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে না। কারণ তুমি কোথায় থাকবে, সে কথা আমি জানি। স্মরণ করে রাখবার উপযুক্ত লোক তুমি নও, কিন্তু তবু তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

এরপর ডাঙ্কান জাহাজ পাল তুলে চলে গেল।

আয়ারটন ট্যাবর দ্বীপে একা পড়ে রইল। ক্যাপটেন গ্রান্ট যে কুটীরখানি বানিয়েছিলেন, সেইখানে তার বাস হল। তার গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের কোন অভাব ছিল না। তার কাজ হল নির্জনে বাস করে তার নিজের অতীত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

ভদ্রমহোদয়গণ! আয়ারটন বাস্তবিক অনুতপ্ত হয়েছিল, নিজের পাপের কথা মনে করে সে লজ্জায় মরে যেত। মনের দুঃখে সে ছটফট করে বেড়িয়েছে। মনে মনে ভাবত, কেউ যদি কোনদিন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, তখন সে যেন তাদের সঙ্গে যাবার উপযুক্ত হতে পারে! সে উৎসুক হয়ে থাকত, হঠাৎ যদি কোন জাহাজ এসে

উপস্থিত হয় ! নির্জনবাসের যন্ত্রণা ক্রমে তার কাছে আরো ভীষণ হয়ে উঠল।

এতেও তার শাস্তির মাত্রা পূর্ণ হল না। সে বুঝতে পারল যে ক্রমে তার স্বভাব বুনো এবং হিংস্র হয়ে যাচ্ছে, সে পশুত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। দু'তিন বছর পরে সে সত্যিই বন্যজন্তুর মত হয়ে উঠল। সেই অবস্থাতেই আপনারা তাকে ট্যাবর দ্বীপে এসে পেয়েছিলেন।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আয়ারটন এবং আমি একই লোক।'

আগন্তুকের এই অদ্ভুত কাহিনী শেষ হইলে দ্বীপবাসিগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের চিত্ত কতখানি বিচলিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না।

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তুমি পাপ গুরুতর করেছিলে, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হয়েছে। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি স্বজাতির মধ্যে আসতে পেরেছ, এখন তুমি আমাদের সঙ্গী হলে।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। আবেগপূর্ণ মনে আয়ারটন তাহা গ্রহণ করিল, তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে।

হার্ডিং বলিলেন—'এখন তবে তুমি গ্রানিট হাউসে থাক।'

আয়ারটন বলিল—'আর কিছুদিন কোরালে থাকতে দিন।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

আয়ারটন কোরালে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'আয়ারটন, তোমার যদি একাকী নির্জনবাস করবারই ইচ্ছা ছিল, তবে চিঠি লিখে বোতল ভাসিয়েছিলে কেন? সেই কাগজটুকু পেয়েই ত আমরা ট্যাবর দ্বীপে গিয়েছিলাম।'

আয়ারটন বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল—'চিঠি লিখে বোতল ভাসিয়েছিলাম!'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, বোতলের মধ্যে আমরা একটুকরো কাগজ

পেয়েছিলাম, তাতে তোমার কথা এবং ট্যাবর দ্বীপের অবস্থানের কথা লেখা ছিল।'

আয়ারটন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'কৈ, আমি ত কখনও, কোনদিন, কোন চিরকুট লিখে সমুদ্রে ভাসাইনি!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কখনও ভাসাওনি!'

দৃঢ়ভাবে আয়ারটন জবাব দিল—'না, কখনও না।'

এই বলিয়া আয়ারটন সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবার কোরালে ফিরিয়া গেল।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

আয়ারটন ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হার্ডিং বলিলেন—'দেখ, ও আবার ফিরে আসবে!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বলুন দেখি ক্যাপটেন, আয়ারটন বলেছে, সে সমুদ্রে বোতল ভাসায়নি। এর মানে কি? তবে কে ভাসাল?'

নেব বলিল—'নিশ্চয় ও-ই ভাসিয়েছিল। তখন ত সে আধ-পাগলা, তাই সব ভুলে গিয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'তাই হবে। ট্যাবর দ্বীপের পোজিশন তারই জানবার কথা। আর কে জানবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'পশুত্বপ্রাপ্ত হওয়ার আগে যদি সে চিরকুট লিখে ভাসিয়ে থাকে, তাহলে এতদিন জলে থেকে সেটা নষ্ট হয়ে যেত না?'

হার্ডিং বলিলেন—'বিষয়টা একেবারে বুদ্ধির বাইরে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আয়ারটন কি সব সত্যি কথা বলেছে?

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'লর্ড গ্লেনারভনের কাহিনী খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, আমি পড়েছি—খুব মনে আছে। আয়ারটনের প্রত্যেকটি কথা সত্য।'

পরদিন সকলে আবার তাহাদের দৈনিক কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

কাজ করিতে করিতে স্পিলেট্‌ বলিলেন—'জান সাইরাস, কাল বোতল ভাসানর সম্বন্ধে তুমি যে যুক্তি দেখিয়েছিলে তাতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট হইনি। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে লোকটা চিঠি লিখে বোতল ভাসিয়ে পরে সব কথা ভুলে গিয়েছে? এ একেবারে অসম্ভব।'

হার্ডিং বলিলেন—'এ মোটেই বোতল ভাসায়নি।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'তবে তুমি কি মনে কর—'

হার্ডিং বলিলেন—কি পর্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা অনেকগুলি ঘটেছে, যার মীমাংসা করা যায়নি—এখন বোতলের ঘটনাটিতে তার সংখ্যা আর একটা বেড়ে গেল।'

স্পিলেট বলিলেন—'বাস্তবিক সাইরাস, এসব রহস্যের উত্তর কি কোনদিন পাওয়া যাবে না?'

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত যতগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটিরই একটা কারণ আছে, সেই কারণটি আমি খুঁজে বার করব।'

জানুয়ারি মাস আসিল। ১৮৬৭ সাল আরম্ভ হইল। আয়ারটন কোরালে তাহার সেই ঘরটিতেই রহিয়াছে—জন্তুগুলির তত্ত্বাবধানে সে ব্যস্ত। যাহাতে আয়ারটনকে দীর্ঘকাল একাকী থাকিতে না হয় সেজন্য সকলে প্রায়ই তাহার নিকট যাইতেন। দ্বীপের এই অংশটির উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। লিঙ্কন দ্বীপে অনেক রহস্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে, আরো ঘটিতে পারে, তখন মুহূর্তমধ্যে গ্র্যানিট হাউসে সন্ধান পৌঁছান দরকার। হার্ডিং সকলের নিকট বলিলেন যে এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন, এরূপ ব্যবস্থা কি করে করবেন? আপনি কি টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত করতে চান?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, তাই করতে চাচ্ছি।'

হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'ইলেকট্রিক ?'

'হাঁ হারবার্ট, ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি করবার সব সরঞ্জামই আমাদের আছে।'

হার্ডিংএর উপদেশ মত সকলে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। লিঙ্কন দ্বীপে উৎকৃষ্ট লোহা পাওয়া গিয়াছিল। এই লোহার দ্বারা সরু ও লম্বা অনেকগুলি কাঠি প্রস্তুত করা হইল। তাহার পর একটা শক্ত স্টিলের পাতের গর্তের ভিতর দিয়া টানিয়া ৪০।৫০ ফুট লম্বা তার বানান হইল এবং সেইগুলি একটার পর একটা জুড়িয়া গ্র্যানিট হাউস হইতে কোরাল পর্যন্ত পাঁচ মাইল লম্বা তার হইল।

ব্যাটারি প্রস্তুত করিবার সব জিনিস লিঙ্কন দ্বীপে নাই। তামা অথবা জিঙ্কও নাই। কিন্তু বালিতে যে সিন্দুকটি পাওয়া গিয়াছিল তাহার লাইনিং ছিল জিঙ্কের, হার্ডিং এখন সেইটিকে কাজে লাগাই-লেন। যথা সময়ে দুইটি সহজ ও সুন্দর ব্যাটারি প্রস্তুত হইল। একটি কোরালে ও একটি গ্র্যানিট হাউসে রাখা হইল। পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারি, গ্র্যানিট হাউস হইতে কোরাল পর্যন্ত পোস্ট বসাইয়া তার খাটান হইল। দুইটি স্টেশনের জন্য দুইটি রিসিভার এবং প্রেরক-যন্ত্র হইল। ১২ই ফেব্রুয়ারি টেলিগ্রাফের কাজ শেষ হইল। হার্ডিং কারেন্ট্ চালাইয়া কোরালে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সব কাজ ভাল মত চলছে কি ?' কয়েক মুহূর্ত পরেই আয়ারটনের জবাব আসিল—'সমস্তই সন্তোষজনক।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট আনন্দে দিশেহারা হইয়া গেল। এখন হইতে কোরালের খবর সহজেই জানা যাইবে।

আয়ারটনও একলা বোধ করিলে কথা বলিতে পারিত। শাক-সবজি, শস্যের চাষ দিনদিন বাড়িতে লাগিল। পাখির বাড়ীতে তাহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, শূকরগুলির ছানা হইয়াছে এবং ওনাগা দুটির বাচ্চা হইয়াছে।

দ্বীপবাসিগণের এখন আর অন্নের অভাব নাই। সকলে মিলিয়া দূরে পশ্চিমের বনে শিকার করিতে যাইতেন। জাগুয়ারের উপর

শিপলেটের ভারি রাগ, তিনি তাহাদের নির্বংশ না করিয়া ছাড়িবেন না।

বালিতে পাওয়া সিন্দুকটিতে ফটো তুলিবার যাবতীয় সরঞ্জাম ছিল। শিপলেট্ এবং হারবার্ট দ্বীপের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলির ফটো

রান্টার জাপও বাদ পড়িল না।

তুলিতে লাগিলেন। তাহারা দ্বীপবাসিগণের সকলের ফটো তুলিলেন, রান্টার জাপও বাদ পড়িল না।

মার্চ মাসের আরম্ভে দ্বীপের উত্তাপ কমিতে লাগিল।

একদিন প্রাতকালে হারবার্ট বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—'বাঃ! দ্বীপ যে বরফে ঢেকে গিয়েছে।'

স্পিলেট্ অবাক হইলেন—'এ সময়ে বরফ!'

সকলে দেখিলেন, গ্র্যানিট হাউসের নিচে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সাদা একখানি চাদর দিয়ে ঢাকা। বড়ই আশ্চর্য! থার্মোমিটারে যা উত্তাপ দেখা যায় তাহাতে ত বরফ পড়িবার কথা নয়!

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'বড় মুস্কিল হল, আমাদের গাছ-গাছড়া সব ত দেখছি বরফে জমে যাবে!'

সকলে নামিতে যাইবেন, মাস্টার জাপ সকলের আগে গিয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল। আর অমনি বরফের চাদরখানি যেন শূন্যে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'আরে, এযে দেখছি পাখির দল!'

হাজার হাজার সাদা রঙের পাখি সমুদ্রতীর ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল!

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

দুই বৎসর হইল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দ্বীপবাসিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। এর মধ্যে কোন জাহাজ দ্বীপের নিকট দিয়া যায় নাই। লিঙ্কন দ্বীপ জাহাজ চলাচলের পথের বাইরে। কোন ম্যাপে তাহার ছবিটি পর্যন্ত নাই। সুতরাং দেশে ফিরিতে হইলে তাহাদের নিজেদের চেষ্টার উপরে নির্ভর করিতে হইবে।

স্পিলেট্ বলিলেন—'বড় নৌকা তৈরি করা যখন সম্ভব হয়েছে, জাহাজই বা তৈরি করা যাবে না কেন?'

নাবিক পেনক্রফ্‌ট বলিল—'সবচেয়ে কাছের দ্বীপটিই এখান থেকে বারোশত মাইল দূরে। তবু মিস্টার স্পিলেটের কথায় আমি

একেবারে 'না' বলতে পারি না। কোন কাজে পশ্চাৎপদ হবার লোক আমি নই।'

সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—'লর্ড গ্লেনারভন বলেছিলেন যে আয়ার-টনের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে বলে যখন তিনি মনে করবেন, তখন তিনি তাকে এসে নিয়ে যাবেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে তিনি আসবেন।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'কিন্তু তিনি তো আসবেন ট্যাবর দ্বীপে।'

হার্ডিং বলিলেন—'অতএব ট্যাবর দ্বীপে এমন কোন একটি নিশানা রেখে দিতে হবে, যাতে লর্ড গ্লেনারভন বুঝতে পারেন যে আয়ারটন আমাদের সঙ্গে লিঙ্কন দ্বীপে চলে এসেছে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে বসন্তকালে ট্যাবর দ্বীপে যেতে হবে, কিন্তু তার আগেই যদি লর্ড গ্লেনারভন এসে ফিরে যান?'

'তা সম্ভব নয়। শীতকালে লর্ড গ্লেনারভন কখনই সমুদ্রে বেরোবেন না।'

ঝড়-বাদলের দিন আরম্ভ হইবার পূর্বে সকলে বোনাভেঞ্চারে দ্বীপের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে বাহির হইলেন। কিছুদিনের মত খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইল। আয়ারটন জাপকে লইয়া গ্র্যানিট হাউসে রহিল।

দ্বীপের পরিধি নব্বই মাইল। দক্ষিণ উপকূলের দৈর্ঘ কুড়ি মাইল। পেনক্রফ্‌ট তীরের নিকট দিয়া নৌকা চালাইয়াছে। এই বনপূর্ণ তীরটি সকলের পরিচিত। ইতিপূর্বে তাহারা পদব্রজে এইখানে আসিয়াছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরে বোনাভেঞ্চার ফল্‌স্‌ নদীর মুখের কাছে আসিল। ইহার পর হইতে নদীর বাঁ পাশে ক্রমেই গাছের সংখ্যা কম। দ্বীপের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের মধ্যে অদ্ভুত বিভিন্নতা! একটি অংশ যেমন উর্বর ও বনপূর্ণ, অন্য অংশটি তেমনই অনুর্বর, বৃক্ষলতা-শূন্য ও উঁচু-নিচু। তীরে ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া দুইশত তিনশত ফুট পর্যন্ত উঁচু বিশাল পাথরের স্তূপ—কত রকমের তাদের গঠন! সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন।

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমভাগে দেখা গেল, তীরটি আবার সমতল এবং বালুকাপূর্ণ। নিকটে জলাভূমিতে হাজার হাজার জল-মোরগের কোলাহল শোনা গেল। বৈকালে একটি ছোট উপসাগরে নোঙর ফেলা হইল। সকলে বহু পাখি শিকার করিলেন।

পরদিন সকাল আটটার সময় বোনাভেঞ্চার বেগে চলিল—বাতাস ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'পশ্চিমদিক থেকে দমকা হাওয়া আসা আশ্চর্য নয়! আকাশে ঘোড়ার ল্যাজের মত মেঘ উঠেছে—একটা কিছু হবে!'

হার্ডিং বলিলেন—'পাল তুলে দাও। শার্ক গালফে আশ্রয় নিই।'

'ঠিকই বলেছেন। এখান থেকে শীঘ্র চলে যাওয়া ভাল।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'বাতাস আমাদের অনুকূলে—ম্যাণ্ডিব্‌ল্‌ অন্তরীপে পৌঁছে যেতে পারব না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'জলের নিচে অদৃশ্য পাথরে লেগে বোনাভেঞ্চারের তলায় ফুটো হতে দেব না। খুব সতর্ক হয়ে যেতে হবে। কেপ কত দূরে ক্যাপটেন?'

'প্রায় পনের মাইল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আড়াই ঘণ্টার পথ। বেলা বারোটার সময়ে আমরা কেপের কাছে পৌঁছাব, কিন্তু তখন স্রোতের উল্টো টান, ঢোকা মুস্কিল হবে। তীরে একটি লাইট হাউস থাকলে খুব ভাল হত।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'আলোর কথা কি ভুলতে পারি? তাই ত হার্ডিং, তোমাকে ত ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। ট্যাবর দ্বীপ থেকে ফিরবার সময় কি বিপদেই না পড়েছিলাম! ভাগ্যিস তুমি পাহাড়ের উপর আগুন জ্বেলেছিলে—'

হার্ডিং স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি আগুন জ্বেলেছিলাম?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হাঁ, হাঁ। সেদিন ফিরে আসবার সময়

আমাদের সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল,অন্ধকারে কিছু বুঝতে না পেরে অক্তদিকেই চলে যেতাম, আপনি যদি প্রসপেক্ট হাউসের উপর আগুনটা জেলে না রাখতেন …'

কয়েক মিনিট পর। সাইরাস হার্ডিং ও স্পিলেট্ নৌকার মুখের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। হার্ডিং স্পিলেটের কানে কানে বলিলেন—'স্পিলেট্, আমি প্রসপেক্ট হাইটের উপরে কিম্বা দ্বীপের অন্ত কোনখানে আগুন জালাইনি, এ কথা ধ্রুব সত্য!'

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়িয়া অবশেষে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হইল। বোনাভেঞ্চার যখন উপসাগরের মুখে আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণে স্রোত উল্টাইয়া গিয়াছে, সাধ্য কি যে উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করে! সেজন্ত পেন্ক্রফ্ট একটু দূরেই রহিল। ঝড়ের বেগ বেশি হইলেও দ্বীপের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে বাতাস কম লাগে বলিয়া তেমন ঢেউ উঠিল না। বোনাভেঞ্চার নিরাপদে রহিল। প্রভাতের অপেক্ষায় থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?

রাত্রিতে স্পিলেট্ হার্ডিংএর সহিত কথাবার্তা বলিবার অবসর পাইলেন। প্রসপেক্ট হাইটের উপর আগুন জালাইয়াছিল কে? দ্বীপের সমস্ত স্থান তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রাতকালে ঝড়ের বেগ অনেক কমিয়া গেল। তখন বন্দরে ঢুকিতে পেন্ক্রফ্টের কোন কষ্ট হইল না।

পেন্ক্রফ্ট বলিল—'উপসাগরটি চমৎকার। ইচ্ছা করলে এখানে অনেকগুলি জাহাজ থাকতে পারে।'

হার্ডিং বলিলেন—'অতীত কালের অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত ধাতু জমে উপসাগরটির বেশ উঁচু পাড় হয়েছে। ঝড়ের সময়েও এর জল হ্রদের জলের মত শান্ত থাকবে।'

নেব্‌ বলিল—'আমরা যেন হাঙরের মুখে ঢুকছি।'

হারবার্ট বলিল—'কিন্তু কোন ভয় নাই, এ মুখ আমাদের গিলে ফেলবে না।'

দ্বীপবাসিগণ তিনদিন পরে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। আয়ারটন আনন্দের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিল।

চারিদিকে ঘুরিয়া দ্বীপের তীর দেখা হইয়াছে। কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি কোন অদ্ভুত প্রাণী থেকেও থাকে, সেটা নিশ্চয় সার্পেন্টাইন উপদ্বীপের দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে আছে। অনেকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, কোনটার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

প্রস্‌পেক্ট হাইটের বারান্দায় বসিয়া সকলে আলোচনা করিতেছিলেন। হার্ডিং বলিলেন—বন্ধুগণ, আজ তোমাদের সঙ্গে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলির সম্বন্ধে কথা না বলে থাকতে পারছি না। কার কি মত খুলে বল। আচ্ছা, বল দেখি, আমি বেলুন থেকে পড়ে গিয়েছিলাম সমুদ্রে, কিন্তু তোমরা আমাকে পেয়েছিলে দ্বীপের মধ্যে সিকি মাইল ভিতরে—কি করে আমি এত দূরে গেলাম? তারপর আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে তোমাদের কাছে টপ্‌ গেল কি করে?'

হারবার্ট বলিল—'তার স্বাভাবিক শক্তির বলে।'

হার্ডিং বলিলেন—'সে শক্তি খুব আশ্চর্য বলতে হবে। তাছাড়া ঐ দারুণ ঝড়ে সে তোমাদের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তার গায়ে কাদার দাগ ছিল না, এটাই বা কেমন? তারপর সেই ডুগঙের ব্যাপারটা মনে আছে ত? তখন টপকে উপরের দিকে কিসে ছুড়ে দিয়েছিল? কে ডুগঙটাকে মেরেছিল? শূকরের পেটে বন্দুকের গুলি ঢুকেছিল কি করে? জাহাজডুবির কোন চিহ্ন নাই, তবু সেই দরকারি জিনিসে ভরা সিন্দুকটা এল কোথা থেকে? চিঠি লিখে বোতলটা ভাসিয়েছিল কে? ক্যানোটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তবু সেটা দড়ি ছিঁড়ে ভেসে এল কি করে? তারপর

সর্বশেষ ঘটনাটি—তোমরা যখন ট্যাবর দ্বীপ থেকে আসছিলে, তখন সত্যি কি আগুন দেখতে পেয়েছিলে ?'

'হাঁ ক্যাপটেন।'

'তোমাদের ভুল হয়নি ত ? বড় তারা দেখে আগুন ভাবোনি তো ?'

'কখনই তা হতে পারে না। আকাশ তখন মেঘে ঢাকা, তারা আসবে কোথা থেকে ?'

তখন সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধুগণ, ১৯শে অক্টোবর রাত্রে আমি কিম্বা নেব্ কেউ সমুদ্রতীরে আগুন জ্বালাইনি, আমরা গ্র্যানিট হাউসের বাইরে যাইনি।'

'কি বললেন ? আপনারা আগুন জ্বালাননি ?'

পেন্ক্রফ্ট বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। স্পিলেট্, হারবার্ট, নেব্, কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইল যে দ্বীপে একটি গূঢ় রহস্য বর্তমান রহিয়াছে। একটা অজ্ঞাত শক্তি—দ্বীপবাসিগণের হিতাকাঙ্ক্ষী শক্তি কাজ করিতেছে। দ্বীপের গভীর গর্ভে কোন শক্তিশালী অধিদেবতা বাস করেন কি ? গ্র্যানিট হাউসে যে কুয়াটি আছে, সেটি সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। মধ্যে মধ্যে টপ্ ও জাপ তাহার ধারে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করে। কিন্তু হার্ডিং একবার তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতে গিয়া সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পান নাই।

যে মাসের প্রারম্ভেই দুর্যোগ দেখা দিল। এবার শীঘ্রই শীত আরম্ভ হইল। আয়ারটন গ্র্যানিট হাউসে চলিয়া আসিল। সকল কাজেই সে সকলের সঙ্গে যোগ দিত, কিন্তু আমোদ-প্রমোদে অংশ গ্রহণ করিত না।

এইটি লিঙ্কন দ্বীপের তৃতীয় শীত। শীতবস্ত্রের এখন অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে দারুণ ঝড় হইত—মনে হইত যেন গ্র্যানিট হাউসের ভিত্ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত।

এই সময়ে অনেক জানোয়ারজাতীয় জন্তু ক্রেটো পর্যন্ত চলিয়া আসিত। বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখানো

হইত। সুবিধা পাইলেই স্পিলেট্‌ ও হারবার্ট টপ্‌কে লইয়া শিকারে যাইতেন। এইভাবে শীতের চারিটি মাস কাটিয়া গেল।

ক্যাপটেন, একবার ভাল করে এটা দেখুন ত!

ইতিমধ্যে আর কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে নাই। নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট সর্বদা হুঁশিয়ার থাকিত। টপ্‌ ও জাপ কুয়ার নিকট এখন আর

গর্জন করে না। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যে ভবিষ্যতে তাহার ফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা।

অক্টোবর মাসে সুন্দর ঋতু আগতপ্রায়। চারিদিকে গাছপালা নূতন পল্লবে সজ্জিত। হারবার্ট প্রস্পেক্ট হাইটের সম্মুখের প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি ফোটোগ্রাফ তুলিল। ডার্ক-রুমে গিয়া কাঁচখানি কেমিক্যালে ধুইয়া জানালার কাছে আসিয়া আলোর সম্মুখে ধরিলে পর দেখিল যে ছবিটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু যেখানে আকাশ এবং সমুদ্র মিশিয়াছে, সেখানে ছোট একটি বিন্দু! বিন্দুটিকে কাঁচের দাগ মনে করিয়া হারবার্ট বার বার জলে ধুইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সে বিন্দু দূর হইল না। তখন টেলিস্কোপ হইতে একটি লেন্স্ খুলিয়া লইয়া দাগটি পরীক্ষা করিবামাত্র হারবার্ট এক চিৎকার দিল। আর একটু হইলেই লেন্স্‌টি তাহার হাত হইতে পড়িয়া যাইত।

সে তখনই ছুটিয়া হার্ডিংএর নিকট গেল এবং নেগেটিভখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—'ক্যাপটেন, একবার ভাল করে এটা দেখুন ত!'

হার্ডিং পরীক্ষা করিলেন, তারপর টেলিস্কোপ লইয়া ছুটিয়া গেলেন জানালার ধারে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেলিস্কোপ আকাশে ঘুরাইয়া সেই বিন্দুটি পাইলেন। ক্ষণকাল বিন্দুটিকে পরীক্ষা করিয়া তিনি একটিমাত্র কথা বলিলেন—জাহাজ!'

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

দ্বীপবাসিগণ প্রথম যেদিন বেলুন হইতে লিঙ্কন দ্বীপে পড়িয়াছিলেন, তখন হইতে আড়াই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে দেশবাসীদিগের কোন সংবাদ তাঁহারা জানিতে পারেন নাই, নিজেদের সংবাদও দেশে পাঠাইতে পারেন নাই। এখন

হঠাৎ অন্য লোকও যে নির্জন দ্বীপের দৃষ্টির মধ্যে আসিতে পারে সেটা কেহ কল্পনা করে নাই। সাইরাস হার্ডিং তখনই সকলকে ডাইনিং হলে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট তখন টেলিস্কোপ লইয়া জানালার নিকটে গেল এবং বিন্দুটি পরীক্ষা করিয়া বলিল—'এটা ত দেখছি সত্যই জাহাজ।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'জাহাজটা কি এদিকে আসছে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'সেটা বলা মুস্কিল। এখন শুধু মাস্তুলের ডগা দেখা যাচ্ছে।'

হারবার্ট বলিল—'তাহলে কি করা যাবে?'

হার্ডিং উত্তর দিলেন—'অপেক্ষা করব।'

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব রহিলেন। দীর্ঘকাল সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করিয়া দ্বীপটির প্রতি সকলেরই একটা মমতা জন্মিয়াছিল! যাহা হউক, জাহাজের নিকট পৃথিবীর সংবাদ জানিতে পারা যাইবে। সকলেই নানা কারণে বিচলিত বোধ করিলেন।

তখনও জাহাজটি কুড়ি মাইল দূরে রহিয়াছে। নিশান উড়াইয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া বা আগুন জ্বালাইয়া এতদূর থেকে সেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু জাহাজটি এখানে আসিল কেন? ম্যাপের মধ্যে ধারে কাছে ট্যাবর দ্বীপ ভিন্ন অন্য কোন দ্বীপের ত অস্তিত্বই নাই।

সহসা হারবার্ট বলিয়া উঠিল—'এটা কি ডাঙ্কান জাহাজ?'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'শীঘ্রি আয়ারটনকে ডেকে পাঠাও।'

তখনই তাহাকে টেলিগ্রাম করা হইল। এটা ডাঙ্কান জাহাজ হইলে আয়ারটন দেখিয়াই চিনিবে।

হার্ডিং বলিলেন—'ভগবান করুন, এটা যেন ডাঙ্কান জাহাজই হয়, অন্য জাহাজ হলেই ভাবনার কথা। মালয়ী দস্যু-টস্যু হওয়া বিচিত্র নয়!'

হারবার্ট বলিল—'আসুক না, আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'জাহাজটা এলে আমরা কি করব?'

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হার্ডিং বলিলেন—'প্রথমে আমরা কথাবার্তা বলব। তারপর এই জাহাজ চড়ে লিঙ্কন দ্বীপ ছেড়ে যাব, আবার ফিরেও আসব কিছুদিন পরে। দ্বীপটিকে আমেরিকার নামে দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করব।'

আয়ারটন আসিলে সকলে বলিলেন—'একটা জাহাজ দেখা গিয়েছে—দূরবীণটা নিয়ে ভাল করে দেখ ত ডাঙ্কান কিনা?'

আয়ারটনের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে মৃদুস্বরে বলিল—'ডাঙ্কান! এরই মধ্যে?' দূরবীক্ষণ দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া সে আবার বলিল—'আমার ত মনে হয় না যে এটা ডাঙ্কান!'

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন?'

আয়ারটন বলিল—'ডাঙ্কান কলের জাহাজ, কিন্তু আমি ত ধোঁয়ার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না!'

পেনক্রফ্ট বলিল—'আগুন নিবিয়ে দিয়ে এখন হয় ত শুধু পালে চলছে।'

আয়ারটন বলিল—'তা হতে পারে। আর একটু কাছে না এলে কিছু বোঝা যাবে না।'

সকলে আলোচনা করিতে লাগিল। হার্ডিং গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জাহাজটি আর একটু নিকটে আসিল। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হইয়া আসিল। আলো ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাত হলে অন্ধকারে কি করা যাবে? একটা আগুন জ্বালালে হয় না?'

প্রশ্নটা একটু গুরুতর। হার্ডিংএর মনের ভাবনা দূর হয় নাই। তবু আগুন জ্বালিয়া রাখাটাই স্থির হইল। নহিলে রাত্রিতে যদি জাহাজটা চলিয়া যায়।

স্পিলেট্ বলিলেন—'এই সুযোগ হারালে পরে হয়ত আমরা অনুতাপ করব!'

আয়ারটন দূরবীণ দিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল, ওটা ডাঙ্কান জাহাজ কিনা। আকাশ বেশ পরিষ্কার, যথেষ্ট আলোও আছে।

আয়ারটন স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে জাহাজের কামান নাই। তখন সে বলিল—'এটা ডাকাত কিছুতেই হতে পারে না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট দেখিল, জাহাজটা সুন্দর, বেশ মজবুত, আর খুব লম্বা। সুতরাং দ্রুত চলিতে পারিবে। কিন্তু কোন্‌ জাহাজ সেটা বলা শক্ত। একটা নিশানও উড়িতেছে, কিন্তু রং বুঝিতে পারা যাইতেছে না। দূরবীণ দিয়া দেখা ক্রমাগত চলিতে লাগিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এটা আমেরিকার পতাকা নয়। ইংলণ্ডের নিশানও নয়। ফরাসী কিম্বা জার্মান নিশানও নয়, মনে হয় যেন এটা একরঙা। মনে হচ্ছে যেন—'

নিশানটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এই সময়ে বাতাসের জোরে সেটা আবার উড়িতে লাগিল। আয়ারটন দূরবীণ দিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'সর্বনাশ! এটা যে দেখছি কালো নিশান।'

তাহা হইলে হার্ডিংএর আশঙ্কাই কি সত্য হইবে? এটা কি তবে দস্যু-জাহাজ? লিঙ্কন দ্বীপটিকে কি তাহারা ভাণ্ডার করিতে চায়? এইরূপ নানা দুর্ভাবনা আসিয়া সকলের মন অধিকার করিয়া বসিল।

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধুগণ, জাহাজটা হয়ত শুধু দেখে চলে যাবে, দ্বীপে আসবে না। তাহলেও দ্বীপে মানুষের অস্তিত্ব ঢেকে ফেলতে হবে। আয়ারটন আর নেব্‌ উইণ্ড-মিলের পালগুলি আগে নামিয়ে ফেলুক, কেননা সেগুলি সকলের আগে চোখে পড়বে। গ্র্যানিট হাউসের জানালা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দাও। আগুন সব নিবিয়ে ফেল।'

'বোনাভেঞ্চারের কি হবে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমি জোর করে বলতে পারি যে বেটারা সেটাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

পূর্ণমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিবার পর হার্ডিং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'বন্ধুগণ, হতভাগারা যদি দ্বীপ দখল করতে চেষ্টা করে তাহলে আমরা প্রাণপণে বাধা দেব, তাই নয় কি?'

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'নিশ্চয়ই। লিঙ্কন দ্বীপের জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।'

লিঙ্কন দ্বীপের জন্য শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে, সকলে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এখন জানিতে হইবে, দস্যুদলের সংখ্যা কত। অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাই বা কিরূপ।

কিন্তু জানিবার উপায় কি?

ক্রমে রাত্রি হইল। চারিদিক অন্ধকার। জাহাজটার আলো নিভান। ভাল দেখা যায় না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হয়ত সকালে উঠে দেখব যে জাহাজটা প্রস্থান করেছে।'

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোকের চমক দেখা গেল—কামানের গভীর শব্দ! বুঝা গেল যে জাহাজ সেখানেই রহিয়াছে এবং তাতে কামান আছে। কামানের শব্দ পৌঁছিতে প্রায় ছয় সেকেণ্ড লাগিল। সুতরাং অনুমান করা গেল যে তীর হইতে জাহাজটি প্রায় সোয়া মাইল দূরে আছে।

এই সময়ে হড়-হড় শব্দে শিকল জলে পড়িল—জাহাজ সেই রাত্রে গ্র্যানিট হাউসের সম্মুখেই লঙ্গর ফেলিয়াছে।

॥ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

এতক্ষণে দস্যুদলের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গিয়াছে। রাত্রিটা শেষ হইলেই তাহারা নৌকায় চড়িয়া তীরে নামিবে। খুব বুদ্ধি করিয়া কাজ করিতে হইবে। দ্বীপবাসিগণের অস্তিত্ব অজ্ঞাত থাকিবার এখনও সম্ভাবনা আছে। দস্যুরা হয়ত মার্সি নদী হইতে জল লইয়াই চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু দস্যুদল কালো নিশান উড়াইয়া দিল কেন? কামানের আওয়াজই বা কেন করিল? জাঁক দেখাইবার জন্য, না তাহারা দ্বীপটি দখল করিয়াছে জানাইবার জন্য?

হার্ডিং বলিলেন—'ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীটি দুর্ভেদ্য—গ্র্যানিট হাউসের দরজা জানালাগুলি লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'কিন্তু আমাদের ক্ষেত, খোয়াড়, পাখির বাড়ী এসব?'

হার্ডিং বলিলেন—'সেগুলি বাঁচাবার কোন উপায় নাই।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ওদের সংখ্যা কি খুব বেশি? ডজন খানেক লোক হলে ওদের বাধা দেওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু যদি চল্লিশ, পঞ্চাশ কি আরো বেশি হয় তাহলেই বিপদ।'

এই সময়ে আয়ারটন বলিল—'ক্যাপটেন হার্ডিং, আমাকে একটা কাজ করতে অনুমতি দেবেন কি?'

'কি করতে চাও?'

'জাহাজটায় গিয়ে দেখে আসতে চাই, ওদের সংখ্যা কত?'

'কিন্তু আয়ারটন, এ কাজে প্রাণের ভয় আছে!'

'থাকলই বা!'

'আয়ারটন, সেটা যে তোমার কর্তব্য কাজের চাইতেও বেশি করা হবে।'

'কর্তব্য কাজের চেয়ে বেশি কিছু করাটাই যে আমার পক্ষে দরকার!'

স্পিলেট্ বলিলেন—'নৌকায় চড়ে যাবে ত?'

'না, আমি সাঁতরিয়ে যাব। নৌকাটা সহজেই দেখতে পাবে!'

'জাহাজটা যে মাইল দেড়েক দূরে আছে আয়ারটন?'

'তা হোক, আমি বেশ সাঁতার জানি। এতে আমি নিজের কাছে অনেকটা উঁচু হয়ে যাব।'

হার্ডিং বুঝিলেন যে আয়ারটনকে যাইতে না দিলে তাহার মনে গুরুতর আঘাত লাগিবে। তাই তিনি বলিলেন—'বেশ, তবে যাও।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমি আয়ারটনের সঙ্গে যাব।'

আয়ারটন বলিল—'আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'না, না, তা নয়। আমি শুধু উপদ্বীপ পর্যন্ত

যাব। যদি কেউ দ্বীপে নেমে থাকে, দুজনে থাকলে সুবিধা হবে না কি ?'

আয়ারটন পোষাক খুলিয়া শরীরে বেশ করিয়া চর্বি মাখিয়া লইল, যাহাতে ঠাণ্ডাটা কম বোধ হয়। নেব্ নৌকাটা লইয়া আসিল।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া আয়ারটন ও পেনক্রফ্ট নৌকায় করিয়া উপদ্বীপ পার হইয়া সেখানে কেহ আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া আয়ারটন সমুদ্রের জলে নামিয়া পড়িল। পেনক্রফ্ট তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আয়ারটন কয়েকটি আলো লক্ষ্য করিয়া, একটুও শব্দ না করিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বড়ই দুঃসাহসের কাজ হইতেছে! তাহার মনে কর্তব্য পালনের ইচ্ছা প্রবল, বিপদ-আপদের চিন্তা মনে স্থান পাইল না। শুধু দস্যুভয় নহে, সমুদ্রের জলে হাঙরও থাকিতে পারে, কিন্তু আয়ারটনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আধঘণ্টা পরে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সে নঙ্গরের মোটা শিকলটা ধরিয়া ফেলিল। তারপর উপরে উঠিয়া দেখিল যে সম্মুখেই খালাসীদের কোট পেন্টালুন ঝুলিতেছে। একটি পেন্টালুন পরিয়া সে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খালাসীরা তখনও ঘুমায় নাই। কেহ কেহ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিতেছে।

'যাই বল, খাশা জাহাজটি পাওয়া গেছে!'

'সুন্দর চলে, আর স্পীডি নামটাও উপযুক্ত হয়েছে।'

'আমাদের ক্যাপটেন বব হার্ডিও খুব ভাল লোক।'

কথাগুলো শুনিয়া আয়ারটন যে কিরূপ বিস্মিত হইল তাহা বলা যায় না। অস্ট্রেলিয়ায় থাকিবার সময়ে এই হার্ডিই ছিল কয়েদী-দলের মধ্যে তাহার প্রধান বন্ধু। সে যেমন সাহসী, তেমনি নিপুণ নাবিক। কয়েক বছর হইল,সে প্রচুর পরিমাণে বন্দুক, কামান, গুলি, বারুদ ও খাদ্যদ্রব্য সহ এই স্পীডি জাহাজটি দখল করে, এবং তাহার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। একটু

জাহাজে বসিয়া থাকিয়া আয়ারটন বাকানীয়ারের মুখে এই সমস্ত শুনিল। স্পীডি জাহাজের বেশির ভাগ বাকানীয়ারই ছিল সাংঘাতিক রকমের পলাতক কয়েদী। এই দস্যু-জাহাজটি হঠাৎ তিন দ্বীপে
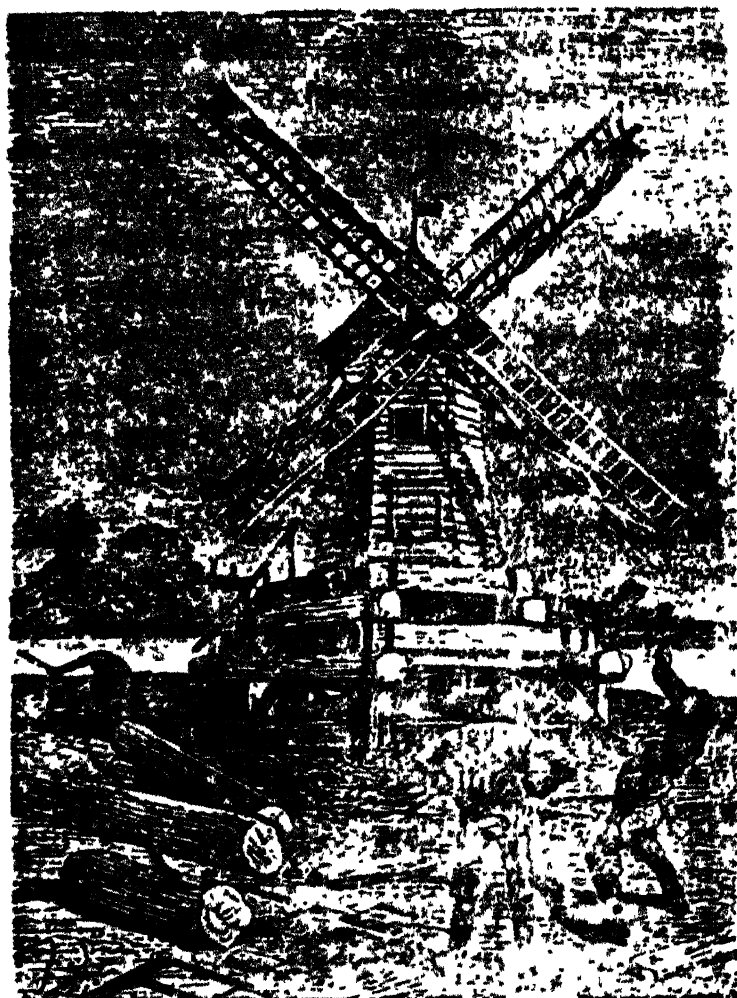
এমনেই হাইটের উপর একটি উইণ্ড মিল প্রস্তুত করিলেন। পৃঃ ২২০

আসিয়া পড়িয়াছে, পূর্বে কখনও, হার্ডি এখানে আসে নাই। স্থানটি উপযুক্ত বুঝিলে সে এইখানে আড্ডা গাড়িবে।

আয়ারটন বুঝিল যে দ্বীপের লোকদের অবস্থা দেখিলে তাহারা কখনই এখান হইতে নড়িবে না। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। যেমন করিয়া হউক, জাহাজের লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা সন্ধান করিতে হইবে।

ক্রমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে আয়ারটন ডেকের উপরে গিয়া দেখিল যে সেখানে চারিটি কামান আছে এবং সবগুলিই সাংঘাতিক ধরণের! জাহাজে জন-পঞ্চাশেক লোক আছে।

আয়ারটন স্থির করিল, সে প্রাণ দিয়াও এমন কিছু করিবে যাহাতে দ্বীপবাসিগণ নিরাপদ হয়। জাহাজের বারুদখানায় আগুন দিয়া সে জাহাজটিকে উড়াইয়া দিবে। চোরের মত পা টিপিয়া সে জাহাজের পিছন দিকে গেল। মাস্তুলের পাশে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে এবং সেখানে পিস্তল, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। একটি পিস্তল লইয়া সে বারুদখানায় গিয়া দেখিল, তাহার দরজায় তালা দেওয়া। অসাধারণ শক্তিবলে সে সজোরে মোচড় দিয়া তালা ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল।

সেই মুহূর্তে পিছন হইতে একখানা হাত আসিয়া আয়ারটনের কাঁধে পড়িল। 'এখানে তুমি কি করছ?'—আয়ারটনের মুখের উপর আলো ফেলিয়া একটি লোক কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিল।

আয়ারটন চিনিতে পারিল যে সে বব হার্ডি স্বয়ং। কিন্তু হার্ডি তাহাকে চিনিতে পারিল না, সে জানিত আয়ারটন মরিয়া গিয়াছে।

বব হার্ডি চেঁচাইয়া উঠিল—'কে আছ? শীঘ্র এসো।'

দুই-তিনজন দস্যু ছুটিয়া আসিয়া আয়ারটনকে ধরিতে চেষ্টা করিল। সে পিস্তল দিয়া দুইটিকে ধরাশায়ী করিল, কিন্তু তৃতীয় দস্যুর ছুরি আসিয়া তাহার কাঁধে বিঁধিল।

তখনও তাহার পিস্তলে চারিটি গুলি ছিল। হার্ডিকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুঁড়িয়া আয়ারটন সিঁড়ির দিকে ছুটিল। সেই গুলিতে হার্ডির অবশ্য কিছু হইল না। তিনজন দস্যু ছুটিয়া আসিতে

ছিল। আয়ারটনের পকম গুলিতে একজন শেষ হইল, অন্য দুইজন ভ্যাবাচাকা খাইয়া পলায়ন করিল। ডেকের উপরে অপর একটি দস্যু তাহাকে ধরিতে আসিলে তাহার উপর শেষ গুলিটি ছুঁড়িয়া দিয়া সে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে জাহাজ হইতে শিলাবৃষ্টির মত গুলি আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতে লাগিল।

এতগুলি বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া স্পিলেট্, হারবার্ট, নেব্ ও হার্ডিং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। আয়ারটন যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহাদের মনে সন্দেহ রহিল না।

আধঘন্টা কাটিয়া গেল, পেন্‌ক্রফ্‌ট বা আয়ারটনের দেখা নাই। তখন পূর্ণ জোয়ার। তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য কিরূপে তাঁহারা ওখানে যাইবেন, এই চিন্তা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অবশেষে রাত্রি বারোটার সময়ে দুইজন আরোহী লইয়া একটি নৌকা এদিকে আসিল—তাহারা পেন্‌ক্রফ্‌ট এবং আয়ারটন। সকলে আনন্দে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিলেন। আয়ারটনের মুখে সব কথা শুনিয়া তাঁহারা তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

এবার সকলে বুঝিল, দস্যুদল সজাগ হইয়াছে। দ্বীপে যে লোক আছে, এটাও তাহাদের আর অজ্ঞাত নাই। এইবার দল বাঁধিয়া নিশ্চয়ই তাহারা দ্বীপে নামিবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তারা পঞ্চাশজন ও আমরা ছয়জন।'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, আমরা ছয়জন, তার উপর—'

'তার উপর কি ক্যাপটেন?'

হার্ডিং এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু আঙুল দিয়া উপরের দিকে দেখাইলেন।

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রিটা নির্বিবাদে কাটিয়া গেল। দ্বীপবাসিগণ চিমনীতে থাকিয়া চারিদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। জাহাজ নীরব, নিস্তব্ধ—যেন সেটা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রভাত হইলে কুয়াসার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট স্পীডিকে দেখা গেল।

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধুগণ, কুয়াসা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দস্যুদল আমাদের কোন কাজই দেখতে পাচ্ছে না। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরা সংখ্যায় খুব বেশি। আমি প্রস্তাব করি যে আমরা তিনটি দলে ভাগ হব। একদল থাকবে মার্সি নদীর মুখে, একদল চিমনীতে, আর তৃতীয় দলটি চলে যাবে উপদ্বীপে। প্রত্যেকে একটা করে বন্দুক নেব। গুলি-বারুদ যথেষ্ট আছে। আমরা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকব। শত্রুর সংখ্যা বেশি, সেজন্ত আড়াল থেকে যুদ্ধ করা চাই। প্রত্যেকের লক্ষ্য যেন সঠিক হয়। আমাদের প্রত্যেককে আট-দশটি করে শত্রু বধ করতে হবে।'

স্পিলেট্ ও আয়ারটন বন্দুক চালাবার কাজে সর্বাপেক্ষা নিপুণ, তাদের হাতে রাইফেল দেওয়া হইল। অন্য চারিজনের হাতে বন্দুক।

হারবার্টকে লইয়া হার্ডিং চিমনীতে রহিলেন। গ্র্যানিট হাউসের নিচ পর্যন্ত সমস্ত তীরটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। নেব্‌কে লইয়া স্পিলেট্ গেলেন মার্সি নদীর মুখে। নদীর পোল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌ট উপদ্বীপে গিয়া দুইটি স্থানে অপেক্ষা করিবে। চারিটি বিভিন্ন স্থান হইতে বন্দুকের শব্দ হইতে থাকিলে দস্যুদল ভাবিবে, দ্বীপে যথেষ্ট লোক আছে এবং তাহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম।

উপদ্বীপে যদি দস্যুদল নামিয়াই পড়ে এবং তাহারা যদি বাধা দিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে আয়ারটন এবং

তৎক্ষণাৎ নৌকায় চড়িয়া ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ ব্যবস্থার পর সকলে পরস্পর করমর্দন করিয়া যে যাহার নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।

তখন রাত্রি প্রভাত, কুয়াসা পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কালো নিশানটি জাহাজের মাস্তুলে উড়িতেছে। কামানগুলি দ্বীপের দিকে তাগ করা রহিয়াছে। হুকুম পাইলেই গোলা বর্ষণ করিবে। প্রায় ত্রিশজন দস্যু ডেকের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দূরবীক্ষণ দিয়া দ্বীপটি দেখিতেছে।

রাত্রিতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা দস্যুদল ভাল করিয়া বলিতে পারিবে না। লোকটা বারুদখানার দরজা ভাঙিয়াছিল। তাহার গুলিতে চারিজন হতাহত হইয়াছে। লোকটা কি নিরাপদে ফিরিয়াছে? তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল? একটা বিষয় দস্যুদল বেশ বুঝিল যে এই দ্বীপে লোকের বসতি আছে। কিন্তু কোথাও ত কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। তবে কি তাহারা পলায়ন করিয়াছে? দস্যু-দলপতি বুদ্ধিমানের মত কাজ করিল, ভাল করিয়া সংবাদ না লইয়া অবতরণ করিল না।

বেলা আটটার সময়ে একটা নৌকা ভাসাইয়া সাতজন দস্যু উপদ্বীপের দিকে চলিল। চারিজন দাঁড়ে বসিয়াছে, দুইজন বন্দুক হাতে হাঁটু গাড়িয়া প্রস্তুত।

আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌ট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, একজনের হাতে জল মাপিবার দড়ি। মনে হইল যে বব হার্ভির ইচ্ছা, জাহাজটিকে তীরের যথাসাধ্য কাছে আনিতে চায়।

নৌকা যখন উপদ্বীপ হইতে সাত-আটশত হাত দূরে, তখন দুইটি গুলি ছুটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকার কর্ণধার এবং জল মাপিবার লোকটা চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই জাহাজের কামানও গর্জিয়া উঠিল, গোলা আসিয়া মাথার উপরে পাহাড়ের চূড়াটিকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে পেন্‌ক্রফ্‌ট ও আয়ারটনের কোন অনিষ্ট হইল না।

আর একটি লোক হাল ধরিল। নৌকা মার্সি নদীর মুখের দিকে চলিল। ইচ্ছাটা, প্রণালীতে ঢুকিয়া আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌টের ফিরিবার পথ আটকায়। কিন্তু মার্সি নদীর মুখে স্পিলেট্‌ এবং নেব্‌ আছেন, তাঁহাদের উপরেই ভরসা। চিমনীতে আছেন হারবার্ট ও হার্ডিং। কুড়ি মিনিট পরে নৌকা মার্সি নদীর মুখ হইতে তখনও চারিশত হাত দূরে, হঠাৎ দুইটি গুলি আসিয়া দস্যুদলের আর দুইজনকে শোয়াইয়া দিল। নেব্‌ এবং স্পিলেট্‌ উভয়েরই লক্ষ্য হইয়াছিল চমৎকার। ধোঁয়া লক্ষ্য করিয়া জাহাজ হইতে কামানের গোলা ছুটিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। নৌকায় তখনও তিনজন দস্যু কার্যক্ষম। তাহারা নৌকা ঘুরাইয়া জাহাজের দিকে ফিরিয়া চলিল।

এখন পর্যন্ত দ্বীপবাসিগণেরই জয় হইতেছে। এইভাবে যদি দস্যুদল আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে সহজেই তাহাদের প্রতিরোধ করা যাইবে। হার্ডিং যে কি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ফল দেখিয়া সেটা সকলেই বুঝিতে পারিল। দস্যুদল ভাবিবে যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনেক এবং তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। আধ ঘণ্টা পরে নৌকাটি গিয়া জাহাজের সঙ্গে ভিড়িল এবং ভীষণ চেঁচামেচি শুরু হইয়া গেল।

রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া বারোজন নূতন দস্যু নৌকায় লাফাইয়া উঠিল এবং আরো একটি নৌকায় চড়িল আটজন। প্রথম নৌকা চলিল উপদ্বীপের দিকে এবং দ্বিতীয়টি চলিল মার্সি নদীর মুখ দখল করিবার জন্য।

আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌টের অবস্থা অতিশয় বিপজ্জনক হইল। যাহা হউক, নৌকা পাড়ায় আসিবামাত্র দুইটি গুলি ছুটিয়া নৌকার লোকগুলিকে হতভম্ব করিয়া দিল। এখন আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌ট আশ্রয় ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল এবং চারিদিকে গুলি-গোলার মধ্যে নৌকায় চড়িয়া প্রণালী পার হইয়া চিমনীতে হার্ডিং ও হারবার্টের সহিত মিলিত হইল। ওদিকে দস্যুদলও উপদ্বীপে নামিয়া পড়িল।

এদিকে দ্বিতীয় নৌকা মার্সি নদীর মুখে উপস্থিত হইবামাত্র আবার বন্দুকের শব্দ হইল। দুইজন স্পিলেট্ ও নেবের গুলিতে সাংঘাতিকভাবে আহত হইল! নৌকাটিও পাথর লাগিয়া ডুবিয়া গেল। জীবিত চারজন দস্যু হাতের বন্দুকগুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া জল পার হইল। তারপর মার্সি নদীর ডান পাড় ধরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

উপদ্বীপে এক ডজন দস্যু (কেহ কেহ আহত) কিন্তু তাহাদের নৌকাটি অক্ষত আছে। দ্বীপে আরো ছয়জন দস্যু ঢুকিয়াছে, কিন্তু নদীর পোল বন্ধ, তাহারা গ্র্যানিট হাউসের নিকট আসিতে পারিবে না।

হার্ডিং বলিলেন—'এখন লড়াইটা একটু অন্য ধরনের হবে। দস্যুদল নিশ্চয় এমন অসুবিধার মধ্যে পড়ে থাকবে না।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তারা প্রণালী পার হতে গেলে নেব্ ও স্পিলেটের দূরপাল্লার বন্দুক বাধা দেবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'কামানের বিরুদ্ধে বন্দুক কি করবে?'

'কামান কোথায় দেখলেন? জাহাজ ত প্রণালীতে ঢোকেনি।'

'মনে কর, যদি ঢুকে পড়ে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'অসম্ভব! প্রণালীতে আটকে গিয়ে মারা যাবার ভয় আছে।'

আয়ারটন বলিল—'ভাঁটার সময়ে আটকে যাবার ভয় থাকলেও জোয়ারের সময় নিশ্চয় ঢুকবে।'

এমন সময়ে পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—'জাহান্নমে যাক। সত্যিই দেখছি জাহাজ নঙর তুলতে আরম্ভ করেছে।'

হারবার্ট বলিল—'এবার আমাদের গ্র্যানিট হাউসে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

হার্ডিং বলিলেন—'আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক!'

সত্যই দেখা গেল যে, স্পীডি উপদ্বীপটির দিকে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত।

এদিকে উপদ্বীপের দস্যুদল ক্রমে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আয়ারটন ও স্পিলেটের গুলি খাইয়া দুইজন তখনই চিৎপাত হইল। তখন একেবারে হুড়োহুড়ি করিয়া বাকি দশজন তাহাদিগকে ফেলিয়াই নৌকায় চড়িয়া প্রস্থান করিল।

পরমুহূর্তে আয়ারটন চেঁচাইয়া উঠিল—'গুরুতর ব্যাপার! স্পীডি পাল খাটিয়ে দ্বীপের দিকে আসছে।'

কামানের মুখে বন্দুকের গুলিতে কোন ফল হইবে না। তাহা হইলে দস্যুদিগকে দ্বীপে নামিবার সময় কি করিয়া বাধা দেওয়া যাইবে?

হার্ডিং ভাবিয়া দেখিলেন। গ্র্যানিট হাউসে অবরুদ্ধ অবস্থায় কয়েক মাস পর্যন্ত থাকা যাইতে পারে। প্রচুর খাদ্য সেখানে মজুত আছে। কিন্তু তাহার পর?

দ্বীপের মালিক হইয়া দস্যুদল শস্যক্ষেত, পাখির বাড়ী, কোরাল প্রভৃতি সব ছারখার করিয়া দিবে।

এদিকে জাহাজ উপদ্বীপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে সে এবার প্রণালীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিশ্চয় তব হার্ডিং উদ্দেশ্য চিমনীর উপর গোলাবর্ষণ করা। স্পিলেট্ তখন নেব্‌কে লইয়া চিমনীতে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিলেন।

আর মিনিট দশেক পরে স্পীডি গ্র্যানিট হাউসের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর ফেলিবে। দ্বীপবাসিগণ চিমনী ছাড়িয়া চলিলেন, পাথরের দেয়ালের একটা বাঁকের আড়ালে থাকার দরুণ জাহাজের লোকেরা তাঁহাদের দেখিতে পাইল না। দুই তিনটা গুলি আসিয়া পাথর চুরমার করিয়া দিল। বুঝা গেল, জাহাজ বেশি দূরে নয়।

এক মিনিটে সকলে লিফ্‌টে উঠিয়া গ্র্যানিট হাউসে ঢুকিলেন ও দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। জাপ ও টপ্‌কে সেখানে আগেই রাখা হইয়াছিল।

ক্রমে জানালার পাতালতার ফাঁক দিয়া দেখা গেল যে স্পীডি

প্রণালীতে ঢুকিতেছে ও গোলাবর্ষণ করিতেছে। তাঁহাদের আশা ছিল যে গ্র্যানিট হাউস দস্যুদের দৃষ্টি এড়াইবে।

এমন সময়ে একটি গোলা লতাপাতা ফুটা করিয়া ভিতরে আসিয়া পড়িল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—'সর্বনাশ! ওরা দেখে ফেলেছে!'

দস্যুরা হয়ত বা দ্বীপবাসিগণকে দেখিতে পায় নাই। পাহাড়ের গায় সন্দেহজনক লতাপাতার পর্দা দেখিয়া গোলা চালাইয়াছিল! ইহার পর গোলা আসিয়া লতাপাতা উড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যানিট হাউসের জানালার গর্ত বাহির হইয়া পড়িল।

এখন দ্বীপবাসিগণের অবস্থা সাংঘাতিক হইল। গোলাবর্ষণকে বাধা দিবার সাধ্য নাই। চারিদিকে পাথর ভাঙিয়া চুরমার হইতেছে। সুতরাং গ্র্যানিট হাউসের আরো উপরের পথটিতে আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এই সময়ে একটা গভীর গর্জন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর আর্তনাদও শোনা গেল। সকলে ছুটিয়া জানালার নিকটে গেলেন।

জাহাজটা জলস্তম্ভের মত একটা জিনিসের তেজে হঠাৎ উপরের দিকে উঠিয়া কাটিয়া দুইভাগ হইয়া গেল! দশ সেকেণ্ডের মধ্যে স্পীডি জাহাজটি খুনী দস্যুদলের সহিত সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল।

॥ ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

হারবার্ট দুটি চক্ষু বড় করিয়া বলিল—'স্পীডি জাহাজ উড়ে গেছে!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই হারবার্ট ও নেবের সহিত সমুদ্রতীরে চলিল। এরূপ সাংঘাতিক ঘটনা কেহ কল্পনাও করে নাই।

স্পিলেট্‌ হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপারটা হল কি?'

হার্ডিং বলিলেন—হুঁ, এইবার জানতে পারব।'

'কি জানতে পারব হার্ডিং ?'

'পরে কথা হবে, এখন শীগগির চল। দস্যুদল নির্মূল হয়েছে।'

সকলে সমুদ্রতীরে গিয়া মিলিত হইলেন। জলস্তম্ভের তেজে উপরের দিকে উঠিয়া স্পীডি এমন কাৎ হইয়া গিয়াছে যে তার মাস্তুলটিও দেখা যায় না। জীবন্ত মুরগীসুদ্ধ একটা খাঁচা, কিছু বাক্স, পিপে ইত্যাদি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জাহাজের কাঠের কিছুই দেখা গেল না। ক্রমে ভাঁটার সময় কিছুটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল।

স্পিলেট প্রশ্ন করিলেন—'সেই যে ছয় জন দস্যু নদীর তীর দিয়ে পালিয়েছিল, তারা কোথায় গেল ?'

হার্ডিং বলিলেন—'তাদের হাতে বন্দুক রয়েছে। তারাও ছয় জন, আমরাও ছয়জন, সমান-সমান।'

আয়ারটন ও পেনক্রফ্ট নৌকা বাহিয়া জলমগ্ন জাহাজের দিকে চলিল। ভাসমান মাস্তুলের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ির মাথা তীরে তুলিতে কোন কষ্ট হইল না।

কতকগুলি মৃতদেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে বব হার্ভির মৃতদেহও ছিল।

আয়ারটনের চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল, বলিল—'আমিও ওর মত ছিলাম ক্যাপটেন !'

পেনক্রফ্ট বলিল—'কিন্তু ভাই, এখন ত আর তুমি ওর মত নও।'

সবসুদ্ধ মাত্র পাঁচ-ছয়টা মৃতদেহ দেখা গেল। সেগুলি ভাসিয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। হয়ত বেশির ভাগ দস্যু ক্যাবিনের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে।

জাহাজ হইতে প্রচুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে। পেনক্রফ্ট বলিল—'জাহাজটা যদি কেবল গর্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে গর্ত বন্ধ করে আবার ওটাকে জলে ভাসিয়ে নেওয়া যাবে। এতবড় জাহাজে চড়ে যেখানে খুশি যাওয়া যেতে পারে।'

সমস্ত জিনিস তীরে আনিবার পর সকলে আহারে বসিলেন।

ক্ষুধায় পেট জলিয়া যাইতেছিল, নিপুণ নেব্ খাবার ব্যবস্থা করিল। খাইতে খাইতে সকলে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটির কথা আলোচনা করিলেন। ঠিক সময়টিতে জাহাজ ধ্বংস না হইলে গ্র্যানিট হাউসে আর বেশিক্ষণ থাকা যাইত না।

স্পিলেট্ বলিলেন—'আচ্ছা পেন্‌ক্রফ্‌ট, ঘটনাটা কি করে হল বল ত? এক্সপ্লোশনের কারণটা কি?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'দস্যুজাহাজে ত আর যুদ্ধজাহাজের মত আইনকানুন নাই। বারুদের ঘর খোলা ছিল, হয়ত কারো হাত থেকে অসাবধানে আগুন লেগে গিয়ে থাকতে পারে।'

হারবার্ট বলিল—'ক্যাপটেন হার্ডিং, এক্সপ্লোশনের ফলটা যেরকম হবার কথা, তেমন গুরুতর ত হয়নি? আওয়াজটাও খুব জোর নয়!'

হার্ডিং বলিলেন—'জাহাজটা যখন দেখতে যাব, তখন বোধ করি সবই বোঝা যাবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আপনি কি মনে করেন যে জলের তলায় কোন পাহাড়ে লেগে জাহাজটা ডুবে গিয়েছে?'

নেব্ বলিল—'যদি পাহাড় থাকে, তাহলে তা হতে পারবে না কেন?'

'তুমি ত তখন উপস্থিত ছিলে না নেব্। ডুববার মুহূর্তে জাহাজটা বিশাল একটা ঢেউয়ের উপরে উঠে কাৎ হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ে লাগলে ধীরে ধীরে ডুবত।'

হার্ডিং আবার বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, আর একটু পরেই সব দেখতে পাওয়া যাবে।'

'ক্যাপটেন, প্রণালীর জলে পাহাড়-টাহাড় নেই, এ আমি জোর করে বলতে পারি। আপনি কি এই ব্যাপারে অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'এখন কিছু বলতে পারছি না।'

বেলা সেড়টার সময়ে সকলে নৌকা করিয়া জাহাজের দিকে চলিলেন। স্পীডির দেহটা ক্রমে ক্রমে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সকলে জাহাজটির চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কি একটা বিরাট শক্তির ক্রিয়ায় জাহাজটা জলস্তম্ভের উপরে উঠিয়া পরে কাত হইয়া পড়িয়াছিল! দুর্ঘটনার কারণটা না বুঝিলেও, ফলটা সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। জাহাজের শরীরটা ভীষণভাবে চুরমার হইয়া গিয়াছে। গলুই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মেরুদণ্ড কাটিয়া গিয়াছে! প্রায় কুড়ি ফুট জায়গা জুড়িয়া একবড় গর্ত হইয়াছে, যাহা বন্ধ করা অসম্ভব। কেবল যে তামার পাত ও তক্তা উড়িয়া গিয়াছে তাহাই নহে, মোটা মোটা পেরেকগুলির পর্যন্ত অস্তিত্ব নাই!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'জাহাজটাকে কোনমতে ভাসান যাবে না।'

আয়ারটন বলিল—'একেবারে অসম্ভব!'

হার্ডিং ও তাঁহার সঙ্গীগণ এইবার কুড়াল লইয়া জাহাজের ডেকের উপর উঠিলেন। ডেক চুরমার হইয়া গিয়াছে।

সকলে মালপত্র সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিতে লাগিলেন। জোয়ার আসিবার পূর্বে কাজ সারিতে হইবে। দড়ি, কপিকল, বড় বড় সিন্দুক, পিপা ইত্যাদি পাওয়া গেল। বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি দেখিয়া দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই!

ক্রমে সকলে জাহাজের পিছনের দিকে গেলেন। সেখানেই বারুদখানা। হার্ডিং আগেই বুঝিয়াছিলেন যে বারুদখানায় আগুন লাগে নাই। বারুদের পিপাগুলি ব্যবহারযোগ্য আছে। বাক্সে ধাতুর লাইনিং থাকে বলিয়া এগুলি সহজে নষ্ট হয় নাই।

রাশি রাশি গোলা-গুলি ও কুড়িটা তামার লাইনিং দেওয়া বারুদের পিপা বাহির হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট দেখিল যে বারুদখানার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

'তবে দুর্ঘটনা কি করে ঘটল?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তা কেউ কোন দিন জানতে পারবে না!'

জাহাজে অনেক পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতো, মোজা, বীজশস্যপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি পাওয়া গেল। সমস্ত দিন খাটিয়াও সমস্ত জিনিষপত্র গ্রানিট হাউসে তোলা অসম্ভব। পাহারা করিয়া চিমনীতে পাহারা দিবার

ব্যবস্থা করা হইল। ক্রমান্বয়ে তিনদিন ধরিয়া মালপত্র উদ্ধার করা হইল। আয়ারটন ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাটার সময় প্রণালীর জলে ডুব দিয়া জাহাজের লঙ্গর এবং কামান চারিটিও উদ্ধার করিল। জাহাজের গায়ে মোড়া তামার পাতও অনেক ভাঙিয়া ভাঙিয়া সংগ্রহ করা হইল। পেন্‌ক্রফ্‌টের উৎসাহের অন্ত নাই। গ্র্যানিট হাউসে সে চারিটি কামান বসাইবে! তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন জাহাজের সাধ্য হইবে না যে দ্বীপের নিকট আসে! ক্রমে জাহাজটির অবশিষ্টাংশও চুরমার হইয়া গেল এবং সমুদ্রের তীরে আসিয়া লাগিল। নেব্‌ সমুদ্রের তীরে একটি লোহার মোটা চোঙা দেখিতে পাইল, তাহাতে বিস্ফোরণের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট।

হার্ডিং মনোযোগের সহিত চোঙাটি পরীক্ষা করিয়া তারপর বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, তুমি কি এখনও বলতে চাও যে জাহাজ কিছুতে ধাক্কা খায়নি?'

'হাঁ ক্যাপটেন, প্রণালীর জলে কোন পাহাড়-টাহাড় নাই।'

হার্ডিং চোঙাটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—'মনে কর, যদি এই চোঙাটায় ধাক্কা খেয়ে থাকে?'

'সামান্য এই লোহার টুকরোয় ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবেছে?'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধুগণ, তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে জাহাজটা ডুববার আগে একটা জলস্তম্ভের উপর চড়েছিল।'

'হাঁ, বেশ মনে আছে।'

'এই চোঙাটিই সেই জলস্তম্ভের সৃষ্টি করেছিল।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'এ অসম্ভব কথা।'

'কিন্তু কথাটা সত্যি। এই চোঙাটি একটি টর্পেডোর অংশ!'

মহাবিস্ময়ের সঙ্গে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'টর্পেডোর অংশ!'

নাছোড়বান্দা পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'কে এই টর্পেডোটাকে জাহাজের তলায় রেখেছিল?'

হার্ডিং বলিলেন—'এ কথার উত্তরে আমি শুধু এই কথা বলতে

পারি যে আমি রাখিনি। এটা কেউ না কেউ রেখেছিল, এবং এর অতুলনীয় শক্তির পরিচয় আমরা সবাই পেয়েছি।'

॥ সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

এতক্ষণে এক্সপ্লোশনের বিষয় পরিষ্কার হইয়া গেল। আমেরিকার যুদ্ধের সময় হার্ডিং নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, টর্পেডোর শক্তি কি সাংঘাতিক! এই শক্তির প্রভাবেই প্রণালীর জল ফুলিয়া জলস্তম্ভের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে টর্পেডো বিশাল যুদ্ধজাহাজকেও নিমেষের মধ্যে জেলেডিঙ্গির মত নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার নিকট স্পীডি ত তুচ্ছ। কিন্তু একটি বিষয়ের মীমাংসা হইল না—প্রণালীর জলে টর্পেডো কি করিয়া আসিল?

হার্ডিং গম্ভীর স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বন্ধুগণ, লিঙ্কন দ্বীপে আমাদের পরম হিতৈষী কেউ গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। গোপনে আড়াল থেকে তিনি আমাদের কত সময় কত উপকার করছেন। লোকটি যে কে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এইভাবে লুকিয়ে থেকে আমাদের উপকার করায় তাঁর উদ্দেশ্য যে কি তাও আমরা জানি না। অসীম ক্ষমতাবান লোক ভিন্ন কারো পক্ষে এ সকল কাজ করা সম্ভবপর নয়। আমরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। এ পর্যন্ত যে কতগুলি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, সমস্তই এই লোকটির কাজ। একদিন তাঁর ঋণ আমরা শোধ করবই।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ভাই হার্ডিং, তুমি ঠিকই বলেছ। এই অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষমতা অমানুষিক। গ্র্যানিট হাউসের কুয়ার মধ্য দিয়েই কি ইনি আমাদের কথাবার্তা শোনেন?'

হার্ডিং বলিলেন—'এখনও অনেক গূঢ় রহস্য জানতে বাকি আছে। এখন কথা হচ্ছে, এ উপকারি বন্ধুটিকে কি খুঁজে বার করা উচিত? নাকি, তাঁর গোপন থাকবার ইচ্ছাকে আমরা মান্য করে চলব?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমি তাঁকে নমস্কার জানাই।'

নেব্‌ বলিল—'আমার মনে হয়, ভদ্রলোকটির যখন ইচ্ছা হবে তখন তিনি নিজেই দেখা দেবেন।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তা বলে আমরা তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব না কেন? এটা ত তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে?'

আয়ারটন বলিল—'আমারও মনে হয়, এই অজ্ঞাত লোকটিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বার করা উচিত। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। আমার সন্ধান তিনিই আপনাদের দিয়েছিলেন এবং সেজন্যই আমি আবার মানুষ হতে পেরেছি।'

হার্ডিং বলিলেন—'তবে তাই ঠিক হল। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা তাঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব।'

ইহার পর কিছুদিন সকলে কৃষিকার্যে মন দিলেন। ট্যাবর দ্বীপ হইতে যে সমস্ত শাক-সবজীর বীজ আনা হইয়াছিল, তাহার চাষ হইয়াছিল সুন্দর।

গ্র্যানিট হাউসের উপরের অংশে কতকগুলি স্বাভাবিক গহ্বরকে পাথর কুটাইয়া বড় করিয়া লওয়া হইল। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-বারুদ সব সাজাইয়া রাখা হইল। অতিরিক্ত বাসনপত্র সব কিছুই যত্নে রাখা হইল। জাহাজের কামান চারিটিকেও কপিকলের সাহায্যে গ্র্যানিট হাউসে আনা হইল। জানালাগুলির মাঝখান গর্ত করিয়া কামান বসাইবার ঘর করা হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট কামানগুলিকে ঘষিয়া মাজিয়া একেবারে নূতনের মত করিয়া তুলিল। কামানগুলি সাজাইলে পর গ্র্যানিট হাউসটি যেন একটি ছোটখাট দুর্গের মত হইল।

৮ই নভেম্বর পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন, কামানগুলির পাল্লা কতদূর পর্যন্ত একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'এটা কি খুব দরকারি বলে মনে করছ?'

'খুবই দরকারি। কেননা কামানের পাল্লা জানা না থাকলে, কতদূর পর্যন্ত গুলি চালান যাবে সেটা বুঝব কি করে?'

ইহার পর পেন্‌ক্রফ্‌ট চারিটি কামানেই বারুদ, গুলি পুরিল, অবশ্য হার্ডিং নিজে পরিমাণ স্থির করিয়া দিলেন।

প্রথম কামানের গুলি উপদ্বীপের উপর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। সে স্থানটি কতদূরে, ঠিক বুঝিতে পারা গেল না।

দ্বিতীয় কামান ছুঁড়িল হারবার্ট তিন মাইল দূরে এক পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করিয়া। কামানের গুলি চূড়াটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। হারবার্ট জীবনে প্রথম কামান ছুঁড়িয়াছে। সুতরাং তাহার এই আশ্চর্য লক্ষ্য দেখিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

তৃতীয় কামান ছুঁড়িল পেন্‌ক্রফ্‌ট—ইউনিয়ন উপদ্বীপের নিকট বালির তীর লক্ষ্য করিয়া—তীরটি চার মাইল দূরে। কামানের গুলি তীরের বালি ছিটকাইয়া সেখান হইতে লাফাইয়া গিয়া সমুদ্রের জলে পড়িল।

চতুর্থ কামানে সাইরাস হার্ডিং গুলির চূড়ান্ত পাল্লা দেখিবার জন্য বারুদ একটু বেশি করিয়া দিলেন। আগুন দিবার সময় কামান ফাটিবার ভয়ে সকলে দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু কামান ফাটিল না। গোলা ছুটিয়া গিয়া পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়ের পাথর ভাঙিয়া সমুদ্রের জলে পড়িল।

সকলের আনন্দধ্বনি কামানের গর্জনকেও ডুবাইয়া দিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—কেমন দেখলেন ক্যাপটেন? প্রশান্ত মহাসাগরের সব দস্যু একবার গ্র্যানিট হাউসের সামনে আসুক, একটিকেও দ্বীপে নামতে দেব না।'

হার্ডিং বলিলেন—'উপস্থিত এই পরীক্ষাটা করবার দরকার না হলেই সবচেয়ে ভাল হয়!'

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আচ্ছা, সেই যে হতভাগ্য ছ'টা দস্যু দ্বীপের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে কি করা যাবে? এরা ত জানোয়ার বিশেষ—এদের সঙ্গে বন্য জন্তুদের ব্যবহার করা উচিত।

পেন্‌ক্রফ্‌টের অবিবেচকের মত [illegible] হার্ডিং স্তম্ভিত হইলেন।

আয়ারটন নম্রস্বরে উত্তর দিল—আমিও ত একটা জাওয়ার ছিলাম মিস্টার পেন্‌ক্রফ্‌ট।' সে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমি একটা গাধা। খেয়াল না, করে বোকার মতন কথা বলেছি। কিন্তু এখন আমাদের কি করতে হবে? যত শীঘ্র সম্ভব ওদের শেষ করতে হবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'ওরা যদি আমাদের কোন অনিষ্ট করবার চেষ্টা করে, তবেই না ওদের পিছনে লাগা উচিত।'

'যা করেছে তাই কি যথেষ্ট নয়?'

হারবার্ট পেন্‌ক্রফ্‌টের হাত ধরিয়া বলিল—'ভেবে দেখ পেন্‌ক্রফ্‌ট, আয়ারটন পরে সাধু, আবার সৎলোক হয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'তারাও অনুতপ্ত হতে পারে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—'সবাই দেখছি আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এরজন্য পরে আমাদের অনুতাপ করতে না হয়।'

হার্ডিং বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, আমার উপদেশ ত তুমি সব সময়েই মেনে চলেছ। এখনও কি তা শুনবে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তবে তাই হোক ক্যাপটেন। তারা যদি আগে আমাদের আক্রমণ করে তবেই আমরা তাদের আক্রমণ করব।

দ্বীপটি প্রশস্ত ও উর্বর। দস্যুগণের মনে যদি সাধু উদ্দেশ্যই জাগে, এখনও যদি তাহাদের মধ্যে কণামাত্র মনুষ্যত্ব লুকায়িত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পরিবর্তন হইতে পারে। সুতরাং অপেক্ষা করা ভাল। অবশ্য পূর্বে দ্বীপবাসিগণ যেরূপ নির্ভয়ে চলাফেরা করিতেন, এখন আর তাহা পারিবেন না। পূর্বে ছিল শুধু হিংস্র জন্তুর ভয়, এখন তাহার উপর আবার ছয়টি মারাত্মক দস্যুর ভয় যুক্ত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌টের বিরুদ্ধে মত দিয়া তাঁহারা ভাল করিলেন, কি মন্দ করিলেন, সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

যাহা হউক, এখন দ্বীপবাসিগণের প্রধান করণীয় হইল অনুসন্ধান কার্যটি। এই কার্যের দুইটি উদ্দেশ্য—দ্বীপের লুকায়িত অধিবাসীকে—

টিকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং সেই ছয়টি দস্যু কোথায় আছে সে তথ্য সংগ্রহ করা। আয়ারটনকে কোরালে যাইতে হইবে। দিন দুই সেখানে থাকিয়া, জন্তুগুলিকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দিয়া সে ফিরিয়া আসিবে। হার্ডিং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কাহাকেও সঙ্গে লইবে কিনা? আয়ারটন সঙ্গীর আবশ্যক বোধ করিল না। বিপদ আপদ হইলে সে টেলিগ্রাফে খবর দিবে। সে চলিয়া যাইবার দুই ঘন্টা পরে খবর আসিল যে কোরালে কোন গোলমাল হয় নাই।

গ্র্যানিট হাউসের পুরাতন পথটাকে সিমেন্ট দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। লেকের জলকে যদি-দুএক ফুট উঁচু করা যায়, তাহা হইলে সেই পথ চিরকালের জন্য দৃষ্টির অগোচরে থাকিবে। কি করিয়া তাহা সম্ভব?

হার্ডিং বলিলেন—'যে ছুটি পথে লেকের জল বের হয়ে যায়, তার মুখে ছুটি বাঁধ দিতে পারলে লেকের জল উঁচু হবে।'

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সকলে বড় বড় পাথর, গাছ ও মাটি প্রভৃতি দিয়া বাঁধের কাজ শেষ করিলেন।

এবার বোনাভেঞ্চারকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য সকলে বেলুন বন্দরে চলিলেন। নেব্ মার্সি নদীর পোলটি তুলিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া গেল। সকলের হাতে গুলিভরা বন্দুক, সকলেই খুব সতর্ক, কিন্তু দস্যুদলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। বেলুন বন্দরে বোনাভেঞ্চার নিরাপদে রহিয়াছে, পেন্‌ক্রফ্‌টের ভাবনা দূর হইল। দস্যুরা এটি দেখিতে পাইলে নিশ্চয় ইহা চড়িয়া চলিয়া যাইত। তাহা হইলে আর ট্যাবর দ্বীপে গিয়া সব সংবাদ লইয়া আসা সম্ভব হইত না। ডাঙ্কান জাহাজও ফিরিয়া যাইত।

পেন্‌ক্রফ্‌ট হঠাৎ বলিল—'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার? নঙ্গরের দড়ির গাঁট নূতন করে দেওয়া কেন?'

স্পিলেট্ বলিলেন—'তোমার হয়ত ভুল হয়ে থাকতে পারে।'

'কিছুতেই তা হতে পারে না। দেখছেন না, এটা আলগা গের? আমি জীবনে কখনও আলগা গের দিই না!'

'কেউ না কেউ যে বোনাভেঞ্চারটাকে চালিয়ে নিয়ে আবার বেঁধে রেখেছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।'

হারবার্ট বলিল—'নৌকাটাকে যাসি নদীর মুখে রাখলে হয় না?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'সেখানে সবসময়েই বড় বেশি ঢেউ। নৌকা রাখবার পক্ষে ভাল জায়গা নয়।'

হারবার্ট বলিল—'দস্যুরা এসে যদি বোনাভেঞ্চার নিয়ে যায়?'

সকলে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিবার পর সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—'আপাততবর্তমান ব্যবস্থাই চলুক। পরে কাছে কোথাও একটা কৃত্রিম বন্দর তৈরি করবার চেষ্টা করা যাবে।'

সেদিন বিকালে আয়ারটনকে কোরালে টেলিগ্রাম করা হইল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোন উত্তর পাওয়া গেল না। হার্ডিং একটু বিস্মিত হইলেন, আয়ারটনের স্বভাব ত এরূপ নয়। তবে কি সে কোরালে নাই? গ্র্যানিট হাউসে আসিবার জন্য রওনা হইয়াছে? দুইদিন পরে ত তাহার এখানে আসিবার কথা।

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তবু আয়ারটনের কোন সংবাদ নাই। পুনরায় কোরালে টেলিগ্রাম করা হইল, কিন্তু তবু গ্র্যানিট হাউসের টেলিগ্রাফের ঘণ্টাটি নীরব। সকলে বড় চিন্তিত হইলেন। ব্যাপার কি? আয়ারটন কি কোরালে নাই? কিম্বা থাকিলেও কি সে চলৎশক্তি রহিত?

হারবার্ট বলিল—'হয়ত টেলিগ্রাফের যন্ত্রটার কোন দোষ হয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক।'

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র সকলে আবার টেলিগ্রাম করিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তখন সকলে কোরালে চলিলেন। কেবল নেব্ গ্র্যানিট হাউসে প্রহরী রহিল।

সকলে টেলিগ্রাফের পোস্ট ধরিয়া সতর্কভাবে চলিলেন, পথে

টপ্‌ও আছে। মাইল দুই পর্যন্ত কোন গোলমাল চোখে পড়িল না। তাহার পর মনে হইল যেন তার একটু ঢিলা হইয়া গিয়াছে।

হারবার্ট আগে আগে যাইতেছিল। সে চিৎকার করিয়া বলিল —'তার ছিঁড়ে গেছে!'

॥ অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥

সকলে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শুধু যে তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহাই নয়, তারের পোস্টও মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল, কেন টেলিগ্রাফে খবর পৌঁছায় নাই!

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'এ পোস্ট ত হাওয়ায় ফেলেনি।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'কখনই নয়। ঐ দেখুন, মাটি খুঁড়ে পোস্ট তুলে ফেলা হয়েছে।'

হারবার্ট বলিল—'আর দেখুন, তারটা কে যেন টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। তার ছিঁড়েছে দু-একদিনের মধ্যেই।'

'আর দেরী নয়। শীগগির কোরালে চলুন।'

সকলে দ্রুত পথ চলিতে লাগিলেন। আয়ারটন কথা দেওয়া সত্ত্বেও কেন ঠিক সময়ে গ্র্যানিট হাউসে পৌঁছিল না? নিশ্চয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেহ গ্র্যানিট হাউস ও কোরালের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দস্যুদল ভিন্ন আর কে এ কাজ করিতে পারে?

আয়ারটনের জন্য সকলের মহা ভাবনা হইল। কোরালে পৌঁছিয়া কি তাঁহারা দেখিবেন যে সে নিহত? কোরালের নিকটে আসিয়া সকলে খুব সতর্কভাবে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। বন্দুক হাতে তাঁহারা একেবারে প্রস্তুত! হঠাৎ টপ্‌ গোঁ-গোঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল! কোরালের বাহিরের বেড়া ঠিকই আছে। দরজা বন্ধ। কোথাও কোন [illegible] নাই!

এমন সময় টপ্ আবার ডাকিয়া উঠিল। একটা বন্দুকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হারবার্ট আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া শুইয়া পড়িল।

॥ একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

হারবার্টের চিৎকার শুনিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বন্দুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'বেটারা আমার বাছাকে মেরে ফেলেছে গো মেরে ফেলেছে!'

হার্ডিং এবং স্পিলেট্‌ও ছুটিয়া গেলেন। স্পিলেট্ উপুড় হইয়া শুইয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনিয়া বলিলেন—'এখনও বেঁচে আছে, কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'গ্র্যানিট হাউসে নেওয়া যাবে না, কোরালেই নিতে হবে।'

তিনি কোরালের বেড়ার কোণ ঘুরিয়া চলিলেন। ঘুরিতেই একটি দস্যু বন্দুক ছুঁড়িয়া তাহার টুপি গর্ত করিয়া দিল। কিন্তু সে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়িবার পূর্বেই হার্ডিং বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ কোনমতে হারবার্টকে কোলে করিয়া লইয়া আয়ারটনের বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট পাগলের মত হইয়া গেল। হার্ডিং ও স্পিলেট্ বুঝিলেন যে তাঁহাদের দুইজনের চেষ্টার উপরেই হারবার্টের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। স্পিলেট যুদ্ধের সময় আহত ব্যক্তির প্রাথমিকচিকিৎসারপদ্ধতি অনেকশিখিয়াছিলেন, হার্ডিংএর সহায়তায় তিনি হারবার্টের শুশ্রূষায় মন দিলেন।

হারবার্ট সম্পূর্ণ অচেতন। বন্দুকের গুলি হৃৎপিণ্ডে দারুণ ধাক্কা দিয়াছে ও প্রচুর রক্তপাত হইয়াছে। তাহার মুখ ফ্যাকাসে, নাড়ি

অত্যন্ত দুর্বল, কখন বন্ধ হইয়া যায় কে জানে? কতস্থান ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া রুমালের সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করা হইল। বুকের অপর পার্শ্বে দেখা গেল আর একটি ক্ষত। সেখান দিয়া গুলি বাহির হইয়া গিয়াছে, শরীরের মধ্যে নাই।

স্পিলেট্ বলিলেন—'গুলি হার্ট স্পর্শ করেনি, তাহলে দেখতাম মরে গিয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট শুধু শেষের কথাটি শুনিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—'মরে গিয়েছে!'

হার্ডিং বলিলেন—'না, না, মরেনি। পেনক্রফ্‌ট, হারবার্টের মঙ্গলের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে, অস্থির হয়ো না।'

পেন্‌ক্রফ্‌টের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শরীরের ভিতরে কোন্ যন্ত্রের কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। হারবার্টকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইল। রক্তপাতে তাহাকে দারুণ দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এখন পূর্ণ বিশ্রামের দরকার।

পেন্‌ক্রফ্‌ট আগুন জ্বালিয়া ম্যাপ্‌ল্-সুগার ও ভৈষজ্য গাছ-গাছড়া দিয়া পানীয় প্রস্তুত করিল। সেই পানীয় অল্প অল্প করিয়া হারবার্টকে দেওয়া হইল। ক্রমে তাহার খুব জ্বর আসিল। সমস্ত দিন এবং রাত্রের মধ্যে তাহার জ্ঞান হইল না। ক্ষীণ সূত্রে তাহার জীবন ঝুলিতে লাগিল।

পরদিন হারবার্ট চক্ষু মেলিল, সকলকেই চিনিতে পারিল, দুই তিনটি কথাও বলিল। স্পিলেট্ তাহাকে সম্পূর্ণ স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বলিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই, কয়েক দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যাইবে। ভগবানের কৃপায় তাহার যাতনা বা জ্বর বৃদ্ধি পাইল না। ক্রমে সে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

দস্যুদল ফিরিয়া আসিলে সাংঘাতিক বিপদ হইবে। কিন্তু সে চিন্তা কে করিবে? চব্বিশ ঘণ্টা সকলে হারবার্টকে লইয়া ব্যস্ত।

তাহাকে একটু সুস্থ দেখিয়া হার্ডিং ও স্পিলেট ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কোরালটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াও তাহারা আয়ারটনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তবে কি দস্যুরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে? নিশ্চয়ই সে নিজের ইচ্ছায় যায় নাই। একজন দস্যু হার্ডিংএর হাতে মরিয়াছিল, বাকি পাঁচজন বলপূর্বক আয়ারটনকে লইয়া গিয়াছে? তাহারা কিন্তু কোরালের কোন ক্ষতি করে নাই। দরজা বন্ধ থাকাতে কোন জন্তু পলায়ন করিতে পারে নাই। কোথাও হুটোপাটির কোন চিহ্ন নাই।

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয় ওরা বেচারি আয়ারটনকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল! দেখছি, বনটাকে দস্যুশূন্য না করলে চলবে না। কিন্তু হারবার্টকে নিরাপদে গ্র্যানিট হাউসে নেওয়া সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

'এখন নেবের কি হবে?'

'কেন? নেব্ ত বেশ নিরাপদেই আছে।'

'আমাদের দেরী দেখে সে যদি খুঁজতে বেরোয়?'

হার্ডিং বলিলেন—'তাহলে আমিই গ্র্যানিট হাউসে যাব!'

স্পিলেট্ বলিলেন—'সে কিছুতেই হতে পারে না। দস্যুরা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে বসে নজর রেখেছে।' সেই সময়ে হঠাৎ টপের উপর হার্ডিংএর দৃষ্টি পড়িল। সে যেন বলিতেছে, কেন, আমি কি নাই?

স্পিলেট বলিলেন—'ঠিক, ঠিক, টপ্‌ই যাবে।' নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া তিনি লিখিলেন: 'হারবার্ট আহত। আমরা কোরালে। তুমি গ্র্যানিট হাউসে থেকো। হুঁশিয়ার।'

হার্ডিং টপকে ডাকিয়া আদর করিলেন। চিঠিখানি টপের গলায় বাঁধিয়া দিয়া হার্ডিং গ্র্যানিট হাউসের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন—'নেব্—টপ্, যাও! নেব্—যাও, যাও!'

বুদ্ধিমান জন্তু ঠিক বুঝিতে পারিল কি করিতে হইবে। নিমেষের মধ্যে সে বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্পিলেট্ বলিলেন—'টপ্ ঠিক যেতে পারবে। একঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসবে।'

তখন দশটা। বেলা এগারোটার মিনিট দশেক পরে একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ কুকুরের ডাক। হার্ডিং দরজা খুলিলেন। টপ্ লাফাইয়া কোরালে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

টপের গলায় নেবের চিঠি—'গ্রানিট হাউসের কাছে দস্যুদের দেখা যায়নি। আমি সাবধানে থাকব। হায়! বেচারি হারবার্ট!'

।। পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ।।

তবে ত দেখা যাইতেছে দস্যুদল নিকটেই রহিয়াছে—কোরালের উপর তাহাদিগের দৃষ্টি। দ্বীপবাসিগণকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। নহিলে দস্যুদল সুবিধা পাইলেই আক্রমণ করিবে।

কোরালে অবশ্য জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। দস্যুদল সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মার্সি নদীর মুখে নৌকা ডুবিয়া যাইবার পর দস্যুরা বনে ঢুকিয়াছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ সুন্দর কোরালটিকে দেখিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। এখন তাহারা সংখ্যায় একজন কম হইলেও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তাহারা স্বাধীনভাবে বনে বিচরণ করিতেছে। বনে গেলেই আক্রমণ করিবে।

হার্ডিং বলিলেন—'হারবার্ট ভাল হয়ে উঠুক, তখন দস্যুদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'কিন্তু ভাই সাইরাস, আমাদের এই বিপদের সময়ে ত সেই গুপ্ত রক্ষাকর্তা আমাদের কোন সাহায্য করলেন না?'

হার্ডিং বলিলেন—'এখন কিছু বলা যায় না! দুঃখ-কষ্ট ত এখনও শেষ হয়নি।'

দিন দশেক পরে হারবার্ট একটু সুস্থ হইল। মুখের ফ্যাকাসে ভাব দূর হইল। তাহাকে আয়ারটনের কথা বলা হয়নি। সে জানিত, আয়ারটন নেবের কাছে গ্র্যানিট হাউসে গিয়াছে।

॥ একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

রোগী ক্রমে আরোগ্যের পথে চলিল। কোরালটি গ্র্যানিট হাউসের ন্যায় নিরাপদ বা স্বাস্থ্যকর নহে। নেবের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। টপকেও বিপদাপন্ন করিয়া আর পাঠান হয় নাই।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'ক্যাপটেন হার্ডিং যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি বেটাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে আসি।'

'একা পাঁচজনের সঙ্গে কি করবে?'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'আমিও ওর সঙ্গে যাব!'

হার্ডিং বলিলেন—'একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখ। ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে জানা নেই, হয়ত তারাই আগে গুলি চালাবে। তাছাড়া যখন তারা দেখবে যে আমি হারবার্টকে নিয়ে কোরালে একা আছি, তখনই কোরাল আক্রমণ করবে!'

এই যুক্তির কোন উত্তর নাই।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'বেচারি আয়ারটন! দস্যুরা কি তাকে মেরে ফেলেছে?'

হার্ডিং বলিলেন—'তাকে বাঁচিয়ে রাখায় যদি কোন উদ্দেশ থাকে তাহলে মারেনি।'

'পুরাতন সঙ্গীদের পেয়ে সেকি আমাদের ভুলে গেছে? হতেও পারে।' বলিয়াই পেনক্রফ্‌ট লজ্জিত হইল।

হার্ডিং তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—'ছিঃ, পেনক্রফ্‌ট! এ

তোমার অন্যায় ধারণা। আমার মনে আয়ারটন সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'আমারও নাই।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল—'আমি ও কথা বলে তারি অন্যায় করেছি ক্যাপটেন। আমার মাথার ঠিক নাই।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'হারবার্ট যখন ক্রমেই ভালর দিকে চলেছে তখন আর দিন আটেকের মধ্যে হয়ত বা তাকে গ্র্যানিট হাউসে নেওয়া যাবে।'

এই সময় প্লেটোতে চাষ করিবার কথা। দ্বীপবাসিগণের দারুণ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু উপায় কি? ২৭শে নভেম্বর স্পিলেট্ বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়াছিলেন। টপ্ ডাকাডাকি করিতেছিল, কোন কিছুর গন্ধ পাইয়া সেইদিকে যাতায়াত করিতেছিল। স্পিলেট্ বন্দুক বাগাইয়া গিয়া দেখেন, ঝোপের মধ্যে একখণ্ড কাপড়। আয়ারটনের কোটের কাপড়ের টুকরা, তাহাতে কিছুটা রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে!

দেখিয়া হার্ডিং বলিলেন—'বেচারি আয়ারটন, যথেষ্ট টানাটানি করেছিল। একা ছয়জনের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?'

'তাহলে নিশ্চয় সে এখনও জীবিত আছে। নিশ্চয় সে পালাবার চেষ্টা করবে!'

'যদি পালাতে পারে তাহলে ত সে গ্র্যানিট হাউসে যাবে, আমরা এখানে আছি সে জানবে কি করে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'হায়রে! গ্র্যানিট হাউসে না ঢুকতে পারলেও দস্যুরা প্লেটোর কত ক্ষতি করবে কে জানে? আমরা যদি সেখানে থাকতাম।'

হারবার্টের বিশ্বাস যে সে গ্র্যানিট হাউসে যাইবার কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে। সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় তাহার শরীর তাড়াতাড়ি সারিবে। সকলে কথা বলিতেছেন, এমন সময় টপ্ হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল। সকলে বন্দুক লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। টপ্ লাফাইতেছে ও ডাকিতেছে, কিন্তু রাগে নয়, আহ্লাদে! ব্যাপার কি?

'কেউ যেন আসছে মনে হচ্ছে !'

এ ত শত্রু নয়, হয়ত বা নেব্। নাকি আয়ারটন ? হঠাৎ বেড়ার উপর দিয়া কে কোরালের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। আরে এ যে জাপ ! টপ্ তখনই ছুটিয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

স্পিলেট্ বলিলেন—'নিশ্চয় নেব্ জাপকে পাঠিয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয় ওর কাছে চিঠি আছে।' নেবের চিঠির মধ্যে যখন সকলে পড়িলেন যে দস্যুরা সদলবলে গ্রেটো চড়াও করিয়াছে, তখন যাত্রীদল কিরূপ হতাশ হইলেন তাহা সহজেই বোঝা যায় ! হারবার্ট সকলকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া অনুমানে কতক বুঝিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল—'ক্যাপটেন হার্ডিং, আমি যাব। পথের কষ্টে আমার কিছু হবে না।'

স্পিলেট্ তাহাকে কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—'বেশ, তবে যাওয়াই যাক।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই গাড়ি আনিয়া তাহাতে ওনাগা জুড়িলেন। হারবার্টকে বিছানাসুদ্ধ গাড়িতে শোয়ানো হইল। গুলিভরা বন্দুক লইয়া সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'কষ্ট হচ্ছে, না হারবার্ট ?'

হারবার্ট বলিল—'কোন ভয় করবেন না, আমি মারা যাব না।' তাহাকে দেখিলেই বোঝা যায়, সে কেবলমাত্র মনের জোরেই এ কথা বলিতে পারিতেছে।

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া হার্ডিং রওনা হইবার অনুমতি দিলেন। টপ্ এবং জাপ আগে আগে চলিল। হার্ডিং ও স্পিলেট্ বন্দুক হাতে গাড়ির দুই পাশে, পেন্‌ক্রফ্‌ট ওনাগার লাগাম ধরিয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

দস্যুদল গ্রেটোতে পৌঁছিবামাত্র নেব্ পত্র লিখিয়া থাকিবে। জাপের কোরালে আসিতে পৌনে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে নাই। সুতরাং এখন কোন ভয় নাই। প্রস্‌পেক্ট হাইটের নিকটে গেলে পর হয়ত বিপদের সম্ভাবনা আছে।

যাত্রীদল কোরাল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সকাল সাতটার সময়। ধীরে ধীরে চলিয়া ক্রমে তাঁহারা চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন। বাকি আর এক মাইল।

পেনক্রফ্‌ট প্লেটোর দিকে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'হতভাগা, পাজি বেটারা!'

সকলে দেখিলেন, উইণ্ড মিল ও পাখির বাড়ী হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। নেব্‌ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের ডাকে ছুটিয়া আসিয়া সে বলিল—'দস্যুরা প্লেটোর সর্বনাশ করে আধ ঘণ্টা আগে চলে গেছে।'

নেব্‌ জিজ্ঞাসা করিল—'মিস্টার হারবার্ট কেমন আছেন?'

স্পিলেট্‌ গাড়ির নিকট আসিয়া দেখিলেন যে হারবার্ট অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

॥ দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

দস্যুদল প্লেটোর সর্বনাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এসব কথা কি তখন কাহারও মনে স্থান পাইল? সকলে হারবার্টের জন্ত ভীষণ ভয় পাইলেন। হারবার্টের ক্ষতে কি নূতন করিয়া আঘাত লাগিয়াছে?

লিফ্‌টে করিয়া অচেতন হারবার্টকে তুলিয়া তাহার ঘরে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। চেতনা পাইয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু দুর্বলতার জন্ত কথা বলিতে পারিল না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহার ক্ষত গুলির মুখ খুলিয়া যায় নাই। তবে কেন সে এত দুর্বল হইল? মোহনিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল কেন?

সকলে নেবের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। পূর্বদিন নেব্‌ যখন পাখির বাড়ীতে ছিল, সেই সময় দস্যুরা মার্সি নদীর তীরে

উপস্থিত হয়। নেব্ গুলি ছুঁড়িয়াছিল, কিন্তু সেটা কাহারও গায়ে লাগিল কিনা অন্ধকারে বোঝা যায়নি। সে কিন্তু ভয় না পাইয়া দস্যুদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্র্যানিট হাউসে চলিয়া আসিল। তাহার নিজের জন্য ভয় ছিল না, কারণ গ্র্যানিট হাউস দুর্ভেদ্য। কিন্তু দস্যুরা প্লেটোর সর্বনাশ করিবে এই আশঙ্কায় সে জাপের কাছে চিঠি দিয়া বলিল—'জাপ! জাপ! কোরাল!' জাপ বুঝিতে পারিয়া তখনই কোরালে ছুটিল। দস্যুদল প্লেটো ছাড়িয়া চলিয়া গেলে নেব্ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আগুন নিবাইতে পারিল না। এমন সময়ে সকলে আসিয়া গেলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও স্পিলেট্ হারবার্টের কাছে রহিলেন। হার্ডিং নেব্‌কে লইয়া মার্সি নদীর দিকে গেলেন, কিন্তু দস্যুদলের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

তাঁহারা প্লেটোতে গিয়া দেখিলেন, চারিদিকে একেবারে ছারখার অবস্থা। হতভাগা দস্যুরা শস্যের ক্ষেতগুলিকে পর্যন্ত মাড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে। অবশ্য গ্র্যানিট হাউসে যথেষ্ট বীজ আছে, শস্যের ক্ষতিপূরণ করিতে পারা যাইবে।

পাখির বাড়ী, ওনাগার আস্তাবল, সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। জন্তুগুলি ভয়ে দিশেহারা হইয়া প্লেটোতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইসব দেখিয়া গম্ভীর প্রকৃতি হার্ডিংএর রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার পর দারুণ দুঃখের দিন আসিল। হারবার্টের দুর্বলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে সবসময় নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। তারপর তাহার প্রলাপের লক্ষণ দেখা দিল। জ্বর ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। শরীরে ক্রমে কম্প দেখা দিল। নাড়ি অত্যন্ত দুর্বল, শরীরের চামড়া শুষ্ক, পিপাসা অত্যন্ত বেশি।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা এইভাবে কাটিল, তারপর ভয়ানক ঘাম দিয়া জ্বর কমিয়া গেল।

স্পিলেট বুঝিলেন যে তাহার সবিরাম জ্বর (Intermittent

fever) হইয়াছে। এই জ্বরটিকে থামাইতে না পারিলে তাহার রক্ষা নাই। কুইনাইনের মত জ্বরনাশক কোন ঔষধ চাই। কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে ? স্পিলেটের কথায় উইলো গাছের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহাকে খাওয়ান হইল। কিন্তু রাত্রে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। এইভাবে পরের দিনও কাটিল।

হয়ত জ্বরটা পালা-জ্বর, পরদিন আবার আসিবে। সকলে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হারবার্ট একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। মস্তিষ্ক দুর্বল, সঙ্গে বমির ভাব. লিভারটিও টাটাইয়া উঠিয়াছে। একটা আক্রমণ কোনমতে পার হইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণ বন্ধ করিতে না পারিলে হার্বার্টের বাঁচিবার কোন আশা নাই।

স্পিলেট্ বলিলেন—'ঔষধ না পাইলে তৃতীয় আক্রমণে মৃত্যু অনিবার্য।'

৭ই ডিসেম্বর দিবসের মধ্যভাগে দ্বিতীয় আক্রমণ আরম্ভ হইল। ক্ষণে ক্ষণে হারবার্ট তাহার হাতখানি স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌টের দিকে বাড়াইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল। হয়ত বা হারবার্টের জীবনের শেষ রজনী। এমন সাধু, সুন্দর, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছেলে সকলে যাহাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করেন, সে বোধকরি অকালে চলিয়া যায়। এই জ্বরের যা ঔষধ, লিঙ্কন দ্বীপে তাহার অস্তিত্ব নাই। রাত্রে হারবার্ট পুনরায় ভীষণ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। শেষরাত্রে দারুণ চিৎকার করিয়া উঠিল। প্রবল খেঁচুনিতে তাহার শরীর বুঝিবা চুরমার হইয়া যায়।

সেই সময়ে টপ হঠাৎ অদ্ভুত রকম ডাকিয়া উঠিল। ক্রমে ভোর হইল। প্রভাত সূর্যের কিরণ জানালায় পড়িল। কিন্তু হায়! বেচারি হারবার্টের এটাই শেষ দিন।

বিছানার পার্শ্বে একটি ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর সূর্যালোক ঝিকিমিকি করিতেছিল। হঠাৎ পেন্‌ক্রফ্‌ট একটা উচ্চ শব্দ করিয়া সেই টেবিলের দিকে হাত দিয়া দেখাইল।

সকলে দেখিলেন, টেবিলের উপরে একটি ছোট কাগজের বাক্স। তাহার আবরণের মধ্যে লেখা : 'সালফেট্-অব্-কুইনাইন।'

॥ ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

গিডিয়ন স্পিলেট্ বাক্সটি খুলিলেন, তাহার ভিতরে প্রায় দুইশত গ্রেণ সাদা পাউডার রহিয়াছে। দারুণ তিক্ত তাহার আস্বাদন। কোন সন্দেহ নাই—পাউডারটি নিশ্চয় কুইনাইন।

স্পিলেট্ বলিলেন—'নেব, শীগগির একটু কফি বানাও।'

কফিতে আঠারো গ্রেণ কুইনাইন মিশাইয়া হারবার্টকে খাওয়ানো হইল। সকলের মনে আশা জাগিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হারবার্ট কিছুটা শান্ত হইল। সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন রাত্রিতে অধিদেবতা গ্র্যানিট হাউসে প্রবেশ করিলেন কিরূপে? এ কথার উত্তর তাঁহারা কেহ দিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন তিন ঘণ্টা পরপর হারবার্টকে কুইনাইন খাওয়া হইল। পরদিন তাহার অবস্থার স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। অবশ্য তখনও বিপদ একেবারে দূর হয় নাই।

দশদিন পরে হারবার্টের শরীরে বল ফিরিয়া আসিতে লাগিল। শরীর তখনও দুর্বল, কিন্তু জ্বর আর আসিল না।

পেনক্রেফ্‌টের আনন্দ দেখে কে? আনন্দে দিশেহারা হইয়া সে স্পিলেটকে এমনই জড়াইয়া ধরিল যে তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম!

ডিসেম্বর মাস শেষ হইল। হারবার্ট ক্রমশ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। জানালার পাশে বসিয়া সমুদ্রের বায়ু সেবনে তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইল। নেব্ তাহার জন্য ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিল।

১৮৬৭ সালটা আরম্ভ হইল বেশ সুন্দর। আকাশ উজ্জল, পরিষ্কার! সমুদ্রের বাতাস ঠাণ্ডা ও মনোমুগ্ধকর। এই সময়ের মধ্যে দস্যুদলকে গ্র্যানিট হাউসের নিকট একদিনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আয়ারটনেরও কোন সংবাদ জানিতে পারা গেল না।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হারবার্ট বিছানা হইতে উঠিতে আরম্ভ করিল। প্রথম দিনে এক ঘণ্টা, দ্বিতীয় দিনে দুই ঘণ্টা। ক্রমে স্পিলেট্ তাহাকে প্রসপেক্ট হাইট ও সমুদ্রতীরে যাইতে অনুমতি দিলেন। সমুদ্রে স্নান করিয়া তাহার আশ্চর্য উন্নতি হইল।

এইবার অনুসন্ধান কার্যের আয়োজন শুরু হইল। মার্সি নদীর বাঁ পাড়ের বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে ইতিপূর্বে দেখা হইয়াছে। সুতরাং স্থির হইল যে মার্সির ডান পাড়ে যত বনজঙ্গল এবং গুহা-গহ্বর আছে, সমস্ত অনুসন্ধান করিতে হইবে।

খাদ্যসামগ্রী, বাসনপত্র, একটি স্টোভ সমস্তই গাড়িতে বোঝাই করা হইল। বন্দুক ও যথেষ্ট গুলি-বারুদ লওয়া হইল। দস্যুদল স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং দ্বীপবাসিগণকে দলবদ্ধ হইয়া চলিতে হইবে। টপ্ এবং জাপও সঙ্গে যাইবে। দুর্ভেদ্য গ্র্যানিট হাউসে প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন নাই।

১৫ই ফেব্রুয়ারি সকালে লিফট্টাকে টুকরা করিয়া তুলিয়া রাখা হইল। সকলে গ্র্যানিট হাউস হইতে পূর্বেই নামিয়া আসিয়াছিলেন। দড়ির সিঁড়িটা গুঁজিয়া রাখা হইল। পেনক্রফ্ট অন্য একটি মোটা দড়ির সাহায্যে সকলের পরে নামিল।

হারবার্ট প্রথম কয়েক ঘণ্টা গাড়িতে যাইবে। সে নেব্‌কে নিজের কাছে বসাইল।

মার্সি নদীর বাঁক পার হইয়া গাড়ি এক মাইল দূরে পোল পার হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। পথে লতাপাতা ঝোপজঙ্গল কুড়াল দিয়া কাটিয়া পথ করিয়া লইতে হইল। তাহাদের আগমন মাত্র নানা পাখি ও জন্তু ভয়ে পলায়ন করিল।

হার্ডিং বলিলেন—'নিশ্চয় এই পথে দস্যুরা যাওয়া আসা করছে। তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

বাস্তবিকই স্থানে স্থানে দেখা গেল, ডালপালা ভাঙা, মাটিতে পায়ের ছাপ, কোথাও বা আগুনের ছাই, কিন্তু কোথাও তাহাদের আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেল না।

হার্ডিং সকলকে শিকার করিতে বারণ করিলেন। বন্দুকের শব্দ করা ঠিক হইবে না। হারবার্টকে গাড়িতে একা রাখিয়া দূরে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

গ্র্যানিট হাউস হইতে নয় মাইল দূরে একটা ঝরণার ধারে প্রথম রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের ফলে ক্ষুধায় সকলের পেট জ্বলিতেছিল। তাহারা খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। স্থির হইল, এক-একবারে দুইজন দুই ঘণ্টা করিয়া পাহারা দিবে। প্রথম দলে স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট ও অন্যদলে হার্ডিং ও নেব্ রহিলেন।

রাত্রিটা নিরাপদে কাটিয়া গেল। পরদিন সকলে আবার যাত্রা করিলেন। দস্যুদলের আরো চিহ্ন পাওয়া গেল।

এক স্থানে দেখা গেল, সদ্য নিবানো আগুনের অবশিষ্ট। তাহার আশেপাশে পাঁচজনের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। ষষ্ঠ ব্যক্তির পায়ের ছাপ নাই!

হারবার্ট বলিল—'তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আয়ারটন তাদের সঙ্গে নাই।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'নিশ্চয় হতভাগারা তাকে মেরে ফেলেছে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—'ওদের আড্ডা বলে কিছু নাই। সম্ভবত ওরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দ্বীপের মালিক না হওয়া পর্যন্ত ঘুরেই বেড়াবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট চক্ষু পাকাইয়া বলিল—'কি! দ্বীপের মালিক হবে এই দস্যুগুলো!' ক্রোধে তাহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তারপর

একটু শান্ত হইয়া সে হাসিল, বলিল—'জানেন, আমার বন্দুকে কি গুলি পুরেছি ?'

'না পেন্‌ক্রফ্‌ট।'

'যে গুলি হারবার্টের বুক ফুটো করেছিল, সেই গুলিটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম - সেইটাই আমি বন্দুকে ভরেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার নিশানা ব্যর্থ হবে না।'

সেইদিন সন্ধ্যায় গ্র্যানিট হাউস হইতে চোদ্দ মাইল দূরে সকলে রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন যাত্রীদল দ্বীপের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দস্যুদলের কোনও আড্ডা দেখিতে পাওয়া গেল না। দ্বীপের গুপ্ত অধিদেবতাটিও অজ্ঞাত রহিয়া গেলেন।

॥ চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি রেপটাইল এণ্ড এবং ফল্‌স্ রিভারের মধ্যবর্তী বনপূর্ণ স্থানগুলি বিশেষভাবে দেখা হইল। কিন্তু দস্যুদলের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আমার মনে হয়, তারা আবার কোরালেই ফিরে গিয়েছে।'

হার্ডিং বলিলেন —'আমার তা মনে হয় না। কারণ তারা জানে, আমরা খুঁজতে খুঁজতে আবার কোরালে যেতে পারি!'

স্পিলেট্ বলিলেন- -'আমার মনে হয়, ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের কোন গুহায় তারা আড্ডা গেড়েছে!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে আর দেরী কেন ?'

হার্ডিং বলিলেন—শুধু দস্যুদলের আড্ডা বার করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দ্বীপের অধিদেবতাটির সন্ধানও করতে হবে।'

১৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে সমুদ্রতীর ছাড়িয়া নদীর বাঁদিকের পাড় ধরিয়া তাহারা চলিলেন। হার্ডিংএর উদ্দেশ্য, নদীর উপত্যকায় খুঁজিয়া ক্রমে কোরালের দিকে অগ্রসর হওয়া। সেখানেও তাহাদের দেখা না পাইলে ফ্রাঙ্কলিন পর্বতে গিয়া অনুসন্ধান করা।

সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ধরিয়া তাঁহারা চলিলেন। চারিদিকে পাথরের ঢিপি—সকলে অতি সতর্কতার সহিত চলিয়া বিকালে কোরালের কাছে পৌঁছিলেন। দিনের আলোয় সন্ধান করা বিপজ্জনক, রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি আটটার সময় স্পিলেট্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট রওনা হইলেন—হার্ডিং তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন।

গাছের নিচে গভীর অন্ধকার। ৪০।৪৫ ফুট দূরের কিছু দেখা যায় না। বনের শেষে তাঁহারা থামিলেন। আর ৬০ ফুট দূরে কোরালের দরজা। এই খোলা জায়গাটুকু পার হওয়াই সবার চেয়ে বিপজ্জনক!

স্পিলেট্ পেন্‌ক্রফ্‌টের কানে কানে বলিলেন—'আর একটু পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে, তখন যাব।'

অন্ধকার হইলে বন্দুক বাগাইয়া, হামাগুড়ি দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কোনরকম শব্দ শোনা যায় না। ছাগল, মুসমনগুলিও নিদ্রিত। তবে ত দস্যুদলের ভিতরেই থাকিবার কথা।

হার্ডিংএর নির্দেশ মনে রাখিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ দিলেন। হার্ডিং বলিলেন—'তবে কোরালে চল!'

গাড়ি লইয়া সকলে অগ্রসর হইলেন। ঘন ঘাসের মধ্যে পায়ের শব্দ চাপা পড়িয়া গেল। জাপ সকলের পিছনে। নেব্‌ টপের গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে।

নীরবে ও নিরাপদে খোলা জায়গাটি পার হইয়া সকলে দেখিলেন যে দরজাটি খোলা।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'মুহূর্তপূর্বে দরজা বন্ধ দেখেছি!'

ভাবনার বিষয় বটে। দস্যুদল তাহা হইলে ভিতরেই আছে!

হারবার্ট হার্ডিংএর হাত চাপিয়া বলিল—'ভিতরে একটা আলো জ্বলছে।'

'ঘরের মধ্যে ?'

'হ্যাঁ।'

সকলে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে ঘরের জানালা দিয়া ক্ষীণ আলোকের রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ত সুযোগ। দস্যুরা ঘরের মধ্যে আছে। এখন হার্ডিংএর নির্দেশে দুই ভাগে ভাগ হইয়া সকলে কোরালের বেড়া ধরিয়া কুটীরের বন্ধ দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। জানালা দিয়া দেখা গেল যে আয়ারটনের বিছানায় কে একজন শুইয়া আছে। ঘরে ঢুকিয়া মনে হইল, আয়ারটন নিদ্রিত। তাহার কব্জিতে, পায়ের গাঁটে ঘা দেখিয়া বোঝা গেল যে তাহার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে। হার্ডিং তাহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন---'আয়ারটন।'

সে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া বলিল—'কে ? আপনি ? আপনারা এসেছেন ?'

'হাঁ আয়ারটন, আমরা এসেছি!'

'আমি কোথায় রয়েছি ?'

'কোরালে—তোমার সেই ঘরের মধ্যে একা রয়েছ।'

'এখনই হয়ত তারা ফিরে আসবে। অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হন।'

আয়ারটন আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল।

স্পিলেট্, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌কে লইয়া তখনই দরজার নিকটে গেলেন। টপ্ রাগে গোঁ-গোঁ করিতেছিল। এদিকে হার্ডিং ও হারবার্ট বন্দুক লইয়া প্রস্তুত রহিলেন—আবশ্যক হইলেই গুলি চালাইবেন।

গাড়িটাকে ভিতরে আনিয়া দরজার খিল বন্ধ করা হইল। হঠাৎ টপ্ ডাকিয়া উঠিল এবং দড়ি ছিঁড়িয়া কোরালের পিছনের দিকে ছুটিয়া গিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

দ্বীপবাসিগণ জাপের পিছনে পিছনে গিয়া ছোট্ট করণাটির

ধারে উপস্থিত হইলেন। চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে তাঁহারা দেখিলেন যে ঝরণার ধারে পাঁচটি মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতদেহগুলি সেই পাঁচজন দস্যুর!

।। পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ।।

এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা কি করিয়া ঘটিল? কে দস্যুদিগকে বধ করিল? আয়ারটন? অসম্ভব! 'প্রস্তুত হোন, কখন দস্যুরা ফিরিয়া আসে'—বলিয়া সে আবার অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। সকলে সারা রাত্রি তাহার ঘরেই রহিলেন। সকালে তাহার আবার জ্ঞান হইল। তাহার যতটুকু জানা ছিল সমস্ত ঘটনাই সে বলিল:

নভেম্বরে সে যখন কোরালে যায়, রাত্রিতে দস্যুদল আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া, মুখে ছিপি আঁটিয়া এক অন্ধকার গহ্বরে লইয়া গেল। তাহাকে তাহাদের দলবদ্ধ করিবার জন্য দস্যুগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সাহায্যে গ্র্যানিট হাউস দখল করিয়া এবং সকলকে হত্যা করিয়া দ্বীপের মালিক হইবে। যখন তাহাকে কিছুতেই টলাইতে পারিল না, তখন হাত-পা বাঁধিয়া, মুখে ছিপি দিয়া সেই গহ্বরে ফেলিয়া রাখিল। এইভাবেই সে ছিল গত চারি মাস।

১১ই নভেম্বর দস্যুরা কোরালে গিয়াছিল। দ্বীপবাসিগণকে দেখিয়া একটি দস্যু হারবার্টকে গুলি করে, অপর একটি দস্যু হার্ডিং-এর ছোরাতে মারা যায়। দস্যুদল প্রেটোর সর্বনাশ করিয়া এই গহ্বরেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তাহার পর হইতে আয়ারটনের উপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। দস্যুরা গহ্বর ছাড়িয়া বাহিরে বেশি যাইত না, আয়ারটনও আর দ্বীপবাসিগণের খবর পাইত না। অবশেষে

অত্যাচারের যাতনায় তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি প্রায় লোপ পাইল। তারপর কি ঘটিয়াছিল তাহার মনে নাই।

আয়ারটন জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা ক্যাপটেন, আমি ত গহ্বরে বন্দী ছিলাম, কোরালে এলাম কি করে?'

হার্ডিং বলিলেন—'দস্যুরা যে ঝরণার ধারে মরে পড়ে আছে, সেটাই বা কি করে হলো?'

'কি বলছেন, মরে পড়ে আছে?'

'হাঁ।'

সকলে আয়ারটনকে লইয়া ছোট্ট নদীটির দিকে চলিলেন। প্রভাতের আলোকে দেখা গেল যে নদীর পাড়ে পাঁচটা মৃতদেহ ঠিক তেমন ভাবেই পড়িয়া আছে! সকলে হতবাক।

হার্ডিংএর আদেশে পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ মৃতদেহগুলি ভাল করিয়া দেখিল যে স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন কাহারও বুকে ও পিঠে, বা কাঁধের উপরে দেখা যায়।

হার্ডিং বলিলেন—'এইগুলোই আঘাতের স্থান।'

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কোন্ অস্ত্রের আঘাত?'

'এমন কোন অস্ত্রের আঘাত যার ক্রিয়া ঠিক বিদ্যুতের মত।'

'এরূপ সাংঘাতিক আঘাত কে করল ক্যাপটেন?'

'কে আর করবে? দ্বীপের অধিদেবতার কাজ। আয়ারটনকে তিনিই গহ্বর থেকে কোরালে এনে রেখেছিলেন।'

দস্যুদের মৃতদেহগুলি বনের মধ্যে কবর দেওয়া হইল।

হার্ডিং বলিলেন—'আমাদের কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে, দস্যুদল মরেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষমতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়নি!'

স্পিলেট্ বলিলেন—'যাঁর ক্ষমতায় হয়েছে, তাঁর সন্ধান করাই আমাদের এখন প্রধান কাজ!'

হার্ডিং বলিলেন—'তা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু তিনি নিজে ইচ্ছে করে দেখা না দিলে আমাদের সাধ্য কি যে তাঁকে খুঁজে বার করি।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'আরো একটা কাজ বাকি আছে ক্যাপটেন। ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে নোটিস লিখে রেখে আসতে হবে!'

আয়ারটন বলিল—'যাবে কি করে? বোনাভেঞ্চারের অস্তিত্বই নাই। দস্যুরা তাতে চড়ে সমুদ্রে বেরিয়েছিল। তারা কেউ নৌকা চালাতে জানত না, কাজেই পাহাড়ে লেগে বোনাভেঞ্চার চুরমার হয়ে গিয়েছে।'

'কি সর্বনাশ!' পেনক্রফ্‌টের মনে দারুণ দুঃখ হইল।

হারবার্ট বলিল—'দুঃখ করো না পেনক্রফ্‌ট। আমরা আরো বড় করে একটা নৌকা বানিয়ে নেব।'

'সে রকম নৌকা বানাতে পাঁচ ছয় মাসের কমে পারা যাবে না। তাহলে এবছর ট্যাবর দ্বীপে যাওয়া স্থগিত রাখতে হবে।'

ইহার পর ১৯শে ফেব্রুয়ারি অনুসন্ধান কার্য শুরু হইল। ফ্রাঙ্কলিন পর্বতে গুহা-গহ্বর সংখ্যাতীত! অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সুড়ঙ্গ এবং নালাগুলি দিয়া গলিত ধাতু বাহির হইত সে সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল।

একটা গহ্বরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে পর হার্ডিং শুনিতে পাইলেন যেন, পাহাড়ের ভিতর খুব গভীরে গুমগুম, গুরুগুরু শব্দ হইতেছে। স্পিলেট্‌ সঙ্গে ছিলেন, তিনিও এই শব্দ শুনিলেন। মনে হইল, ভূগর্ভস্থ বহুকালের নির্বাপিত অগ্নি যেন আবার জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূগর্ভে নিশ্চয়ই কোনরকম রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'তবে তো দেখছি আগ্নেয়গিরি একেবারে মরে যায়নি!'

হার্ডিং বলিলেন—'মৃত আগ্নেয়গিরিকেও অনেক সময়ে আবার সজীব হতে দেখা যায়।'

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'ফ্রাঙ্কলিন পর্বতে যদি আবার অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহলে ত লিঙ্কন দ্বীপের বিপদ হবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'তা মনে হয় না। অগ্ন্যুৎপাত হলেও পুরানো

পথ দিয়েই গলিত ধাতু প্রভৃতি সমস্ত জিনিস লেকের দিকে এবং উপত্যকার দিকে চলে যাবে—গ্র্যানিট হাউসের কোন বিপদ হবে বলে মনে হয় না। তবু এটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়!'

হার্ডিং ও স্পিলেট্‌ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া অন্য সকলকে এই ঘটনার কথা বলিলেন।

পেনক্রফ্‌ট ত কথাটাকে উড়াইয়াই দিল—'হুঁ! হোক না অগ্ন্যুৎপাত! আমাদের উপকারি বন্ধু ত রয়েছেন, ভাবনা কি?'

কিন্তু সেই অধিদেবতাকে খুঁজিবার জন্য এত যে পরিশ্রম আর কষ্ট করা হইল, তাহার ফল কিছুই হইল না, তিনি একেবারে নিরুদ্দেশ! তখন সকলে স্থির করিলেন যে দ্বীপের উপরিভাগে কোথাও তাঁহার বাসস্থান নাই।

২৫শে ফেব্রুয়ারি সকলে নিরাশ হইয়া আবার গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন।

॥ ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

রিচমণ্ড শহর হইতে পলায়নের পর লিঙ্কন দ্বীপে আসিয়া তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এতদিনে যুদ্ধ নিশ্চয় শেষ হইয়াছে, কিন্তু দ্বীপবাসিগণের দেশে ফিরিবার সুযোগ হয় নাই। তাঁহারা লিঙ্কন দ্বীপেই বাস করিতেছেন, কিন্তু দেশে ফিরিয়া আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা সকলের মনেই প্রবল। সে ইচ্ছা কি পূর্ণ হইবে? দুইটি উপায়ে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে—হঠাৎ যদি কোন জাহাজ আসিয়া লিঙ্কন দ্বীপে উপস্থিত হয়, কিম্বা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজ যদি প্রস্তুত করা যায়।

হার্ডিং পেনক্রফ্‌টকে বলিলেন—'জাহাজ যখন তৈরি করতেই হবে, বেশ বড় করে তৈরি করাই ভাল, যাতে শুধু ট্যাবর দ্বীপে নয়,

নিউজিল্যাণ্ড কি অন্য কোন বড় দ্বীপেও যাওয়া যেতে পারে। তাকান জাহাজের আসা অনিশ্চিত। হয়তো বা ট্যাবর দ্বীপে এসে আয়ারটনের সন্ধান না পেয়ে সে ফিরে গেছে!'

পেনক্রেফ্‌ট বলিল— 'আমার মনে হয়, যখন কাঠ এবং যন্ত্রপাতির কোন অভাব নাই, তখন ইচ্ছা করলেই বড় জাহাজ তৈরি করা যাবে, তবে সময় লাগবে।'

'আড়াই বা তিনশত টনের জাহাজ বানাতে কতদিন লাগবে?'

'সাত আট মাসের কম নয়। বেশি শীতে কাঠের কাজ করা মুস্কিল। এখন থেকে কাজ আরম্ভ করলে নভেম্বর মাসে শেষ হতে পারে। আপনি প্ল্যান তৈরি করুন।'

চিমনীর নিকটেই ডক্-ইয়ার্ড তৈরি করা হইল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া সেখানে জড় করা হইল। হার্ডিং জাহাজের প্ল্যান এবং ছোট একটি মডেল তৈরি করিতে লাগিলেন।

দস্যুদল প্রসপেক্ট হাইটের সর্বনাশ করিয়াছিল। ঘর, বাড়ী, শস্যের ক্ষেত, মিল সবই নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইল। টেলিগ্রাফের তার মেরামত করা হইল। এখন দস্যুদল বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি পুনরায় নূতন দস্যু আসে? দ্বীপবাসিগণ প্রতিদিন দূরবীণের সাহায্যে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিতেন।

ক্রমে জুন মাস আসিয়া পড়িল। দারুণ ঠাণ্ডায় সকলে গ্র্যানিট হাউসে আশ্রয় লইলেন। বন্দী অবস্থায় অস্থির হইয়া স্পিলেট নেবকে বলিলেন—'তুমি যদি আমাকে একটি সংবাদ পত্রের গ্রাহক করে দিতে পার, তাহলে আমার যা ধনদৌলত আছে তোমাকে সব লিখে দেব।'

নেব্ ত তাহার সাদা ধপধপে দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিয়াই অস্থির।

জুন-জুলাই-আগস্ট মাসের দীর্ঘ শীতে সকলেই ভাল ছিলেন। মাস্টার জ্যাপের শীতটা একটু বেশি লাগিত, তাই তাহার জন্য বেশ পুরু একটি ড্রেসিং গাউন প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহার পরিণাম গুরুতর হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ৭ই সেপ্টেম্বর সাইরাস হার্ডিং দেখিলেন যে ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের চূড়া হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

।। সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ।।

পর্বতের চূড়া হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে, এই কথা শুনিবামাত্র সকলে যে যাহার কাজকর্ম ফেলিয়া একদৃষ্টে পর্বতের চূড়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগ্নেয় পর্বতটি বহুকাল পরে আবার সজাগ হইয়াছে। ভাবনার বিষয় বটে! আবার কি অগ্নিবৃষ্টি হইবে? যাহা হউক, অগ্ন্যুৎপাত হইলেও সমস্ত লিঙ্কন দ্বীপটি বিপদাপন্ন নাও হইতে পারে। উত্তরদিকের পূর্বেকার পথ ধরিয়াই উৎক্ষিপ্ত গলিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইতে পারে।

সাইরাস হার্ডিং সকলকে ভবিষ্যতের বিপদের সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিলেন। মনে হয় যেন গ্র্যানিট হাউসটি নিরাপদ। তবে অবশ্য দারুণ ভূমিকম্প হইলে সমস্ত পর্বতটা কাঁপিয়া উঠিবে। কোরালের গুরুতর ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা।

সেদিন হইতে ধোঁয়া বাহির হওয়া বন্ধ হইল না। অধিকন্তু মনে হইল যেন ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জাহাজ তৈরির কাজে বাধা পড়িল না। কিছুদিন শস্য সংগ্রহের জন্য কাজ বন্ধ ছিল বটে, তাহার পর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সকলে কার্যে লাগিয়া গেলেন।

১৫ই অক্টোবর রাত্রে আহারের পর সকলে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন। অন্যদিনের চাইতে সেদিন রাত্রি বেশি হইয়াছিল। এমন সময়ে টেলিগ্রাফের ঘণ্টাটি ট্রিং-ট্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

তখন গ্র্যানিট হাউসে সকলেই উপস্থিত ছিল। কোরালে কেহ নাই। তবে কে ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজাইল?

মহা বিস্মিত হইয়া সকলে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে হার্ডিং বলিলেন—'অপেক্ষা কর। ঘণ্টা যে কেউ বাজাক না কেন, যদি কোন সঙ্কেত করার জন্য বাজিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় আবার বাজাবে।'

নেব্ বলিল—'ঘণ্টাটা কে বাজালো?'

পেন্ক্রফ্ট বলিল —'আর কে বাজাবে? সেই তিনি -'

ঘণ্টা আবার বাজিয়া উঠিল।

হার্ডিং যন্ত্রটির নিকটে গিয়া প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কি চাও?'

উত্তর আসিল—'এই মুহূর্তে কোরালে চলে এস।'

'আচ্ছা।'

হার্ডিং ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—'এখনই বোধ হয় সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে!'

এ পর্যন্ত দ্বীপে পরপর যে সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে, এতদিনে তাহার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। দ্বীপবাসিগণ শ্রান্তি, ক্লান্তি, ঘুম সবকিছু ভুলিয়া সমুদ্রতীরে নামিয়া গেলেন। শুধু জাপ এবং টপ্ গ্র্যানিট হাউসে রহিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘ করিয়া তারার আলো পর্যন্ত নিভাইয়া দিয়াছে। তবে কোরালের পরিচিত পথে যাইতে মুস্কিল হইবে না। অন্ধকারেই সকলে যাত্রা করিলেন। সকলেরই মন আবেগে পূর্ণ, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

কেবলমাত্র একবার পেন্ক্রফ্ট বলিল— 'একটা মশাল নিয়ে এলে ভাল হত।'

হার্ডিং উত্তর দিলেন—'মশাল ত কোরালে গেলেই পাওয়া যাবে।'

গ্র্যানিট হাউস হইতে কোরাল পাঁচ মাইল দূর। সাড়ে তিন মাইল যাইবার পর ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ঘন ঘন বজ্রপাত শুরু হইল। তবু কাহারও গ্রাহ্য নাই, যেন একটা অদম্য আকর্ষণে সকলকে কোরালের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

রাত্রি দশটার সময় বিদ্যুতের চমকানিতে কোরালের বেড়া দেখিতে

পাওয়া গেল। পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে সাংঘাতিক ঝড় আরম্ভ হইয়া গেল।

কুটীরের ভিতরে অন্ধকার। হার্ডিং দরজায় ঘা দিলেন—কোন উত্তর নাই। সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নেব্ আলো জ্বালাইল। ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নাই। ব্যাপার কি? তবে কি সমস্তই ফাঁকা? তাহাই বা কি করিয়া হইবে। টেলিগ্রাফ করিয়া বলা হইয়াছিল, 'এই মুহূর্তে কোরালে চলে এস।'

এমন সময় হারবার্ট দেখিতে পাইল যে টেবিলের উপর একটি চিঠি রহিয়াছে। হার্ডিং চিঠিখানা পড়িলেন। তাহাতে ইংরাজিতে লেখা ছিল: 'নূতন তারটি অনুসরণ কর।'

হার্ডিং বুঝিলেন যে টেলিগ্রামটি কোরাল হইতে পাঠান হয় নাই, পুরাতন তারে নূতন তার সংযুক্ত করিয়া সেই অজ্ঞাত অধিদেবতার গুপ্ত বাসস্থান হইতে সোজা গ্র্যানিট হাউসে খবর পাঠান হইয়াছে।

কোরাল হইতে বাহির হইয়া সকলে দেখিলেন যে টেলিগ্রাফের প্রথম পোস্টটিতে একটি নূতন তার ঝুলিতেছে। এখন তারটি সোজা বনের ভিতর দিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই তার অনুসরণ করিয়া সকলে চলিলেন।

তারটি কখনও গাছের ডালের উপর দিয়া আবার কখনও বা মাটি ছুঁইয়া চলিয়াছে। উপত্যকার প্রান্তে গিয়া তার লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা পর্বত-গাত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমদিক ধরিয়া চলিলেন। বুঝিতে পারা গেল, তাঁহারা ক্রমে সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। এখানে সমুদ্রের কিনারায় পর্বতের অভ্যন্তরে নিশ্চয় অধিদেবতার গুপ্ত বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

আকাশে যেন আগুন লাগিয়াছে। ক্রমাগতই বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। আগ্নেয় পর্বতের চূড়ায় পরপর কয়েকটি বাজ পড়িয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

প্রায় রাত্রি এগারোটার সময় দ্বীপবাসিগণ পর্বতের পশ্চিমদিকে একটা উঁচু ঢিবির উপরে আসিলেন। সেখান হইতে নিচে সমুদ্র দেখা

যায়। এইখানে আসিয়া তারটি পর্বতের একটা ফাটলের ধার দিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে। এই সঙ্কটাপন্ন স্থান দিয়া এক অদম্য টানে সকলে চলিয়াছেন—বিপদের কথা কারো মনেও স্থান পাইল না। ক্রমে তাঁহারা নিচে নামিতে নামিতে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলেন যে তারটি ঢেউএর নিচে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! দারুণ নিরাশায় সকলে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তবে কি জলে ডুব মারিতে হইবে?

হার্ডিং সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন—'অপেক্ষা করতে হবে। এখন পূর্ণ জোয়ার, ভাঁটার সময়ে নিশ্চয় পথ দেখা যাবে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'পথ যে আছে আপনি কি করে জানলেন?'

'তাঁর কাছে যাবার পথ না থাকলে তিনি কখনই আমাদের ডেকে পাঠাতেন না।'

এরূপ দৃঢ়তার সহিত হার্ডিং কথাগুলো বলিলেন যে সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহারা সেই গহ্বরের ভিতর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে ও বজ্রপাত হইতে লাগিল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় হার্ডিং লণ্ঠন হাতে লইয়া সমুদ্রতীরে নামিলেন। হার্ডিংএর ধারণাই সত্য। একটি বিশাল গহ্বরের চিহ্ন দেখা গেল। তারটি গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। হার্ডিং বলিলেন—'আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পথ পাওয়া যাবে।'

হারবার্ট বলিল—'কিন্তু গহ্বরের ভিতরটা তো জলে ভেসে থাকবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'তা যদি থাকে, তাহলে আমাদের যাবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকবে।'

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টির মধ্যেই সকলে সমুদ্রের তীরে নামিয়া গেলেন। প্রায় আট ফুট উঁচু খিলানের মত একটা পথ বাহির হইয়াছে। তাহার তলা দিয়া গর্জন করিয়া সমুদ্রের জল ছুটিয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রের দিকে ঝুঁকিয়া সকলে দেখিতে পাইলেন যে একটা কালো

কি জিনিস জলে ভাসিতেছে। নৌকা! নৌকা! একটা নৌকা গহ্বরের পাথরের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। নৌকাটি লোহার পাত দিয়া মোড়া, তাতে দুইটি দাঁড়ও রহিয়াছে।

সকলে নৌকায় চড়িলেন। নেব্ এবং আয়ারটন দাঁড় লইল, পেনক্রফ্‌ট হাল ধরিল এবং পথ দেখাইবার জন্য হার্ডিং লণ্ঠন ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

গহ্বরের উঁচু ছাদটি বাঁকা হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। গভীর অন্ধকারে, লণ্ঠনের মৃদু আলোয় গহ্বরের বিশালতা, উচ্চতা প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। বাহিরের বজ্রপাতের শব্দ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

গহ্বরটি কি দ্বীপের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে? বুঝিবার উপায় নাই। তারটি পর্বতগাত্রে সংলগ্ন হইয়া তখনও চলিয়াছে।

এইভাবে প্রায় আধ মাইল পথ আসিবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে সম্মুখে একটা উজ্জ্বল আলোকে এই বিশাল গহ্বরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় একশত ফুট উঁচুতে বাঁকানো ছাদটি কালো কালো থামের মত পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন গভীর একটি গহ্বর যে দ্বীপের মধ্যে রহিয়াছে তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন নাই। যে উজ্জ্বল আলোকে গহ্বরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা এমন ধপধপে সাদা যে বোঝা যায় তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রজ্জ্বলিত।

এখানে জল খুব গভীর। আলোকের পরেই পাথরের দেয়াল। এখানে গহ্বরটি খুব প্রশস্ত, সমুদ্রের জলে যেন একটা বিশাল লেকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই লেকের ঠিক মধ্যখানে চুরুটের মত একটা লম্বা জিনিস স্থির, নিস্পন্দ হইয়া ভাসিতেছে! ইহারই গাত্রে যেন ছটি জলন্ত চক্ষু দিয়া সেই আলোক বাহির হইতেছে। জিনিসটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন প্রায় আড়াই শত ফুট লম্বা একটি বিশাল তিমি মাছ।

নৌকা ধীরে ধীরে আরো নিকটে গেল।

হার্ডিং উত্তেজিত হইয়া স্পিলেটের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—'এই সেই! তিনি ভিন্ন আর কেউ হতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি!'

স্পিলেটের কানে তিনি ফিস ফিস করিয়া একটি নাম বলিলেন। স্পিলেট্ চমকিয়া উঠিলেন—'তিনি! তিনি তো সাংঘাতিক অপরাধী!'

হার্ডিং শুধু বলিলেন—'হাঁ, তিনিই!'

হার্ডিংএর আদেশে নৌকা গিয়া এই ভাসমান বস্তুটির গায়ে লাগিল। বস্তুটির বাঁপাশ হইতে পুরু কাঁচের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি বাহির হইতেছে। হার্ডিং ও তাঁহার সঙ্গীরা উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে ভিতরে যাইবার একটি দরজা রহিয়াছে। সেই দরজা দিয়া ঢুকিয়া তাঁহারা একটি সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিলেন। জাহাজের ডেকের মত একটি ডেক উজ্জল আলোকে আলোকিত, তাহার শেষে আবার একটি দরজা। হার্ডিং দরজাটি খুলিলেন। খুব সাজানো-গোছানো একটি ঘর পার হইয়া তাঁহারা লাইব্রেরী ঘরে গেলেন। ঘরটি উজ্জল আলোকে আলোকিত।

লাইব্রেরী ঘরের পিছনের দরজা খুলিয়া তাহারা জাহাজের সেলুনের মত একটি ঘরে ঢুকিলেন। যেন একটি মিউজিয়ম—নানা রকম বহুমূল্য জিনিস ও আসবাবপত্রে সাজান। মনে হইল, তাঁহারা যেন এক যাদুর রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

একটি সোফার উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় এক ব্যক্তি শুইয়া ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রবেশ লক্ষ্য করেন নাই।

হার্ডিং সেই লোকটির নিকটে গিয়া বলিলেন—'ক্যাপটেন নিমো, আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এই যে আমরা এসেছি।'

হার্ডিংএর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিলেন।

॥ অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ ॥

হার্ডিংএর কথা শুনিয়া লোকটি সোজা হইয়া বসিলেন। বৈদ্যুতিক আলো তাঁহার মুখের উপর পড়িল। ঋষির মত উজ্জ্বল মূর্তি, কপালখানি উঁচু, দৃষ্টি প্রভুত্বব্যঞ্জক, দাড়ি ও মাথার চুল ধপধপে সাদা শান্ত গম্ভীর চেহারা। ব্যাধিতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

হার্ডিংএর কথার উত্তরে লোকটি বলিলেন—'মহাশয়, আমার ত নাম নাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'না থাকলেও আপনার কথা আমি জানি।'

নিমো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হার্ডিংএর দিকে চাহিলেন, পরমুহূর্তে বালিশের উপর হেলিয়া বলিলেন—'যাক, তাতে আমার এখন আর ক্ষতি নাই। আমি ত মরণের পথেই চলেছি।' ইঙ্গিতে তিনি সকলকে বসিতে বলিলেন।

সকলের মনে গভীর উত্তেজনা। যিনি এতদিন সাংঘাতিক বিপদের সময় সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই অধিদেবতা সাধারণ মানুষের মতই। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট আশা করিয়াছিল, দেবতার মত কাহাকেও দেখিবে।

ক্যাপটেন নিমো হার্ডিংকে ক্ষণকাল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার পূর্বেকার নাম আপনি জানেন?'

'হাঁ জানি। আর আপনার এই অদ্ভুত সমুদ্রগামী জাহাজটির কথাও জানি। এই নটিলাসের কথা—'

'আমার ত অনেক কাল ধরে পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কয়েক বছর হল একা সমুদ্রগর্ভে বাস করছি, তবে কে আমার এই অজ্ঞাতবাসের কথা প্রকাশ করে দিল?'

'এমন একজন লোক প্রকাশ করেছে যার আপনার সঙ্গে কোন বাধা-বাধকতার সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারেন না।'

'বুঝতে পেরেছি। ষোল বছর আগে যে ফরাসী ভদ্রলোকটি হঠাৎ আমাদের জাহাজে এসে পড়েছিল, সেই আমার কথা প্রচার করেছে। তাহলে সেই ফরাসী এবং তার সঙ্গী দুজন নরওয়ে দেশের সেই ঘুর্ণিঝড়ে জলে ডুবে মারা যায়নি?'

'না, তারা রক্ষা পেয়েছিল। পরে 'সমুদ্রগর্ভে ষাট হাজার মাইল' নামে একটি পুস্তকে আপনার ইতিহাস ছেপেছিল।'

'আমার জীবনের কয়েক মাসের ইতিহাস।'

'কিন্তু সেটাই আপনাকে পরিচিত করবার পক্ষে যথেষ্ট।'

ক্যাপটেন নিমো অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—'আমি অপরাধী হিসাবে পরিচিত, মানবজাতির শত্রু হিসাবে পরিচিত—তাই নয় কি?'

হার্ডিং বলিলেন—'ক্যাপটেন নিমো, আপনার অতীত জীবনের কার্যকলাপের বিচার করবার অধিকার আমার নাই। কেন যে আপনি এরকম অদ্ভুত জীবনযাপন করেন তাও জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে এই দ্বীপে এসে অবধি এক পরম উপকারি বন্ধু সর্বদা আমাদের সাংঘাতিক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, এবং সেই মহাপুরুষ আপনি।'

নিমো শুধু বলিলেন—'হাঁ, আমিই।'

সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, ক্যাপটেন নিমো ইঙ্গিতে তাঁহাদের বসিতে বলিলেন ও সংক্ষেপে নিজের ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন।

ক্যাপটেন নিমোর ইতিহাস:

ক্যাপটেন নিমো ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্য বুন্দেলখন্দের রাজার পুত্র যুবরাজ ডাকার। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান এই আশায় যে দেশে ফিরিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যটিকে ইয়োরোপীয় জাতির তুল্য করিতে পারিবেন।

যুবরাজ ডাকার অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। কুড়ি বৎসর ইয়োরোপে থাকিয়া তিনি বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে আশ্চর্য নৈপুণ্য

লাভ করিলেন। উচ্চ রাজবংশের সম্মান ও অতুল ধনের অধিকারী হইলেও তাঁহার মনে সুখভোগের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার স্বাধীন ও সভ্যজাতির শাসনকর্তা হইবার আকাঙ্খাই প্রবল ছিল। তারপরে তিনি দেশে ফিরিলেন ও নিজের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন অন্যান্য রাজপুত্রদের পরামর্শে যুবরাজ ডাকারও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। ক্রমে যুদ্ধের আগুন নিবিয়া গেল, বিদ্রোহীদল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, ইংরাজপক্ষ জয়লাভ করিল। বিদ্রোহের সময়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া ডাকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজ সরকার ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তাঁহাকে ধরিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে। ডাকার আত্মরক্ষা করিলেন। বুন্দেলখন্ডের পর্বতপূর্ণ দেশে আশ্রয় লইলেন। প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যগুলি ইংরাজের অধিকারে আসিল। জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইয়া যাওয়াতে যুবরাজ ডাকার দমিয়া গেলেন। সভ্যজগতের প্রতি, সমস্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহার আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা রহিল না। রাজ্যের সমস্ত ধনবস্তু সংগ্রহ করিয়া কুড়িজন বিশ্বাসী অনুচরের সহিত যুবরাজ ডাকার একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন। তাঁহার আর কোন সংবাদ জানা গেল না।

যুবরাজ ডাকার কোথায় গেলেন? দেশের স্বাধীনতালাভের আশায় নিরাশ হইয়া তিনি কোথায় গিয়া আশ্রয় লইলেন? সমুদ্রগর্ভে—যেখানে কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারিবে না। বীর যোদ্ধা বৈজ্ঞানিকে পরিণত হইলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি নির্জন দ্বীপে ডক-ইয়ার্ড প্রস্তুত করিয়া তিনি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি সমুদ্রগর্ভগামী জাহাজ বা সাবমেরিন প্রস্তুত করিলেন। তাঁহারই আবিষ্কৃত উপায় দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া জাহাজ চালানো, জাহাজের আলো ও বায়ু গরম রাখা প্রভৃতি সকল কাজ চলিল। ইচ্ছামত ইহা প্রস্তুত করা যাইত।

কথায় বলে, সমুদ্র রত্নগর্ভা। তাহার উপর মানুষ কত সময় কত মহামূল্য ধনদৌলত সমুদ্রগর্ভে হারাইয়াছে। সমুদ্রের তলায় গাছ, শাক-সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং যুবরাজ ডাকারের কোন কিছুরই অভাব রহিল না। তিনি জাহাজটির নাম দিলেন 'নটিলাস', আর নিজে 'ক্যাপটেন নিমো' এই নাম গ্রহণ করিলেন।

ক্যাপটেন নিমো বহু বৎসর সমুদ্রগর্ভে উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়া কত যে ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন তাহার সীমা নাই। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে কোটি কোটি সুবর্ণমুদ্রার সহিত একটি স্পেন দেশীয় জাহাজ ডুবিয়াছিল। নিমো সেই ধন উদ্ধার করিলেন। যে সকল জাতি নিজেদের দেশ স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিত, নিমো গোপনে তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতেন।

এইরূপে বহুকাল তিনি পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করিলেন! ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনজন লোক দৈবাৎ তাঁহার জাহাজে আসিয়া পড়ে। এই লোক তিনটি ছিল এক ফরাসী প্রফেসর, তাঁহার চাকর ও কানাডার এক জেলে। আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কন নামে একটি জাহাজ নটিলাসকে তাড়া করিয়াছিল। নটিলাসের সঙ্গে সেই জাহাজের ধাক্কা লাগে এবং সেই সময় তিনটি লোক নটিলাসের উপর পড়িয়া যায়।

সেই ফরাসী প্রফেসরের কাছে ক্যাপটেন নিমো শুনিয়াছিলেন যে নটিলাসকে পৃথিবীর লোক কোন বিশাল জন্তু, অথবা দস্যুপূর্ণ সাব-মেরিন বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহাকে ধরিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইত।

ক্যাপটেন নিমো সেই তিনটি লোককে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন না দিয়া বন্দীর ন্যায় রাখিয়াছিলেন। সাতমাস তাহারা নটিলাসে থাকিয়া সমুদ্রগর্ভে বহু অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লোক তিনটি নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করে। সেই সময়ে নটিলাস নরওয়ে দেশের উপকূলে এক দারুণ ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াছিল। তাই নিমো ভাবিয়াছিলেন যে লোক তিনটি বুঝি

ডুবিয়া মরিয়াছে। এদিকে সেই ফরাসী প্রফেসর দেশে গিয়া নিমোর বিষয়ে বই লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরও অনেকদিন পর্যন্ত ক্যাপটেন নিমো সমুদ্রগর্ভে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গীগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, জীবিত রহিলেন তিনি নিজে। তখন তাঁহার বয়স ষাট বছর। একাকী নটিলাসকে চালাইয়া তিনি লিঙ্কন দ্বীপের তলায় এই বিশাল গহ্বরে আশ্রয় লইলেন। নানাস্থানে তাঁহার এইরূপ কয়েকটি বন্দর ছিল। তিনি সেইদিন হইতে এইখানেই আছেন, এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এই সময়ে একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে কয়েকটি লোক লইয়া একটি বেলুন লিঙ্কন দ্বীপে পড়িতেছে। নিমো ডুবুরির পোষাক পরিয়া তখন জলের নিচে বেড়াইতেছিলেন। হার্ডিং বেলুন হইতে পড়িয়া গেলে নিমো তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

ক্যাপটেন নিমো পরিত্যক্ত পাঁচজন ব্যক্তি হইতে গোপন থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু আগ্নেয় পর্বতের অত্যাচারে পাথর নামিয়া গহ্বরের মুখ ছোট হইয়া যাওয়াতে তিনি নটিলাসকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না।

ক্যাপটেন নিমো গোপনে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে লোক পাঁচটি সাধু, পরিশ্রমী, কার্যক্ষম এবং পরস্পরের প্রতি একান্ত আসক্ত। নিমো ডুবুরির পোষাক পরিয়া গ্র্যানিট হাউসের কুয়ার ভিতর যাইতেন ও তাঁহাদের সমস্ত আলোচনা শুনিতেন। আমেরিকার দাসত্ব প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টা শুনিয়া ইহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। মনে হইল, ইহারা তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি যে নিমো হার্ডিংকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই টপ্‌কে চিমনীতে লইয়া গিয়াছিলেন ও লেকের জলে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আবশ্যকীয় জিনিসপূর্ণ সিন্দুকটি তিনিই সমুদ্রতীরে রাখিয়াছিলেন, ক্যানোটিকে মার্সি নদীর জলে আনিয়া

দিয়াছিলেন, বাঁদরের দল গ্র্যানিট হাউস আক্রমণ করিলে তিনিই দড়িটি নিচে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আয়ারটনের সংবাদ লিখিয়া তিনি সমুদ্রের জলে বোতল ভাসাইয়াছিলেন, আবার আগুন জ্বালিয়া তিনিই টাবর দ্বীপ হইতে ফিরিবার সময়ে পথ দেখাইয়াছিলেন। চ্যানেলের জলে টর্পেডো রাখিয়া তিনিই দস্যুজাহাজ ধ্বংস করিয়াছিলেন, আবার তিনিই কুইনাইন দিয়া হারবার্টকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে নিজের আবিষ্কৃত ইলেকট্রিক-গুলির সাহায্যে তিনিই দস্যুদিগকে বধ করিয়াছিলেন।

এক কথায় লিঙ্কন দ্বীপে যতগুলি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, সবগুলিই ক্যাপটেন নিমোর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

কিন্তু এই মহানুভব ব্যক্তির মনে আরো উপকার করিবার ও উপদেশ দিবার বাসনা আছে, তাই আজ তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিয়াছেন।

ক্যাপটেন নিমো বলিলেন—'আমার ইতিহাস ত শুনলেন, এবার আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনাদের মত কি তা বলুন।'

সেই ফরাসী প্রফেসর ও তাঁহার সঙ্গীরা নটিলাসে আসিবার ঠিক পূর্বে একটি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে নটিলাসকে তাড়া করে। নটিলাস সেই জাহাজটিকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। সেই ঘটনা লইয়া ইয়োরোপে তখন হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। হার্ডিং বুঝিলেন যে ক্যাপটেন নিমো এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জানিতে চাহিয়াছেন। হার্ডিং নীরবে রহিলেন।

ক্যাপটেন নিমো আবার বলিলেন—'একটা কথা মনে রাখবেন, ওটা ছিল শত্রু-জাহাজ। ওটাই আমাকে আগে তাড়া করেছিল—তখন আমি ছিলাম এক সংকীর্ণ উপসাগরের মধ্যে, যেখানে জল কম ছিল। জাহাজটা আমার পথ আটকে রেখেছিল, তাই আমি সেটাকে

ডুবিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমার কাজটা কি অন্যায় হয়েছিল?'

হার্ডিং বলিলেন—'মহাশয়, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার আমার নাই। মানুষ ভগবানের কাছ থেকে মহৎ কাজের প্রেরণা পায়, তার ফলাফলের বিচারকও তিনি। ক্যাপটেন নিমো, আমার শুধু এইটুকু বলবার আছে যে আপনার মত এমন উপকারি বন্ধু হারিয়ে আমাদের মনে দারুণ দুঃখ হবে।'

হারবার্ট ক্যাপটেন নিমোর নিকটে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তাঁহার হাতখানি চুম্বন করিল।

নিমোর চক্ষে জল আসিল। তিনি হারবার্টের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—'বাবা, ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।'

॥ একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আলোকের কণামাত্রও গহ্বরে প্রবেশ করিল না। তখন পূর্ণ জোয়ার, গহ্বরের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নটিলাসের ইলেকট্রিকের আলোয় চারিদিক আলোকিত। ক্যাপটেন নিমো নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সোফার উপর অজ্ঞানের মত শুইয়া রহিলেন। হার্ডিং ও স্পিলেট্ মনোযোগের সহিত তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন তাঁহার শক্তি-সামর্থ ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'বাইরে মুক্ত বাতাসে নিয়ে গেলে হয় না?'

হার্ডিং বলিলেন—'কিছুই হবে না। তাছাড়া নটিলাস ছেড়ে তিনি যেতে রাজি হবেন না। তাঁর ইচ্ছা, এই নটিলাসেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়।'

নিমো দুর্বল, অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন—'ঠিক, আপনি ঠিক কথাই

বলেছেন। আমার ইচ্ছা, এই নটিলাসেই আমার মৃত্যু হবে। এখন আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন যে আমার শেষ কামনাটি পূর্ণ করবেন, তাহলেই আপনাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা হবে!'

সকলেই একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

নিমো বলিলেন—'কাল আমার মৃত্যু হবে। এই নটিলাসে আমার সমাধি এবং সমুদ্রই আশ্রয়স্থান হবে। গহ্বরের মুখ ছোট হয়ে যাওয়ায় নটিলাস এখানে আটকা পড়েছে। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও নটিলাস এখানে ডুবতে পারবে, কারণ এখানে জল খুব গভীর। আমার মৃত্যুর পর আপনারা নটিলাস থেকে চলে যাবেন। এই সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্রসহ নটিলাস আমার সমাধি হবে। যুবরাজ ডাক্কারের একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আপনাদের কাছে থাকবে। এই বাক্সে বহু লক্ষ টাকা মূল্যের কতগুলি হীরা আছে। আমার বিশ্বাস যে আপনারা সাধু, সচ্চরিত্র লোক, এই টাকা সৎকাজে ব্যয় করবেন। কাল আপনারা এই বাক্সটি নিয়ে এই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাবেন। তারপর নটিলাসের ডেকের উপরে উঠে নিচে নামবার দরজাটি বন্ধ করে দেবেন।'

হার্ডিং বলিলেন—'আপনার সমস্ত আদেশই পালন করব।'

'উত্তম কথা। তারপরে আপনারা নৌকা চড়ে চলে যাবার আগে, নটিলাসের মুখের কাছে জলের লাইনে যে দুটি মুখ-বন্ধ গর্ত আছে, সে দুটির মুখ খুলে দেবেন। তাহলে নটিলাসের নিচের চৌবাচ্চায় জল ঢুকে নটিলাস ডুবে যাবে। আমার ইচ্ছা পালন করবেন ত?'

হার্ডিং বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা করছি, সব ইচ্ছাই পালন করব।'

'তাহলে ঘণ্টাখানেকের জন্য এই ঘর থেকে চলে যান!'

নিমোর কথায় সকলে খাবার ঘর ও লাইব্রেরি ঘর পার হইয়া কলকারখানার দিকে গেলেন। নটিলাসে সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া সকলে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বৈদ্যুতিক কলে নটিলাস চলিত এবং এই কল আলো এবং উত্তাপও জোগাইত। খুব পুরু কাঁচের লেন্সের আবরণ দিয়া ঢাকা চোখের মত গর্তের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক

বাহির হইতেছে। ইহারই সাহায্যে চালক নটিলাসকে সমুদ্রগর্ভে চালাইত।

দ্বীপবাসিগণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলের মন আবেগে পূর্ণ। হায় রে! যে মহাপুরুষ এতকাল নানারকমে তাঁহাদিগের কত উপকার করিয়াছেন, যাঁহার সঙ্গে সবেমাত্র তাঁহাদিগের পরিচয় হইয়াছে, তিনি কিনা মৃত্যুশয্যায়!

আয়ারটন বলিল—'এই নটিলাসে চড়েও ত আমরা লিঙ্কন দ্বীপ থেকে চলে যেতে পারি!'

হার্ডিং বলিলেন—'তা কি করে হয়? নটিলাস ত আর আমাদের নয়। তাছাড়া নটিলাস আটকা পড়ে গেছে, বেরোবার উপায় নাই। ক্যাপটেন নিমো যখন ইচ্ছা করেছেন যে নটিলাসসুদ্ধ তাঁকে সমুদ্রগর্ভে কবর দেওয়া হবে, তখন আমরা তাই করব।'

সকলে কিছু জলযোগ করিয়া আবার ক্যাপটেন নিমোর ঘরে গেলেন। ততক্ষণে নিমোর অবসন্নতা কিছুটা দূর হইয়াছে, চক্ষু দুটি আবার স্বাভাবিক উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। সকলকে দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। তারপর বলিলেন—'আপনারা সকলেই সাহসী এবং সাধু লোক। আমি এতদিন আপনাদের কার্যকলাপ সবই দেখেছি। আমি আপনাদের শ্রদ্ধা করি। মিস্টার হার্ডিং, আপনার হাতখানা দিন।'

হার্ডিং হাত বাড়াইয়া দিলে নিমো গভীর স্নেহভরে তাঁহার সহিত করমর্দন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন আপনাদের কথা বলুন—এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে চান আপনারা?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'যেতে চাই বটে, কিন্তু আবার ফিরে আসব।'

নিমো হাসিয়া বলিলেন—'তাতো আসবেই জানি। এই দ্বীপকে আপনারা কত ভালবাসেন, আপনাদের যত্নে এর কত উন্নতি হয়েছে!'

হার্ডিং বলিলেন—'আমাদের ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে এই লিঙ্কন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বন্দর হবে।'

নিমো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হার্ডিংকে বলিলেন—'আপনার সঙ্গে আমি গোপনে একটু কথা বলতে চাই।'
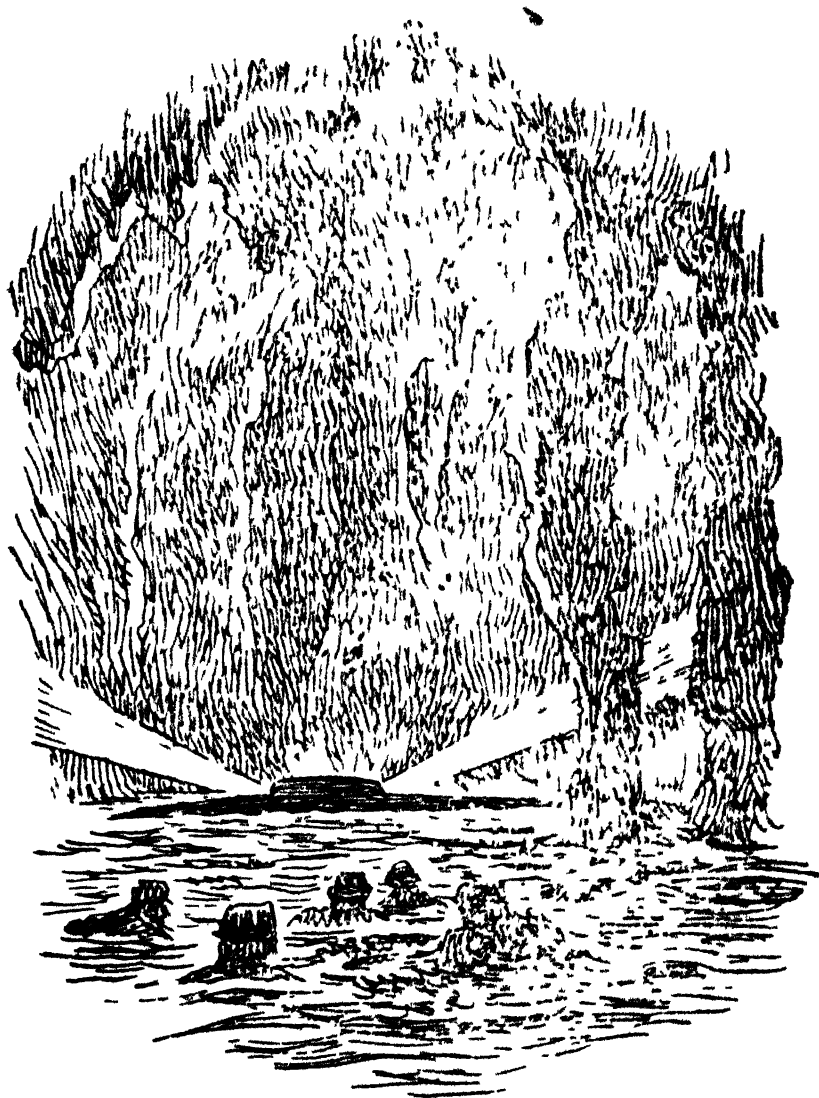
নটিলাস ডুবিতেছে।

অন্য সকলে সেই ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। হার্ডিং নিমোর সহিত কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর আবার সকলকে ডাকিয়া

আনিলেন। কিন্তু ক্যাপটেন নিমো গোপনে তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন সেই কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

দিন কাটিয়া গেল। ক্যাপটেন নিমোর মুখে কষ্টের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে তিনি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন।

অবশেষে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে তিনি প্রবল চেষ্টায় হাত দুইখানি বুকের উপর রাখিলেন। 'ভগবান ও আমার স্বদেশ' কথা কয়টি মৃদু উচ্চারণ করিবার পর তাঁহার শেষ নিশ্বাস পড়িল।

হার্ডিং প্রার্থনা করিলেন—'হে ভগবান, এই মহাপুরুষের আত্মাকে তোমার চরণে স্থান দাও।'

ক্যাপটেন নিমোর মৃত্যুর পর দ্বীপবাসিগণ তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ ঘরটি সযত্নে বন্ধ করা হইল, যাহাতে তাহার ভিতর একবিন্দুও জল প্রবেশ করিতে না পারে। ডাক্তারের স্মৃতিচিহ্ন বাক্সটি লইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমোর কথামত দুইটি গর্ত খুলিয়া দেওয়া হইল। এই গর্তের সঙ্গে জাহাজ ডুবাইয়া দিবার চৌবাচ্চার যোগ ছিল। গর্ত খুলিবামাত্র ক্রমে চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া গেল এবং নটিলাস ধীরে ধীরে ডুবিতে ডুবিতে ক্রমে সেই লেকের জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ ॥

প্রভাতে দ্বীপবাসিগণ নীরবে গহ্বরের মুখের কাছে আসিলেন। তাঁহারা গহ্বরটির নাম রাখিলেন 'ডাকার গহ্বর'। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট যাইবার সময় নৌকাটিকে একটি নিরাপদ স্থানে তুলিয়া রাখিল। অতীত ঘটনা ভাবিয়া অভিভূত মনে সকলে কোরালের দিকে চলিলেন।

প্রাতঃকালে নয়টার সময় তাঁহারা গ্রানিট হাউসে পৌঁছিলেন। তখন হইতে অতিরিক্ত উৎসাহে নৌকার কাজ আরম্ভ হইল।

হার্ডিং এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। ভবিষ্যতে কি হইবে কিছুই বলা যায় না—নৌকা যত শীঘ্র প্রস্তুত হয় ততই ভাল। টাবর দ্বীপেও যাইতে হইবে। ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত অন্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া সকলে নৌকার কাজেই নিযুক্ত রহিলেন। আড়াই মাস পরিশ্রম করিয়া নৌকার পাঁজরটি তৈরি হইল, তারপর তক্তা বসানর কাজ আরম্ভ হইল।

১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে হঠাৎ দারুণ ঝড় আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপ জুড়িয়া শুরু হইল অবিরাম বজ্রপাত। বড় বড় গাছ তাহার আগুনে পুড়িয়া গেল। এই ঝড় ও বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির নূতন নূতন লক্ষণ দেখা দিল। ৩রা জানুয়ারি আগ্নেয়গিরির চূড়া হইতে ঘন মেঘের মত ধোঁয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিল। ধোঁয়ায় ৭।৮ শত ফুট উপর পর্যন্ত আকাশ একেবারে ছাইয়া গেল!

হার্ডিং অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই ধোঁয়া মনোযোগপূর্বক দেখিয়া সকলকে বলিলেন—'বন্ধুগণ, শীগগির একটা পরিবর্তন আসবে, এ কথা আর গোপন রাখা চলে না। দু'দশদিনের মধ্যে যে এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

আয়ারটন মাটিতে কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল—'আমি যেন ভিতরে ভীষণ একটা গুরু গুরু শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

সকলে কান পাতিয়া খুব মনোযোগের সহিত শুনিলেন। গুরু গুরু শব্দের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে গভীর গর্জনের মত শোনা গেল।

পেনক্রফ্ট বলিল—'ফ্রাঙ্কলিন পর্বত ধোঁয়া ছাড়ুক, আর হাঁকডাক করুক, তা বলে কি আমরা কাজ বন্ধ রাখব?'

সকলে আবার গভীর মনোযোগের সহিত নৌকার কাজে লাগিয়া গেলেন। যতশীঘ্র সম্ভব নৌকাটিকে শেষ করা দরকার। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়ত এই নৌকাটিই সকলকে রক্ষা করিবে!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সকলে প্রসপেক্ট হাইটের উপত্যকায় গেলেন। তখন চারিদিক অন্ধকার। গিয়াই দেখিলেন যে ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের চূড়া দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। ছয় মাইল দূর হইতে মনে হইতেছে যেন পর্বতের চূড়ায় একটি বিশাল মশাল জ্বলিতেছে এবং তাহার আলোকে সমস্ত দ্বীপটি উজ্জ্বল।

হার্ডিং বলিলেন—'পরিবর্তনটা দেখছি একটু দ্রুতই শুরু হয়েছে।'

স্পিলেট বলিলেন—'এটা কিছু আশ্চর্য নয়। পর্বতের ক্রিয়া ত আরম্ভ হয়েছে প্রায় আড়াই মাস আগে থেকে। ভিতরের আগুন তখনই ধুসধুস করে জ্বলতে শুরু হয়েছিল, এখন একবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তাই না?'

হার্ডিং বলিলেন—'মাটির একটা মৃদু কম্পন টের পাচ্ছ না?'

স্পিলেট বলিলেন—'হাঁ, তা পাচ্ছি। তবে এই মৃদু কম্পন আর ভূমিকম্প এক জিনিস নয়।'

হার্ডিং বলিলেন—'ভগবান করুন, ভূমিকম্প যেন না হয়। তাহলে আমাদের বিপদের আর সীমা থাকবে না।'

'কি রকম বিপদ হতে পারে বলে মনে করছেন?

'সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার।'

তিনদিন মনোযোগের সহিত নৌকার কাজ করা হইল। কোরালে গিয়া জন্তুগুলির খাবার ব্যবস্থা করিতে আয়ারটন যাইবে। হার্ডিং বলিলেন—'আয়ারটন, আমিও তোমার সঙ্গে কোরালে যাব।' সকলে এই কথায় বিস্মিত হইলেন।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'এখনও নৌকার কাজ ঢের বাকি আছে। আপনিও যদি যান, তবে কাজের খুব ক্ষতি হবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'আমরা ত কালই ফিরে আসব। এই অগ্নুৎপাতটার রকম-সকম দেখবার জন্য আমার যাওয়া বিশেষ দরকার।'

পরদিন প্রাতকালে হার্ডিং ও আয়ারটন ওনাগার গাড়ি চড়িয়া কোরালে রওনা হইলেন। বনের উপর দিয়া ঘন কালো মেঘ ভাসিয়া

যাইতেছে। মেঘগুলি হইতে কালো বারুদের মত ভলকানিক চূর্ণ পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাটি সব কয়েক ইঞ্চি পুরু চূর্ণে ঢাকিয়া গেল।

আয়ারটন বলিল—'এটা ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার!'

হার্ডিং জবাব দিলেন—'শুধু অদ্ভুত নয় আয়ারটন, এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এই যে কালো পাথরের গুঁড়ার মত খনিজ পদার্থগুলি পড়ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ভলক্যানোর পেটের মধ্যে একটা দারুণ ওলট-পালট শুরু হয়েছে!'

'এর কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

'কিছুই করবার নাই। শুধু নজর রাখতে হবে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। তুমি কোরালের কাজকর্ম কর, আমি ভলক্যানোর অবস্থাটা একটু দেখে আসি। তারপর ডাকার গহ্বরটাও একবার দেখতে যেতে হবে।'

পর্বতের অবস্থা দেখিয়া হার্ডিং ফিরিয়া আসিতে আসিতে আয়ারটন কোরালের কাজকর্ম সব শেষ করিয়া ফেলিল। হার্ডিংকে দেখিয়া সে বলিল—'ক্যাপটেন, জন্তুগুলি কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'তা ত হবেই। তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই তারা বুঝতে পেরেছে যে শীঘ্রই একটা বিপদ আসছে। তুমি একটা আলো নিয়ে আমার সঙ্গে ডাকার গহ্বরে চল।'

ডাকার গহ্বরের নিকট পৌঁছিয়া তাঁহারা প্রবেশপথটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং লোহার নৌকাটি টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে উঠিলেন। ল্যাম্পটি নৌকার মুখে রাখিয়া হার্ডিং হাল ধরিয়া বসিলেন। আয়ারটন দাঁড় টানিয়া চলিল। এখন আর নটিলাসের আলো নাই, গহ্বর গভীর অন্ধকার। ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় গহ্বরের দেওয়ালের গা ধরিয়া ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই হার্ডিং স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন যে পর্বতের মধ্য হইতে গুমগুম শব্দ বাহির হইতেছে। গন্ধকের ধোঁয়ার একটা জোরাল গন্ধও পাওয়া গেল—ইহাতে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম।

হার্ডিং বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—'এ রকম যে হবে সেটা ক্যাপটেন নিমোও ভয় করেছিলেন। তবু গহ্বরের শেষ পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে!'

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে তাঁহারা গহ্বরের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হার্ডিং দাঁড়াইয়া গহ্বরের দেওয়ালে আলো ফেলিলেন। এই দেওয়ালের পরেই ভলক্যানোর কেন্দ্রস্থল। দেওয়ালটি কত পুরু? দশ ফুটও হইতে পারে, একশত ফুটও হইতে পারে—বলিবার উপায় নাই। কিন্তু ভিতরে ভলক্যানোর শব্দ এতই স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল যে দেওয়াল কম পুরু বলিয়াই মনে হইল। দেওয়াল ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এবং সেই ফাটলের মধ্য দিয়া দুর্গন্ধ গ্যাস বাহির হইতেছে।

হার্ডিং বলিলেন—'ক্যাপটেন নিমো ঠিক কথাই বলেছিলেন। বিপদ এখান থেকেই শুরু হবে, এবং সেটা হবে সাংঘাতিক বিপদ!'

॥ একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ৮ই জানুয়ারি, সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনের সহিত গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই তিনি সকলকে ডাকিয়া ভাবী বিপদের কথা বলিলেন—সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই। শুনিয়া সকলে মহাবিস্মিত হইলেন, তাহারা হার্ডিংএর কথা বুঝিতে পারিলেন না।

স্পিলেট্ বলিলেন—'সাইরাস, বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল।'

হার্ডিং বলিলেন—'এই বিপদের সম্বন্ধে ক্যাপটেন নিমো আমাকে গোপনে যা বলেছিলেন, সে সব বললেই বুঝতে পারবে।'

'ক্যাপটেন নিমো বলেছিলেন?'

'হাঁ। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাদের এইউপকারটি করে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে লিঙ্কন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপের মত নয়। শীগগির হোক আর বিলম্বে হোক, এই দ্বীপের ভিত্তি পর্যন্ত একদিন সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাবে। আমি কাল ডাক্কার গহ্বর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই বিষয়ের প্রমাণ পেয়ে এসেছি। এই গহ্বর দ্বীপের নিচে ভলক্যানোর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত গিয়েছে—মাঝখানে ব্যবধান শুধু মাত্র গহ্বরের দেওয়ালটি। এই দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়েছে। ভিতরের ক্রিয়ার চাপে এই ফাটল ক্রমেই বড় হচ্ছে। এইভাবে বড় হতে থাকলে শেষে গহ্বরের জল গিয়ে ভিতরে ঢুকবে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে ত ভালই হবে। সমুদ্রের জল গিয়ে ভলক্যানোর আগুন নিবিয়ে ফেলবে।'

'তা নয় পেনক্রফ্‌ট! ফুটন্ত লাভার মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডা জল গিয়ে ঢুকলে ব্যাপারটা কি হবে বুঝতে পার না? সমস্ত লিঙ্কন দ্বীপটি উড়ে যাবে।'

হার্ডিংএর কথায় সকলে বুঝিতে পারিলেন কি সাংঘাতিক বিপদ হইবার সম্ভাবনা! এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। ডাক্কার গহ্বরের দেওয়াল যতদিন ভিতরের চাপ সহ্য করিতে পারিবে ততদিন নিশ্চিন্ত। কিন্তু সে আর কতদিন? কয়েক মাস—কয়েকদিন—কিংবা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপারও হইতে পারে। দারুণ দুঃখে সকলের মন অভিভূত হইল। ভাবী বিপদের কথা তখন ততটা মনে জাগিল না, মনে জাগিল শুধু লিঙ্কন দ্বীপের কথা।

দ্বীপটিকে তাঁহারা কত ভালবাসেন, কত কষ্ট করিয়া সেটিকে ফল-শস্যপূর্ণ এবং সকল বিষয়ে উন্নত করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন! হায় রে! নিমেষের মধ্যে সবই পণ্ড হইতে চলিল। পেনক্রফ্‌টের চক্ষু দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। এরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় এখন একমাত্র অবলম্বন নৌকাটি। সকলে অন্য সমস্ত ভুলিয়া নৌকাটি শেষ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে নৌকার ডেকের অর্ধেক শেষ হইল। সেইদিন রাত্রে হঠাৎ ভলক্যানোর চূড়াটি উড়িয়া গেল। শব্দ হইল ভীষণ। দ্বীপবাসিগণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত দ্বীপটি বুঝি ফাটিয়া গিয়াছে। সকলে ছুটিয়া গ্র্যানিট হাউস হইতে বাহির হইলেন। রাত্রি তখন দুইটা। সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে। ভলক্যানোর হাজার ফুট উঁচু বড় চূড়াটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সেটি ভলক্যানো এবং সমুদ্রের মধ্যের জায়গাটিতেই পড়িয়াছে। ভলক্যানোর মুখের গর্ত বড় হইয়া তাহার ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আগুনের তেজ বাহির হইয়া সমস্ত আকাশ লাল হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন চূড়ার মধ্য দিয়া গলিত লাভার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

আয়ারটন চিৎকার করিল 'কোরালে! শীঘ্র কোরালে চলুন।'

লাভার স্রোত কোরালের দিকে যাইতে দেখিয়া সকলে বিপন্ন জন্তুগুলিকে মুক্ত করিবার জন্য ওনাগার গাড়িতে কোরালে চলিলেন। রাত তিনটার সময় তাঁহারা কোরালে পৌঁছিলেন। মুসমন এবং ছাগলগুলির চিৎকার শুনিয়াই বুঝিতে পারা গেল যে তাহারা দারুণ ভয় পাইয়াছে। কোরালের দরজা খুলিবামাত্র জন্তুগুলি ভয়ে দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে গলিত লাভায় কোরাল পূর্ণ হইয়া গেল। বাড়ী-ঘর-বেড়া সব পুড়িয়া ছাই হইল। ঝরণার জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল!

ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের পরে জমিটা ক্রমে ঢালু হইয়া পূর্ব-উপকূলের দিকে গিয়াছে। সুতরাং মধ্যে জ্যাকামার বন থাকা সত্ত্বেও লাভার স্রোত প্লেটোর দিকে যাইবে।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—'তাহার পরেই ত লেক আছে। সুতরাং লেকটি আমাদের রক্ষা করিবে।'

হার্ডিং বলিলেন—'আশা করি তাই হবে।'

লাভা আসিয়া পথ আটকাইয়া ফেলাতে দ্বীপবাসিগণ ভাঙা চূড়াটির কাছে যাইতে পারিলেন না। সকাল সাতটার সময়ে সকলে জ্যাকামার বনে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে লাভার স্রোত রেড নদী

ছাপাইয়া কোয়ালে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহারা লেকের ধারে উপস্থিত হইলেন। এদিককার সমস্ত বনে তখন আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

হার্ডিং বলিলেন—'হয়ত লেকের জল লাভার স্রোতকে বাধা দেবে। তাহলে দ্বীপের অনেকটা অংশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। তা নাহলে গাছপালা বনজঙ্গল সবই লাভার আগুনে পুড়ে ছারখার হবে। মরুভূমির মত দ্বীপে আমরা না খেতে পেয়ে মরব!'

পেনক্রফট গভীর দুঃখের সহিত বলিল—'তবে ছাই, নৌকার পিছনে খেটেই বা লাভ কি?'

হার্ডিং বলিলেন—'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আমরা আমাদের কর্তব্য কাজগুলি করে যেতে পারি পেনক্রফট!'

এই সময়ে লাভার স্রোত গাছপালা ধ্বংস করিয়া লেকের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। লেকের পাড়টি আরো উঁচু হইলে হয়ত স্রোতকে বাধা দিতে পারিত!

হার্ডিং বলিলেন—'শীগগির গিয়ে যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এস। এখানে বাঁধ দিতে পারলে লাভার স্রোত লেকের জলেই পড়বে, অন্যদিকে যাবে না।'

সকলে ডক-ইয়ার্ড হইতে কুড়াল, কোদাল, গাঁইতি ইত্যাদি আনিয়া গাছপালা দিয়া তিনফুট উঁচু বাঁধ তৈয়ারি করিলেন। পরমুহূর্তে লাভার স্রোত এই বাঁধের সম্মুখে আসিল। ক্রমে লাভা জমিতে জমিতে শেষে বাঁধ ছাপাইয়া কুড়ি ফুট উঁচু হইতে লেক গ্রান্টের জলে পড়িল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া আগুন ও জলের এই লড়াইটি প্রত্যক্ষ করিলেন। মানুষের সাধ্য নাই যে এই দৃশ্যের বর্ণনা করে। জ্বলন্ত লাভার সংস্পর্শে আসিবামাত্র জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই বাষ্প আকাশে কতদূর পর্যন্ত যে উঠিল তাহার সীমা নাই। কিন্তু লেকে ত আর নতুন জল আসিয়া পড়িতেছে না। সুতরাং লেকের জল এইভাবে শেষ হইয়া যাইবে। এদিকে লাভার স্রোতের

শেষ নাই। তাহার উৎপত্তিস্থান অক্ষয়। লাভার স্রোত জলে পড়িবামাত্র নিরেট পাথরের মত হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার উপরে আবার নূতন লাভা আসিয়া পড়িল, তাহাও জমাট বাঁধিয়া গেল। পূর্বে যেখানে লেকের জলরাশি ছিল, সেখানে এখন পর্বত-প্রমাণ লাভা জমা হইল, এবং তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে আগুনের কাছে জলের পরাজয় হইল।

যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় যে লাভার স্রোত লেক গ্রাণ্টের জলে পড়িয়াছিল। সুতরাং দ্বীপবাসিগণ এখন কিছুদিন নৌকার কাজ করিবার অবসর পাইলেন। কিছুদিনের জন্য প্রসপেক্ট হাইট, গ্রানিট হাউস এবং ডকটি নিরাপদ হইল। নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করিয়া জলে ভাসাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। গ্রানিট হাউসের দেওয়ালই বা কখন ভূমিসাৎ হইয়া যায়, তাহাই বা কে বলিতে পারে!

দ্বীপবাসিগণ আহার নিদ্রা ছাড়িয়া নৌকার কাজ করিতে লাগিলেন। ভলক্যানোর আগুনের আলোকে তাঁহারা রাত্রিতেও কাজ করিতে লাগিলেন। লাভার স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু মনে হইল যেন তাহার পরিমাণ কিছুটা কম। লেক গ্রাণ্ট লাভায় পূর্ণ, আরো লাভা আসিলে প্রসপেক্ট হাইটের দিকে তাহা ছড়াইয়া পড়িত।

দ্বীপের এই ভাগটা খানিকটা রক্ষা পাইলেও পশ্চিমভাগের অবস্থা অন্যরূপ। লাভার আর একটা স্রোত দ্বীপের পশ্চিমভাগে ফল্‌স্ রিভারের উপত্যকা ধরিয়া বনের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বনের গাছপালা সমস্ত ভস্মে পরিণত হইয়াছে। জন্তুসকল ভয়ে পাগলের মত হইয়া মার্সি নদীর তীরে এবং বেলুন বন্দরের পথ পার হইয়া ট্যাডর্ন মার্সের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বীপবাসিগণ গ্রানিট হাউস পরিত্যাগ করিলেন, এখন চিমনীতে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। তাঁহারা মার্সি নদীর মুখের কাছে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

চারিদিকের দৃশ্য দেখিলে কষ্টে বুক ফাটিয়া যায়। হায় রে! এমন সাধের লিঙ্কন দ্বীপ মুহূর্তমধ্যে শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। ক্রমে ২০শে ফেব্রুয়ারি আসিয়া গেল। আর একমাস খাটিলেই নৌকাটি জলে নামাইবার উপযুক্ত হইবে। এই একমাস কাল দ্বীপটি ভলক্যানোর অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবে কি? ৩রা মার্চ হিসাব করিয়া দেখা গেল যে আর দশ দিনের মধ্যেই নৌকা জলে নামানো যাইবে।

মার্চ মাসের প্রথম হইতেই আবার ভলক্যানো সংহার মূর্তি ধারণ করিল। কাঁচের সুতার মত হাজার হাজার গলিত লাভার সুতা বৃষ্টির ধারার মত দ্বীপের উপরে অবিরত পড়িতে লাগিল। পর্বতের চূড়া হইতে গলিত লাভার নূতন স্রোত লেক গ্রান্টের দক্ষিণ-পশ্চিম তীর বাহিয়া ছুটিল। প্রসপেক্ট হাইটে উপস্থিত হইয়া আস্তাবল, পাখির বাড়ী মিল সমস্ত নষ্ট করিয়া দিল।

আর কি? সমস্তই গেল—এখন ভরসা শুধু নৌকাখানি! এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নৌকা জলে ভাসাইতে হইবে। পরদিন ৯ই মার্চ সকাল বেলাতেই নৌকা ভাসানো চাই।

কিন্তু ৮ই মার্চ রাত্রে হঠাৎ পর্বতমুখ হইতে অপরিমিত বাষ্পরাশি ভীষণ শব্দে তিন হাজার ফুট উঁচু হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ডাক্কার গহ্বরের দেওয়াল নিশ্চয় গ্যাসের চাপে একেবারে ফাটিয়া গিয়াছে! সেই ফাটল দিয়া সমুদ্রের জল ভিতরে ভলক্যানোর জ্বলন্ত পেটের মধ্যে গিয়া পড়িবামাত্র বাষ্প হইয়া গিয়াছে। সেই অপরিমিত বাষ্প বাহির হইবার পক্ষে ভলক্যানোর গর্ত অত্যন্ত ছোট, এবং তাহার ফলেই এক্স্‌প্লোশনটি হইয়াছে। বড় সহজ এক্স্‌প্লোশন হয় নাই—তাহার শব্দ নিশ্চয় একশত মাইল দূর হইতেও শোনা যাইত। সমস্ত আকাশ যেন কাঁপিয়া উঠিল। পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের জলে পড়িল! লিঙ্কন দ্বীপ যেখানে ছিল, মুহূর্তমধ্যে সে স্থান সমুদ্রের জল আসিয়া অধিকার করিয়া ফেলিল।

॥ দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ ॥

একটিমাত্র পর্বতখণ্ড, ত্রিশ ফুট লম্বা, কুড়ি ফুট চওড়া জলের কিনারা হইতে ফুটদশেক দূরে,—শুধু এই স্থলভাগটুকু প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে জাগিয়া রহিয়াছে! ইহাই গ্র্যানিট হাউসের পর্বতের অবশিষ্ট অংশ। চারিদিকে অন্য কিছুর চিহ্নমাত্রও নাই, লিঙ্কন দ্বীপের অবশিষ্ট রহিল একমাত্র এই ক্ষুদ্র পর্বতখণ্ডটি। এখানেই দ্বীপবাসিগণ টপকে লইয়া আশ্রয় লইলেন। দ্বীপের সমস্ত পশুপক্ষী পাথরের চাপে পড়িয়া বা জলে ডুবিয়া ম'রিয়া গিয়াছে। হায় রে! হতভাগা জাপও একটি পাথরের ফাটলে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু ষ্মার্ডিং, স্পিলেট্, হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট, আয়ারটন ও নেব্, ইহারা আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁবুর মধ্যে বসিয়াছিলেন এবং এক্‌স্‌প্লোশনের বেগে সকলেই সমুদ্রের জলে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর নিকটে এই পর্বতখণ্ডটি দেখিয়া তাঁহারা সাঁতরাইয়া গিয়া সেখানে আশ্রয় লইলেন।

এই পর্বতখণ্ডে নয় দিন তাঁহারা রহিলেন। বিপদের পূর্বে গ্র্যানিট হাউস হইতে যেটুকু খাদ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেইটুকুই তাঁহাদিগের সম্বল। যেটুকু বৃষ্টির জল সেই পর্বতখণ্ডের ফাটলে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই একমাত্র পানীয়। জল-ঝড়ে নৌকাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই স্থান পরিত্যাগ করিবার আর কোন উপায় নাই। সঙ্গে আগুন নাই, আগুন প্রস্তুত করিবার কোন উপকরণও নাই। সুতরাং এইখানে নিশ্চয় সকলের মৃত্যু হইবে।

একান্ত কৃপণতার সহিত ব্যবহার করিয়াও ১৮ মার্চ দেখা গেল যে আর মাত্র দুইদিনের খাদ্য অবশিষ্ট আছে। বহু কষ্টে ঐটুকু খাদ্য খাইয়া আরো পাঁচদিন কাটিল। সকলে খাদ্যাভাবে দুর্বলতার চরম সীমায় উপস্থিত! হারবার্ট ও নেবের ডিলিরিয়ামের লক্ষণ দেখা

দিল! এইরূপ দারুণ বিপদে পড়িলে কি কাহারও মনে আশার ছায়াটুকুও থাকিতে পারে? কখনই না!

সকলে মরার মতন পড়িয়া রহিয়াছেন। শুধু আয়ারটন মধ্যে মধ্যে একান্ত চেষ্টা করিয়া উঠিয়া সমুদ্রের চারিদিক দেখিতেছে।

অবশেষে ১৪শে মার্চ সমুদ্রের মধ্যে সে একটি বিন্দুর মত দেখিতে পাইল। প্রথমে সে মাথা তুলিয়া বিন্দুটিকে দেখিল, তারপর উঠিয়া বসিল। শেষে বহু কষ্টে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেই বিন্দুর দিকে হাত দিয়া সংকেত করিতে লাগিল।

ক্রমে দেখা গেল যে পাহাড় হইতে অনেক দূরে, একটি জাহাজের পাল দেখা যাইতেছে। এই পর্বতখণ্ডটির দিকেই যেন জাহাজের গতি বলিয়া মনে হইল দ্বীপবাসিগণের শরীরে যদি বল থাকিত এবং তাঁহারা যদি সমুদ্রের চারিদিকে দৃষ্টি রাখিতেন তাহা হইলে জাহাজটিকে অনেক আগেই দেখা যাইত!

'ডান্কান জাহাজ!' এই কথাটুকু বিড় বিড় করিয়া বলিয়া আয়ারটন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

সাইরাস হার্ডিং এবং তাঁহার সঙ্গীগণের সেবাশুশ্রূষার পর যখন জ্ঞান হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা একটা জাহাজের ক্যাবিনের মধ্যে রহিয়াছেন। কি করিয়া যে তাঁহারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

আয়ারটনের একটি কথায় বিষয়টি পরিষ্কার হইল—'ডান্কান জাহাজ!'

হার্ডিং বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'ডান্কান জাহাজ!' তারপর হাত দুইখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বাস্তবিকই ঐ জাহাজটা লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজই ছিল। ক্যাপটেন গ্রান্টের পুত্র রবার্ট এখন ঐ জাহাজের চালক।

বারো বৎসর পরে আয়ারটনকে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে ট্যাবর দ্বীপে পাঠানো হইয়াছিল। জাহাজ আসাতে দ্বীপবাসিগণ

শুধু যে রক্ষা পাইয়াছেন তাহাই নহে, জাহাজটি তাঁহাদিগকে লইয়া তাঁহাদের দেশ আমেরিকার দিকে চলিয়াছে।

হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'ক্যাপটেন রবার্ট গ্রান্ট, আপনি ত আয়ারটনের সন্ধানে ট্যাবর দ্বীপে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে পাননি। তারপর এখানে আরো একশত মাইল উত্তর-পূর্বে আপনি কেন এলেন? কে আপনাকে এই স্থানের সন্ধান বলে দিল?'

রবার্ট গ্রান্ট বলিলেন—'ক্যাপটেন হার্ডিং, আমি এখানে শুধু আয়ারটনের জন্য আসিনি, আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের সন্ধানেও এসেছি।'

'আমার আর আমার সঙ্গীদের সন্ধানে এসেছেন?'

'হাঁ, এইখানে, এই লিঙ্কন দ্বীপে।'

'আপনি লিঙ্কন দ্বীপের সন্ধান পেলেন কি করে? ম্যাপে ত এই দ্বীপের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নাই!'

'ট্যাবর দ্বীপে যে আপনারা একখণ্ড কাগজ লিখে রেখে এসেছিলেন, সেই কাগজটুকু পড়ে লিঙ্কন দ্বীপ এবং আপনাদের কথা জানতে পেরেছিলাম।' রবার্ট গ্রান্ট কাগজের খণ্ডটুকু বাহির করিয়া দেখাইলেন।

হার্ডিং কাগজের লেখা দেখিয়া বুঝিলেন যে কোরালে যে চিঠিখানা তাঁহারা পাইয়াছিলেন, সেই চিঠি এবং এই চিঠি একই ব্যক্তির লেখা!

তিনি তখন বলিলেন—'এটা ক্যাপটেন নিমোর কাজ! তিনিই ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে এই কাগজটুকু লিখে রেখে এসেছিলেন।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি। বোনাভেঞ্চারে চড়ে তিনিই একা ট্যাবর দ্বীপে গিয়েছিলেন।'

দ্বীপবাসিগণ তখন মাথার টুপি খুলিয়া তাঁহাদিগের পরম উপকারি বন্ধু ক্যাপটেন নিমোর আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিলেন।

ইহার পর আয়ারটন হার্ডিংএর নিকটে আসিয়া বলিল—'এই বাক্সটা কোথায় রাখব?'

ক্যাপটেন নিমোর দেওয়া সেই বাক্সটা! সাংঘাতিক বিপদের সময়েও আয়ারটন প্রাণপণে উহা রক্ষা করিয়াছে। এখন সে সেটা হার্ডিংএর হাতে দিল। হার্ডিং দুইবার শুধু 'আয়ারটন, আয়ারটন!' বলিলেন! মনের আবেগে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ক্ষণকাল পরে তিনি রবার্ট গ্রাণ্টকে বলিলেন—'মহাশয়, আপনারা ট্যাবর দ্বীপে যে অপরাধীকে রেখে গিয়েছিলেন, দেখুন, এখন সে কেমন পুণ্যবান হয়েছে। এর সঙ্গে করমর্দন করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।'

ইহার পর ক্যাপটেন হার্ডিং নিজের ইতিহাস, লিঙ্কন দ্বীপের ইতিহাস সমস্তই রবার্ট গ্রাণ্টকে বলিলেন। স্থির হইল যে ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপে লিঙ্কন দ্বীপের অবশিষ্ট চিহ্ন সেই পর্বত-খণ্ডটুকুর উল্লেখ থাকিবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে ডাঙ্কান জাহাজ আমেরিকায় পৌঁছিল। দ্বীপবাসিগণ দেখিলেন যে সেই মহাযুদ্ধের পর দেশে এখন শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। অন্যায়, অবিচার পরাস্ত হইয়াছে। ক্যাপটেন নিমোর দেওয়া ধনরাশির অধিকাংশ ব্যয় করিয়া দ্বীপবাসিগণ আইওয়া প্রদেশে বিশাল সম্পত্তি কিনিলেন। সকলের চাইতে মূল্যবান যে মুক্তাটি ছিল, সেটি তাঁহারা লেডি গ্লেনারভনকে উপহার দিলেন, কারণ তাঁহার ডাঙ্কান জাহাজের কল্যাণে তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন।

আইওয়া প্রদেশের এই নূতন রাজ্যের নাম তাঁহারা দিলেন 'লিঙ্কন'। একটি নদীর নাম দিলেন 'মার্সি নদী'। একটি পর্বত এবং একটি লেক ছিল, তাহাদের নাম হইল 'ফ্রাঙ্কলিন পর্বত' ও 'লেক গ্রাণ্ট'। তাঁহাদের অনেক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসিয়া এই রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে হার্ডিং ও তাঁহার সঙ্গীদের তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যের শ্রী ফিরিয়া গেল। তাঁহারা একত্রে বাস করিবেন। আজীবন কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইবেন না! গিডিয়ন স্পিলেট 'নিউ লিঙ্কন

হেরাল্ড্' নাম দিয়া একটি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। কালে এই সংবাদপত্র পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য হইল। মধ্যে মধ্যে লর্ড্ এবং লেডি গ্লেনারভন ট্যাবর দ্বীপে যাইতেন এবং অতীতের ঘটনাবহুল দিবসগুলির কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া কালাতিপাত করিতেন।

সমাপ্ত